

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন



শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী বর্দ্ধক সঙ্কলন
 সবসময় সংরক্ষিত—ভূদেব পাবলিশিং হাউস
 ৬৪, নং মানিকগঞ্জ গা ষ্ট্রট, কালকী.
 মুদ্রা ১৯৫৬

প্রাক্তনঃস্বর্ণাচারী ৮তম বর্ষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত—

২ পারিবারিক প্রবন্ধ

যিনি জীবনকে শান্তিময়, সুখময় করিতে চাহেন— গৃহ হইতে সর্ব প্রকার অশান্তি, বিদ্বেষ, হীনতা দূর করিতে চাহেন, তিনি এ গ্রন্থ পাঠে প্রভূত সহায়তা পাইবেন। লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিরূপ ভাবে চলিলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে, তাহার পক্ষে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না; আমাদের এই পবিত্রাত্মা মহাপুরুষ তাহা নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার পরম স্নেহের দেশবাসীর কল্যাণ জন্ত নিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দাম্পত্য-প্রণয়, উদ্বাহ-সংস্কার, সতীর ধর্ম, সৌভাগ্য-গর্ভ, দম্পতী কলহ, লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, কুটুম্বিতা, পিতামাতা, সম্বানের শিক্ষা, পুত্রকল্যাণ শিক্ষা, পুত্রবধু, রোগীর সেবা, চাকর প্রতিপালন, পঞ্চাদি পালন, অতিথি-সংকার, স্ত্রীশিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা, ভাইভগিনী, শিক্ষাভিত্তি, কাজকরা, অর্থসঞ্চয়, শয়ন, নিদ্রা, ভোজন, গৃহশুভ্রতা, দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ প্রভৃতি বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ এই পুস্তকে আছে।

স্বর্গীয় লক্ষ্মীকান্তনাথ এই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হইয়া লিখিয়া গিয়াছেন—“পারিবারিক প্রবন্ধ গ্রন্থকল্পের অসাধারণ সাংসারিক অভিজ্ঞতা প্রসূত। কখন কিরূপ ব্যবহার করিলে পারিবারিক স্বচ্ছন্দা বধিৎ হয়, তাহা এই পুস্তক হইতে জানা যায়। স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক বাজালা ভাষায় আর নাই।”

“আমার জীবনে যে সকল ভুল করিয়াছি, দশবৎসর ধর্ম এই পুস্তকখানি পাইলে এবং অনেকগুলি হইতে রক্ষা পাইতাম।”—
৮চন্দ্রনাথ বসু। ১৬ পেজি ডবল ক্রাউন সুন্দর স্বর্ণাঙ্কিত বাধাই।

প্রকাশকের নিবেদন ।

কৰুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণাবলে বহু অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে এই তত্ত্ব বিষয়ক প্রসিদ্ধ ‘কালীতন্ত্রম্’ নামক বৃহৎ গ্রন্থখানি সাধারণের উপকারার্থে প্রকাশ করিলাম । ইহাতে তন্ত্র সাধকের যাবতীয় ক্রিয়া করণ পদ্ধতি, কালিকা দেবীর ধ্যান, দারণা, প্রাণায়াম, পূজা, হোম, আসন, কুস্তন, পুরস্চরণ সাধনা, সিদ্ধি প্রভৃতি অগণিত লঘিমাদি সাধন, বাক্পটু, অমৃত, মম্ব, বাক্‌সিদ্ধি সমস্তই আছে ।

পবিশেষে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সত্বে স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক মুদ্রণকালে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মিত্র এম, এ, বেদান্তভূষণ মহাশয় গ্রন্থখানি সংশোধন করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, সেই জন্য আমি তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম । এক্ষণে সন্মুখ গ্রাহক ও অগ্রগ্রাহকগণ ।

পরিভূপ হউলে শ্রম সার্থক বোধ করিব । নিবেদন ২০১

দোল-পূর্ণিমা ।

কলিকাতা ।

}

বিনীত

শ্রীজগন্নাথ দাস ।

জগন্নাথ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত

গ্রন্থাবলী ।

নীতিশাস্ত্র

উপন্যাস

শ্রীযুক্ত অধোরচন্দ্র কাব্যতোষ	প্রণীত	শ্রীযুক্ত অধোরচন্দ্র কাব্যতোষ	প্রণীত
নন্দদা	১৫০	প্যাটেন্ট ঔষধ শিক্ষা	৫০
পাপের পরিণাম	১৫০	সংসারী (হোমিওপ্যাথিক	
তারকাসুন্দর বধ	১৫০	চিকিৎসার স্তম্ভ (স্তম্ভ)	১০
কুক পরিণাম	১৫০	শ্রীপদ্মপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত	
নগীন নাট্যকবি		ঠাকুরমার উপকথা প্রথম খণ্ড	৫০
শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বিজ্ঞানবিনোদ		ছেলেদের সেক্সপীয়র	১০
প্রণীত		মণি চোর	৫০
	১৫০	সংসার বান্ধব (টোটকার ছড়া)	৫০
	১৫০	রামায়ণের কথা	৫০
	১৫০		
শ্রীযুক্ত পদ্মপতি চট্টোপাধ্যায়		কৃষ্ণবাসী রামায়ণ	২৫০
প্রণীত		ঐ সাধারণ সংস্করণ	
নিমাই সন্ন্যাস	১৫০	বিলাতী বাঁধাই	২০
অকালবোধন	১৫০	মহাভারত	৩০
পঞ্চবট	১৫০	ঐ সাধারণ সংস্করণ	
শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রণীত		বিলাতী বাঁধাই	২৫০
স্বদেশ সাধনা	১৫০	পণ্ডিত শ্রীমলাল গোস্বামী প্রণীত	
		পরলোক রহস্য	১০

সূচীপত্রম্ ।

প্রথমোল্লাসঃ ।		দশমোল্লাসঃ ।	
যোগস্বরূপবর্ণনম্	১	লক্ষ্যস্বরূপকথনম্	৯৪
দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।		একাদশোল্লাসঃ ।	
যোগসাধনম্	৭	রোগনিবারণঃ	১১৩
তৃতীয়োল্লাসঃ ।		দ্বাদশোল্লাসঃ ।	
মুক্ত্যুপায়ঃ	৮	ঔষধনিরূপণম্	১৩৩
চতুর্থোল্লাসঃ ।		ত্রয়োদশোল্লাসঃ ।	
মায়াবর্ণনম্	১৫	ষট্‌কণ্ঠসাধনম্	১৮২
পঞ্চমোল্লাসঃ ।		চতুর্দশোল্লাসঃ ।	
ব্রহ্মসিদ্ধ্যাুপায়ঃ	২৪	যোগসাধনম্	২০৭
ষষ্ঠোল্লাসঃ ।		ময়ূরাসনম্	২৪৪
আত্মজ্ঞানোপায়বর্ণনম্	৩১	গোমুখাসনম্	২৪৪
সপ্তমোল্লাসঃ ।		মুক্‌তাসনম্	২৪৫
প্রাণচিস্তনম্	৩৬	ধনুর্‌রাসনম্	২৪৬
অষ্টমোল্লাসঃ ।		বজ্রাসনম্	২৮৬
ব্রহ্মস্বরূপকীর্তনম্	৪৭	মৃতাসনম্	২৮৬
নবমোল্লাসঃ ।		ভদ্রাসনম্	২৪৭
পার্বহ্যাত্ম্যবর্ণনম্	৫৬	বীরাসনম্	২৮৮
		সকটাসনম্	২৮৮

গোরক্ষাসনম্	২৪৮	জালন্ধরশ্র ফলম্	২৭৫
কুকুটাসনম্	২৪৯	মূলবন্ধঃ	২৭৫
কৃষ্ণাসনম্	২৪৯	মূলবন্ধশ্র ফলম্	২৭৭
সিংহাসনম্	২৫০	মঠাবন্ধঃ	২৭৮
গরুড়াসনম্	২৫০	মঠাবন্ধশ্র ফলম্	২৭৯
ব্রহ্মাসনম্	২৫০	মঠাবেদঃ	২৮০
মকরাসনম্	২৫১	মঠাবেদশ্র ফলম্	২৮০
শলভাসনম্	২৫১	পেচরী মুদ্রা	২৮২
উল্লাসনম্	২৫২	পেচরীমুদ্রাফলম্	২৮৩
উত্তানকৃষ্ণাসনম্	২৫২	বিপরীতকরণীমুদ্রা	২৮৬
উত্তানমণ্ড, কাসনম্	২৫২	বিপরীতকরণীফলম্	২৮৭
যোগাসনম্	২৫৩	বজ্রিনী মুদ্রা	২৮৮
ভূত্বকাসনম্	২৫৩	বজ্রিনীমুদ্রাফলম্	২৯২
মণ্ড, কাসনম্	২৫৪	শক্তিচালনীমুদ্রা	২৯৫
গুপ্তাসনম্	২৫৪	শক্তিচালনীমুদ্রায়াঃ ফলম্	২৯৯
বৃক্ষাসনম্	২৫৫	তাড়ীগীমুদ্রা	২৯৮
মংস্তাসনম্	২৫৫	মাণ্ডুকীমুদ্রা	২৯৮
মাৎশ্রেজ্ঞাসনম্	২৫৫	শাস্ত্রবীমুদ্রা	২৯৯
উৎকটাসনম্	২৫৬	শাস্ত্রবীমুদ্রায়াঃ ফলম্	২৯৯
মহামুদ্রা	২৬৬	পার্শ্ববোধারণামুদ্রা	৩০০
নভোমুদ্রা	২৭১	বায়বোধারণামুদ্রা	৩০১
উড্ডীমানবন্ধঃ	২৭২	আকাশীধারণামুদ্রা	৩০২
উড্ডীমানশ্র ফলম্	২৭৩	আস্ত্রসীধারণামুদ্রা	৩০৩
জালন্ধরবন্ধঃ	২৭৪	বৈশ্বানরীধারণামুদ্রা	৩০৩

ଅଗ୍ନିନୀମୁଦ୍ରା	୩୦୫	ଦଘୁଧୋତେ: ଫଳମ୍	୩୨୭
ପାଣିନୀମୁଦ୍ରା	୩୦୫	ବମନଧୋତି:	୩୨୭
କାକୀମୁଦ୍ରା	୩୦୫	ବାମଧୋତି:	୩୨୮
ମାତଙ୍ଗିନୀମୁଦ୍ରା	୩୦୫	ବାମଧୋତେ: ଫଳମ୍	୩୨୫
ଭୃଞ୍ଜଗୀମୁଦ୍ରା	୩୦୬	ମୂଳଶୋଧନମ୍	୩୨୬
ପଦ୍ମଦଶୋଲ୍ଲାସଃ ।		ମୂଳଶୋଧନସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୨୭
ଯୋଗାନ୍ତନିର୍ଗୟ:	୩୦୭	ବାସ୍ତୁଯୋଗ:	୩୨୭
ଅସ୍ତଧୋତି:	୩୧୦	ଜ୍ୱଳବନ୍ଧି:	୩୨୭
ଅଗ୍ନିସାରମ୍	୩୧୦	ଜ୍ୱଳବନ୍ଧେ: ଫଳମ୍	୩୨୮
ଅଗ୍ନିସାରସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୧୫	ନେତିଯୋଗ:	୩୩୦
ବାୟୁସାରମ୍	୩୧୫	ନେତିଯୋଗସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୩୧
ବାୟୁସାରସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୧୫	ଲୋଲିକାଯୋଗ:	୩୩୧
ଜ୍ୱଳସାରମ୍	୩୧୫	ଲୋଲିକାଯୋଗସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୩୨
ଜ୍ୱଳସାରସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୧୬	ଦ୍ରାଟକମ୍	୩୩୨
ବାହିନ୍ଦ୍ରତଧୋତି:	୩୧୬	ଦ୍ରାଟକସ୍ତ ଫଳମ୍	୩୩୩
ବାହିନ୍ଦ୍ରତଧୋତେ: ଫଳମ୍	୩୧୮	କପାଳଭାତି:	୩୩୩
ଦନ୍ତଧୋତି:	୩୧୮	ବାତକ୍ରମକପାଳଭାତି:	୩୩୫
ଦନ୍ତମୂଳଧୋତି:	୩୧୯	ବ୍ୟାଞ୍ଜକମକପାଳଭାତି:	୩୩୫
ଜିହ୍ଵାମୂଳଧୋତି:	୩୨୦	ଶୀତକ୍ରମକପାଳଭାତି:	୩୩୬
ଜିହ୍ଵାମୂଳଧୋତେ: ଫଳମ୍	୩୨୧	ସ୍ଵଳାଘ୍ୟାନମ୍	୩୩୮
କର୍ମରକ୍ତଧୋତି:	୩୨୧	ତେଜୋଧ୍ୟାନମ୍	୩୪୫
କପାଳରକ୍ତଧୋତି:	୩୨୨	ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନମ୍	୩୪୨
ହୃଦଧୋତି:	୩୨୨	ଧ୍ୟାନଯୋଗସମାଧି:	୩୪୫
ଦଘୁଧୋତି:	୩୨୨	ନାଦଯୋଗସମାଧି:	୩୪୫
		ରସାନନ୍ଦଯୋଗସମାଧି:	୩୪୬

লয়যোগঃ	৩৪৬	অষ্টাদশোল্লাসঃ ।	
ভক্তিযোগসমাধিঃ	৩৪৭	দেবধ্যানানি	৩৬৬
রজযোগসমাধিঃ	৩৪৭	নবগ্রহধ্যানম্	৩৬৭
ষোড়শোল্লাসঃ ।		ইন্দ্রধ্যানম্	৩৬৮
কুস্তকাষ্টকনিরূপণ	৩৫০	অগ্নিধ্যানম্	৩৬৮
সহিতঃ	৩৫১	যমধ্যানম্	৩৬৮
সূর্য্যভেদঃ	৩৫১	নিষ্কৃতিধ্যানম্	৩৬৮
উজ্জায়ী	৩৫২	বরুণধ্যানম্	৩৬৯
শীতলী	৩৫৩	বায়ুধ্যানম্	৩৬৯
ভজিকা	৩৫৪	কুবেরধ্যানম্	৩৬৯
ভ্রামরী	৩৫৪	ঈশানধ্যানম্	৩৬৯
মূর্ছাকুস্তকঃ	৩৫৬	ব্রহ্মধ্যানম্	৩৭০
কেবলীকুস্তকঃ	৩৫৬	অনন্তধ্যানম্	৩৭০
সপ্তদশোল্লাসঃ ।		গরুড়ধ্যানম্	৩৭১
নবগ্রহমন্ত্রকীর্তনম্	৩৬০	বৃষধ্যানম্	৩৭১
সূর্য্যমন্ত্রঃ	৩৬১	উনবিংশোল্লাসঃ ।	
সোমমন্ত্রঃ	৩৬১	সাধকলক্ষণম্	৩৭২
কুজমন্ত্রঃ	৩৬২	মুদ্রসাধকলক্ষণম্	৩৭৩
বুধমন্ত্রঃ	৩৬২	মধ্যসাধকলক্ষণম্	৩৭৪
শুক্লমন্ত্রঃ	৩৬২	অধিমাত্রসাধকলক্ষণম্	৩৭৫
শুক্লমন্ত্রঃ	৩৬৩	অধিমাত্রতমসাধকলক্ষণম্	৩৭৫
শনিমন্ত্রঃ	৩৬৩	বিংশোল্লাসঃ ।	
রাহুমন্ত্রঃ	৩৬৩	স্তবকবচাদিকীর্তনম্	৩৭৮
কেতুমন্ত্রঃ	৩৬৬	একবিংশোল্লাসঃ ।	
ইন্দ্রাদীনাম্ মন্ত্ৰাঃ	৩৬৪	ফলশ্রুতিঃ	৪৪৪

কালীতন্ত্রম্ ।



প্রথমোল্লাসঃ ।

যোগস্বরূপবর্ণনং ।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগৎপতিং ।

পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা পার্শ্বতী-পরমেশ্বরং ॥

একদা দেবদেব জগৎপতি মহেশ্বর কৈলাসশিখরে রত্নসিংহাসনে স্থপে সমাসীন আছেন, ইত্যবসরে পার্শ্বতী পরম প্রীতি সহকারে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ।

শ্রীপার্বতী উবাচ ।

সূচিতা ভবতা পূর্বং কালীতন্ত্রকথা শুভা ।

অধুনা ক্রহি দেবেশ হৃদধীনাম্মি সর্বথা ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেবেশ ! আপনি পূর্বে যে পরম কল্যাণময়ী কালীতন্ত্র-কথার সূচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ; আমি সর্বথা আপনারই একান্ত অধীন।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কালীতন্ত্রমমুত্তমম্ ॥
যোগতত্ত্বং যত্র পূৰ্ব্বং সত্ত্বোমুক্তিকরং পরং ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! আমি তোমার নিকট সৰ্ব্বতত্ত্বোত্তম কালীতন্ত্র কীর্তন করিব শ্রবণ কর । এই তন্ত্রের সৰ্ব্বপ্রথমেই যোগতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । এই পরমোৎকৃষ্ট যোগতত্ত্ব দ্বারা সত্ত্ব মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

শ্রীদেবীবাচ ।

যোগস্য লক্ষণং দেব ক্রহি মে তত্ত্বতঃ প্রভো ।
কথং সিদ্ধিৰ্ভবেল্লোকে যোগজা শাস্বতী ধ্রুবং ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেব! হে প্রভো! যোগের লক্ষণ আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্তন করুন । কি প্রকারে লোকে যোগজনিত শাস্বতীসিদ্ধি লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করিতে বাসনা করি ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যোগো ব্রহ্মাঅনোরৈক্যং সাধুভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ।
প্রোক্তং যস্য প্রভাবেণ সত্ত্বোমুক্তিং লভেজ্জনঃ ।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতী! তত্ত্বদর্শী সাধুশীল মহাত্মারা ব্রহ্মে আত্মার মিলনকেই যোগ বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন । এই যোগ-প্রভাবে নরগণ সত্ত্ব মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ।

শ্রীদেব্যাচ ।

চঞ্চলা দুর্বলা ক্ষীণান্তথৈব মন্দবুদ্ধয়ঃ ।

কথং লোকা ভবিষ্যন্তি যোগসিদ্ধা মহেশ্বর ॥

পার্বতী কহিলেন, হে মহেশ্বর! মানবগণ চপল, বলহীন, ক্ষীণ ও মন্দবুদ্ধি; অতএব কি প্রকারে যোগসিদ্ধি লাভ করিবে ?

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যোগশ্চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মানুষো দৈবিকোপি চ ।

শক্তিযোগস্তত্র খলু মানুষো যোগ উচ্যতে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! যোগ দ্বিবিধ;—মানুষ ও দৈবিক ।
তন্মধ্যে শক্তিযোগই মানুষযোগ বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ।

শক্তিমুক্তিকরী সত্ত্বঃ কলৌ চাপি বিশেষতঃ ।

ন চাত্তো যোগ উদ্দিষ্টঃ ক্ষীণানাং স্বল্পমেধনাং ।

শক্তির্যস্য মহেশানি নাস্তি কিং মানুষো মতঃ ॥

শক্তিদ্বারা সত্ত্ব মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । বিশেষতঃ কলিকালে
একমাত্র শক্তিই, মুক্তিকরী বলিয়া অভিহিত । ক্ষীণ ও স্বল্পবুদ্ধি মানব-
গণের মধ্যে এই শক্তি ব্যতিরেকে অত্ৰ কোন প্রকার যোগই সমুদ্ভিষ্ট হয়
নাই । হে মহেশানি! যাহার শক্তি নাই, সে কি মানুষ বলিয়া পরিগণিত
হইতে পারে ?

শ্রীদেব্যাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

শক্তিঃ কিং কথ্যতে লোকে ক্রহি মে নাথ তত্ত্বতঃ ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আপনিই সংসারসাগর
হইতে মানবগণকে পরিজ্ঞান করিয়া থাকেন । সে যাহা হউক, হে নাথ !
শক্তি কাহাকে কহে, তাহা আমার নিকট যথাযথরূপে কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

তৎকার্য্যকরণং দেবি শক্তিরুক্তা চ শাস্বতী ।

লোকমাত্রস্ত সা সাধ্যা সত্ত্বোমুক্তিকরী শুভা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! ঈশ্বরের কাৰ্য্য সাধনই শক্তি বলিয়া
অভিহিত হয় । এই শক্তি নিত্য, পরম মঙ্গলকারিণী ও সত্ত্ব মুক্তিকরী
সন্দেহ নাই । যাবতীয় লোকেই ইহা সাধন করিতে পারে ।

যজ্ঞনং যাজনং ধ্যানং ভক্তিঃ প্রেমসমাহিতা ।

ইতি তে কথিতং দেবি শক্তিযোগশ্চ মুক্তিদঃ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে যোগস্বরূপকথনং

নাম প্রথমোল্লাসঃ ॥ ১ ॥

যজ্ঞন, যাজ্ঞন, ধ্যান, ভক্তি ও প্রেম এই পাঁচটিকেই শক্তির স্বরূপ
বলিয়া জানিবে । হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট শক্তির কারণ
স্বরূপ শক্তিযোগ বর্ণন করিলাম । ১২ ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগস্বরূপবর্ণন নামক প্রথম উল্লাস সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ ।

যোগসাধনং ।

পার্বতী উবাচ ।

দেবদেব মহাদেব যোগীনাং পরমেশ্বর ।

যোগশ্চ সাধনং ক্রহি কৃপা চেন্ময়ি হে প্রভো ॥

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আপনি যোগীগণের ঈশ্বর বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । হে প্রভো ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে যোগসাধনের বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অশাস্তং মানসং লোকে শাস্তং স্যাৎ যোগচর্য্যয়া ।

তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন যোগঃ সাধ্যো মহেশ্বরি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে মহেশ্বর ! লোকে মানবগণের চিন্তা স্বভাবতই অশাস্ত ও চঞ্চল । একমাত্র যোগচর্য্যাবলেই সেই মন শাস্তিলাভ করিয়া থাকে ; অতএব সৰ্ব্বাগ্রে যোগসাধন করাই কর্ত্তব্য ।

নাড়ীনাঞ্চ সহশ্ৰেষু প্রাপো বায়ুরুদাস্থতঃ ।

সঞ্চরন্ পঞ্চা তত্র হৃপানাদিবিভেদতঃ ॥

হে দেবি ! যে বায়ু দেহাভ্যন্তরস্থ সহস্র নাড়ীতে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাই প্রাণবায়ু বলিয়া অভিহিত । এই প্রাণবায়ু ক্রিয়াভেদে অপানাদি পঞ্চ ভাগে সংবিভক্ত হইয়াছে ।

তস্মা স্পন্দসমুদ্ভূতো সন্নিধি যা কলনোন্মুখী ।

তদেব চিন্তামিত্যাক্তর্ভবিষ্যত্বদশিনঃ ॥

উল্লিখিত বায়ু স্পন্দিত হইলে অন্তরে যে কলনোন্মুখী সন্নিধি সজ্জাত হয়, ভবিষ্যত্বদশী মহাত্মারা তাহাকেই চিত্ত বলিয়া কীর্তন করিয়া থাকেন ।

তস্মাৎ রোধেন স্পন্দস্য চিন্তাশাস্তিবিধীয়তে ।

ইয়ং হি শাস্তিঃ পরমা জগতাং লয়সাধিনী ॥

এই হেতুই যদি প্রাণবায়ুর স্পন্দন রোধ করা যায়, তাহা হইলেই চিন্তের শাস্তি বিধান হইয়া থাকে এবং চিন্তের শাস্তি সম্পাদন হইলেই জগতের লয় হয় সন্দেহ নাই ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

অবিরামগতিঃ প্রাণঃ কথং রুদ্ধো ভবিষ্যতি ।

তদব্রাহি মে জগন্নাথ শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥

পার্বতী কহলেন, হে জগৎপতে ! প্রাণ নিরন্তর শরীরভ্যন্তরে সঞ্চারিত হইতেছে ; কি রূপে তাহাকে রুদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহা কীর্তন করুন । উহা শ্রবণ করিতে আমার অতীব কৌতূহল জন্মিয়াছে ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শাস্ত্রং সাধু মহাযোগো বৈরাগ্যঞ্চ তথৈব হি ।

ইতি যোগাৎ যদা চ্ছেদো লোকে ধ্যানরতং মনঃ ।

তস্মা ধ্যানস্ম্য গাঢ়ত্বাৎ প্রাণরোধো ভবিষ্যতি ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সৰ্বকোত্তমোত্তমে যোগসাধনং
নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ ॥ ২ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! যখন শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগদ্বারা সংসারস্পৃহা বিদূরিত হয়, তখন মন কেবলমাত্র ব্রহ্মধ্যানেই নিরত হইয়া থাকে । সেই ধ্যানযোগের গাঢ়তর অভ্যাস হইলেই প্রাণ-রোধ হয়, তখন আর প্রাণকে স্পন্দিত হইতে দেখা যায় না । *

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগসাধন নামক দ্বিতীয় উল্লাস সমাপ্ত ।

* পূরক, বেচক ও কুস্তক এই যোগত্রয় সহায়ে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই গাঢ়তর ধ্যানযোগ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে । সেই ধ্যানযোগ-বলেই প্রাণ নিস্পন্দভাবে অবস্থিত হয় । প্রণবোচ্চারণ-সমুখিত শব্দের তত্ত্বাবধারণ দ্বারা সচ্চিদ্র প্রস্তুত হইয়া থাকে ; তাহা হইলেই প্রাণরোধ হইয়া যায় । বেচক অভ্যাস দ্বারা আকাশে সবিস্তার অবস্থান নিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে । পূরক অভ্যাস প্রসাদে সঞ্চাররোধ হওয়া নিবন্ধন প্রাণ স্পন্দিত হইতে সমর্থ হয় না । কুস্তক অভ্যাস হইলে স্তম্ভিত-ভাবে অবস্থান করিতে হয় ; স্ততরাং তদবস্থায় প্রাণ কিরূপে স্পন্দিত হইবে ? যদি জিহ্বা দ্বারা ক্ষুদ্রজিহ্বাকে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলে উদ্ধগতি নিবন্ধন প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে । নির্দিকল্প সমাদিকালে হৃদয়াকাশে সচ্চিদ্রের তিরোধান হেতু প্রাণ স্পন্দহীন হয় । নাসিকাগের বহির্ভাগস্থ ছাদশাজুল পরিমিত বিমল আকাশই প্রাণবায়ুর সঞ্চরণস্থল । যদি নেত্ররোধ করিয়া সেই আকাশকে আর মনকে নিরোধ করত

তৃতীয়োল্লাসঃ ।

মুক্ত্যপায়ঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অসংজ্ঞা মনসঃ শাস্তিঃ সা চৈব মোক্ষসাধনং ।

গুরুপদেশঃ শাস্ত্রার্থো মন্তাদিসাধনং তথা ।

সর্বং স্ম্যৎ বিফলং চৈব অশাস্তে মনসি ধ্রুবং ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! বিষয় বিসর্জনই সাক্ষাৎ মনের শাস্তি এবং সেই শাস্তিই মোক্ষস্থলের একমাত্র সাধন সন্দেহ নাই । যদি সম্বুদ্ধিকে নিকরু করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না । যদি অভ্যাসবলে প্রাণকে তালুদেশ হইতে ষাটশাঙ্গুল উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন পূর্বক সম্বুদ্ধি রোধ করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে । ক্রমশো নেত্রতারকা বন্ধ করত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের রোধ করিলে আবজ্রিয়া ও প্রাণবায়ুকে তালুবিবরমার্গে কপালকুহরে আনিয়া ষাটশাঙ্গুলী উর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত করিলে প্রাণ নিস্পন্দ হইয়া থাকে । ভগবানের রূপায় অথবা গুরুদেবের প্রসাদে অকস্মাৎ কাকতালীয়যোগে আত্মজ্ঞান আবির্ভূত ও গাঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত তৎসহ বিকল্পকল্পনা অন্তর্হিত হইলে আর প্রাণ স্পন্দিত হইতে পারে না । সংসারকে মিথ্যা, শূন্য ও কল্পিত জ্ঞানে বাসনাশূন্য হইলেও প্রাণ নিস্পন্দ হয় । হৃদয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সকল পদার্থের দর্পণস্বরূপ । যদি সেই হৃদয়কে বাসনারহিত করা যায়, তাহা হইলে প্রাণ আর কিরূপে স্পন্দিত হইবে ? এতদ্ভিন্ন অগ্নাত্ত উপায়েও প্রাণকে নিস্পন্দ করা যায় । মধ্যবিধ জ্ঞানীর পক্ষে সর্বাগ্রে উপরোক্ত যোগাভ্যাস করাই কঠব্য । যোগ ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতে হয়, নচেৎ প্রাণপর্যন্ত বিনষ্ট হইবার সম্ভব ।

মন প্রশান্ত না হয়, তাহা হইলে কি গুরুপদেশ, কি শাস্ত্রাণ, কি মন্ত্রাদি সাধন, সকলই বিফল হইয়া থাকে ।

শস্ত্রেণ ত্যাগরূপেণ মনশ্চিন্নং যদা ভবেৎ ।

শাস্ত্রং সর্বগতং ব্রহ্মপদং প্রাপ্নোতি তৎক্ষণং ॥

যখন বাসনাত্যাগরূপ স্ত্রীক্ষ্ম শস্ত্র দ্বারা মন ছিন্ন হইয়া যায়, তৎ-
কালেই শাস্ত্রস্বরূপ সর্বগত ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে ।

আত্মজ্ঞানাদনর্থস্য জীবন্মুক্তিঃ চ বৰ্দ্ধনাৎ ।

ক্লেশো নো লৌকিকো দেবী জায়তে কুত্রচিৎ প্রিয়ে ॥

হে দেবি ! আত্মজ্ঞানদ্বারা অনর্থ পরিত্যক্ত হইলে জীবন্মুক্তি লাভ
হইয়া থাকে ; সুতরাং তৎকালে আর এই শরীরে কোন প্রকার ক্লেশ
অনুভূত হয় না ।

বৈরাগ্যমেবমিত্যাছঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মপদং ধ্রুবং ।

চিন্মাত্রং চিস্তয়েদাদৌ ততোর্থবুদ্ধিনাশ্রয়েৎ ॥

দৈবের অপেক্ষা পরিত্যাগ পূর্বক পুরুষকার অবলম্বন করিয়া চিন্তকে
বৈরাগ্যে আনয়ন করিবে। এই বৈরাগ্যরূপ অচিন্ত্যতাটী সাক্ষাৎ
ব্রহ্মস্বরূপ পরমপদ বলিয়া অভিহিত । সর্বাগ্রে চিন্মাত্র ভাবনা করিতে
হয়, তদনন্তর পরমার্থ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিবে। অবশেষে শাস্ত্রহৃদয়ে
পরমাত্মাকে আশ্রয় পূর্বক পৌরুষ সহকারে চিন্তকে অচিন্ত্যতায় যোজনা
করিতে হয়। এইপ্রকার অমুষ্ঠান করিলেই অনায়াসে ব্রহ্মরূপ পরমপদ
লাভ হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

শ্রীদেব্যাচ ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং সর্বং দেবদেব জগৎপ্রভো ।

মোক্শোপায়ং জগন্নাথ বিস্তারং ক্রহি তত্ত্বতঃ ॥

পার্স্বর্তী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে জগৎপ্রভো ! হে জগন্নাথ !
আপনার মুখে মুক্তির উপায় সকলই শ্রবণ করিলাম সত্য, কিন্তু উহা
সম্যক্ বোধগম্য হইল না ; অতএব বিস্তার পূরক পরিস্কৃত ও যথাযথ-
রূপে উহা আমার নিকট কান্টন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিজিতে মনসি চৈব পৌরুষৈশ্চ মহেশ্বরি ।

তৃণবৎ স মহাযোগী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্স্বর্তী ! পৌরুষ দ্বারা অনায়াসে মনকে
পরাজিত করিতে পারা যায় । ঐ প্রকারে মন পরাজিত হইলে সেই
ব্যক্তি অবলালাক্রমে তৃণের স্থায়ী হ্রুবন ত্বয় করিতে সমর্থ হয় ।

যো জ্ঞানাতি মহামৃঢ়ঃ সাধ্যাতীতং কুমন্দধীঃ ।

স কিং পুরুষো লোকেহস্মিন্ ঘৃণাহৌ যোগিভিজ্জিনৈঃ ॥

হে দেবি ! পুঙ্খোক্তরূপে হ্রুবন জঘ্ন করা নিতান্ত অসাধ্য নহে,
উহা অনায়াসে সাধন করিতে পারা যায় । যে মূর্খ উহা অসাধ্য বলিয়া
বিবেচনা করে, তাহার তুল্য মন্দবুদ্ধি আর কে আছে ? সে কি পুরুষ-
মধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে ? যোগীগণ তাহাকে নিঃসন্দেহ ঘৃণা করেন ।

জীবিতোহহং মৃতো বাপি মনোবৃত্তিঃ কুকল্পনা ।

কুতো জন্ম কুতো মৃত্যুরাঅনো বদ সুন্দরি ॥

হে হৃদয় ! “আমি জীবিত, আমি মৃত” প্রভৃতি কুকল্পনা মনের বৃত্তিমাত্র জানিও, উহা আর কিছুই নহে। কেন না, আত্মার জন্ম কোথায়, মৃত্যুই বা কোথায়? অর্থাৎ আত্মা জন্ম-মৃত্যু-পরিশূণ্য, উহা নিত্য। যাহার জন্ম নাই, তাহার মৃত্যুভয় কিরূপে হইতে পারে এবং যাহার মৃত্যু নাই, তাহার আবার জন্মগ্রহণেরই বা সম্ভব কি?

বন্ধুনিয়োগজং দুঃখং মিথ্যৈব বিদ্ধি পার্শ্বতি ।

চৈতন্যবিকৃতেমাত্রং চিন্তং তচ্চ ন সংশয়ঃ ॥

হে পার্শ্বতি ! আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুবান্ধবদিগের বিয়োগ হইলে দুঃখ সঞ্চার হয় সত্য, কিন্তু উহা মিথ্যা জানিও; ঐ দুঃখ চৈতন্যের বিকার-রূপ চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সংস্বরূপে সর্বরূপে মায়ামালিণ্যবজ্জিতে ।

মনঃ স্থৈর্য্যং যদা যাতি তস্মিংশ্চ পরমে পদে ।

তদৈব মোক্ষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

হে পার্শ্বতি ! যখন সংস্বরূপ, সর্বস্বরূপ মায়ামালিণ্যবিবজ্জিত, পরম পদে মনের বিশ্রাম হয়, তৎকালেই জীব মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই; অর্থাৎ মনকে সেই মায়াদি-পরিশূণ্য পরম পদে একান্ত অভি-নিবিষ্ট করিতে না পারিলে কোনরূপে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

বিশ্রান্তিঃ পরমা জ্ঞেয়া মনসঃ শাস্তিরেব চ ।

ব্রহ্মচিন্তনজৈস্তৃপ্ত পৌরুষৈঃ সংহরেদ্ ধ্রুবং ॥

হে দেবি ! একমাত্র মনের শাস্তিই পরম বিশ্রান্তি বলিয়া পরিগণিত : সুতরাং ব্রহ্মচিন্তন-সমুখিত পৌরুষ দ্বারা মনকে সংহার করিবে।

মৃত্তে মনসি হে দেবি ন মৃত্যুং ভজতে নরঃ ।

নির্ঝাণ-পরমাং শাস্তিং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! ঐ প্রকারে মনের মৃত্যু ঘটিলে আর জীবকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না অর্থাৎ মনকে ঐরূপে পরমপদে অভিনিবিষ্ট করিতে পারিলে ভববন্ধনভয় বিদূরিত হইয়া যায় এবং তৎকালেই জীব নির্ঝাণরূপিণী পরমা শাস্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

মৃত্তে মনসি হে দেবি তদগতানি দুঃখানি চ ।

ন বন্ধ্নাতি ন বন্ধ্নাতি ইতি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে পার্শ্বতি ! এই প্রকারে মনের বিনাশ হইলে মনোগত দুঃখসমূহ কদাচ বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না ।

অহং মমেতি মনসঃ কল্পনা দেহ উচ্যতে ।

বিস্তারেষাস্ত্র দেহস্ত্র বিশ্বানাস্তিস্তৃতিধ্রুবং ॥

হে পার্শ্বতি ! “এই আমি” “এই আমার” ইত্যাদিরূপ ভ্রমকল্পনাই মনের দেহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । এই দেহবিস্তারেই বিশ্ব-সংসারের বিস্তার ।

পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পুত্রঃ কলত্রমেব চ ।

বান্ধবাঃ সুহৃদশ্চৈব আপাতমধুরা ধ্রুবং ।

বিশ্বাসে চৈষু কৃতে তু যোগহানিঃ স্তুনিশ্চিতং ॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি বিষয়
সকল আপাততঃ মনোরম ; ই সকলে বিশ্বাস করা কদাচ কর্তব্য নহে ।
উহাতে বিশ্বাস করিলে যোগসাধনের স্তম্ভং বিঘ্ন ঘটয়া থাকে ।

সংকল্পত্যাগরূপেণ শস্ত্রেণ বিষয়ঃ মনঃ ।

হিনস্তি যো জনো বুদ্ধ্যা মনস্তস্ত মৃতং ক্রবং ॥

সংকল্পত্যাগরূপ অস্ত্রদ্বারা যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে বিষয়রূপ মনকে ছেদন
করে, তাহারই মনের মৃত্যু হয় । বস্তুতঃ বাসনা বিসর্জন করিতে
পারিলেই মনের মৃত্যু হইয়া থাকে ।

মৃতো মনসি হে দেবি পরং ব্রহ্মপদং লভেৎ ।

মনসঃ কল্পনা চৈব মহাবিপৎপ্রদায়িনী ॥

হে পার্শ্বতি ! মনের মৃত্যু হইলেই পরম ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারা
যায় ; কেননা, মনের মৃত্যুতেই ব্রহ্মপদ অধিষ্ঠিত সন্দেহ নাই । মনের
বাসনাই মহামহা বিপদের মূলীভূত কারণ বলিয়া অভিহিত ।

মনসি বিজিতে চৈব কিমসাধ্যং ধরাতলে ।

ন তস্য পাতনং কুত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ॥

মন পরাজিত হইলে ধরাতলে সেই ব্যক্তি কোন্ কার্য সাধন করিতে
অসমর্থ হয় ? বস্তুতঃ তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না । হে মহেশ্বরি !
মন বিজিত হইলে আর কিছুতেই তাহার পতন নাই ।

উদিতো দ্বাদশাদিত্যো মহাপ্রলয়দর্শনে ।
ন তস্য কুত্রচিদ্ভীতিন তস্য ক্ষতিরেব তু ।
সংকল্পে বর্জিতে জীবো লভতে পরমং পদম্ ॥

তৎকালে দ্বাদশ আদিত্য যুগপৎ সমুদিত হউক আর মহাপ্রলয় উপস্থিত হউক, কিছুতেই সে ব্যক্তির ভয় সঙ্কার বা কোনরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না । বস্তুতঃ সংকল্প অর্থাৎ বাসনা বিসর্জন করিতে পারিলেই জীবের পরম পদ লাভ হইয়া থাকে ।

নিদাঘে চণ্ডমার্ত্তগুতাপেন পরিতাপিতাঃ ।
সন্তাপে বিগতে জীবা লভন্তে পরমং সুখং ॥
তথা সংসারসন্তপ্তা জীবা পরমনির্বৃতিং ।
নিহতে মনসি চৈব জানীহি মনোমোহিনি ॥

হে মনোমোহিনি ! বেরূপ গ্রীষ্মকালে প্রখর মার্ত্তগুণকিরণে অভি-
সন্তপ্ত জীবগণ সেই কিরণের অপগমে অর্থাৎ সূর্য্য অস্তগত হইলে অতুল
আনন্দ লাভ করে, সেইরূপ মনের বিনাশ হইলে সংসারসন্তপ্ত জীব
পবন শাস্তিরূপ আনন্দভোগ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

ইত্যেবং বাসনাং ত্যক্ত্বা চিত্তং জিহ্বা মহেশ্বরী ।
পরং পদং লভেজ্জীবো মায়ামালিন্যবর্জিতং ॥
ইতি ত্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে মোক্ষোপায়-
কীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥ ৩ ॥

হে মহেশ্বর! এই প্রকারে বাসনা পরিত্যাগ পূর্বক মনোজয় করিতে পারিলেই জীব মায়ামালিন্যাদি-পরিশূন্য পরমপদ অর্থাৎ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে মোক্ষোপায় কৌটন নামক তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত ।

চতুর্থোল্লাসঃ ।

মায়াবর্ণনং ।

পার্বতী উবাচ ।

শ্রুতং হ্যয়েরিতং দেব পীযুষসদৃশং বচঃ ।

মায়া কিং কথ্যতাং দেব লক্ষণেন স্বরূপতঃ ॥

পার্বতী কহিলেন, হে প্রভো ! আপনার মুখে অমৃততুল্য শ্রুতিমধুর বাক্য শ্রবণ করিলাম, মায়া কাহাকে কহে, মায়ার স্বরূপ ও লক্ষণই বা কি, এই সমস্ত কৌটন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কালে ত্বয়া কৃতঃ প্রশ্নঃ সর্বথা সঙ্গতঃ প্রিয়ে ।

অস্তি নাস্তীতি সা মায়া ইদমাত্মন্যনীষিণঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে ! তুমি উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ । যাহা আছে, আবার নাই, তাহাকে মায়া কহে । অনীষিণ মায়ার স্বরূপ এই প্রকারই নিরূপণ করিয়াছেন ।

স্ত্রৈণং পৌত্রং বান্ধবঞ্চ পৈত্রমাত্মীয়কং তথা ।

আসক্তিবর্জনকৈব হরণং সঞ্চয়ক্ষয়ো ॥

হে দেবি ! লোকে এই মায়াবশেই বিমুগ্ধ হইয়া রমণীতে আসক্ত হয়, পুত্রের প্রতি স্নেহবান্ হয়, বন্ধুবান্ধবে প্রীতিযুক্ত হয়, জনক জননীতে ভক্তিমান্ হয়, স্বীয় আত্মাতে মমতাশীল হয় এবং অপরাপর বিষয়ে সমা-
সক্ত হইয়া থাকে । এই মায়াপ্রভাবেই কেহ কেহ অর্থ উপার্জন করে, কেহ বা তাহা হরণ করিয়া লয়, কেহ সঞ্চয় করে এবং কেহ বা তাহা ক্ষয় করিয়া ফেলে ।

দানং ভিক্ষা সর্বমেব মায়ায়াঃ প্রসবঃ প্রিয়ে ।

মায়া মোহন্ত জননী মোহাচ্চ তমমো ভবঃ ।

যস্মাত্পদ্রবং প্রাহুর্বিপদাদি সমুদ্ভবম্ ॥

এই মায়াবলেই কেহ দান করে এবং কেহ বা তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকে । এই মায়া হইতেই মোহ উৎপন্ন হয় এবং সেই মোহ হইতে অজ্ঞান জন্মিয়া থাকে আবার সেই অজ্ঞান হইতে নানারূপ উপদ্রব এবং সেই উপদ্রব হইতে মৃত্যু প্রভৃতি অনিবার্য্য বিপদাদির উৎপত্তি হয় ।

লোভাদয়ো মহাদোষা মায়াঙ্গান্জমুদীৰ্য্যতে ।

অবিচারপমিত্যাহুর্মায়ায়াঃ শৃণু শঙ্করি ॥

হে শঙ্করি ! লোভাদি সমস্ত দোষই মায়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে । * অবিচারই এই মায়ার স্বরূপ জানিও ।

* লোভাদি অর্থাৎ লোভ, তৃষ্ণা, বাসনা, অহম্পূর্ণতা, অহম্পর্থাগতা, অহনুগতা, আত্মসত্ত্বিতা, অহঙ্কার, আত্মাদর, আত্মজ্ঞাঘা, অভিমান, অতিমান, মমতা, অহুরাগ, আসক্তি, কামনা, আশা, পিপাসা প্রভৃতি ।

লোকোন্মাদ্ ঘূর্ণিতো নিত্যং চক্রাক্রান্তিসমং প্রিয়ে ।
তেনৈব চঞ্চলা বুদ্ধিজীবানাং দেহধারিণাং ॥

মায়া জগৎসংসারকে কুলালচক্রে পতিতের গ্রায নিরন্তর ঘূর্ণায়মান করিতেছে । এই কারণেই দেহধারী জীবগণের বুদ্ধি নিরন্তর চঞ্চল : এই জগুই জীবগণ বুদ্ধিকে স্থির করিয়া রাখিতে সমর্থ হয় না ।

অমরোহং ন বা ত্বঞ্চ সৰ্বেষ বিধ্বংসিনস্তথা ।
জন্মনা জায়তে মৃত্যুর্জীবনং ক্ষণভঙ্গুরং ।
জানাতি বালকো বুদ্ধো যুবা যুবতিরেব তু ।
তথাপি মোহিতাঃ সৰ্বেষ মায়ায়া মুগ্ধচেতসঃ ।
নাচরন্ত্যনুরূপং তি মায়ৈব সৰ্ব্বকারণং ॥

আমি অমর নহি, তুমিও অমর নহ, সকলেই বিনশ্বর অর্থাৎ কালে^{*} আনিও মরিব, তোমাকেও মরিতে হইবে, অধিক কি, জগতের সমস্ত পদার্থই বিনশ্বর ; মৃত্যু জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর, ইহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছে । কি বালক, কি যুবা, কি যুবতী, কি বুদ্ধ কাহারও ইহা অবিদিত নাই, তথাপি জীবগণ মায়াবশে বিমুগ্ধ হইয়া উহার অনুরূপ কার্য্য করে না, সৰ্ব্বদাই বিপরীত আচরণে নিযুক্ত রহিয়াছে ; সুতরাং মায়াই যে ঐ সকলের একমাত্র কারণ, তাহাতে সন্দেহ কি ?

মায়ায়া মোহিতা জীবা বুদ্ধাপি নৈব বুধ্যতি ।
অজ্ঞানতমসচ্ছিন্না মায়ায়া চঞ্চলং মনঃ ॥

হে দেবি ! মায়াবশেই জীবের মন সর্বদা চঞ্চল হইয়া থাকে,
তাহাতে আবার তাহা অজ্ঞানাস্ককারে সমাচ্ছন্ন ; সুতরাং মায়াবশে
বিমুক্ত হইয়া বুঝিও বুঝিতে সমর্থ হয় না ।

শৃষ্ঠ্য চৌর্য্যাপরাধেন দণ্ডিতা তস্করা ধ্রুবং ।

পুনঃ করোতি তৎকর্ম্ম চৈতন্যং কুত্র বিভ্রতে ॥

হে মহেশ্বর ! দেখ, তস্করেরা চৌর্য্যাপরাধে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াও
পুনরায় সেই কুকর্মে লিপ্ত হইতেছে ; তাহাদিগের চৈতন্য কোথায় ?

মায়ৈব কারণং তত্র সত্যং সত্যং মহেশ্বরি ।

সর্বং মিথ্যৈব দেবেশি জগদিদং চরাচরং ॥

হে মহেশ্বর ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, মায়াই ঐ সকলের
একমাত্র কারণ । অধিক কি, এই চরাচর জগৎ সমস্তই মিথ্যা সন্দেহ
নাই ।

বিয়োগে পুত্রশোকাস্তা জননী হতভাগিনী ।

রোদিতি বিহ্বলা নারী উরো হৃদা মুহুমুহুঃ ।

নৈব জানাতি দেবেশি সৈব কালে মরিষ্যতি ।

কঃ পুত্রঃ কঃ সূতা চৈব কঃ পিতা জননী তথা ।

সর্বং মিথ্যৈব দেবেশি মায়া চৈব ছরত্যয়া ॥

হে মহেশ্বর ! দেখ, পুত্রবিয়োগ হইলে তাহার হতভাগিনী জননী
শোকে অধীরা হইয়া মুহুমুহু বক্ষঃস্থলে করাঘাত পূর্বক রোদন করিয়া

থাকে ; কিন্তু সেই হতভাগিনী ইহা বুঝিতে পারে না যে, কালে তাহাকে ঐরূপে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে । সে কাহার জ্ঞান শোক প্রকাশ করে ? কে কাহার পুত্র, কে কাহার কন্যা, কে কাহার পিতা এবং কেই বা কাহার জননী ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, কেহই কাহার নহে, কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই, সকলই মিথ্যা ; সূতরাং হে দেবেশি ! মায়া যে ছুরতায়, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই ।

সর্বং ব্যাপ্তং রাক্ষসীং গ্রাসতে নিত্যমেব তু ।

ভেদাৎ যন্তাঃ পরপ্রাপ্তিরভেদাৎ পঙ্কসন্নিভা ॥

এই মায়া আকাশাদি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রাক্ষসীর ন্যায় গ্রাস করিয়া রহিয়াছে । ইহার ভেদ হইলেই পরম পদ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । ইহাকে ভেদ করিতে সমর্থ না হইলে সেই ব্যক্তিকে ছুরতিক্রমণীয় পঙ্কে পতিত হস্তীর ন্যায় অবসন্ন হইতে হইবে সন্দেহ নাই । বস্তুতঃ এইরূপে জগতে কত লোক যে অবসন্ন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না !

চলিতুমক্ষমো পশু জরয়া বিকলেন্দ্রিয়ঃ ।

সযষ্টির্ভিক্ষুকো বুদ্ধো দ্বারি দ্বারি চ ভ্রমতি ॥

হে দেবি ! দেখ, চলিবার কিছুমাত্র সাধ্য নাই, জর্যাবশে ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি বুদ্ধ ব্যক্তি যষ্টিহস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে ; সূতরাং মায়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র ।

কিং বহ্না হে দেবেশি শাকৈর্যচ্চ প্রপূর্য্যতে ।
 তন্ত্র দাক্ষোদরস্থার্থে পাপং চরতি মানবঃ ॥
 ধনবান্ কীৰ্ত্তিমাংশ্চৈব গুণবান্ জ্ঞানবান্ তথা ।
 সর্ব্বৈপি সমভাবস্থা মায়ৈব কারণং ধ্রুবং ॥

হে দেবি ! অধিক কি বলিব, স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, সামান্ত শাক-মুষ্টি দ্বারাও যাহা পূরিত হইতে পারে, সেই দক্ষ উদরের অগ্নি জীব কত শত পাপের অল্পাংশ করিতেছে । কি ধনবান্, কি কীর্ত্তিমান, কি গুণবান্, কি জ্ঞানবান্, সকলেই ঐরূপ আচরণে নিরত ; সুতরাং মায়াই যে ইহার একমাত্র কারণ, তাহার আর বিচিত্র কি ?

এষা দুৰ্য্যতয়া মায়া বুদ্ধিং হরতি মৃত্যুবৎ ।
 আচ্ছাদয়তি বিজ্ঞানাং দেহিনাং বিকারো যথা ॥
 মহাব্যাধিসমা মায়া চৈতন্যাদিবিনাশিনী ।
 দৈবগ্রহসমা চৈষা বিবেকহারিণী ধ্রুবং ॥
 সদসদ্বিচারশ্চী তু ভূতাদিগ্রহাবেশবৎ ।
 তেনৈব মোহিতা লোকা বিবেকবর্জ্জিতা ভবে ।
 অমৃতবিষয়োৰ্ভেদান্ ন বুদ্ধ্যন্তি কদাচন ॥

এই দুৰ্য্যতয়া মায়াই মৃত্যুর স্থায় বুদ্ধিকে হরণ করে ; বিকারের স্থায় জীবের জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; ব্যাধির স্থায় চৈতন্য বিলোপ করিয়া দেয় ; দৈবদূর্কিপাকের স্থায় বিবেকশক্তি ধ্বংস করে এবং ভূতাবেশবৎ সদসদ্বিচারশক্তি বিনষ্ট করিয়া দেয় । এই কারণেই সংসারে মানবগণ বিমুখ হইয়া ভালমন্দ বিচারে সমর্থ হয় না এবং অমৃত ও বিষ এই উভয়ের প্রভেদ বুঝিতেও তাহাদিগের সামর্থ্য থাকে না ।

শ্রীদেব্যাচ ।

যদ্যেবা মহতী মায়া দেবদেব জগৎপ্রভো ।

কুতস্তত্ত্ৰাণমেতেষাং দেহিনাং বদ শঙ্কর ॥

পার্কীতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে জগৎপ্রভো ! হে শঙ্কর ! যদি মায়া ঈদৃশী দূরতয়া ও দূরবগাহা হয়, তাহা হইলে জীব কি উপায়ে ত্ৰাণ লাভ করিবে ? আমার বোধ হয়, তাহাদিগের আর উদ্ধারের কোন পন্থাই নাই । যাহা হউক, সেই বিষয় বর্ণন করিয়া আমার সংশয় ছেদন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

উপায়ঃ সহজশ্চাস্তি ত্রাণার্থং ভবমুন্দরি ।

কুবুদ্ধ্যা কুধ্যতে কিন্তু সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! সেই মায়াপাশ হইতে উদ্ধারের নুষ্ণাগণের অতি সহজ উপায় আছে ; কিন্তু কেবলমাত্র বুদ্ধির দোষেই সেই পথ রুদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

গুরুপদেশমার্গেণ সৎগুরোরাধনেন চ ।

মায়াং হিত্বা তু দেবেশি প্রাপ্নোতি পরমং পদং ॥

হে দেবেশি ! সৎগুরুর উপদিষ্ট পন্থা আচরণ করিলে এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার আরাধনা করিলে অনায়াসে মায়াপাশ অতিক্রম করিয়া পবন পদ লাভ করিতে পারা যায় ।

হুর্ভাব্যা হৃদ্দম্যা মায়া কঠিনা মূঢ়চেতসাং ।

কিন্তু কার্য্যকরী নৈব বিজ্ঞানসিতচেতসাং ॥

হে মহেশ্বর! যাহারা মূঢ়চিত্ত, তাহাদিগের পক্ষেই মায়া কঠিন, হুর্ভাব্য ও হৃদ্দম্য; কিন্তু যাহাদিগের চিত্ত বিজ্ঞা দ্বারা উল্লসিত, তাহাদিগের নিকট উহা কোন কার্য্যেরই নহে ।

যদা সমুদিতা বিজ্ঞা তদৈব সুরসুন্দরি ।

নশ্চতি তস্মা মায়া হি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

হে সুরসুন্দরি! সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিজ্ঞার উদয়মাঝে তৎক্ষণাৎ মায়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বিজ্ঞা কিং বদ মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বৰ্ত্ততে ।

যস্মাশ্চৈতাদৃশী শক্তিস্মিহামায়াবিনাশিনী ॥

পার্ব্বতী কহিলেন, হে নাথ! বিজ্ঞা কাহাকে কহে, যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন । বিজ্ঞার এতাদৃশী শক্তি যে, তদ্বারা মায়াপাশ ছেদন করা যায়; সুতরাং উহা শ্রবণ করিতে বাসনা হইতেছে ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ব্রহ্মৈব কেবলং সত্যং মিথ্যান্যদিতি চিস্তনং ।

তদেব বিজ্ঞা নাম যা জ্ঞানস্তু চরমোন্নতিঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতিরেকে আর সকলই মিথ্যা ; এইরূপ জ্ঞানের উন্নতির চরমাবস্থাকেই বিজ্ঞা বলা যায় ।

অস্ত্রাঃ সমাগমে নৈব মায়াপাশং বিমুক্ততি ।

অনুথা শান্তিনাশঃ স্রাদ্ধবধিতো নাত্র সংশয়ঃ ॥

সেই বিজ্ঞার সমাগম হইলেই মায়াপাশ হইতে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ; অনুথা সে ব্যক্তি নিজেই বঞ্চিত হয় এবং তাহার কদাচ শান্তি লাভের আশা থাকে না ।

ইতি তে কীর্তিতো দেবি মায়াস্বরূপ এব হি ।

শ্রবণাৎ পঠনাদস্ত্য লভতে পরমং পদং ॥

ন ছঃখং শোকজং তস্য ভয়শ্চাপি কুতশ্চ ন ।

বিপত্তিস্তস্য দেবেশি দূরাদেব পলায়তে ॥

হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট মায়ার স্বরূপ কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে পরম ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি ইহা পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহাকে শোকছঃখে অভিভূত হইতে হয় না, কুত্রাপি তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই এবং বিপদ তাহাকে দর্শন করিয়া দূর হইতেই পলায়ন করে ।

শিষ্যেভ্যশ্চোপশিষ্যেভ্যো দত্তাৎ পরময়া মুদা ।

পরং মঙ্গলমঙ্গল্যং আত্মতৃপ্তির্হি কারণং ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোক্তমোক্তমে মায়াবর্ণনং নাম

চতুর্থোল্লাসঃ ॥ ৪ ॥

গুরু শিষ্য ও উপশিষ্যাগণকে পরম আনন্দসহকারে ইহা উপদেশ করিবেন ; বস্তুতঃ ইহা পরম মঙ্গলস্বরূপ ও আত্মার পরিতৃপ্তিলাভে একমাত্র কারণ সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে চতুর্থ উল্লাস সমাপ্ত।

পঞ্চমোল্লাসঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধ্যুপায়ঃ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ।

শ্রুতং ত্বয়েরিতং দেব মায়াবর্ণনমঙ্গলং।

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কিঞ্চিদন্যং মহেশ্বর ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেব ! হে মহেশ্বর ! আপনার মুখে পরম মঙ্গল-স্বরূপ মায়াবর্ণন শ্রবণ করিলাম। সাম্প্রতি অন্য বিষয় অবগত হইতে বাসনা হইতেছে।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্বং মে প্রাণসমা দেবি কিমন্যং শ্রোতুমিচ্ছসি।

তৎ সর্বং তে প্রবক্ষ্যামি গোপ্যাং গোপ্যতরং যদি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! তুমি আমার প্রাণের সদৃশী। এক্ষণে আর কি অবগত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে বল। ইহা গোপনীয় হইতে গোপনীয় হইলেও তোমার নিকট কীর্তন করিব।

শ্রীদেব্যাচ ।

জানামি ত্বাং মহাদেব ভক্তৈকবৎসলো ভবান্ ।

সংসারোয়ং জগন্নাথ কুতঃ কস্মাদভুচ্ছিব ॥

পার্বতী কহিলেন, হে মহাদেব ! হে জগন্নাথ ! আমি জানি, আপনি
ভক্তগণের প্রতি একান্ত বৎসল । যাহা হউক, হে দেব ! এই সংসার
কোথা হইতে কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কীর্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বাসনাবলিতং চিন্তং বীজং সংসারশাখিনঃ ।

বীজস্ত্যস্ত দ্বয়ং বীজং স্পন্দশ্চ দৃঢ়ভাবনা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্বতি ! বাসনাবলিত চিন্তাই সংসাররূপ
বৃক্ষের বীজ ! ঐ চিন্তাবীজের আবার দুইটা বীজ বিद्यমান আছে ;
একের নাম প্রাণস্পন্দ, দ্বিতীয়ের নাম দৃঢ়ভাবনা ।

প্রাণে চ চরিতে নাডৌ চিন্তং সমুদিতং ভবেৎ ।

অতশ্চিন্তস্ত্য রোধায় প্রাণরোধো বিধীয়তে ॥

প্রাণবায়ু নাড়ীচক্রে সঞ্চারিত হইলেই স্বেদময় চিন্তের উদয় হইয়া
থাকে । এই জন্ত চিন্তরোধ হেতু প্রাণবায়ুর রোধ করা আবশ্যক ।
যোগীরাও প্রাণায়াম প্রভৃতি নানা উপায়ে চিন্তরোধ করিয়া থাকেন ।
বস্তুতঃ প্রাণবায়ু সংরুদ্ধ হইলে নির্বাণশাস্তির উদয়, সন্ন্যাসের স্বাস্থ্য সাধন
ও ইন্দ্রিয়াতীত পরম পদ প্রকাশ পায় সন্দেহ নাই ।

দৃঢ়য়া চিন্তয়া দেবি সত্যজ্ঞানসুসিদ্ধয়া ।
 অবিবেকসমায়োগাৎ ঐহিকানাং পরিগ্রহঃ ।
 বাসনা কথ্যতে দেবি প্রমাদভ্রমসাধনী ॥

হে পাকতি ! সত্যজ্ঞানসুসিদ্ধ অর্থাৎ এই দৃঢ়মান জগৎই সত্য, এইরূপ দৃঢ়ভাবনা দ্বারা পৃথাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্বক জাগতিক পদার্থ সমূহকে পরিগ্রহ করাই বাসনা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । এই বাসনা প্রমাদ ও ভ্রমসাধনী বলিয়া পরিকীর্তিত ; অর্থাৎ জীব এই বাসনাপাশে সংবদ্ধ হইলে মদ্যপায়ীর স্থায় প্রমত্ত হয় এবং নানারূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে ।

ভ্রমং তং চিন্তমাভ্যন্তে পণ্ডিতা জ্ঞানযোগিনঃ ।
 ইদং সত্যং মহেশানি বক্ষ্যামি তব তত্বতঃ ॥

জ্ঞানযোগী পণ্ডিতগণ ঐ প্রকার ভ্রমঘটনাকেই চিন্তা বলিয়া স্বীকৃতি করেন ; অর্থাৎ ঐরূপ অনাস্থবস্তুরে আস্রজ্ঞানই চিন্তা বলিয়া অভিহিত । হে মহেশানি ! আমি তোমার নিকট তত্বতঃ সত্য কথাই বলিতেছি ।

দৃঢ়ভাবনয়া দেবি চিন্তং সমুদিতং ভবেৎ ।
 বাসনায়াং গতাহাঙ্গ জগদ্ভাবো ব্যাপোহতি ॥
 জগদ্ভাবে হৃতে চৈব যদা চিন্তং বিনাশিতং ।
 ব্যোমমুক্তিসুন্দা দেবি করতলগতা ভবেৎ ।

হে দেবি ! দৃঢ়ভাবনা দ্বারা চিন্তের উদয় হয় অর্থাৎ পদার্থের দৃঢ় ভাবনাবলে জীবের হৃদয়ে এই চিন্তের উদয় হইয়া থাকে । বাসনা

বিগলিত হইলে জগদ্ভাব অস্থিহিত হইয়া যখন চিত্তের বিনাশ ঘটে, তখনই ব্যোমস্বরূপ মুক্তি অধিগত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

একে বিনিহতে দেবি বীজমণ্ডলিনশ্চতি ।

ঐহিকং মায়িকং জ্ঞানং ত্যক্তুং যঃ শক্যতে পুমান্ ।

স এব লভতেহপ্যর্থং অবশ্যং ন চ সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! চিত্তের যে দুইটা বীজের বিষয় কথিত হইল, উহার মধ্যে একের বিনাশ হইলে দ্বিতীয়েরও নাশ হইয়া থাকে । যিনি ঐহিক মায়িক জ্ঞান বিসর্জন করিতে সক্ষম, তাঁহার পরমার্থলাভের অবশ্য-
জ্ঞাবিতাপক্ষে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না ।

অজ্ঞানং জড়তাং প্রার্হতঃ সা বস্তুবর্জিতা ।

যত্র সা জড়তা তত্র শাস্তিরানন্দনৈর্মলং ॥

যে ব্যক্তি অনাস্থা সহকারে চিত্তকল্পিত বস্তুতে অবস্থজ্ঞানে বিসর্জন করেন, তাঁহাকে কদাচ জড়তাদোষে নিমগ্ন হইতে হয় না । জড়তা অপসারিত হইলে পরমশাস্তির উদয় হয় এবং নির্মল ব্রহ্মানন্দ সঞ্চারিত হইয়া থাকে ।

অজ্ঞানজড়তাদোষাং সন্তাপো হৃদি সংস্থিতঃ ।

জ্ঞানোন্নতিপ্রমাণেন ক্ষয়ং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥

লোকমাত্রেরই হৃদয়াভ্যন্তরে সন্তাপ নিহিত আছে । অজ্ঞানজড়তা-
দোষ হইতেই ঐ সন্তাপের উৎপত্তি হয় । জ্ঞানোন্নতির পরিমাণ দ্বারা

সেই সন্তাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে পরিমাণে জ্ঞানোন্নত, সেই পরিমাণে তাহার উল্লিখিত সন্তাপ হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

অস্মাদ্বিবেকশক্ত্যা বৈ জ্ঞানোন্নতিং সমালভেৎ ।

পারং যাস্মতি তৎপশ্চাৎ সংসারস্য পয়োনিধেঃ ।

অতথা ভববন্ধস্য ছেদনোপায়ো বর্ত্ততে ॥

এই হেতু বিচারশক্তিবলে প্রকৃত বস্তু দর্শন পূর্ব্বক জ্ঞানোন্নতি লাভ করিয়া তৎপরে ভবসাগরের পারে গমন করিবে ; নচেৎ ভববন্ধন ছেদনের অন্য উপায় নাই।

বীজং হি জগতাং ব্রহ্ম নিকীর্জং সর্বসারকং ।

ন সারং তস্য সর্বাদি অনাদি স্বয়মুচ্যতে ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তল্লাভে রতিমান্ ভবেৎ ॥

ব্রহ্মই সকলের বীজ, কিন্তু তাঁহার বীজ নাই। তিনিই সকলের সার, কিন্তু তাঁহার সার আর কাহাকে লক্ষিত হয় না। তিনি সকলের আদি, কিন্তু তাঁহার আদি কেহই নাই। অতএব সযত্নে নিকীর্জ সর্বসার ব্রহ্মলাভে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কস্য বীজস্য সংচ্ছেদাদাপ্ত সিদ্ধিচ্চ জায়তে ।

তদ্ব্রহ্মি মে জগন্নাথ ত্বদধীনাস্মি সর্বথা ॥

পার্বতী কহিলেন, হে জগন্নাথ ! আপনি যে সকল বীজ নির্দেশ করিলেন, উহার মধ্যে কোন্ বীজ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে আশু ব্রহ্মসিদ্ধি

হইয়া থাকে, তাহা আমার নিকট কীঠন করুন । আমি সৰ্ব্বথা একমাত্র আপনাই অধীনা ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বাসনাগলনাং দেবি পৌরুষেণ তথানঘে ।

ভবেৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিবীজানাং ক্ষয়ব্যর্থতা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! হে অনঘে ! যদি পৌরুষ সহকারে বাসনা বিসৰ্জন করা যায়, তাহা হইলে আশু ব্রহ্মপদ লাভ হইয়া থাকে , তাহা হইলে আর বীজক্ষয়ের আবশ্যক করে না ।

অন্যথোত্তরক্রমেণ বীজানাং ক্ষয়কারণাৎ ।

ভবেৎ ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিরিতি জানীহি স্তুন্দরি ॥

হে স্তুন্দরি ! বাসনা বিসৰ্জন করিতে না পারিলেও উত্তরোত্তর বীজক্ষয় দ্বারা ব্রহ্মপদ লাভ করা যাইতে পারে ।

অথবা ধ্যানযোগেন সম্বিস্তৃত্বে স্থিতির্গদি ।

তদা ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিঃ কথ্যতে যোগিভিঃ সদা ॥

অথবা ধ্যানযোগ সহায়ে সম্বিস্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হইলেও ব্রহ্মপদ লাভ করা যায় সন্দেহ নাই । যোগীগণ এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন ।

দুঃসাধ্যো বাসনাত্যাগো মেরোরুৎপাটনং বরং ।

তস্মাত্তেন ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ সদা সৰ্ব্বত্র ছল্লভা ॥

বাসনা ত্যাগ করা অতীব কঠিন । বরং স্বমেক গিরি উৎপাটন করা যাইতে পারে, কিন্তু সহজে বাসনা পরিহার করা দুঃসাধ্য । অতএব বাসনা পরিহার পূর্বক সন্তাসামাংগে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ব্রহ্মপদ লাভ করা অতি দুর্লভ জানিও ।

মনসো লয়সংভাবাদ্বাসনাস্তুরিতা ভবেৎ ।

তত্ত্বজ্ঞানং বিনা দেবি ক্ষয়শ্চ মনসঃ কুতঃ ॥

মনের লয় হইলেই বাসনা ক্ষয় প্রাপ্ত হয় । আবার তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে মনেরও লয়ের সম্ভাবনা নাই । বিশেষতঃ মনের লয় না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হইতে পারে না । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বাসনাক্ষয় মনোলয় ও তত্ত্বজ্ঞানসঞ্চার এই তিনটি পরস্পর একরূপ সম্বন্ধে যে, একটির উদয় হইলে সকল গুলির উদয় আর একটির লয়ে সকলগুলির লয় হইয়া থাকে । এক মাত্র ভোগবাসনা বিসর্জন করিতে পারিলে এই তিনটি স্থসিদ্ধ হয় ।

প্রাণায়ামো গুরোঃ সৃষ্টির্বাসনাত্যাগ এব চ ।

প্রাণরোধস্তথা দেবি মনসো লয়সাধনং ॥

হে দেবি ! প্রাণায়াম, গুরুর উপদেশ, বাসনা পরিহার ও প্রাণরোধ এই চতুষ্টয় মনোলয়ের প্রধান উপায় সন্দেহ নাই ।

তস্মাৎ তদ্বৈ রতো ভূত্বা সিদ্ধিকামা ভব প্রিয়ে ।

জ্ঞানং যত্র স্মৃৎ তত্র জীবিতং বলসাধ্যতা ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে ব্রহ্ম-

সাধনোপায়ো নাম পঞ্চমোল্লাস ॥ ৫ ॥

অতএব হে প্রিয়তমে ! তুমি তত্ত্বজ্ঞান সঞ্চয়ে নিরত হও, তাহা হইলে সিদ্ধকামা হইতে পারিবে । যেখানে জ্ঞান আছে, সেই স্থানেই স্নেহ, সেই স্থানেই জীবন, সেই স্থানেই বল ও সেই স্থানে দক্ষতা অর্থাৎ যে ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান আছে, সেই প্রকৃত স্নেহী, সেই ব্যক্তিই জীবিত, সেই বলবান্ এবং সেই ব্যক্তিই সৰ্ব্বকাৰ্য্যে সূক্ষ্ম ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে পঞ্চম উল্লাস সমাপ্ত ।

ষষ্ঠোল্লাসঃ

আত্মজ্ঞানোপায়বর্ণনঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বাতপিত্তকফস্মৃণো দেহো গেহ উদাহৃতঃ ।

চক্ষুরাদি নবদ্বারং রন্ধ্রাদি চ্ছিন্নমুচ্যতে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! এই দেহ গৃহস্বরূপ । বাত, পিত্ত ও ক্লেমা ইহার স্তূপা ; * নেত্রাদি ইহার নবদ্বার এবং কর্ণরন্ধ্রাদি ইহার চ্ছিন্ন বলিগা অভিহিত ।

কেশাস্তৃণং নেত্রগন্তং গবাক্ষং বদনং মহৎ ।

দ্বারং বিদ্ধি ভুজৌ পার্শ্বে মন্দিরং স্নায়ু রজ্জ্বকং ॥

কেশ সমূহ এই গৃহের তৃণ, নেত্রগন্তর উহার গবাক্ষ, মুখ ইহার প্রধান দ্বার, হস্ত ও পার্শ্বদ্বয় ইহার উপমন্দির এবং স্নায়ু ইহার রজ্জ্বস্বরূপ ।

রক্তমাংসবসা বিদ্ধি বারুণং কাষ্ঠমস্থিকং ।
 অহং স্বামী তথা দ্বারপালো জ্ঞানং হি বক্ষ্যতে ।
 সৰ্ব্ববার্ত্তাবহং দেবি দেহোয়ং লিঙ্গলিঙ্গিতঃ ।
 আত্মজ্যোতিঃসমুদ্দীপ্তঃ শৃণু বরদে প্রিয়ে ॥

রক্ত এই গৃহের জল, মাংস ইহার মৃত্তিকা, বসা ইহার গোময়, অস্থি । সমূহ ইহার কাষ্ঠ, অহংকার ইহার স্বামী এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার দ্বারপাল । অর্থাৎ অহংকাররূপ গৃহস্বামী রমণী লইয়া তন্মাত্ররূপ জনগণ সহ এই দেহ ভোগ করেন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারবক্ষকস্বরূপে নবদ্বাবে অবস্থান পূর্ব্বক সমস্ত বাহ্যবিষয় স্বামীর গোচর করিয়া দেয় । এই দেহ লিঙ্গদেহে পরিব্যাপ্ত ও আত্মালোকে সমুদ্দীপ্ত । গৃহ স্বামী ইহার অক্ষি-
 তারাক্রমে উর্দ্ধতন দ্বারপ্রকোষ্ঠে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ।

ইড়া চ পিঙ্গলা নাভী পার্শ্বকোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতা ।
 নাসাপুটে সদা দেবি বায়ুসঞ্চারকারিণী ॥
 তস্মিন্ কোষ্ঠে স্থিতং যন্ত্রত্রয়ং পদ্মত্রয়াস্থিতং ।
 অস্থিমাংসময়ং তচ্চ সুধাসেকসমেধিতং ।
 অপানং কথ্যতে চন্দ্রঃ পদ্মনঃ পরিচালকং ॥

ইড়া ও পিঙ্গলা নাম্নী নাভীদ্বয় ইহার পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে অবস্থিত থাকিয়া নাসাপুটের বায়ুসঞ্চারণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে । যাহার নাল উর্দ্ধ ও অধোদিকে পরস্পর পবস্পরের অভিমুখে একত্রিত হইয়া আছে, তাদৃশ কোমলদল-শোভিত পদ্মযুগ্মত্রয়-সমন্বিত অস্থিমাংসময় তিনটী যন্ত্র ঐ পার্শ্ব-
 কোষ্ঠে অবস্থিত আছে । দেহস্থ যাবতীয় আকাশে সঞ্চরমাণ অপান-

বায়ুরূপ স্বধামেকে ঐ কমল প্রস্ফুটিত হয়। উহার দলসমূহ প্রাণ ও আপানবায়ুতে ব্যাপ্ত এবং উপরি কথিত চন্দ্রনামা আপানবায়ু দ্বারা বিচলিত হয়। হে মহেশ্বর! এই আপানবায়ু উল্লিখিত পদ্মপত্রে সম্বন্ধ নাড়ীর ছিদ্র সকলে প্রবেশ করতঃ বিচলিত হইয়া সেই সকল পত্রকে করে, স্বয়ং পরিবদ্ধিত হয় আর উর্দ্ধ ও অধোদিকে অবস্থিত একাধিক একশত দ্বিসপ্ততি সহস্র নাড়ীতে প্রবেশ পূর্বক দেহের সর্বস্থানে সঞ্চরণ করে। তত্ত্ববিদ মনীষীরা এই বায়ু সেই প্রাণ-অপানাদি নানা নামে নির্দেশ করিয়া থাকেন।

হেতুস্তং প্রাণশক্তেশ্চ সর্বদেহে সমাস্রতঃ ।

পূরণং হরণং যস্মাৎ যাতায়াতং তথৈব চ ।

পতনোৎপতনং চৈব প্রাণো হৃদগত উচ্যতে ॥

যেমন চন্দ্রমা হইতে কিরণজাল প্রসৃত হয়, সেইরূপ উপরোক্ত চন্দ্রত্রয় হইতে প্রাণশক্তিসমূহ তত্ত্বংপ্রাণসহ উর্দ্ধ ও অধোদিকে দেহের সর্বস্থানে সঞ্চরিত হইয়া কোন সময়ে গমন, কোন সময়ে আগমন, কোন সময়ে হরণ, কোন সময়ে বিহরণ, কোন সময়ে পতন এবং কখন বা উৎপতন করে। মনীষীগণ সেই স্বংপদ্মস্থ বায়ুকেই প্রাণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দৃষ্টিপ্রাণস্পর্শরূপা বাগ্‌রূপা জীর্ণকারিণী ।

শক্তিঃ কাচিদিদ্ধি ভজ্রে স্থিতোহং দ্রয়সম্ভবাৎ ॥

এই প্রাণশক্তি সমূহের মধ্যে কেহ কেহ দৃষ্টিক্রমে কেহ স্পর্শক্রমে, কেহ জ্ঞানরূপে ও কেহ বাগ্‌রূপে প্রস্ফুরিত হইয়া থাকে আর কেহ বা ভুক্ত

অন্নাদি জীর্ণ করে। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তি যেমন যজ্ঞস্থ স্মৃত্তাদির সাহায্যে প্রাতিমাদি যজ্ঞের নৰ্ত্তনাদি নিন্দাহ করে সেইরূপ ভগবান্ উল্লিখিত বায়ুরূপে দৈহিক সমুদায় ক্রিয়া সাধন করেন। হে ভদ্রে ! আমি প্রাণ ও অপানবায়ুর প্রভাবে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, যে প্রধান বায়ুদ্বয় হৃদযন্ত্রের উর্দ্ধে ও অধোদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগকেই প্রাণ ও অপান কহে। আমি ঐ গগনবিহারী শীতোষ্ণ দেহ দুই বায়ুর অনুবর্ত্তী হইয়া তৎপ্রভাবে স্থিতি লাভ করিয়াছি। এই সোমরূপী ও বহিরূপী দুই বায়ু চন্দ্র সূর্য্যরূপে হৃদয়াকাশে সঞ্চরিত। এই দুই বায়ুই পুরপাল মনের রথচক্র ও অহঙ্কার-রূপে স্বামীর প্রধান তুরঙ্গম বলিয়া কীৰ্ত্তিত। আমাকে ইহাদিগেরই অনুগত জানিবে। যাবৎ দেহ বিজ্ঞমান থাকে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সূক্ষ্মপ্তি প্রভৃতি সৰ্ব্বাবস্থাতেই ইহা রুদ্ধ থাকিবে।

বায়োরস্ত গতিং বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানসমেধিতঃ।

গুণাশেষাং গতিং ছিত্বা মৃত্যুপাশঞ্চ দুর্দমম্।

জীবমুক্তো ভবেৎ সাধূর্ন জন্ম তস্য বিজ্ঞতে ॥

যে বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞানবলে বায়ুর এই অশেষগুণশালিনী গতি পরিজ্ঞাত হন, তিনি দুর্দম মৃত্যুপাশ ছেদন পূৰ্ব্বক জীবমুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ; তাহাকে আর পুনৰ্কার দেহ পরিগ্রহ করিতে হয় না।

প্রাণাপানৌ স্থিতৌ দেবী বাহ্যভ্যন্তর এব চ।

উর্দ্ধাধোভাগক্রমেণ সৰ্ব্বত্র সংযতৌ স্মৃতৌ ॥

হে দেবি ! প্রাণবায়ু শরীরের বহির্ভাগে ও অন্তঃস্থের উর্দ্ধদিকে এবং অপানবায়ু শরীরের বহির্ভাগে ও অভ্যন্তরে নিম্নদিকে অবস্থিত। সকল

অবস্থাতেই উহাদিগকে সংযত রাখা কর্তব্য অর্থাৎ কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন
সন্ধ্যাবস্থাতেই উহাদিগের সংযম করিতে হয়।

বহুনা কিমিহোক্তেহ বায়োগতিঃ সূহৃগমা ।

তজ্জ্ঞাত্বা চ মহেশানি জীবন্মুক্তো ভবেদ্ প্রবৎ*॥

দীর্ঘজীবী ভবেচ্চৈব ইচ্ছামৃত্যুঃ স এব তু ।

আত্মজ্ঞানী ভবেদ্বিদ্বান্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে আত্মজ্ঞানো-

পায়বর্ণনং নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

হে মহেশ্বর! অধিক আর কি বলিব, বায়ুর গতি সূহৃগম বলিয়া
কীৰ্ত্তিত।* যে ব্যক্তি তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি জীবন্মুক্তি
লাভ করেন সন্দেহ নাই। সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী ও ইচ্ছামৃত্যু হইয়া
থাকে। হে দেবি! সেই বিদ্বানই প্রকৃত আত্মজ্ঞানী হয় সন্দেহ নাই।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ষষ্ঠ উল্লাস সমাপ্ত।

* হৃদয়পদ্মের কোটর হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রাণের উর্দ্ধগতিকে
মনোবিগল অন্তরেচক, মস্তক হইতে বাহিরে অধোদিকে দ্বাদশ অঙ্গুলী
পর্য্যন্ত গতিকে বাহ্যপূরক, আর নাসার অগ্রদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত
প্রবাহিত বায়ু অগাণাভাস্তরে প্রবেশ ও মূৰ্দ্ধাদি হৃদয় যাবৎ বা স্পর্শ এই
ত্ৰিটীকে অন্তঃপূরক বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। অপানবায়ুর সঞ্চার রুদ্ধ হইলে
যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু হৃদয়দেশে সমুদগত না হয়, তদবস্থাকে কুস্তক কহে।
যোগীরাই এই অবস্থা ভোগ করিয়া থাকেন। নাসিকার অগ্রদেশের দ্বাদশ
অঙ্গুলী বাহ্য হইতে অপানের উদয়স্থল যাবৎ রেচক, কুস্তক ও পূরক

সপ্তমোল্লাসঃ।

প্রাণচিন্তনঃ ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

তব বাগমৃতং দেব দেবানামপি দুর্লভং ।

কল্পপ্যেদৃভগবন্ শস্তো পুনস্তদ্বক্তু ম'হসি ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে দেব ! হে ভগবন্ ! হে শস্তো ! আপনার বাক্যরূপ অমৃত অমরবর্গেরও দুর্লভ, তাহাতে কোন্ ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে ? অতএব পুনরায় ঐ সমস্ত বিষয় কীর্তন করুন ।

প্রতিষ্ঠিত । রেচকাদিবিষয়ে যোগীগণ ও ধীমান্ সাধুরা এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, নাসার বাহির্দেশে দ্বাদশ অঙ্গুলী যাবৎ অভিমুখে প্রতিষ্ঠিত স্বভাবতঃ পুরকাদি নামে নিদ্রিষ্ট । নাসার অগ্রদেশের অভিমুখে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত নিকটস্থ বায়ুকে কুস্তক, বাহ্যোন্মুখ বায়ুর নাসিকাগ্র পর্য্যন্ত গাতকে আদি বাহুপুরক আর নাসিকার অগ্রদেশ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুল-ব্যাপিনী প্রস্থতিকে অপর বাহুপুরক কহে । প্রাণবায়ু বাহে প্রশান্ত হইয়াছে এবং অপান আর সমুখিত হয় না, এরূপ পূর্ণ ও সাম্যাবস্থার নাম কুস্তক । অপান বায়ু স্পন্দিত হইবার অগ্রে প্রাণবায়ুর যে অন্তশ্মুখীন অবস্থা সঞ্চারিত হয়, তাহাকে বাহুরেচক কহে । এই বাহুরেচক দ্বারাই মুক্তিলাভ হয় ! অপানবায়ুর সঞ্চালনে অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া যাহা নাসিকার অগ্রভাগের বাহিরে দ্বাদশ অঙ্গুলী পর্য্যন্ত উখিত হয়, তাহাকে অপরপুরক বলা যায় । প্রাণবায়ুর ও অপান বায়ুর বাহু ও আভ্যন্তরিক কুস্তকাদি পরিজ্ঞাত হইলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

প্রাণানাং চিস্তয়া দেবি সমাধিরূপয়া পরং ।

চিত্তশ্রান্তিং বিশুদ্ধে চ লব্ধবানহমাশ্রয়ি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! আমি প্রাণচিস্তরূপ ঈশাদিবলে
আপনার বিশুদ্ধ আত্মাতে উল্লিখিত প্রকারে চিত্তশ্রান্তি লাভ
করিয়াছি ।

শুভদৃষ্টিবলান্মৈরুসাদৃশ্যং মম শঙ্করি ।

জাগ্রৎস্বপ্নশূন্তৌ চ গতো স্থিত্যাং তথৈব চ ।

কুত্ৰাপি ন চ মে স্তব্ধা সমাধিগতিরাত্মনঃ ॥

ইহার প্রসাদে “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা” ইত্যাদি জ্ঞান ধ্বংস হইয়া
প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় । অধিক কি, কুস্তকাদির সাহায্যে মনকে বাহ্য-
পদার্থ হইতে প্রত্যাহৃত করিতে পারিলে আশু পরম পদলাভ হইয়া
যাকে । বস্তুতঃ কুস্তকাদি অভ্যাস করিলে বাহ্যবিষয় কদাচ তাঁহার
চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না । প্রাণবায়ুর গতি বিদিত হইলে
পরমজ্ঞানের সঞ্চার ও নিত্য স্বেচ্ছাদয় হয় । প্রাণ ও অপানবায়ুর ধ্যান
করিলে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হওয়াতে ষাবতীয় মোহকাল অপসারিত
হইয়া যায় এবং স্বরূপ আত্মাতে অবস্থিতি করিতে পারে । কি শয়ন,
কি ভোজন যে কোন্ অবস্থাতেই হউক না, সর্বদা এই প্রকার চিত্তদৃষ্টির
অনুসরণ করিলে আর সংসার বন্ধনের ভয় থাকে না । যে বুদ্ধমান ব্যক্তি
এই প্রকারে পরমার্থপথের পথিক হন, জগতে তাহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার
অসাধ্য আর কি আছে ?

হে শঙ্করি ! আমি শুভদৃষ্টিপ্রসাদে মেকর তুল্য অচল হইয়া অবস্থান করিতেছি। কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই আমার এই আত্মসমাদি বিচলিত হইবার নহে।

তৎপ্রভাবাদহং দেবি অশোকপদমব্যয়ম্।

প্রাপ্তোহস্মি ন চ মে ভূতে ভবো চিন্তা কদাচন ॥

হে দেবি ! আমি প্রাণ ও অপান বায়ুর অমুসরণ পূর্বক আত্মদর্শন করিয়া এই অশোক পদলাভ করিয়াছি। আমি স্থিরবুদ্ধি হইয়া মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভূতবর্গের উন্মজ্জন ও নিমজ্জন নিরীক্ষণ করিতেছি। আমি কি ভূত, কি ভাবী কিছুই চিন্তা করি না ; কেবল বিद्यমান স্বরভাবদৃষ্টি আশ্রয় পূর্বক অধিষ্ঠিত আছি।

ফলাভিলাষসন্ধানং তথৈব ন চ শঙ্করি।

যথাপ্রাপ্তং চরাম্যেব ভবন্মাত্রপরায়ণঃ ॥

হে শঙ্করি ! আমি যথালব্ধ কার্য্যে কেবল সুষুপ্তিকালীন বুদ্ধির দ্বারা ফলবাসনা বিসর্জন পূর্বক অবস্থিতি করিতেছি।

ভাবাভাবময়ীং চিন্তাং শুভাশুভসমম্বিতাং।

সসীক্ষ্য স্থিতবানাত্মগ্ৰহং তচ্চিরজীবিতং ॥

হে পার্শ্বতি ! আমি কেবলমাত্র শুভাশুভ-সমম্বিত ভাবাভাবময়ী চিন্তার বিচার পূর্বক আত্মাতে অধিষ্ঠিত আছি ; এই কারণেই আমি চিরজীবী আনিবে।

প্রাণাপানসমাযোগসময়শ্রেয়সম্ভবাৎ ।

ন চ মে হ্যাময়ং কিঞ্চিৎ সন্তোষশ্চিরজীবিতা ॥

আমি প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়ের সমাযোগ কালকে অনুস্মরণ পূর্বক স্বয়ং তৃপ্তি অবলম্বন করত নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি ।

অত্যাং শোভনং প্রাপ্তো হত্ব মে লন্ধিরৌদৃশী ।

ইতি চিন্তা ন মে দেবি তস্মান্নিরাময়ো হহং ॥

হে দেবি ! “অত আমি মনোহর দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আমার এতাদৃশ লাভ হইয়াছে” এরূপ চিন্তা কখন আমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় না । আমি এই জগুই নিরাময় অবস্থায় জীবিত আছি ।

স্তুতির্নিন্দা ন মে কশ্চ তস্মান্মে মঙ্গলং পরং ।

সর্বত্র ব্রহ্মভাবো মে সত্ত্বভাবস্তথৈব চ ।

তস্মান্নিরাময়ো ভদ্রে চিরজীবী তথৈব চ ॥

আমি কাহারও স্তব করি না, কাহারও নিন্দাও আমার মুখ হইতে বহির্গত হয় না, হে ভদ্রে ! এই জগুই আমি পরম কল্যাণ লাভ করিয়াছি । সর্বত্রই আমার ব্রহ্মভাব এবং সর্বত্রই আমার সত্ত্বভাব বিद्यমান ; এই জগুই আমি নিরাময় ও চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিতেছি ।

অশুভে নাস্তি মে দুঃখং শুভে ন তুষ্টিমানসং ।

তস্মান্নিরাময়ো ভদ্রে চিরজীবী তথৈব চ ॥

অসদিত্যেব মে জ্ঞানং সংসারোয়ং মহেশ্বরি ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরি ! আমি এই সংসারকে অসৎ বলিয়াই পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; সেই জন্তই আমি অনাময় অবস্থায় জীবিত আছি ।

অনিত্যে চৈব সংসারে নিবসামি সুষুপ্তবৎ ।

তস্মাদেব মহেশানি চিরজীবী ন সংশয়ঃ ॥

হে সুরেশানি ! আমি এই অনিত্য সংসারে সুষুপ্তের ত্রায় নিরন্তর অবস্থান করিতেছি ; সেই জন্তই আমি চিরজীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই ।

অর্থানর্থৌ কাললকৌ নিয়তিনা সুরেশ্বরি ।

জানামি করতুল্যৌ চ তেন জীবাম্যহং চিরং ॥

হে সুরেশ্বরি ! নিয়তির অত্মসারে যথাকাললক্ক অর্থ ও অনর্থ এই উভয়কে আমি দেহস্থ হস্তদ্বয়ের ত্রায় তুল্য বিবেচনা করিয়া থাকি ; এই জন্তই আমি চিরজীবী রহিয়াছি ।

মনসঃ স্থিরতাশক্তির্ন' চলতি কদাচন ।

ক্ষিপামি স্নিগ্ধদৃষ্টন্তু তয়া ভূতেষু সর্ববথা ।

ন কুটীলাং মহেশানি তস্মান্নিরাময়ো হুহং ॥

আমার মনের স্থৈর্য্যশক্তি কদাচ স্বরূপ হইতে বিচলিত হয় না । আমি সেই শক্তি দ্বারা সর্ববথা সকল জীবে স্নিগ্ধ ও অকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকি ; হে মহেশ্বরি ! সেই জন্তই আমি নিরাময় হইয়া রহিয়াছি ।

পঙ্কবৎ পরিত্যক্তো হি অহঙ্কারঃ পরো রিপুঃ ।

তস্মান্নিবাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি ॥

হে সুরেশ্বরি ! আমি অহঙ্কারকে পরম শত্রু জ্ঞানে পঙ্কবৎ পরিত্যাগ করিয়াছি ; অর্থাৎ লোকে ঘেরূপ কর্দমকে ঘৃণা করিয়া আপনার দেহ হইতে অপসারিত করে, আমিও সেইরূপ অহঙ্কারকে আমার শরীর হইতে দূর করিয়া দিয়াছি ; সেই জন্তই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত আছি সন্দেহ নাই ।

যৎ করোমি যদশ্লামি ত্যজামি বা যৎকিঞ্চন ।

কর্তৃত্বং নাস্তি মে কস্মিন্ তস্মাজ্জীবাম্যহং চিরং ॥

হে মহেশ্বরি ! আমি যে কোন কার্যের অনুষ্ঠান করি, যাহা কিছু ভক্ষণ করি এবং যাহা যাহা পরিত্যাগ করি, কিছুতেই আমার কর্তৃত্ব নাই ; আমি সেই কারণেই চিরজীবী রহিয়াছি ।

যদা যচ্চ বিজানামি ন মে বিনীতহীনতা ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বরি ! আমি যখন যাহা কিছু বিদিত হই, তখন আমার মন বিনীতহীনতা প্রাপ্ত হয় না ; আমি সেই কারণেই অনাময় চইয়া জীবন ধারণ করিতেছি ।

জিগীষা হৃদয়ে নাস্তি সামর্থ্যোপি কদাচন ।

ন দুঃখং হৃদয়ে নাস্তি কদাপি পরপীড়য়া ।

দারিদ্র্যেহপি ন বাঞ্ছা মে তস্মান্নিরাময়ো হ্যহং ॥

সামৰ্থ্য সত্ত্বেও জিগীষা আমার হৃদয়ে কদাপি স্থান প্রাপ্ত হয় না ; অর্থাৎ আমি সক্ষম হইলেও কখন অপরকে পরাজয় করিতে বাসনা করি না ; পরপীড়াজনিত দুঃখও আমাব হৃদয়ে নাই অর্থাৎ অপরকে কষ্ট-প্রদান করিলে আমি তাহাতে দুঃখ বোধ করি না ; এবং দরিদ্র হইতেও অমুমার বাসনা নাই । হে মহেশ্বর ! এই জগুই আমি নিরাময় হইয়া রহিয়াছি ।

সমঃ সৰ্বেষু ভূতেষু দৃশ্যমানঃ কলেবরং ।

তথা সৰ্ব্বাণি ভূতানি চিন্মাত্রমিতি মে জ্ঞানং ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং সুরেশ্বরি ॥

হে মহেশ্বর ! আমি সর্বভূতে সমদর্শী হইয়া এই পরিদৃশ্যমান দেহকে এবং যাবতীয় ভূতগ্রামকে চিন্মাত্ররূপে দর্শন করিয়া থাকি, এই জগুই আমি নিরাময় হইয়া জীবিত রহিয়াছি ।

চিন্তবৃত্তিন্ মে চাস্তি হৃদয়ে তু সুরেশ্বরি ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥

হে সুরেশ্বর ! চিন্তবৃত্তি আমার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না ; অর্থাৎ আমি সর্বপ্রকার মনোবৃত্তিকেই দমন করিয়া রাখিয়াছি ; এই জগুই আমি নিরাময় অবস্থায় চিরজীবী রহিয়াছি সন্দেহ নাই ।

জীর্ণানি ছিন্নভিন্নানি চরাচরাণি সৰ্ব্বদা ।

নূতনবৎ প্রপশ্যামি তত্ত্বদৃষ্ঠ্যা মহেশ্বরি ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥

হে মহেশ্বর ! আমি তদ্বদৃষ্টিপ্রভাবে জীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন এই চরাচর
পদার্থকে সর্বদা নূতনবৎ দর্শন করিতেছি ; এই জন্তই আমি নিরাময়
অবস্থায় জীবিত আছি সন্দেহ নাই ।

সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী সর্বেষাং প্রাণিনাং ধ্রুং ।

সর্বেষাং প্রিয়মিত্রঞ্চ তস্মান্নিরাময়ো হুহং ॥

আমি সকল জীবের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া এবং সকলেরই
প্রিয়মিত্ররূপে অবস্থান করি, হে পার্শ্বতি ! এই জন্তই আমি সর্বদা
নিরাময় অবস্থায় রহিয়াছি ।

বিপদী চাস্তি মে ধৈর্য্যমভ্যুদয়ে ক্ষমা তথা ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং ন সংশয়ঃ ॥

আমি বিপৎকালে ধৈর্য্য ও অভ্যুদয়ে ক্ষমা ধারণ করিয়া থাকি , এই
জন্ত নিরাময় অবস্থায় দীর্ঘজীবী হইয়া রহিয়াছি সন্দেহ নাই ।

ন দুঃখমর্থনাশে মে সম্পদী ন চ মে সুখং ।

তস্মান্নিরাময়ো ভূত্বা জীবাম্যহং মহেশ্বর ! ॥

হে মহেশ্বর ! অর্থক্ষয় হইলে তাহাতে আমার দুঃখ হয় না এবং
সম্পদ হইলেও আমি তাহাতে সুখ বোধ কবি না ; এজন্তই আমি
নিরাময় অবস্থায় জীবন ধারণ করিতেছি ।

নাহং স্রয়ং ন মে কোপি কস্তাহং ন কদাচন ।

ঐদৃশী ভাবনা মেন্তি তস্মান্নিরাময়ো হুহং ॥

আমি স্বয়ং কেহ নহি, কেহই আমার নহে এবং আমিও অপরের নহি” সৰ্ব্বদা আমার অন্তরে এইরূপ ভাবনা বিদ্যমান ; এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় রহিয়াছি ।

অহং জগদিদং সৰ্ব্বমহং বোমি এব হি ।

দেশকালক্রমো বাপি অহমেব ক্রিয়া তথা ॥

ইত্যেবং জদি মে জ্ঞানং তস্মান্নিরাময়ো হুহং ॥

আমিই এই চরাচর জগৎ, আমি বোমি, আমি দেশ-কালক্রম এবং আমিই ক্রিয়া”, আমার হৃদয়ে সৰ্ব্ববাই এই জ্ঞান বিদ্যমান ; হে মহেশ্বর! এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি ।

দৃষ্টং জগদিদং সৰ্বং ঘটপটাদিসংযুতং ।

চিদেব ইতি মে জ্ঞানং তস্মান্নিরাময়ো হুহং ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সৰ্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতী-

সংবাদে প্রাণচিস্তনং নাম সপ্তমোল্লাসঃ ॥ ৭ ॥

ঘটপটাদি-সম্বৃত এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগতের বস্তুই চিৎস্বরূপ, আমি নিরন্তর এইরূপই জ্ঞান করিয়া থাকি ; হে মহেশ্বর! এই জন্যই আমি নিরাময় অবস্থায় জীবিত রহিয়াছি ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সৰ্ব্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে

প্রাণচিস্তন নামক সপ্তম উল্লাস সমাপ্ত ॥

অষ্টমোল্লাসঃ ।

ব্রহ্মস্বরূপকীর্তনঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

বিনা কৰ্ম ন তিষ্ঠন্তি জ্ঞানার্দ্ধমপি দেহিনঃ ।

অনিচ্ছন্তোহপি বিবশাঃ কৃশ্যন্তে কৰ্মবায়ুনা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! মনুষ্যগণ কৰ্মের অন্তৰ্ধান না করিয়া
মূৰ্ছকালও স্থির থাকিতে পারে না । তাহারা অনিচ্ছু হইলেও অবশ
হইয়া কৰ্মরূপ বায়ু কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে ।

কৰ্মণা সুখমশ্নন্তি দুঃখমশ্নন্তি কৰ্মণা ।

জায়ন্তে চ প্রলীয়ন্তে বৰ্ত্তন্তে কৰ্মণো বশাৎ ॥

লোকে কৰ্মবশেই সুখ প্রাপ্ত হয়, কৰ্মদ্বারাই দুঃখ উপভোগ
করিয়া থাকে, কৰ্মবশেই জন্ম গ্রহণ করে এবং কৰ্মবশেই মৃত্যুমুখে
নিপতিত হয় ।

অতো বহুবিধং কৰ্ম কথিতং সাধনাস্থিতং ।

প্রবৃত্তয়েহল্লবোধানাং দুশ্চেষ্টিতনিবৃত্তয়ে ॥

এই কারণেই অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের প্রবৃত্তির জ্ঞান এবং দুঃপ্রবৃত্তি-
নিবৃত্তির নিমিত্ত সাধনসম্বিত নানাবিধ কৰ্ম নিরূপণ করিয়াছি ।

যতো হি কৰ্ম দ্বিবিধং শুভক্ৰাসুভমেব চ ।
অশুভাং কৰ্মণো যাস্তি প্রাণিনস্তীব্রযাতনাং ॥

কৰ্ম দ্বিবিধ ; শুভ অশুভ । অশুভ কৰ্মের অহুষ্ঠান করিলে দেহী-
গণকে দীক্ষণ যজ্ঞগা ভোগ করিতে হয় ।

কৰ্মণোপি শুভাদ্ভেবি ফলদ্বাসক্তচেতসঃ ।
প্রয়াস্ত্যায়ান্ত্যমুত্রেহ কৰ্মশৃঙ্খলযদ্বিতাঃ ॥

হে পার্শ্বতি ! যে সকল ব্যক্তি ফলপ্রাপ্তির কামনা করিয়া শুভ
কার্যের অহুষ্ঠান করে, তাহারা কৰ্মরূপ শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইয়া ইহলোকে
ও পরলোকে গতায়াত করে ।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম শুভং বাশুভমেব বা ।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্লশতৈরপি ॥

কি শুভকৰ্ম, কি অশুভ কৰ্ম, যাবৎকাল উহা ক্ষয় প্রাপ্ত না হয়,
তাবৎ শতকল্লশও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই ।

যথা লৌহময়ৈঃ পাঠৈঃ পাঠৈঃ স্বৰ্ণময়ৈরপি ।
তথা বন্ধো ভবেজ্জীবঃ কৰ্ম্মাভিষ্ঠাশুভৈঃ শুভৈঃ ॥

লোকে যেরূপ লৌহময় অথবা কাঞ্চনময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হই, সেইরূপ
জীব শুভ বা অশুভ কৰ্মে সংবদ্ধ হইয়া থাকে ।

কুর্বাণঃ সততং কৰ্ম কৃত্বা কষ্টশতানুপি ।

তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবৎ জ্ঞানং ন বিন্দতি ॥

যাবৎকাল জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ নিরন্তর কর্মাহুষ্ঠান ও শত শত কষ্ট করিলেও মুক্তিলাভ করা যায় না ।

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিকামেণাপি কর্মণা ।

জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্মলাত্মনাং ॥

বাহ্যরূপে বিদ্বান্ ও নির্মলাত্মা, তত্ত্ববিচার দ্বারা অথবা নিকাম কর্মাহুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন ।

ব্রহ্মাদি তূণপর্য্যন্তং মায়া কল্পিতং জগৎ ।

সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখোভবেৎ ॥

আব্রহ্ম তূণ পর্য্যন্ত অখিল জগৎই মায়া দ্বারা কল্পিত । একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য ! এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই নিত্য সুখ লাভ করা যায় ।

বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে ।

পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধাৎ ॥

যে ব্যক্তি নামরূপ বিসর্জন পূর্বক নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হন, তিনিই কর্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন ।

ন মুক্তির্জ্ঞপনাক্ষোমাৎ উপবাসশয়ৈরপি ।

ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভূৎ ॥

কেবল জপ দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, হোমামুষ্ঠানেও মুক্তির সম্ভাবনা নাই এবং শত শত উপবাস করিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ জ্ঞান জন্মিলেই দেহীগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে সন্দেহ নাই।

আত্মা সাক্ষী বিভূঃ পূর্ণঃ সত্যাহবৈতঃ পরাংপরঃ ।
দেহেশ্বোহপি ন দেহেশ্বো জ্ঞাত্বৈবং মুক্তিভাগ্ভবেৎ ॥

আত্মা সাক্ষীস্বরূপ, * তিনি বিভূ, † তিনি পূর্ণ, ‡ তিনি অদ্বিতীয়, তিনি পরাংপর এবং তিনি দেহ মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দেহস্থ নহেন, যখন এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হয়, তৎকালেই দেহী মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

বালক্ৰীড়বৎ সর্বং রূপনামাদিকল্পনং ।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

ব্রহ্মের নাম ও রূপ ইত্যাদি কল্পনা সকল বালকের ক্রীড়ার সদৃশ। যে ব্যক্তি এই বালা ক্রীড়া পরিহার করিয়া কেবলমাত্র ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট হইতে পারেন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হয় সন্দেহ নাই।

মনসা কল্পিতা মূর্তিনৃণাং চেন্মোক্ষসাধিনী ।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥

* সাক্ষীস্বরূপ—শুভাশুভ দৃষ্টো। † বিভূ—সর্বব্যাপী।
‡ পূর্ণ—অখণ্ডস্বরূপ।

মনঃকল্পিত দেবমূর্তি যদি মানবগণকে মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ
হন, তাহা হইলে মনুষ্কোরা স্বপ্নপ্রাপ্ত রাজ্য দ্বারাও রাজ্য হইতে পারে।

মৃচ্ছিলাধাতুদার্বাদিমূর্ত্যাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ ।

ক্লিষ্টশূন্তপসো জ্ঞানং বিনা মোক্ষং ন যাস্তি তে ॥

যে সকল ব্যক্তি মূর্তিকা, পাষণ ও কাষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা প্রতিমা
নিৰ্ম্মাণ পূৰ্ব্বক তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞান করিয়া তপশ্চরণাদি অহুষ্ঠান করে,
তাহারা বুঝা ক্লেণমাত্র প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই; কারণ একমাত্র জ্ঞান
ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই।

আহারসংযমক্লিষ্টা যথেষ্টাহারতুন্দিলঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনাশ্চৈনিক্কৃতিং তে ব্রজস্তি কিং ॥

মনুষ্কোরা সংযতাহার হইয়া কষ্ট প্রাপ্ত হউক্ অথবা প্রচুর পরিমাণে
ভোজন করিয়া তুন্দিল হউক্, যদি তাহাদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয়
না হয়, তাহা হইলে কদাচ পরিভ্রম লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

বায়ুপূৰ্ণকণাতোয়ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।

সন্তু চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি অনিযমাত্র সেবন করিয়া, পত্র মাত্র ভোজন করিয়া,
কণা ভক্ষণ করিয়া, অথবা সলিলমাত্র পান করিয়া ব্রত ধারণ করে, যদি
তাহাদিগের মুক্তিলাভ হয়, তাহা হইলে পশু, পক্ষী, সর্প, জলচর জীব
ইহারাও অনায়াসে মুক্তিভাগী হইতে পারে।

উত্তমো ব্রহ্মসত্ত্বাবো ধ্যানভাবস্ত মধ্যমঃ ।

যোগো জীবাত্মানোরৈক্যং পূজনং সেবকেশয়োঃ ।

সৰ্বং ব্রহ্মেতি বিদুষো ন যোগো ন চ পূজনং ॥

একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত সকলই মিথ্যা, ঈদৃশ ভাবকেই উত্তমবল্ল বলা যায় ; ধ্যানভাব মধ্যমবল্ল বলিয়া অভিহিত ; স্তব ও জপ-ভাব অধমবল্ল এবং বাহুপূজা অধমাদম বলিয়া পরিগণিত । জীব ও আত্মা এই উভয়ের ঐক্যকেই যোগ কহে । সেবক ও ঈশ্বর এই উভয়ের ঐক্যকেই পূজা বলা যায় । যে ব্যক্তির এই প্রকার জ্ঞানের উদয় হইয়াছে যে, সকলই ব্রহ্ম, তাহার যোগ অথবা পূজা কিছুই অলুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না ।

ব্রহ্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিন্তে বিরাজতে ।

কিস্তস্য জপযজ্ঞাঠৈস্তপোভিনিয়মব্রতৈঃ ॥

যে ব্যক্তির হৃদয়ে পরম ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে, কি জপ, কি যজ্ঞ, কি তপস্চরণ, কি নিয়ম, কি ব্রত, তাঁহাকে এই সমুদায়ের কিছুই অলুষ্ঠান করিতে হয় না ।

সত্যং বিজ্ঞানমানন্দমেকং ব্রহ্মেতি পশ্যতঃ ।

স্বভাবাৎ ব্রহ্মভূতস্য কিং পূজা ধ্যানধারণা ॥

যে ব্যক্তি সৰ্ব্বস্থানে সত্যস্বরূপ, বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে দর্শন করেন, স্বভাবতঃ তাঁহাকেই ব্রহ্মস্বরূপ জানিবে ; তাঁহাকে পূজা বা ধ্যান ধারণা কিছুই করিতে হয় না

ন পাপং নৈব স্কৃতং ন স্বর্গো ন পুনর্ভবঃ ॥

নাপি ধ্যেয়ো ন বা ধ্যাতা সর্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ ॥

যে ব্যক্তি “সকলই ব্রহ্ম” এইরূপ পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, পুনর্জন্ম, ধোয় বা ধ্যাতা কিছুই নাই ।

অয়মাত্মা সদা মুক্তো নির্লিপ্তঃ সর্ববস্তুষু ।

কিং তস্য বন্ধনং কস্মান্মুক্তিমিচ্ছন্তি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥

আত্মা সর্বদা মুক্ত, সকল পদার্থে নির্লিপ্ত এবং তাঁহার বন্ধনই বা কোথায় ? দুর্দ্ধতি ব্যক্তির কি জন্ম মুক্তিকামনা করে ?

স্বমায়ারচিতং বিশ্বমবিতর্কাং সুরৈরপি ।

স্বয়ং বিরাজতে তত্র হুপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্টবৎ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের স্বীয় মায়া-বিরচিত ; সুরগণও ইহার তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন না । পরব্রহ্ম এই জগতে প্রবিষ্ট না হইয়াও প্রবিষ্টবৎ শোভা পাইতেছেন ।

বহিরন্তর্যথাকাশং সর্বেষামেব বস্তুনাং ।

তথৈব ভাতি সঙ্গোপো হ্যাত্মা সাক্ষী স্বরূপতঃ ॥

যেদ্রুপ যাবতীয় পদার্থের অন্তরে এবং বহির্ভাগে আকাশ বিद्यমান থাকে, তদ্রূপ সংস্বরূপ ও সাক্ষীস্বরূপ আত্মা স্বরূপতঃ সকল স্থানেই বিরাজমান রহিয়াছেন ।

ন বাল্যমস্তি বৃদ্ধত্বং নাআনো যৌবনং জন্মুঃ ।

সদৈকরূপশ্চিন্মাত্রো বিকারপরিবর্জিতঃ ॥

আত্মার জন্ম নাই, বাল্যাবস্থা নাই এবং বার্দ্ধক্যও নাই । তিনি নিরন্তর একরূপ, চিন্ময় ও বিকাররহিত ।

জন্মযৌবনবার্দ্ধক্যং দেহশ্চৈব ত চাত্মনঃ ।

পশ্যন্তোপি ন পশ্যন্তি মায়াপ্রাবৃতবুদ্ধয়ঃ ॥

শরীরেরই জন্ম হয়, শরীরেরই যৌবন হয় এবং শরীরেরই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মার ঐ সকল নাই । মানবগণের বুদ্ধি মায়াদ্বারা আবৃত থাকা নিবন্ধন তাহারা ইহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না ।

যথা শরাবতোয়স্থং রবিং পশ্যতানেকধা ।

তথৈব মায়ায়া দেহে বহুধাত্মানমীক্ষতে ॥

যেৰূপ বহুশরাবস্থ জলে বহুসংখ্যক সূর্য্য দেখা যায়, তদ্রূপ মায়াবশে বহু দেহে বহু আত্মা নিরীক্ষিত হইয়া থাকে ।

যথা সলিলচাক্ষুঃ মগ্নস্তে তদগতে বিধৌ ।

তথৈব বুদ্ধেঃ চাক্ষুঃ পশ্যন্ত্যাত্মাকোবিদাঃ ॥

যেৰূপ জল চঞ্চল হইলে তাহাতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকেও চপল বোধ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ বুদ্ধির চঞ্চলতা আত্মাতেই দর্শন করিয়া থাকে ।

ঘটস্থং যাদৃশং ব্যোম ঘটে ভগ্নেপি তাদৃশং ।

নযে দেহে তথৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে ॥

ধেৰূপ ঘট ভগ্ন হইলেও ঘটস্থিত আকাশ পূৰ্ব্ববৎ অবিকৃত থাকে,
তদ্রূপ শরীর বিনষ্ট হইলেও আত্মা সৰ্ব্বদা সমতাবে বিরাজ করেন ।

আত্মজ্ঞানমিদং দেবিপরং মৌলেকসাধনং ।

জানন্নিহৈব মুক্তঃ শ্রাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! এই ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির কারণস্বরূপ । যে ব্যক্তি ইহা
পরিজ্ঞাত হন, ইহলোকে তাঁহাকেই জীবমুক্ত বলা যায়, ইহাতে
অনুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

ন কৰ্ম্মণা বিমুক্তঃ শ্রাম সন্তত্যা ধনেন বা ।

আত্মনাআনমাজ্জায় মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

কৰ্ম্ম দ্বারা মানবগণের মুক্তিলাভ হয় না, সন্তান দ্বারাও মুক্তির
সম্ভাবনা নাই, ধন দ্বারাও মুক্তি হয় না ; পরন্তু আত্মা দ্বারা আত্মাকে
পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ।

প্রিয়ো হ্যাত্মৈব সর্বেষাং নাত্মনোস্ত্যপরং প্রিয়ং ।

লোকেহস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্তো প্রিয়াঃ শিবে ॥

আত্মাই জীবগণের পরম প্রেমাস্পদ । আর কোন পদার্থই আত্মা
হইতে প্রিয়তর নহে । হে পার্শ্বিতি ! ইহলোকে অপর ব্যক্তি আত্ম-
সম্বন্ধানুসারেই প্রেমাস্পদ হয় ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া ।

বিচার্যমাণে ত্রিতয়ে আট্টবৈকোহবশিষ্ঠ্যতে ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতী-

সংবাদে মুক্ত্যুপায়ত্রক্ষস্বরূপকীর্তনং

নাম অষ্টমোল্লাসঃ ॥ ৮ ॥

একমাত্র মায়া দ্বারাই জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতা এই তিনটি প্রতিভাত হয়। এই তিনটির তত্ত্ববিচার করিলে কেবলমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে মুক্ত্যুপায় ও ত্রক্ষস্বরূপকীর্তন নামক

অষ্টম উল্লাস সমাপ্ত।

নবমোল্লাসঃ ।

গার্হস্থ্যাশ্রমবর্ণনং ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

জাতমাত্রো গৃহস্থঃ স্ত্রাৎ সংস্কারাদাশ্রমী ভবেৎ ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ যথাবিধি মহেশ্বরি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! মনুষ্যগণ জন্ম পরিগ্রহ মাত্রই গৃহস্থ হইয়া থাকে। তদনন্তর সংস্কার সাধন হইলে তাহাকে আশ্রমী বলা যায়। হে মহেশ্বরি ! কলিকালে সৰ্ব্বাণ্ডে যথাবিধি গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করা কর্তব্য।

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নৈ বৈরাগ্যং জায়তে সদা ।

তদা সৰ্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রচেৎ ॥

তৎপরে যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, যৎকালে অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইবে, সেই সময়ে সমস্ত বিসর্জন পূর্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে ।

বিদ্যামুপার্জ্জয়েদ্ব্যালে ধনং দারাংশ্চ যৌবনে ।

প্রৌঢ়ে ধর্ম্ম্যানি কর্ম্মানি চতুর্থে প্রব্রজেৎ সুধীঃ ॥

বাল্যকালে বিদ্যা উপার্জন করিবে, যৌবনে ধন উপার্জন ও স্ত্রী-পরিগ্রহ করিবে, প্রৌঢ়াবস্থার ধর্ম্মকর্ম্মের অন্বেষণ করিবে এবং বার্দ্ধক্যে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিবে ।

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্ঘ্যাক্ষৈব পতিব্রতাং ।

শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নামধুতাশ্রমং ব্রজেৎ ॥

বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিপরায়ণা ভার্ঘ্যা ও শিশু পুত্র ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অবধুতাশ্রম গ্রহণ করিবে না ।

মাতৃঃ পিতৃন্ শিশূন্ দারান্ স্বজনান্ বান্ধবানপি ।

যঃ প্রব্রজতি হি হিত্বতান্ স মহাপাতকী ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি জনক, জমনী, শিশুপুত্র, পতিব্রতা ভার্ঘ্যা ও স্বজনবান্ধব এই সকল পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করে, তাহাকে মহাপাপে নিপ্ত হইতে হয় ।

মাতৃহা পিতৃহা স স্ত্র্যাং জীবধী ব্রহ্মঘাতকঃ ।

অসমুপ্য স্বপবিভ্রাদীন্ যো গচ্ছেদভিক্ষুকাশ্রমে ॥

যে ব্যক্তি স্বীয় পিতা মাতা প্রভৃতিকে অসমুপ্য করিয়া ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা ও নারীহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হয় আর তাহাকে ব্রহ্মহত্যা পাপ আক্রমণ করে সন্দেহ নাই ।

ব্রাহ্মণো বিপ্রভিন্নশ্চ স্বস্ববর্ণোক্তসংশ্রিয়াং ।

শৈবেন বস্ত্রনা কুর্যাদেষ ধর্মঃ কলৌ যুগে ॥

কি ব্রাহ্মণ, কি অগ্ন্যাগ্ন বর্ণ সকলেই শৈব পথের অনুগামী হইয়া আপন আপন বর্ণোচিত সংস্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে । হে দেবি ! ইহাই কলি-যুগের ধর্ম ।

শ্রীদেবুবাচ ।

কো বা ধর্মো গৃহস্থস্ত ভিক্ষুকস্ত চ কিং বিভো ।

বিপ্রস্ত বিপ্রভিন্নানাং সংস্কারাদীনি মে বদ ॥

পার্কীতী কহিলেন, হে বিভো ! গৃহস্থের ধর্ম কি প্রকার ? ভিক্ষুরই বা ধর্ম কি ? আর ব্রাহ্মণ ও অগ্ন্যাগ্ন বর্ণের সংস্কারাদিই বা কি ? এই সমুদয় আমার নিকট কীর্তন করুন । ঐ সকল শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

গার্হস্থ্যং প্রথমং ধর্মং সর্বেষাং মনুজ্ঞানাং ।

তদেব কথ্যাম্যদৌ শৃণু কৌলিনি তত্ত্বতঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে কোলিনি। গার্হস্থ্য ধর্মই মানবগণের সর্ব প্রধান ধর্ম বলিয়া অভিহিত; অতএব সর্বপ্রথমে উহাই কৌত্বন করিতেছি, শ্রবণ কর।

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ ।

যদ্যৎ কর্ম প্রকুব্বীত তদব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়াই গৃহস্থগণের কর্তব্য। তাহারা সর্বদা ব্রহ্মজ্ঞানে নিযুক্ত থাকিবে। যখন যে কোন কর্মের অহুতান করিবে, তখনই তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করা গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য।

ন মিথ্যাভাষণং কুর্গ্যাৎ ন চ শাঠ্যং সমাচরেৎ ।

দেবতাতিথিপূজাসু গৃহস্থো নিরতো ভবেৎ ॥

গৃহস্থ প্রাণান্তে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিবে না, শাঠ্যচরণ করা তাহাদিগের কর্তব্য নহে এবং সর্বদা দেবতা, ও অতিথি পূজায় নিরত থাকিবে।

মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষদেবতাং ।

মত্না গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ ॥

মাতা পিতাকে মূর্ত্তিমতী প্রত্যক্ষদেবতা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্বদা সর্বপ্রযত্নে তাহাদিগের সেবা করা গৃহীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

তুষ্ঠায়াং মাতরি শিবে তুষ্টে পিতরি পার্শ্বতি ।

তব প্রীতির্ভবেদেবি পরব্রহ্ম প্রসীদতি ॥

হে শিবে ! যে ব্যক্তি জনক জননীর সন্তোষ সাধন করে, তুমি তাহার উপর পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাক। হে দেবি ! পরব্রহ্মও সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

হুমাংস্তে জগতাং মাতা পিতা ব্রহ্ম পরাংপরং ।

যুবয়োঃ প্রীণনং যস্মাৎ তস্মাৎ কিং গৃহিণাস্তপঃ ॥

হে আত্মা ! তুমিই জগতের জননী এবং ব্রহ্মই জগতের পিতা। অতএব যে গৃহস্থ ব্যক্তি জনক-জননীরূপ তোমাদিগের সন্তোষ সাধন করে, তাহাদিগের আর তপস্শাচরণের প্রয়োজন কি ?

আসনং শয়নং বস্ত্রং পানস্তোজনমেব চ ।

তত্তৎসময়মাজ্জায় মাত্রে পিত্রে নিয়োজয়েৎ ॥

উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া মাতা পিতাকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, পানীয় ও ভোজ্য প্রদান করা পুত্রের অবশ্য কর্তব্য।

শ্রাবয়েন্মৃদুলাং বাণীং সর্বদা প্রিয়মাচরেৎ ।

পিত্রোরাজ্ঞানুসারী স্ত্রাৎ সৎপুত্রঃ কুলপাবনঃ ॥

কুলপাবন সৎপুত্র পিতামাতাকে সর্বদা মৃদুলা বাণ্য শ্রবণ করাইবে ; নিরন্তর তাঁহাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে এবং সর্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে।

ঔদ্ধত্যং পরিহাসঞ্চ তর্জ্জনং পরিভাষণং ।

পিত্রোরগ্রে ন কুবরীত যদিচ্ছেদাত্মনো হিতং ॥

যে ব্যক্তি আপনার কল্যাণ কামনা করে, সে কদাচ জনক-জননীর নিকট ঔদ্ধত্য প্রকাশ অথবা পরিহাস করিবে না। তাঁহাদিগের নিকট তর্জ্জন বা কুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে।

মাতরং পিতরং বীক্ষ্য নত্বোত্তিষ্ঠেৎ সসম্ভ্রমঃ ।

বিনাজ্জয়া নোপবিশেৎ সংস্থিতঃ পিতৃশাসনে ॥

জনক-জননীকে দর্শনমাত্র প্রণাম করত আদর সহকারে গাত্ৰোত্থান করিবে ; তাঁহাদিগের আদেশ গ্রহণ না করিয়া আসন পরিগ্রহ করিবে না এবং সর্বদা তাঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া অবস্থিতি করিবে।

বিদ্যাধনমদোন্মত্তো যঃ কুর্ঘ্যাৎ পিতৃহেলনম্ ।

স যাতি নরকং ঘোরং সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥

যে ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনমত্তে মত্ত হইয়া জনক-জননীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহাকে সর্বধর্মবহিষ্কৃত হইয়া ঘোর নরকে নিমগ্ন হইতে হয়।

মাতরং পিতরং পুত্রং দারানতিথিসৌদরান্ ।

হিত্বা গৃহী ন ভুঞ্জীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥

আপনার প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও গৃহী ব্যক্তি মাতা, পিতা, পুত্র, বলভ, অতিথি ও সহোদর ইহাদিগকে প্রদান না করিয়া কদাচ স্বয়ং ভোজন করিবে না।

বঞ্চয়িত্বা গুরুন্ বন্ধুন্ যো ভুঙ্ক্তে ষোদরন্তরঃ ।

ইহৈব লোকে গর্হ্যোহসৌ পরত্র নারকী ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কণত্র, আত্মীয়, বন্ধু প্রভৃতিকে না দিয়া কেবলমাত্র আপনার উন্নয়ন পরিপূরণার্থ আহার করে, সে ইহলোকে সকলের ঘৃণার্হ হয় এবং পরকালেও তাহাকে নরক ভোগ করিতে হইয়া থাকে ।

গৃহস্থো গোপয়েদ্বারান্ বিদ্যামভ্যাসয়েৎ সূতান্ ।

পোষয়েৎ স্বজনান্ বন্ধুনেষ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ ॥

গৃহী ব্যক্তি যত্ন পূর্বক আপনার ভাৰ্য্যাকে প্রতিপালন করিবে, পুত্রকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে এবং আত্মীয় বন্ধুগণের ভরণ পোষণ করিবে । বস্তুতঃ ইহাই তাহার সনাতন ধর্ম্য বলিয়া পরিগণিত ।

জনন্তা বদ্ধিতো দেহো জনকেন প্রয়োজিতঃ ।

স্বজনৈঃ শিক্ষিতঃ প্রীত্যা সোধমস্তান্ পরিত্যজেৎ ॥

পিতা হইতে দেহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, জননী সযত্নে তাহার পুষ্টি-সাধন করেন এবং আত্মীয়স্বজনেরা প্রীতিবশতঃ শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন ; সুতরাং যে ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে নরাধম বলিয়া পরিগণিত সন্দেহ নাই ।

এষামর্থো মহেশানি কৃতা কষ্টশতাত্তপি ।

প্রাণয়েৎ সততং শক্ত্যা ধর্ম্যো হেঘঃ সনাতনঃ ॥

হে মহেশানি ! শত শত কষ্ট করিয়াও সাধাযুসারে সর্বদা ইহাদিগের
সন্তোষ সাধন করা কর্তব্য । ইহাই সনাতন ধর্ম বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়া
থাকে ।

স ধাতুঃ পুরুষো লোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ ।

ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যো ভবেদ্বি মানবঃ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মপরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি
ধর্মাতলে ধাতু এবং সেই ব্যক্তিই পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ও কৃতার্থ বলিয়া গণনীয়
হইয়া থাকে ।

ন ভাৰ্য্যাং ত্ৰাড়য়েৎ ক্কাপি মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা ।

ন ত্যজেৎ ঘোরকষ্টেপি যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥

গৃহী ব্যক্তি ভাৰ্য্যাকে প্রাণান্তে ত্যাগ করিবে না, তাহাকে জননীর
স্থায় প্রতিপালন করিবে । দুঃসহ কষ্টের সময় হইলেও সতী পতিব্রতা
পত্নীকে ত্যাগ করা কর্তব্য নহে ।

স্থিতেষু স্বীয়দারেষু স্ত্রিয়মগ্ৰাং সংস্পৃশেৎ ।

ছুষ্টেন চেতসা বিদ্বানগ্ৰদা নারকী ভবেৎ ॥

আপনার পত্নী বিজ্ঞানে অগ্র রমণীকে স্পর্শ করা উচিত নহে ।
যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান, তিনি কদাচ ছুটিচিহ্নে পরস্পরী দর্শন করেন না ।
পরস্পরীতে আসক্ত হইলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে হয় সন্দেহ
নাই ।

বিরলে শয়নং বাসং ত্যজ্যেৎ প্রাজ্ঞঃ পরশ্রিয়া ।

অযুক্তভাষণকৈব শ্রিয়ং শৌর্য্যম্ দর্শয়েৎ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরস্ত্রীর সহিত নির্জনে শয়ন অথবা নির্জনে অবস্থিতি করিবে না । স্ত্রীলোককে অশ্লীল কথ্য বলা অথবা তাহার নিকট শৌর্য্য প্রকাশ করা অকর্তব্য ।

ধনেন বাসসা প্রেম্না শ্রদ্ধয়ামৃতভাষণৈঃ ।

সততং তোষয়েদারান্ নাশ্রিয়ং কচিদাচরেৎ ॥

ধন, বস্ত্র, প্রেম, শ্রদ্ধা, অনুকবাক্য এই সকল দ্বারা সর্বদা স্ত্রীকে সন্তোষ সাধন করিবে ; কোনরূপেই তাহাদিগের অপ্রিয়াচরণ করা উচিত নহে ।

উৎসবে লোকযাত্রায়াঃ তীর্থেষ্বনিকেতনে ।

ন পত্নীং প্রেরয়েৎ প্রাজ্ঞঃ পুত্রামাত্যবিবর্জিতাং ॥

কি উৎসব, কি লোকযাত্রা, কি তীর্থ, কি পরগৃহ, এইসব স্থানে পুল্ল কিম্বা আত্মীয় কোন ব্যক্তিকে সঙ্গে না দিয়া একাকিনী ভাৰ্য্যাকে প্রেরণ করা প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কর্তব্য নহে ।

যস্মিন্নরে মহেশানি তুষ্ঠা ভাৰ্য্যা পতিব্রতা ।

সর্বৈবা ধর্ম্মঃ কৃতস্তেন ভবতীপ্রিয় এব সং ॥

হে মহেশানি ! পতিব্রতা ভাৰ্য্যা যাহার উপর পরিতুষ্ট থাকে, সেই পুরুষ যাবতীয় কর্ম্মাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সেই পুরুষ তোমার অতীব প্রিয় হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

চতুর্বর্ষাবধি স্নাতান্ লালয়েৎ পালয়েৎ পিতা ।

ততঃ ষোড়শপর্য্যন্তং গুণান্ বিদ্যাঞ্চ শিক্ষয়েৎ ॥

বিংশত্যধিকান্ পুত্রান্ প্রেরয়েদ্গৃহ কশ্মসু ।

ততস্তাংসু ল্যভাবেন মত্না স্নেহং প্রদর্শয়েৎ ॥

পিতা চারি বৎসর যাবৎ পুত্রকে লালন পালন করিবেন, তদনন্তর ষোড়শবর্ষ যাবৎ বিদ্যা ও গুণশিক্ষা প্রদান করিবেন ; তৎপরে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গৃহকর্মে নিযুক্ত রাখিবেন, অবশেষে আপনার সমান জ্ঞান করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিবেন ।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়্য শিক্ষণীয়্যতিযত্নতঃ ।

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমম্বিতা ॥

কন্যাকেও এই প্রকারে পালন করা ও যত্ন সহকারে সুশিক্ষা প্রদান করা কর্তব্য । তদনন্তর ধন ও রত্নাদি অলঙ্কারে বিভূষিতা করিয়া বিদ্বান্ পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করিবে ।

এবং ক্রমেণ ভ্রাতৃশ্চ স্বহৃদ্রাতৃস্নাতানপি ।

জ্ঞাতীন্ মিত্রাণি ভৃত্যাংশ্চ পালয়েন্তোষয়েদ্ গৃহী ॥

গৃহস্থ ব্যক্তি এই প্রকারে ভ্রাতৃগণ, ভগিনীতনয়, ভ্রাতৃপুত্র, জ্ঞাতিগণ, মিত্রবর্গ ও ভৃত্যসমূহকে ভরণ পোষণ এবং তাহাদিগের সন্তোষ বর্দ্ধন করিবে ।

তত্য় স্বধর্ম্মনিরতানেকগ্রামনিবাসিনঃ ।

অভাগভানুদাসীনান্ গৃহস্থো পরিপালয়েৎ ॥

তৎপরে সক্ষম হইলে স্বধর্মশীল মানবগণ একগ্রামস্থ, অভ্যাগত
অতিথিসমূহ ও উদাসীনবর্গকেও প্রতিপালন করিবে ।

যত্বেবং নাচরেদেবি গৃহস্থো বিভবে সতি ।

পশুরেব স বিজ্ঞেয়ঃ স পাপী লোকগর্হিতঃ ॥

হে দেবি ! যদি সম্পত্তি বিচ্যুতমানেও গৃহীব্যক্তি এইরূপ আচরণ না
করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পশু বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাকে
জনসমাজে নিন্দনীয় হইতে হয় এবং সে মহাপাপী হইয়া থাকে সন্দেহ
নাই ।

নিদ্রালস্ত্রং দেহযত্নং কেশবিচ্ছাসমেব চ ।

আসক্তিমশনে বস্ত্রে নাতিরিক্তং সমাচরেৎ ॥

নিদ্রা, আলস্ত্র, দেহযত্ন, কেশবিচ্ছাস, ভোজন ও বস্ত্র এই সকলে
অতিশয় আসক্তি প্রদর্শন করা গৃহীর অকর্তব্য ।

যুক্তাহারো যুক্তনিদ্রো মিতবাঙ্গমিতমৈথুনঃ ।

স্বচ্ছো নম্রঃ শুচির্দক্ষো যুক্তঃ স্ত্রাৎ সর্বকর্ম্মসু ॥

গৃহীব্যক্তি পরিমিতরূপে আহার ও পরিমিতরূপে নিদ্রা সেবন
করিবে ; পরিমিতরূপে বাক্য প্রয়োগ করা ও পরিমিতরূপে মৈথুন করা
কর্তব্য ; সর্বদা অকপট, নম্র, বিস্কট, আলস্ত্রহীন ও সর্বকর্ম্ম সমুদ্যোগী
হইবে ।

শূরঃ শত্রৌ বিনীতঃ স্যাৎ বান্ধবে গুরুসন্নিধৌ ।

জুপ্তসিতান্ ন মন্তেত নাবমন্তেত মানিনঃ ॥

শত্রুর নিকট বীরত্ব এবং বন্ধুবান্ধব ও গুরুজন সমীপে বিনয় প্রদর্শন করিতে হয়। নিন্দিত ব্যক্তিকে ঘৃণা করা ও মানী ব্যক্তির সম্মান করা গৃহীর অবস্থা কর্তব্য।

সৌহার্দং ব্যবহারাঃশ্চ প্রবৃত্তিং প্রকৃতিং নৃণাং ।

সহবাসেন তর্কৈশ্চ বিদিত্বা বিশ্বসেস্ততঃ ॥

সহবাস ও বিশেষরূপ পর্যালোচনা দ্বারা লোকের স্বভাব, সৌহার্দ, ব্যবহার, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিদিত হইয়া তাহার উপর বিশ্বাস করিবে।

ত্রসেদ্দিষ্টরূপি ক্ষুদ্রাৎ সময়ং বীক্ষ্য বুদ্ধিমান্ ।

প্রদর্শয়েদাত্মভাবান্নৈব ধর্ম্মং বিলজ্জয়েৎ ॥

যদি শত্রু ক্ষুদ্র হয়, তাহা চাইলেও প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাকে ভয় করিবে আর সময়ানুসারে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন করিবে, কদাচ ধর্ম্মপথ লঙ্ঘন করিবে না।

স্বীয়ং যশঃ পৌরুষঞ্চ গুপ্তয়ে কথিতঞ্চ যৎ ।

কৃতং যদুপকারায় ধর্ম্মজ্ঞো ন প্রকাশয়েৎ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি আপনার যশ ও পৌরুষের বিষয় অপরের নিকট প্রকাশ করিবে না, পরের গুপ্ত কথা অতিগোপনে রাখিবে এবং অন্তের উপকার করিয়া তাহা নিজমুখে প্রকাশ করিবে না।

জুপ্তিস্তপ্রবৃত্তৌ চ নিশ্চিতোহপি পরাজয়ে ।

গুরুণা লঘুনা চাপি যশসৌ ন বিবাদয়েৎ ॥

কীৰ্ত্তিমান্ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ জয়ের সম্ভাবনা থাকিলেও কদাচ লোক-
বিগৃহীত কার্যের অতুষ্ঠান করিবে না আর গুরু বা লঘু কোন ব্যক্তির
সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবে না ।

বিদ্যাধনযশোধৰ্ম্মান্ যতমান উপার্জ্জয়েৎ ।

ব্যসনকাসতাং সঙ্গং মিথ্যাদ্রোহং পরিত্যজেৎ ॥

যত্নে বিদ্যা, ধন, যশ ও ধৰ্ম্ম উপার্জন করা গৃহস্থের কর্তব্য । গৃহী-
ব্যক্তি ব্যসন, কুসংসর্গ, মিথ্যাবাক্য, কলহ প্রভৃতি বর্জন করিবে ।

অবস্থানুগতাশ্চেষ্ঠাঃ সময়ানুগতাঃ ক্রিয়াঃ ।

তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কৰ্ম্ম সমাচরেৎ ॥

চেষ্ঠা অবস্থার আর ক্রিয়া সময়ের অনুগত ; সুতরাং অবস্থা ও সময়
অনুসারে কৰ্ম্ম করাই কর্তব্য ।

যোগক্ষেমরতো দক্ষো ধার্ম্মিকঃ প্রিয়বাক্তবঃ ।

মিতবান্ধিতহাসঃ স্যান্মাতোগ্রে তু বিশেষতঃ

গৃহীব্যক্তি যোগে ও ক্ষেমে আসক্ত থাকিবে ; সকলে কার্যে দক্ষ ও
সৰ্ব্বদা ধৰ্ম্মনিষ্ঠ হইবে, বন্ধুবর্গের প্রতি সৌহার্দ্য প্রদর্শন করিবে এবং
সমক্ষে বিশেষতঃ সন্মানার্থ ব্যক্তিগণের নিকট মিতভাষী হইবে, কদাচ
তাহাদিগের নিকট অপরিমিত হাস্য করিবে না ।

জিতেন্দ্রিয়ঃ প্রসন্নাত্মা সূচিন্ত্যঃ স্যাদ্‌দৃঢ়ব্রতঃ ।

অপ্রমত্তো দীর্ঘদর্শী মাত্ৰাস্পর্শান্ বিচারয়েৎ ॥

গৃহীব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, প্রসন্নচিত্ত, সূচিন্ত্য, দৃঢ়ব্রত, অপ্রমত্ত ও দীর্ঘদর্শী হইবে ; ইঞ্জিয়বৃত্তিবিষয়ক সম্বন্ধবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিবে না ।

সত্যঃ মুহু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ ।

অত্মোৎকর্ষ্যন্তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জয়েৎ ॥

সর্বদা ধীর হইয়া সত্য, মুহু, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য । আত্মশ্লাঘা ও পরনিন্দা করা কর্তব্য নহে, উহা সর্বদা পরিত্যাগ করিবে ।

জলাশয়াশ্চ বৃক্ষাশ্চ বিশ্রামগৃহমধ্বনি ।

সেতুঃ প্রতিষ্ঠিতো যেন তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যে ব্যক্তি পান্থমধ্যে জলাশয় খনন, তরুরোপণ, বিশ্রামাগার গঠন ও সেতুপ্রতিষ্ঠা করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনবিজয়ী হয় ।

সন্তুষ্টৌ পিতরৌ যশ্চিন্নমুরক্তাঃ স্তম্ভদগণাঃ ।

গায়ন্তি যদৃষশো লোকান্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

পিতামাতা যাহার উপর পরিতুষ্ট, হৃদগণ যাহার প্রতি অমুরাগী এবং সকলেই যাহার যশোগান করে, সেই ব্যক্তি ত্রিভুবনবিজয়ী সন্দেহ নাই ।

সত্যমেব ব্রতং যশ্চ দয়া দীনেষু সর্বথা ।

কামক্রোধো বশে যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

একমাত্র সত্যই যাহার ব্রত, দীনজনের প্রতি যাহার দয়া সর্বথঃ বিদ্যমান এবং যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন জয় করিয়া থাকে ।

বিরক্তঃ পরদারেষু নিষ্পৃহঃ পরবস্ত্রষু ।

দম্ভমাৎসর্যাহীনো যন্তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যে ব্যক্তি পরদারে বিমুখ, পরদ্রব্য দর্শনে যাহার লোভের উদয় হয় না এবং যে ব্যক্তি দম্ভ ও মাৎসর্যহীন, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবনবিজয়ী হইয়া থাকে ।

ন বিভেতি রণাদৃষো বৈ সংগ্রামেপ্যপরাভুখঃ ।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যে ব্যক্তি যুদ্ধের ঘোষণা শুনিয়া ভয় প্রাপ্ত না হয়, সংগ্রামে যে পরাভুখ না হয় এবং ধর্ম্মযুদ্ধে যে দেহ বিসর্জন করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন জয়ী হয় সন্দেহ নাই ।

অসংশয়াত্মা সূত্রাক্ষঃ শাস্ত্রবাচারতৎপরঃ ।

মচ্ছাসনে হিতো যশ্চ তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

যাহার আত্মা সন্দেহশূন্যনহে, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ ও শৈবাচারপরায়ণ হইয়া আমার আজ্ঞার অনুবর্তী হয়, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া থাকে । ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

জ্ঞানিনা লোকযাত্রায়ৈ সৰ্ব্বত্র সমদৃষ্টিনা ।

ক্রিয়ন্তে যেন কৰ্ম্মাণি তেন লোকত্রয়ং জিতং

হে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি লোকযাত্রা নির্বাহার্থ কি মিত্র কি অমিত্র সকলের উপর সমদৃষ্টি রাখিয়া ক্রিয়ামুষ্ঠান করে, সে পুণ্যফলে ত্রিভুবন বিজয়ী হয় ।

শৌচস্ত দ্বিবিধং দেবি বাহ্যভ্যন্তরভেদতঃ ।

ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যন্তু শৌচমাস্তরিকং স্মৃতং ।

অস্তিৰ্বা ভস্মনা বাপি মলানামপকৰ্ষণং ।

দেহশুদ্ধিৰ্ভবেদ্যেন বহিঃশৌচং তদ্ব্যভ্যন্তরে ॥

হে দেবি ! বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে শৌচ দ্বিবিধ ;—আন্তরিক শৌচ ও বহিঃশৌচ । ব্রহ্মের উপর আত্মসমর্পণই আন্তরিক শৌচ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে আর ভলদ্বারা অথবা ভস্মদ্বারা মল দূর করত যে শরীরশুদ্ধি, তাহারই নাম বহিঃশৌচ ।

গঙ্গা নদ্রো ব্রহ্ম বাপ্যস্তথা কূপাশ্চ খুল্লকাঃ ।

সর্বং পবিত্রজননং স্বর্ণদী ক্রমতঃ প্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে! গঙ্গা, অপরাপর নদী, ব্রহ্ম, বাপী কূপ, স্বর্ণদী ও অগ্নাত্ত
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এহ সকলে স্নান করিলে দেহ পবিত্র হইয়া থাকে ।

ভস্মাত্র যাজিকং শ্রেষ্ঠং মৃত্স্না তু মলবর্জিতা ।

বাসোজিনতৃণাদীনি মুদ্রজ্জানৌহি সূত্রতে ॥

হে সূত্রতে! বহিঃশৌচবিষয়ে ভস্মদ্বারা যাজিক স্নান শ্রেষ্ঠ; বিমল
মৃত্তিকাযোগেও ঐ প্রকার স্নান সমাধা হইয়া থাকে । বসন, অজিন, তৃণ
প্রভৃতিও মৃত্তিকার দ্বায়া পবিত্র জানিও ।

কিমত্র বহুনোক্তেন শৌচাশৌচবিধৌ প্রিয়ে ।

মনঃপুতং ভবেদ্যেন গৃহস্থস্তত্তদাচরেৎ ॥

হে শিবে! শৌচ ও অশৌচবিষয়ে তোমার সমীপে আর অধিক কি
বলিব, যাচাতে মনঃপুত হয়, গৃহী ব্যক্তি সেইরূপ আচরণ করিবে ।

নিদ্রাস্তে মৈথুনস্তাস্তে ত্যাগাস্তে মলমূত্রয়োঃ ।

ভোজনাস্তে মলে স্মৃষ্টে বহিঃশৌচং বিধীয়তে ॥

নিদ্রাবসানে, মৈথুনের পর, মলমূত্রাদি বিসর্জনাতে, ভোজনাতে
অথবা মল স্পর্শ হইলে বহিঃশৌচ সমাধা করিবে ।

সন্ধ্যা ত্রৈকালিকী কার্য্যা বৈদিকী তান্ত্রিকী ক্রমাৎ ।

উপাসনায়া ভেদেন পূজাং কূর্যাদ্যথাবিধি ॥

যথানিয়মে ত্রিসন্ধ্যায় তিনবার বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা সম্পাদন করিবে এবং উপাসনাভেদে নিয়মানুসারে পূজা করাও কর্তব্য । ৬

ব্রহ্মমন্ত্রোপাসকানাং গায়ত্রীং জপতাং প্রিয়ে ।

জ্ঞানাং ব্রহ্মোক্তি তদ্ব্যচ্যং সন্ধ্যা ভবতি বৈদিকী ॥

হে প্রিয়ে ! যে সকল ব্যক্তি ব্রহ্মমন্ত্রের উপাসক, তাঁহারা যৎকালে গায়ত্রী জপ করিবেন, তখন গায়ত্রীর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞান করিলেই বৈদিকী সন্ধ্যা সমাধা হইয়া থাকে ।

অগ্নেযাং বৈদিকী সন্ধ্যা সূর্য্যোপস্থানপূর্ব্বকং ।

অৰ্ঘ্যদানং দিনেশায় গায়ত্রীজপনস্তথা ॥

ব্রহ্মোপাসক ব্যতীত অন্যান্য উপাসকের সন্ধ্যা উপাসনাকালে সূর্য্যারাদনা, সূর্য্যদেবকে অৰ্ঘ্যপ্রদান ও সূর্য্যের উদ্দেশে গায়ত্রী জপ করিবেন । এইপ্রকার করিলেই তাঁহাদিগের সন্ধ্যোপাসনা যথানিয়মে সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতং বা দশধাপি চ

জপানাং নিয়মো ভদ্রে সৰ্ব্বত্রাহিককৰ্ম্মণি ॥

হে ভদ্রে ! যাবতী আহিকক্রিয়া অষ্টাষ্টানকালেই এক সহস্র আটবার, একশত আটবার অথবা দশবারমাত্র জপ করিবার নিয়ম নিরূপিত আছে ।

শুদ্ধসামান্যজাতীনামধিকারোহস্তি কেবলম্ ।

আগমোক্তবিধৌ দেবি সর্বসিদ্ধিস্ততো ভবেৎ ॥

হে দেবি ! শূদ্র জাতি ও অগ্ৰাণ্য সামান্য জাতির পক্ষে কেবলমাত্র আগমবিহিত বিধানেরই অধিকার আছে । তাহাতেই তাহাদিগের যাবতীয় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ।

প্রাতঃ সূর্য্যোদয় কালো মধ্যাহ্নস্তুদনস্তরং ।

সায়ং সূর্য্যাস্তসময়ত্রিকালানাময়ং ক্রমঃ ॥

ত্রৈকালিকৌ সঙ্কেতাপাসনা করিবার জন্ত সূর্য্যোদয়ের সময় প্রাতঃকাল, তদনন্তর মধ্যাহ্ন এবং সূর্য্যের অস্তগমনকালে সায়ং এই প্রকার ত্রিকালের ক্রম নিরূপিত আছে ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বিপ্রাদিসর্ববর্ণানাং বিহিতা তান্ত্রিকী ক্রিয়া

ত্বয়ৈব কথিতা নাম সম্প্রাপ্তে প্রবলে কলৌ ।

তদিদানীং কথং দেব বিপ্রান্ বৈদিককর্শ্মাণি ।

নিযোজয়সি তৎসর্বং বিশেষাদন্তুমুহসি ॥

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ ! আপনি স্বয়ংই পূর্বে বলিয়াছিলেন যে, যখন কলি প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে বিপ্রাদি যাবতীয় বর্ণের একমাত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বিহিত হইবে । হে প্রভো ! অধুনা কি কারণে আপনি দ্বিজাতিবর্গকে বৈদিকী ক্রিয়ায় নিযোজিত করিতেছেন ? এই সকল বিশেষরূপে অবগত হইতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

সত্যং ব্রবীষি তত্ত্বক্ষে সৰ্ব্বেষাং তান্ত্রিকী ক্রিয়া ।

লোকানাং ভোগমোক্ষায় সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু সিদ্ধিদা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে তত্ত্বক্ষে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ।
কলিযুগে তান্ত্রিকী ক্রিয়াই সকল বর্ণের পক্ষে প্রশস্ত । বিশেষতঃ
তান্ত্রিকী ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভোগ ও মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে
এবং উহা সৰ্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিদায়ক বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত ।

ইয়ম্ভ ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতী বৈদিকী ।

তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কৰ্ম্মণি ॥

পূৰ্ব্বকথিত ব্রহ্মসাবিত্রী যেরূপ বৈদিকী বলিয়া কথিত, সেইরূপ
তাহাকে তান্ত্রিকীও বলা যাইতে পারে । গায়ত্রী কি বৈদিকী কি
তান্ত্রিকী উভয়বিধ ক্রিয়াতেই প্রশস্ত ।

ততোত্র কথিতং দেবি দ্বিজানাং প্রবলে কলৌ ।

গায়ত্র্যামধিকারোহস্তু নাগ্মমন্ত্রেষু কৰ্হিচিৎ ।

তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কৰ্ম্মণি ॥

হে দেবী! এই কারণেই আমি বলিয়াছি যে, যখন কলিযুগ
প্রবল হইয়া উঠিবে, তৎকালে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীতে যেরূপ অধিকার
আছে, অগ্নি কোন বৈদিকমন্ত্রে তাদৃশ অধিকার নাই । পরন্তু গায়ত্রী
কি বৈদিক কি তান্ত্রিক উভয়বিধ কার্য্যেই প্রশস্ত অর্থাৎ উভয় দ্বারা
উভয়বিধ কার্য্যই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ।

তারাত্মা কমলাত্মা চ বাগ্ভবাত্মা যথাক্রমাৎ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং সাবিত্রী কথিতা কলৌ ॥

দ্বিজাতিগণের গায়ত্রীর প্রথমে ওঁ, ক্ষত্রজাতির গায়ত্রীর প্রথমে শ্রী৮, এবং বৈশ্যগণের গায়ত্রীর প্রথমে ঐ সন্নিবেশিত করিতে হয় । তার শব্দে ওঁ, কমলাবীজ বলিতে শ্রী৮ এবং বাগ্ভববীজ বলিতে ঐ বুঝায় ।

দ্বিজাতীনাং প্রভেদার্থং শূদ্রেভ্যঃ পরমেশ্বরি ।

সঙ্কোয়ং বৈদিকী প্রোক্তা প্রাগেবাহিককৰ্ম্মণাম্ ॥

হে পরমেশ্বর! শূদ্রজাতি হইতে ব্রাহ্মণগণকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহাদিগের সঙ্কোপাসনা করিবার পূর্বে বৈদিক সঙ্কার নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে ।

অনুথা শান্তবৈশ্বাৰ্গৈঃ কেবলৈঃ সিদ্ধিভাগভবেৎ ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ ॥

হে পার্শ্বতি! দ্বিজাতিবর্গের আহিক করিবার পূর্বে বৈদিক সঙ্কার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে সত্য, কিন্তু উহা না করিলেও কেবল মাত্র মৎপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধিলাভ করা যায় । হে পার্শ্বতি! আমার এই বাক্য অতীব সত্য জানিও, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

কালাত্যয়েপি সঙ্কোয়ং কৰ্ত্তব্যং দেববন্দিতে ।

ওঁ তৎসং ব্রহ্ম চোচ্চাৰ্য্য মোক্ষপুভিরনাতুরৈঃ ॥

হে দেববন্দিতে ! যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা সঙ্ক্যার নিয়মিত সময় অতীত হইলেও ও তৎসংক্রম্ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক তদনন্তর বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সঙ্ক্যা সমাধা করিবেন, কিন্তু আতুরে কোন প্রকার নিয়ম নাই।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং ।

গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাং স্বচ্ছং প্রশস্ততে ॥

আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, বাহন, গৃহ, ও গৃহস্থ দ্রব্য সকল যৎ পরিকৃত হইবে, ততই প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হয়।

সমাপ্যাহ্নিককৰ্ম্মাণি স্বাধ্যায়ং গৃহকৰ্ম্ম বা ।

গৃহস্থো নিয়তং কুৰ্য্যান্নৈব তিষ্ঠেন্নিকৃৎনমঃ ॥

গৃহী ব্যক্তি যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনা পরিসমাপ্ত করিয়া অধ্যয়ন করিবে অথবা গৃহকার্য্যে সৰ্ব্বদা নিরত থাকিবে; কদাচ নিকৃৎন হইয়া অবস্থিত করিবে না।

পুণ্যতীর্থে পুণ্যতিথৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।

জপং দানং প্রকুৰ্ব্বাণঃ শ্রেয়সাং নিলয়ো ভবেৎ ॥

পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে, পুণ্য তিথিতে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ সময়ে জপ অথবা দান করিলে কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে।

কলাবল্লগতপ্রাণা নোপবাসঃ প্রশস্ততে ।

উপবাসপ্রতিনিধাবেকং দানং বিধীয়তে ॥

কলিযুগে মনুষ্যগণের প্রাণ অন্নগত, স্তবরাং কলিকালে উপবাস প্রশস্ত নহে। কলিকালে কেবলমাত্র দানই উপবাসের প্রতিনিধি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

কলৌ দানং মহেশানি সর্ববিসিক্কিরং ভবেৎ।

তৎপাত্রং কেবলং জ্ঞেয়ো দরিদ্রঃ সংক্রিয়ায়িতঃ ॥

হে মহেশানি! কলিকালে কেবলমাত্র দানই বাবত্যয় সিদ্ধির হেতু এবং কেবলমাত্র সংকল্পপরায়ণ দরিদ্র ব্যক্তিই দানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া নিরূপিত।

মাসবৎসরপক্ষাণামারম্ভদিনমস্থিকে।

চতুর্দশাষ্টমী শুক্লা তথৈবৈকাদশী কূহুঃ ॥

নিজজন্মদিনকৈব পিত্রোশ্মরণবাসরঃ।

বৈধোৎসবদিনকৈব পুণ্যকালঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

হে অস্থিকে! মাসের আরম্ভ দিন, বর্ষের আরম্ভ দিন, পক্ষের আরম্ভকাল, চতুর্দশা, অষ্টমী, শুক্লপক্ষায়া একাদশী, অমাবস্তা, আপনার জন্মদিবস, পিতার মৃতদিন, বিধিযুক্ত উৎসবদিন, এই সকল পুণ্যকাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

গঙ্গানদী মহানতো গুরোঃ সদনমেব চ।

প্রসিদ্ধং দেবতাক্ষেত্রং পুণ্যতীর্থং প্রকীর্তিতং ॥

গঙ্গা ও অত্যান্ত পবিত্রদলিলা নদী, গুরুর গৃহ এবং প্রসিদ্ধ দেবতাস্থান এই সকলই পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

ত্যাক্তা স্বাধ্যয়নং পিত্রোঃ শুশ্রূষাং দাররক্ষণং ।

নরকায় ভবেত্তীর্থং তীর্থায় ব্রততাং নৃণাং ॥

যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, জনকজননীর সেবা, কলত্র রক্ষা এই সকল বিসজ্জন পূৰ্ব্বক তীর্থ গমন করে, তাহার পক্ষে তীর্থ নরকের হেতু-মাত্র হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

ন তীর্থসেবা নারীগাং নোপবাসাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।

নৈব ব্রতানাং নিয়মো ভৰ্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বিনা ॥

স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিসেবা ব্যতীত তীর্থ গমনের কোন নিয়ম নাই । তাহাদিগের পক্ষে উপবাসাদি কাখোর বিধান নাই এবং ব্রতানুষ্ঠানেরও কোন নিয়ম নাই ।

ভর্ত্তেব যোষিতাং তীর্থং তপো দানং ব্রতং গুরু ।

তস্ম্যাং সৰ্ব্বাত্মনা নারী পতিসেবাং সমাচরেৎ ॥

পতিই নারীগণের তীর্থ, পতিই তাহাদিগের যাবতীয় তপশ্চা, পতিই ব্রত এবং পতিই নারীজাতির একমাত্র গুরু ; অতএব সৰ্ব্বপ্রযত্নে পতিসেবা করাই রমণীর একমাত্র কর্তব্য ।

পত্ন্যঃ প্রিয়ং সদা কুর্য্যাৎ বচসা পরিচর্য্যায়া ।

তদাজ্ঞানুচারী ভূত্বা তোষয়েৎ পতিবান্ধবান ॥

নারীজাতি কি বাক্য দ্বারা, কি সেবা দ্বারা, সৰ্ব্বদা পতির প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে, এবং নিয়ত পতির আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার ও তদীয় আত্মীয়গণের সন্তোষ বিধান করিবে ।

নেক্ষেৎ পতিং ক্রুয়দৃষ্ট্যা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্বচঃ ।

নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেন্তুর্ভূঃ পতিব্রতা ॥

পতিব্রতা রমণী ক্রুয়দৃষ্টিতে পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না, তাঁহাকে কদাচ দুষ্কাক্য শ্রবণ করাইবে না এবং মনেও পতির অপ্রিয় চিন্তা করিবে না ।

কায়েন মনসা বাচা সর্বদা প্রিয়কর্ম্মভিঃ ।

যা শ্রীণয়তি ভর্ত্তারং সৈব ব্রহ্মপদং লভেৎ ॥

যে নারী কায়মনোবাক্যে প্রিয় কার্য্যাহুষ্ঠান দ্বারা সর্বদা পতির সন্তোষ সাধন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ।

নাশ্রবন্তুং নিরীক্ষেত নাশ্রৈঃ সম্ভাষণকরেৎ ।

ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী ॥

নারী জাতি একমাত্র পতি ব্যতিরেকে অপর পুরুষের মুখদর্শন করিবে না, অপর পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করিবে না এবং অন্য কাহাকেও নিজ অঙ্গ প্রদর্শন করিবে না ; সর্বদা পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থিতি করিবে ।

তিষ্ঠেৎ পিত্রোবশে বাল্যে ভর্ত্তুঃ সংপ্রাপ্তর্যোবনে ।

বার্দ্ধক্যে পতিবন্ধূনাং ন স্বতন্ত্রা ভবেৎ কচিৎ ॥

নারীজাতি বাল্যকালে পিতামাতার অধীনে, যৌবনাবস্থায় পতির অধীনে এবং বার্দক্যে পতিবান্ধববর্গের অধীনে অবস্থান করিবে ; কোনকালেই স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবে না ।

অজ্ঞাতপতিমর্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাং ।

নোদ্রাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্মশাসনাং ॥

যতদিন গতিমর্যাদা হৃদয়ঙ্গম না হয়, যাবৎ পতির সেবা বুদ্ধিতে না পারে, যতদিন ধর্মের শাসন অবগত না হয়, তাবৎকাল পিতা সেই বালিকার বিবাহ দিবে না ।

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশুংস্তথা ।

বহুপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদীন্ রসবর্জিতান্ ॥

নরমাংস, নরাকার পশুর মাংস, বহু উপকারী গোমাংস, ও অন্যান্য জীবগণের নীরস মাংস ভক্ষণ করা অমুচিত ।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ ।

ভূমিজাতানি সর্বানি ভোজ্যানি শ্বেচ্ছয়া শিবে ॥

হে শিবে ! গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ভূমিজাত ফল মূল ইচ্ছাহুসারে ভোজন করিবে ।

অধ্যাপনং যাজনঞ্চ বিপ্রাণাং ব্রতমুত্তমং ।

অশক্তৌ ক্ষত্রিয়বশাং বৃন্তৈর্নির্বাহমাচরেৎ ॥

অধ্যাপন ও যাজন এই দুইটাই ব্রাহ্মণগণের অমুত্তম ব্রত বর্ণিয়া পরিগণিত । যদি তাহাতে জীবিকানির্বাহ না হয়, তাহা হইলে ক্ষত্রবৃত্তি ও বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে ।

রাজ্ঞানানঞ্চ সদ্ভূতং সংগ্রামো ভূমিশাসনং ।

অত্রাশক্তৌ বনিধূতং শূদ্রবৃত্তমথাশ্রয়েৎ ॥

যুদ্ধ ও প্রজাপালন এই দুইটা বৃত্তিই ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে প্রশস্ত ।
যদি উহাৱারা জীবিকা নির্বাহ না হয়, তাহা হইলে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন
করিবে । যদি তাহাতেও জীবিকানির্বাহের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে
তখন শূদ্রবৃত্তির আশ্রয় লইবে ।

বাণিজ্যশক্ত্যবৈশ্যানাং শূদ্রবৃত্তমদূষণম্ ।

শূদ্রাণাং পরমেশানি সেবাবৃত্তিং বিধীয়তে ॥

হে পরমেশানি ! বাণিজ্যই বৈশ্যগণের একমাত্র বৃত্তি । যদি তাহাতে
অসমর্থ হয়, তাহা হইলে শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিবে ; তাহাতে
তাহাদিগকে পাপভাগী হইতে হইবে না । হে দেবি ! একমাত্র সেবাই
শূদ্রজাতির প্রশস্ত বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত ।

সামান্যনাস্ত বর্ণানাং বিপ্রবৃত্ত্যন্যবৃত্তিষু ।

অধিকারোস্তি দেবেশি দেহযাত্রাপ্রসিদ্ধয়ে ॥

হে দেবেশি ! ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ব্যতীত অন্যান্য সামান্যজাতির
দেহযাত্রা নির্বাহার্থ বিপ্রবৃত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে
পারে ।

অদ্বৈতা নিশ্চয়মঃ শাস্তুঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

নিশ্চয়ংসরো নিকপটঃ স্ববৃত্তৌ ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥

বিপ্রজাতি ঘেষশূত্র, নিৰ্ম্মম, শাস্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসৰ্য্যহীন
ও অকপট হইয়া নিজবৃত্তির অনুগামী হইবে।

অধ্যাপয়েৎ পুত্রবুদ্ধ্যা শিষ্যান্ সম্মার্গবৰ্ত্তিনঃ ।
সৰ্বলোকহিতৈষী স্যাৎ পক্ষপাতবিনিৰ্ম্মখঃ ॥

তাঁহারা সৰ্বজনের হিতসাধনে নিযুক্ত ও পক্ষপাতবিরহিত হইয়া
শিষ্যগণকে পুত্রনির্ব্বশেষে জ্ঞানশিক্ষা দিয়া অধ্যাপন করাইবেন আর
যাহাতে শিষ্যগণ সংপথের পথিক হয়, তদ্বিষয়ে ষড়্বান্ হইবেন।

মিথ্যালাপমসূয়াঞ্চ ব্যসনাশ্রিয়ভাষণং ।
নীচৈঃ প্রসক্তিং দম্ভঞ্চ সৰ্ব্বথা ব্রাহ্মণাস্ত্যজেৎ ॥

মিথ্যাবাক্য, অসূয়া, ব্যসন, অপ্রিয় বচন, নীচ লোকে বা নীচ কাৰ্য্যে
আসক্তি এবং দম্ভ এই সকল পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য।

যুযুৎসা গহিতা সঙ্কৌ সন্মানৈঃ সন্ধিরুত্তমা ।
মৃত্যুৰ্জ্জয়ো বা যুদ্ধেষু রাজত্বানাং বরাননে ॥

হে বরাননে! এক্ষণে ক্ষত্রিয়গণের কর্তব্য কৰ্ম্ম বর্ণন করিতেছি
শ্রবণ কর। যখন সন্ধি স্থির হইবে, তখন আর তাঁহারা যুদ্ধ বাসনা
করিবেন না; সন্মান পূৰ্ব্বক সন্ধিই স্থির করিবেন। সংগ্রামে জয় অথবা
মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে প্রশস্ত।

অলোভী স্ত্রাং প্রজাবিস্তে গৃহীয়াং সম্মিতং করং ।

রক্ষনশীকৃতং ধর্ম্যং পুত্রবৎ পালয়েৎ প্রজাঃ ॥

প্রজার ধনে লোভ পরিত্যাগ করাই ক্ষত্রিগণের ধর্ম্য । তাঁহারা যথাকালে পরিমিতরূপে কর গ্রহণ করিবেন । অঙ্গীকৃত ধর্ম্য রক্ষা পূর্বক প্রজাবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করাই তাঁহাদিগের অবশ্য কর্তব্য ।

আয়ং যুদ্ধং তথা সন্ধিং কৰ্ম্মাণ্যন্তানি যানি চ ।

মন্ত্ৰিভিঃ সহ কুব্বীত বিচার্য্য সর্ব্বথা নৃপঃ ॥

কি সংগ্রামবার্য্য, কি সন্ধিক্ষিত্রা, কি অপরাপর রাজকার্য্য তাঁহারা মন্ত্ৰীগণের সহিত উত্তমরূপে বিচার করিয়া নির্বাহ করিবেন ।

ধর্ম্মযুদ্ধেন যোদ্ধব্যং ত্রায়দণ্ডপূরক্ষিত্রিয়াঃ ।

করণীয়া যথাশাস্ত্রং সন্ধিং কুর্য্যাৎ যথাবলং ॥

তাঁহারা ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবেন, ত্রায়ানুসারে দণ্ড ও পুঙ্কায় প্রদান করিবেন এবং স্বীয় বলাবল বিবেচনা পূর্বক শাস্ত্রানুসারে সন্ধি করিবেন ।

উপায়ৈঃ সাধয়েৎ কার্য্যং সন্ধিঞ্চ শত্রুভিঃ ।

উপায়ানুগতাঃ সর্ব্বা জয়ক্ষেমবিভূতয়ঃ ॥

তাঁহারা উপায় দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং উপায় দ্বারাই অরাতিবর্গের সহিত সন্ধি ও বিগ্রহ করিবেন । উপায় দ্বারা যে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তাহাতেই জয়, ঐশ্বর্য্য ও লাভ হইয়া থাকে ।

শ্রীমীচসঙ্গাদিরতঃ সদা বিদজ্জনপ্রিয়ঃ ।

ধীরো বিপত্তৌ দক্ষশ্চ শীলবান্ সম্মিতব্যয়ো ॥

ক্ষত্রিয়গণ সৰ্বদা নীচসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহারা বিদ্যানগণের প্রিয় হইবেন এবং বিপদকালে ধীর, সৰ্ব্বকার্য্যে দক্ষ, সুশীল ও মিতব্যয়ী হইয়া অবস্থিতি করিবেন ।

নিপুণো দুর্গসংস্কারে শস্ত্রশিক্ষাবিচক্ষণঃ ।

স্বসৈন্ত্যভাবাশ্বেষী শ্রাৎ শিক্ষয়েৎ রণকৌশলং ॥

তাঁহারা দুর্গসংস্কারে সুদক্ষ হইবেন, শস্ত্রবিদ্যায় তাঁহাদিগের বিলক্ষণ পারদর্শিতা বিद्यমান থাকিবে, তাঁহারা স্বীয় সৈন্ত্যবর্গের মনোগত অভিপ্রায় অনুেষণ করিবেন এবং তাহাদিগকে রণকৌশলবিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন ;

ন হস্তান্মুচ্ছিতান্ যুদ্ধে ত্যক্ত শাস্ত্রান্ পরাশ্রুখান ।

বলানীতান্ রিপূন্ দেবি রিপুদারশিশূনপি ॥

যাহারা রণে মুচ্ছাপন্ন হইয়াছে, যাহারা নিরস্ত্র, যাহারা সংগ্রামে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, এবং যে সকল শত্রু বলপূৰ্ব্বক সমানীত হইয়াছে, তাহাদিগকে বধ করা সমুচিত নহে ; বিশেষতঃ শত্রুর পুত্রকলত্রাদিগকেও বিনাশ করিবে না ।

জয়লঙ্কানি বস্তুনি সন্ধিপ্ৰাপ্তানি যানি চ ।

বিতরেস্তানি সৈন্ত্যেভ্যো যথাযোগ্যবিভাগতঃ ॥

যে সকল দ্রব্য জয় দ্বারা লব্ধ অথবা যাহা সন্ধি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমস্ত যথাযোগ্য বিভাগানুসারে সৈন্তগণকে সমর্পণ করিবে।

শৌর্য্যং বৃত্তঞ্চ যোদ্ধৃণাং জ্ঞেয়ং রাজ্ঞা পৃথক্ পৃথক্ ।
বহুসৈন্যাদিপং নৈকং কুর্যাদাত্মহিতে রতঃ ॥

নরপতি যোদ্ধৃগণের চরিত্র ও শৌর্য্য পৃথক্ পৃথক্ক্রমে পরিজ্ঞাত হইবেন। যিনি আপনার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি কদাচ এক ব্যক্তিকে বহুসৈন্তের আধিপত্য প্রদান করিবেন না।

নৈকস্মিন্ বিশ্বসেজ্জাজ্ঞা নৈকং ত্রায়ে নিয়োজয়েৎ ।
সাম্যং ক্রৌড়োপহাসঞ্চ নীচৈঃ সহ বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

নরপতি এক ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবেন না, এক ব্যক্তিও বিচারকার্যে নিযুক্ত করিতে নাই। নরপতি নীচব্যক্তির সহিত ক্রৌড়া ও নীচব্যক্তির সহিত উপহাস করিবেন না, নীচলোকের সহিত সমভাব প্রদর্শন করাও নরপতির কর্তব্য নহে।

বহুশ্রুতঃ স্বল্পভাষী জিজ্ঞাসুজ্ঞানবানপি ।
বহুমানোপি নির্দম্ভো ধীরো দণ্ডপ্রসাদয়োঃ ।

নরপতি বহুশ্রুত হইয়াও স্বল্পভাষী, জ্ঞানী হইয়াও জিজ্ঞাসু এবং বহুমান্য হইয়াও দম্ভশূন্য হইবেন। শাস্তি প্রদানের সময়ে অথবা প্রসন্নতাকালে একবারে অধীর হওয়াও রাজার কর্তব্য নহে।

স্বয়ং বা চরদৃষ্ট্যা বা প্রজ্ঞাভাবান্ বিলোকয়েৎ ।

এবং স্বজনভূত্যানাং ভাবান্ পশ্চেন্নরাধিপঃ ॥

নরপতি স্বয়ং প্রজাগণের ভাব পরিদর্শন করিবেন অথবা চারচক্ষু
দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিবেন এবং ভূতাবর্গের ও স্বজনগণের ভাবও
প্রত্যক্ষ করা কর্তব্য ।

ক্রোধাদ্ভ্রান্তাং প্রমাদাদ্ভ্রা সম্মানং শাসনং তথা ।

সহসা নৈব কর্তব্যং স্বামিনা তত্ত্বদর্শিনা ॥

তত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ নরপতি রোষবশতঃ দম্ভহেতু অথবা অনবধানতা
বশতঃ সহসা কোন ব্যক্তির সম্মাননা কিম্বা কাহাকেও শাস্তিপ্রদান
করিবেন না ।

সৈন্ত্যসেনাধিপামাত্যবনিভাপত্যসেবকাঃ ।

পালনীয়াঃ সদোষাশ্চেৎ দণ্ড্যা রাজ্ঞা যথাবিধি ॥

নরপতি সৈন্তবর্গের, সেনাধ্যক্ষের ও অমাত্যগণের পুত্র, কলত্র ও
ভূত্যাগণকে প্রতিপালন করিবেন; কিন্তু ইহারা অপরাধী হইলে
তাহাদিগকে যথাবিধানে দণ্ড প্রদান করা নরপতির অবশ্য কর্তব্য ।

উন্মত্তানসমর্থান্চ বালাংশ্চ মৃতবান্ধবান্ ।

জ্বরান্ভূতান্ বৃদ্ধাংশ্চ রক্ষয়েৎ পিতৃবন্ধুপঃ ॥

বাহারা উন্নত, অক্ষম, বালক, অভিভাবকশূন্ত, পীড়াগ্রস্ত ও বৃদ্ধ, নরপতি তাহাদিগকে স্নতনির্ধিশেষে প্রতিপালন করিবেন।

বৈশ্যানাং কৃষিবাণিজ্যং বৃত্তং বিদ্ধি সনাতনং ।

যোনোপায়েন লোকানাং দেহযাত্রা প্রসিধ্যতি ॥

অতঃ সর্ববাত্মনা দেবি বাণিজ্যকৃষিকৰ্ম্মসু ।

প্রমাদবাসনালস্তং মিথ্যা শাঠ্যং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

যেমন কৃষিবাণিজ্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্ধাপিত হয়, তদ্রূপ কৃষিবাণিজ্যই বৈশাগণের সনাতন ব্যবসায়। হে পার্শ্বতি ! এই হেতু বাণিজ্য ও কৃষি কৰ্ম্মবিষয়ে প্রমাদ, বাসন, অলসতা, মিথ্যাচরণ ও শাঠ্য এই সকল সৰ্ব্বথা পরিত্যাগ করা বৈশাগণের অবশ্য কর্তব্য।

নিশ্চিত্য বস্তুতন্মূল্যমুভয়োঃ সম্মতো শিবে ।

পরম্পরাস্বীকরণং ক্রয়সিদ্ধিস্তুতো ভবেৎ ॥

হে পার্শ্বতি ! ক্রেতা ও বিক্রেতা এই দুইজনের সম্মতি অহুসারে দ্রব্য ও দ্রব্যের মূল্য নিরূপিত হইলে যৎকালে দুইজনের স্বীকার করা হইবে, তখনই ক্রয় বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

মন্তবিন্ধিপ্তবালানাং অরিগ্রস্তনৃণাং প্রিয়ে ।

রোগবিভ্রাস্তবুদ্ধীনামসিদ্ধৌ দানবিক্রয়ো ॥

হে প্রিয়ে ! যে সকল ব্যক্তি মন্ত, বিন্ধিপ্ত, বালক, বিপক্ষ কর্তৃক বন্দীকৃত কিম্বা রোগবশে বাহাদিগের যুদ্ধভ্রম ঘটয়াছে, তাহারা দান বা বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

ক্রয়সিদ্ধিরদৃষ্টানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।

বিপর্য্যয়ে তদগুণানামগ্ৰথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥

যে বস্তু সম্মুখে প্রত্যক্ষ না হয়, গুণ শ্রবণ দ্বারাই তাহার ক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু যেৰূপ গুণ কর্ণে শ্রবণ করা যায়, যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা হইলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না ।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গানাং গুণশ্রবণতো ভবেৎ ।

বিপর্য্যয়ে তদগুণানামগ্ৰথা ভবতি ক্রয়ঃ ॥

হস্তী, উষ্ট্র ও অশ্ব ইহাদিগের গুণ শ্রবণ দ্বারাই ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া থাকে ; কিন্তু যদি সেই কথিত গুণের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ক্রয়বিক্রয় সিদ্ধ হইবে না ।

কুঞ্জরোষ্ট্রতুরঙ্গানাং গুণদোষপ্রকাশনাং ।

বর্ষাতীতেহপি তৎ জ্ঞেয়মগ্ৰথা কর্ত্তুমর্হতি ॥

হস্তী, উষ্ট্র ও তুরঙ্গ ইহাদিগের গুণদোষ প্রকাশিত হইলে একবর্ষ পরেও সেই ক্রয়বিক্রয়ের অগ্ৰথা হইতে পারে সন্দেহ নাই ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ভাজনং মানবং বপুঃ ।

অতঃ কুলেশি তৎক্রয়ো ন সিধ্যোন্মম শাসনাং ॥

হে কুলেশি ! মানবদেহ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্কর্গের সাধন । সুতরাং আমার এইরূপ আদেশ আছে যে, এই দেহ কেহ

কখন ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। মানবদেহ বিক্রয় বা ক্রয় করিলে তাহা কদাচ সিদ্ধ হয় না।

যবগোধুমধাণ্ডানাং লাভো বর্ষে গতে প্রিয়ে ।

‘ যুক্তশ্চতুর্থো ধাতুনাং স্তমঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

হে প্রিয়ে ! যব, গোধূম, ধাণ্ড এই সকল ঋণ করিলে বার্ষিক মূল্যের চতুর্শ অংশ মাত্র লাভ অর্থাৎ বৃদ্ধি দিতে হয়। যদি ধাতুজব্য ঋণ করা যায়, তাহা হইলে একবর্ষে অষ্টম অংশ দিবে। এইরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত আছে।

ঋণে কৃষৌ চ বাণিজ্যে তথা সর্বেষু কর্মসু ।

যদ্যদঙ্গীকৃতং মঠৈস্তত্তং কার্য্যং শাস্ত্রসম্মতং ॥

কি ঋণ, কি কৃষিক্রিয়া, কি বাণিজ্য, কি অগ্ন্যগ্ন কর্ম সকলই যে প্রকার স্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের অনুমোদিত।

দক্ষঃ শুচিঃ সত্যভাবী জিতনিদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

অপ্রমত্তো নিরালস্যঃ সেবাবৃত্তো ভবেন্নরঃ ॥

যে সকল ব্যক্তি সেবাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক দেহযাত্রা নির্বাহ করিবে, তাহারাই স্বীয় কার্য্যে নিপুণ, সদাচারপরায়ণ, সত্যভাবী, নিদ্রার অনধীন, জিতেন্দ্রিয়, প্রমাদরহিত ও নিরলস হইয়া অবস্থিতি করিবে।

প্রভুর্বিষ্মুসমো মান্তস্তজ্জায়াজননী সমা ।

মান্তস্তদ্বাক্ষবা ভূত্যৈরিহামুত্র স্থখেপ্সুভিঃ ॥

যে সমস্ত ভূতা কি ইহলোক কি পরলোক উভয়ত্রই স্থখের বাসনা করে, তাহারা প্রভুকে বিষ্ণুর সদৃশ জ্ঞান করত সমুচিত সন্মাননা প্রদশন করিবে; তাঁহার স্ত্রীকে মাতার গায় জ্ঞান করিবে এবং প্রভুর বাক্ষববর্গকে সমুচিত সন্মান করিবে ।

ভর্তৃশ্মিত্রাণি মিত্রাণি জানীয়াস্তদরীনরীন্ ।

সভীতিঃ সর্বদা তিষ্ঠেৎ প্রভোরাজ্ঞাং প্রতীক্ষয়ন্ ॥

প্রভুর মিত্রকে স্বীয় মিত্র এবং প্রভুর শত্রুকে স্বীয় শত্রু তুল্য জ্ঞান করা ভূত্যের কর্তব্য । ভূত্য সর্বদা প্রভুর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া ভীতিযুক্ত চিত্তে অবস্থিতি করিবে ।

অপমানং গৃহচ্ছিত্রং গুপ্তার্থং কথিতঞ্চ যৎ ।

ভর্তৃগ্লানিকরং যচ্চ গোপয়েদতিযত্নতঃ ॥

অপমান, গৃহচ্ছিত্র, গুপ্তবাক্য এবং প্রভুর গ্লানিজনক বিষয় যত্নপূর্বক গোপনে রাখাই ভূত্যের সর্বথা সমুচিত ।

অলোভঃ শ্রাৎ স্বামিধনে সদা স্বামিহিতে রতঃ ।

তৎসম্মিধাবসম্ভাষং ক্রীড়াং হাস্যং পরিত্যজেৎ ॥

ভূত্যা সৰ্বদা প্রভুর ধনে লোভহীন হইবে, প্রভুর হিতসাধনে নিরন্তর
তৎপর থাকিবে এবং প্রভুর নিকটে অসদ্বাক্যলাপ, ক্রৌড়া ও হাস্ত
করিবে না।

ন পাপমনসা পশ্চৈদপি তদৃগৃহকিকরীঃ ।

বিবিক্তশয্যাং হাস্তঞ্চ তাভিঃ সহ বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

প্রভুর গৃহের কিকরীগণকে পাপনয়নে দর্শ করা ভূত্যের অকর্তব্য।
ভূত্যা 'তাহাদিগের সহিত বিরলে একশয্যায় শয়ন বা হাস্তপরিহাস
করিবে না।

প্রভোঃ শয্যাসনং যানং বসনং ভাজনানি চ ।

উপানন্তু যণং শস্ত্রং নাত্মার্থং বিনিয়োজয়েৎ ॥

ভূত্য স্বামীর শয্যা, আসন, বাহন, বস্ত্র, পাত্র, পাহুকা, অলঙ্কার ও
শস্ত্র এ সকল দ্রব্য স্বয়ং বদাচ ব্যবহার করিবে না।

ক্ষমাং কৃতাপরাধশ্চেৎ প্রার্থয়েদগ্রতঃ প্রভোঃ ।

প্রাগলভ্যং প্রৌঢ়বাদঞ্চ সাম্যাচারং বিবৰ্জ্জয়েৎ ॥

কখন কোন কারণে অপরাধী হইলে প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা
ভূত্যে কর্তব্য। প্রভুর সমীপে ধৃষ্টতা, প্রৌঢ়তা ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা
উচিত নহে।

সর্বৈ বর্ণাঃ স্বস্ববর্ণৈব্রক্ষোদ্বাহং তথাশনং ।
কুবরীন্ ভৈরবীচক্রান্তত্বচক্রাদৃতে শিবে ॥

হে শিবে ! যদি ত্বচক্রে অসুস্থিত না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি-
চতুর্কর্ণই ভৈরবীচক্র দ্বারা স্ববর্ণের সহিত ব্রহ্মবিবাহ ও আহার করিবে ।

উভয়ত্র মহেশানি শৈবোদ্বাহঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।
তথাদানে চ পানে চ বর্ণভেদো ন বিদ্যতে ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্ববাস্তুমোস্তমে হরপার্বতীসংবাদে
ধর্ম্মনির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ ॥ ৯ ॥

হে মহেশানি ! কি ত্বচক্রে, কি ভৈরবীচক্রে উভয় বিধানই শৈব
বিবাহ নির্বাহ হয় । এই দ্বিবিধ চক্রে আহার ও পানের সময় বর্ণভেদ-
বিবেচনা করিবে না ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ধর্ম্ম নির্ণয় নামক নবম উল্লাস সমাপ্ত । ৯ ।



দশমোল্লাসঃ ।

লক্ষ্মীরূপকথনং ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব হৃদধীনাস্মি নিশ্চিতং ।

লোকঃ কথং লভেত্ত্বলক্ষ্মীং তস্যাঃ কিং স্বরূপং বদ ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আমি একমাত্র
আপনারই অধীনা জানিবেন । লোকে কি প্রকারে লক্ষ্মীলাভ করে
এবং লক্ষ্মীর স্বরূপই বা কি, তাহা আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

লক্ষ্যতে দৃশ্যতে বিশ্বং স্নিগ্ধদৃষ্ট্য তয়ানিশং ।

তস্মালক্ষ্মী সমাখ্যাতা পণ্ডিতৈস্তত্ত্বদশিভিঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! কমলা স্নিগ্ধদৃষ্টিতে এই অখিল জগৎ
জংসার নিরন্তর লক্ষ্য অর্থাৎ দর্শন করিয়া থাকেন ; এইজন্যই তত্ত্বদর্শী
মনীষীরা তাঁহার লক্ষ্মী নাম নির্দেশ করিয়াছেন ।

সর্বৈশ্বর্য্যাধিদেবী সা সর্বসম্পৎস্বরূপিণী ।

সর্বত্র সর্বদা সর্বৈর্বন্দিতা পূজিতাপি চ ॥

লক্ষ্মীই যাবতীয় ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রীদেবী এবং অখিল সম্পত্তিস্বরূপিণী
এই কারণেই ইনি সর্বত্র বন্দিতা ও পূজিতা হইয়া থাকেন ।

বৈকুণ্ঠে পূজিতা সাদৌ দেবী নারায়ণেন চ ।

দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা ভক্ত্যা তৃতীয়ে চ ময়া প্রিয়ে ॥

হে প্রিয়ে! সর্বপ্রথমে নারায়ণ বৈকুণ্ঠধামে ইহার অর্চনা করেন ।
পরে প্রজাপতি ব্রহ্মা, তদনন্তর আমি ভক্তিপূর্বক ইহার অর্চনা
করিয়াছিলাম ।

পুরা মেরৌ সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পপ্রচ্ছ কেশবঃ ।

কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃনাং ভবসি নিশ্চলা ॥

পূর্বকালে একদিন লক্ষ্মীদেবী সুমেরুগিরির শিখরদেশে সুখে সমাসীনা
আছেন, এমনতর সময়ে ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,
হে দেবি ! কি উপায়ে তুমি গৃহস্থের গৃহে নিশ্চলা অবস্থান কর ।

শ্রীরূবাচ ।

যং যং ক্রমো গুরুদেবো মাতা তাত্তচ্চ বান্ধবঃ ।

অতিথিঃ পিতৃলোকাশ্চ ন যামি তস্মৈ মন্দিরং ॥

লক্ষ্মী নারায়ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নাথ! যাহার প্রতি গুরু, দেবতা, পিতা, মাতা, বান্ধব, আত্মীয় ও পিতৃগণ কুপিত, আমি কদাচ তাহার গৃহে অবস্থান করি না।

মিথ্যাবাদী চ যঃ শশ্বম্নাস্তীতি বাচকঃ সদা ।

সস্বহীনশ্চ দুঃশীলো ন গেহং তস্ত যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি মিথ্যাভাষী, যে ব্যক্তি নিরন্তর “নাই নাই” শব্দ প্রয়োগ করে, যে স্বহীন ও দুঃশীল, আমি তাহার গৃহে অবস্থিতি করি না।

সত্যহীনঃ স্থাপ্যহারী মিথ্যাসাক্ষ্যপ্রদায়কঃ ।

বিশ্বাসন্নঃ কৃতন্নো যো ন যামি তস্ত মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি সত্য বিসর্জন করিয়াছে, যে পরের স্থাপ্যধন হরণ করে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় এবং যে ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতক ও কৃতন্ন, আমি তাহার গৃহে অবস্থান করি না।

চিন্তাগ্রস্তো ভয়গ্রস্তঃ শত্রুগ্রস্তোহতিপাতকী ।

ঋণগ্রস্তোহতিকৃপণো ন গেহং যামি পাপিনাং ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা চিন্তাপরায়ণ, যে ব্যক্তি নিরন্তর ভীত, যে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত, যে ব্যক্তি মহাপাপী এবং যে ঋণগ্রস্ত ও অতিকৃপণ, আমি তাদৃশ পাপাত্মার গৃহে নিবসতি করি না।

দীক্ষাহীনশ্চ শোকার্তো মন্দধীঃ স্ত্রীজিতঃ সদা ।
পুংশ্চলীপতিপুত্রো যৌ তদেগহং নৈব যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি অদীক্ষিত, নিরস্তর শোকার্ত, মন্দবুদ্ধি, স্ত্রীর বশীভূত এবং
যে ব্যক্তির স্ত্রী বা মাতা পুংশ্চলী, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন
করি না ।

পুংশ্চল্যন্নকাবীরামং যো ভুঙ্ক্বে কামতঃ সদা ।
শূদ্রান্নভোজী তদ্যাজী তদ্গেহং নৈব যাম্যহং ॥

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে পুংশ্চলীর অন্ন অথবা অবীরাম ভোজন
করে এবং যে শূত্রের অন্ন আহার করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে
গমন করি না ।

যো দুর্ব্বাক্ কলহাবিষ্ঠঃ কলিঃ শব্দদ্যদালয়ে ।
স্ত্রী প্রধানা গৃহে যন্ত ন যামি তন্ত মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি সর্বদা কটুবাক্য প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তি নিরস্তর কলহ-
পরায়ণ, বাহার গৃহে সর্বদা কলহ হয় আর বাহার গৃহে স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ, আমি
কদাচ তাহার গৃহে গমন করি না ।

যত্র নাস্তি হরেঃ পূজা তদীয়গুণকীর্তনং ।
নোৎসুকশ্চ প্রশংসায়ান্ ন যামি তন্ত মন্দিরং ॥

যে স্থানে শ্রীহরির অর্চনা বা তদীয় গুণ কীর্তন না হয়, যে ব্যক্তি
হরিগুণ প্রশংসাতে সমুৎসুক নহে; আমি তাহার গৃহে গমন করি না ।

কণ্ঠ্যমবেদবিক্রেতা নরঘাতী চ হিংসকঃ ।

নরকাগারসদৃশং ন যামি তস্মৈ মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি কণ্ঠ্য, অম্ম ও বেদ বিক্রয় করে, যে ব্যক্তি পরের জীবন বিনাশ করে এবং যে ব্যক্তি হিংসক, আমি তাহার নরকসদৃশ পাপগৃহে গমন করি না ।

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্মবৃত্তিং সুরস্ত চ ।

যো হরেদানহীনশ্চ ন যামি তস্মৈ মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি স্বীয়দত্ত বা পরদত্ত ব্রহ্মবৃত্তি অথবা দেববৃত্তি হরণ করে, যে ব্যক্তি কখন দান করে না, আমি তাহার গৃহে গমন করি না ।

যৎ কৰ্ম্ম দক্ষিণাহীনং মূঢ়ধীঃ কুরুতে শঠঃ ।

স পাপী পুণ্যহীনশ্চ ন যামি তস্মৈ মন্দিরং ॥

যে মূঢ়মতি শঠ কোন কৰ্ম্ম করিয়া তাহার দক্ষিণা প্রদান না করে, সে মহাপাপী ও পুণ্যহীন বলিয়া পরিগণিত ; আমি তাহার গৃহে গমন করি না ।

মাতরং পিতরং ভার্য্যাং গুরুপত্নীং গুরুঞ্চ তং ।

অনাথাং ভগিনীং কণ্ঠ্যামনন্তাশ্রয়বান্ধবান্ ॥

কার্পণ্যাদ্ যো ন পুষ্যাতি সঞ্চয়ং কুরুতে সদা ।

তদগৃহাম্বরকাকারাম্ম যামি তান্ কদাচন ॥

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, পত্নী, গুরুপত্নী, গুরু, অনাথা ভগিনী, কন্যা ও নিরাশ্রয় বান্ধবগণকে কৃপণতা বশতঃ ভরণ পোষণ না করিয়া কেবল অর্থ সঞ্চয় করে, আমি তাদৃশ ব্যক্তির নরকতুলা গৃহে গমন করি না।

মূত্রং পুরীষমুৎসৃজ্য যন্তুং পশ্যতি মন্দধীঃ ।

যঃ শেতে স্নিগ্ধপাদেন ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি মূত্রপুরীষ বিসর্জন করিয়া তাহা দর্শন ও স্নিগ্ধ-চরণে শয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

অধৌতপাদশায়ী যে নগ্নঃ শেতেহতিনিদ্রিতঃ ।

সঙ্ক্যাশায়ী দিবাশায়ী ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি চরণ ধৌত না করিয়া ও উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করে, যে ব্যক্তি অধিক নিদ্রা যায়, যে দিবাভাগে বা সঙ্ক্যাকালে শয়ন করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

মূর্চ্ছি তৈলং পুরো দৃষ্ট্বা যোহন্যদঙ্গমুপম্পৃশেৎ ।

দদাতি পশ্চাদ্গাত্রে বা ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি স্নানকালে অগ্রে মস্তকে তৈল মর্দন পূর্বক তদনন্তর অন্যত্র গাত্রে তৈল দেয়, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

দৃষ্ট্বা তৈলং মূর্চ্ছি গাত্রে বিস্মৃত্য যঃ সমুৎসৃজেৎ ।

প্রণমেদাহরেৎ পুংস্ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি শিরোদেশে ও গাত্রে তৈল প্রদান করিয়া মূত্র পূরীষ ত্যাগ,
প্রণাম ও কুসুম চয়ন কবে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

তৃণং ছিনন্তি নখরৈর্নখরৈর্বিলিখেন্নহীং ।

গাত্রে পাদে মলং যস্য ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্যক্তি নখ দ্বারা তৃণ ছেদন ও ভূমিতল বিলিখন করে এবং বাহার
গাত্রে ও পদে মল বিদ্যমান, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

দশনং বসনং যস্য সমলং ক্লৃক্ষমস্তৃকং ।

বিকৃতৌ গ্রাসহাসৌ চ ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যাহার দন্ত ও পরিধেয় বস্ত্র মলিন, যাহার মস্তক ক্লৃক্ষ অর্থাৎ তৈলশূন্য
এবং বাহার গ্রাস ও হাস্য বিকৃত অর্থাৎ গ্রাস বৃহৎ ও হাস্য অতি উচ্চ,
আমি তাদৃশ ব্যক্তির গৃহে গমন করি না।

মন্ত্রবিছোপজীবী চ গ্রামযাজী চিকিৎসকঃ ।

সূপকৃদ্ধেবলশৈব ন যামি তস্য মন্দিরং ॥

যে ব্রাহ্মণ মন্ত্রবিছা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে, যে বিপ্র গ্রামযাজী,
যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসাব্যবসায়ী, সূপকার ও দেবল, আমি তাহার গৃহে গমন
করি না।

বিবাহং ধর্ম্মকার্য্যং বা যো নিহস্তি চ কোপতঃ ।

দিবা মৈথুনকারী যো ন যামি তস্য মন্দিরং ।

যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বিবাহ অথবা ধর্ম কর্ম নষ্ট করে এবং যে ব্যক্তি দ্বিভাগে নারী সঙ্গ করে, আমি তাহার গৃহে গমন করি না।

কুচেলিনং দন্তমলোপধারিণং
বহ্বাশিনং নিষ্ঠুরবাক্যভাষিণং ।
সূর্য্যোদয়ে চাস্তময়ে চ শায়িনং
বিমুক্ততি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥

যে ব্যক্তির বসন মলিন, দন্তপংক্তি মলিন, যে ব্যক্তি বহুভোজন করে, বাহার বাক্য নিষ্ঠুর, এবং যে ব্যক্তি প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে শয়ন করে, হে নাথ! তাহাকে আমি ও তুমি উভয়েই পরিত্যাগ করিয়া থাকি।

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ধরণিবিলিখনং পাদযোরঙ্গমাষ্টি-
দন্তানামল্লশৌচং বসনমলিতা রুদ্ধতা মুর্দ্ধজানাং ।
দ্বৈ সঙ্ক্যো চাপি নিজ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাদ্বে পীঠে চ বাহুং নিখনমুপনয়েৎ কেশবস্ত্রাপি লক্ষ্মীং ॥

নিরন্তর তৃণছেদন, ভূমিভল বিলিখন, চরণদ্বয়ের সল্লমার্জন, দন্তপংক্তির অল্প পরিষ্করণ, বস্ত্রের মালিগা, শিরোদেশের রুদ্ধতা, দুই সন্ধ্যা নিজ্রা, উলঙ্গ হইয়া শয়ন, অধিক আহার, উচ্চ হাস্য এবং আপন অঙ্গবাহু বা পীঠবাহু এই সমস্ত কার্যের আচরণ করিলে অন্ন হরিকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়।

শিরঃ সূধোতং চরণৌ স্মার্জিতৌ

বরাঙ্গনাসেবনমল্লভোজনং ।

অনগ্নশায়িত্বমপৰ্বমৈথুনং

চিরপ্রগষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি যট্ ॥

সূধোত শিরোদেশ, স্মার্জিত চরণ, উত্তমা নারীসেবন, অন্ন আহার, অনগ্নাবস্থায় শয়ন, পৰ্বদিনে মৈথুনত্যাগ এছ ছয়টি চিরপ্রগষ্ট লক্ষ্মীকেও পুনরানয়ন কবে ।

যস্ত কস্ত তু পুষ্পস্ত পাণ্ডুরস্ত বিশেষতঃ ।

শিরসা ধার্য্যমাণস্ত অলক্ষ্মীঃ প্রতিহন্ততে ॥

যে কোন প্রকার পুষ্প, বিশেষতঃ পাণ্ডুবর্ণ কুসুম শিরোদেশে ধারণ করিলে অলক্ষ্মী বিনাশ পাইয়া থাকে ।

দীপস্ত পশ্চিমা ছায়া ছায়া শয্যাসনস্ত চ ।

রজকস্ত তু যন্তীর্থলক্ষ্মীস্তত্ত্ব তিষ্ঠতি ॥

প্রদীপের পশ্চাদ্ভাগিনী ছায়া, শয্যাচ্ছায়া, আসনের ছায়া এবং রজকতীর্থ অর্থাৎ যে ঘাটে রজকেরা বস্ত্র ধোত করে, এই সমস্ত স্থানই অলক্ষ্মীর বাসস্থান স্থানাবে ।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্র চোদ্ভলা ।

অকলহা বসেদ্ যত্র তত্র কৃষ্ণা বসাম্যহং ॥

হে কৃষ্ণ! যে স্থানে গুরুবর্ণ পারাবত, ও স্তম্ভরো গৃহিণী অবস্থিতি করে এবং যে গৃহে কলহ হয় না, আমি নিরন্তর সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি।

ধাত্মং সুবর্ণসদৃশং ততুল্য রজতোপমাঃ ।

অন্নধৈবাতুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসামাহং ॥

যে গৃহে কাঞ্চনসদৃশ ধাত্ম, রজততুল্য ততুল ও তুষশূন্য অন্ন বিজ্ঞমান, হে কৃষ্ণ! আমি সেই গৃহে অধিষ্ঠান করি।

যঃ সন্নিভাগী প্রিয়বাক্যভাবী

বুদ্ধোপসেবী প্রিয়দর্শনশ্চ ।

অন্নপ্রলাপী ন দীর্ঘমুত্রী

তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥

যে ব্যক্তি সকলকে বিভাগ করিয়া দিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করে, যে প্রিয়ভাবী, বুদ্ধোপসেবা, প্রিয়দর্শন, অন্নভাষা ও অদীর্ঘমুত্রী, আমি সেই পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকি।

যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ

বিজ্ঞাবিনীতো ন পরোপভাপী ।

অগর্বির্বতো যশ্চ জনামুরাগী

তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥

যে ব্যক্তি ধৰ্মশীল, জিতেজ্জিয়, বিত্তা ও বিনয় সম্পন্ন, নিরহঙ্কারী, জনাহুয়োগী এবং যে ব্যক্তি অপরের ক্লেশ উৎপাদন না করে, আমি তাদৃশ পুরুষের নিকট নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকি।

চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙ্ক্তে পুষ্পং প্রাপ্য ন জিজ্ঞাস্তি ।

যো ন পশ্যেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং স চ মে প্রিয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি বহুকণ ধরিয়া স্নান করে, অতি শীঘ্র ভোজন করে, যে পুষ্প প্রাপ্তমাত্র তাহা ভ্রাণ করে না, এবং যে ব্যক্তি উলঙ্গিনী নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয় হয়।

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ ।

যঃ প্রাপ্নোতি গুণানेतান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ ॥

ত্যাগ, সত্য ও শৌচ এই তিনটি মহাগুণ বলিয়া পরিগণিত। যে ব্যক্তি এই গুণত্রয়ের আধার এবং শ্রদ্ধাবান্, সেই পুরুষই আমার প্রিয় সন্দেহ নাই।

সর্বলক্ষণমধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিয়াতে ।

কালে দেশে চ পাত্রে চ স চ ত্যাগঃ প্রশস্ত্যতে ॥

যাবতীয় লক্ষণের মধ্যে ত্যাগ অর্থাৎ দানই সর্বপ্রধান। পরন্তু দেশ, কাল ও পাত্রবিবেচনা করিয়া যে দান, তাহাই সর্বোত্তমোত্তম বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত।

নিত্যমামলকে লক্ষ্মীনিত্যং বসতি গোময়ে ।

নিত্যং শব্দে চ পদ্যে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লাবাসসি ॥

আমলকবৃক্ষে আমি নিরন্তর অধিষ্ঠান করিয়া থাকি । গোময়, শব্দ,
পদ্য ও শুক্লবস্ত্র এই সমস্তই আমার নিত্য অধিষ্ঠানের স্থল ।

বসামি পদ্মোৎপলশঙ্খমধ্যে

বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ ।

নারায়ণে চৈব বসুন্ধরায়াং

বসামি নিত্যোৎসবমন্দিরেষু ॥

আমি পদ্ম, উৎপল ও শঙ্খমধ্যে নিরন্তর অবস্থান করি ; চন্দ্র ও
মহেশ্বরই আমার নিত্য আবাসস্থল । আমি সর্বদা নারায়ণে অধিষ্ঠিত
এবং পৃথিবীতলে যে যে গৃহ প্রত্যহ উৎসবে পরিপূর্ণ থাকে, আমি সেই
স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকি ।

ষথোপদিষ্টা গুরুভক্তিয়ুক্তা

পত্ন্যর্কচো নাক্রমতে চ নিত্যং

নিত্যঞ্চ ভূঙ্ক্রে পতিভুক্তশেষং

তন্ত্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥

যে রমণী উপদেশের বশবর্ত্তিনী, যে গুরুর প্রতি ভক্তিমতী, যে পতির
বাক্য লঙ্ঘন না করে, এবং যে রমণী প্রত্যহ পতির ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন
করে, আমি তাহার শরীরে নিয়ত বাস করি ।

তুম্ভা চ ধীরা প্রিয়বাদিনো চ
 সৌভাগ্যযুক্তা চ সুশোভনা চ ।
 লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা
 পতিব্রতা যা চ বসামি তাস্মৈ ॥

যে সকল রমণী সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত, ধীর, প্রিয়বাদিনী, সৌভাগ্যবতী,
 সুন্দরী, লাবণ্যময়ী, প্রিয়দর্শনা ও পতিব্রতা, আমি তাহাদিগের দেহে-
 অধিষ্ঠান করিয়া থাকি ।

শ্যামা মৃগাক্ষী কুশমধ্যভাগা
 সূক্তঃ সূকেশী সূগতিঃ সূশীলা ।
 গভীরনাভিঃ সমদন্তপংক্তি-
 স্তস্তাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥

যে রমণী শ্যামবর্ণা, যাহার নয়নদ্বয় মৃগের নয়নের তায় স্তদৃশ, যাহার
 কটিদেশ ক্ষণ, যাহার ক্রমুগল সুন্দর, যে নারী সূকেশী, মধুরগামিনী ও
 সুশীলা, যাহার নাভিদেশ গভীর ও দন্তপংক্তি সমান, আমি নিয়ত তাদৃশী
 রমণীর শরীরে অবস্থান করি ।

যা পাপরক্তা পিশুনস্বভাবা
 স্বাধীনকাস্তং পরিভূয়তে চ ।
 অমর্ষকামা কুচরিত্রশীলা
 তামঙ্গনাং প্রেতমুখাং ত্যাজ্যামি ॥

যে নারী পাপকর্মে অমুরক্তা, বাহার স্বভাব ক্রূর, যে পতির আজ্ঞাবহ-
না থাকিয়া স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করে, যে নারী প্রগল্ভা, অমৰ্ষকামা ও
কুচরিত্রা, আমি তাদৃশী প্রেতমুখীকে পরিত্যাগ করিমা থাকি।

পুষ্পং পযুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ সহ ।

ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

পৰ্যুষিত পুষ্প, পূতিগন্ধ, বহুজনের সহিত একত্রে শয়ন, ভগ্ন আসন,
কুচরিত্রা নারী, এই সমস্ত পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

চিত্তাকারকমস্থীনি বহুিং ভগ্ন দ্বিজঞ্চ গাং ।

ন পাদেন স্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুং ॥

চিত্তাকার, অস্থি, অগ্নি, ভগ্ন, ব্রাহ্মণ, গো, কার্পাসাস্থি, তুষ, গুরু-
ইহাদিগকে চরণদ্বারা স্পর্শ করিবে না; পদদ্বারা পদস্পর্শ করাও
অকর্তব্য।

নখকেশোদককৈব মৈথুনং পর্বসঙ্কায়োঃ ।

বর্জয়েন্নগশায়িত্বমেকাকী মিষ্টভোজনং ॥

নখোদক, কেশোদক, পর্বকালে ও সঙ্কাসময়ে নারীসঙ্গ, বিবস্ত্র হইয়া
শয়ন, একাকী মিষ্টভোজ্য ভক্ষণ, এই সকল পরিত্যাগ করা উচিত।

সম্মার্জ্জনীরজোবাতং নিগুণ্ডীং লকুচং তথা ।

রাত্রৌ বিলপলাশঞ্চ কপিথং বর্জয়েদ্দধি ॥

যাহাতে সম্মার্জনীর ধূলি ও তদ্বায়ু গাত্রে স্পর্শ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে আর রাত্রিকালে নিশ্চিন্তী, লকুচ, (মাদার বা ডঙ্গা) বিল, পলাশ, কপিথ ও দধিসেবন করিবে না ।

স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যং অপূজা মুর্দ্ধিপাদয়োঃ ।

উচ্ছিষ্টস্পর্শনং মুর্দ্ধি স্নানাত্যক্ষং বর্জয়েৎ ॥

আপনার গাত্রবাণ্ড বা আসনবাণ্ড করিবে না ; মস্তক ও চরণদ্বয় সর্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না এবং মুর্দ্ধাস্নান পরিত্যাগ করিবে ।

শয়নকাক্ষকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা ।

স্নানান্নরং কুবেশঞ্চ বর্জয়েৎ শুষ্কভোজনং ॥

অন্ধকারে শয়ন, দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান, মলিন বসন, কুবেশ ও শুষ্ক ভোজন এই সকল পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

পরেণাদর্শিতং বন্ধঃ স্বয়ং মালাপকর্ষণং ।

আলম্ভমবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট্রমর্দনং ॥

অপর ব্যক্তি দ্বারা বন্ধঃস্থলের উদ্বর্তন, স্বয়ং মালাপকর্ষণ, আলম্ভতা, ও লোষ্ট্রমর্দন এই সমস্ত পবিত্যাগ করিবে ।

স্বয়ং বামেন মূৰ্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ ।

তারকাঃ পুষ্পবস্ত্রৌ চ ন পশ্যেদশুচিঃ পুমান্ ।

নেক্ষেদগুহ পরস্ত্রীণাং নাস্তং যাস্তং দিবাকরং ॥

স্বয়ং বাম হস্তের দ্বারায় মস্তক স্পর্শ করিতে নাই, অশুচি অবস্থায় তারকা দর্শন করিবে না, পরস্ত্রীর গুহ দর্শন করিতে নাই এবং অস্ত্র গমনোন্মুখ ভাস্করকে নেত্রগোচর করিবে না ।

কুর্য্যান্নাগ্রধনাকাজ্জং পরস্ত্রীণাং তথৈব চ ।

পরেষাং প্রতিকূলঞ্চ উদিতার্কৈ প্রবোধনং ॥

পরের ধনে বাসনা পরিত্যাগ করিবে, পরস্ত্রী গমন করিবে না, অগ্নের শত্রুতাচরণ করিতে নাই এবং সূর্য্যোদয় হইলে আর শয়ন করিবে না ।

নখকণ্টকরক্তৈশ্চ মৃত্তিকাদ্ভারবারিভিঃ ।

বৃথা বিলেখনং ভূমৌ ন কুর্য্যান্মম কাজ্জয়া ॥

কি নখ, কি কণ্টক, কি রক্ত, কি মৃত্তিকা, কি অভ্রার, কি জল এই সমস্ত দ্বারা ভূমিতলে বৃথা বিলেখন করা অকর্তব্য । যে ব্যক্তি আমাকে গৃহে রাখিবাব বাসনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা পরিত্যাগ করিবেন ।

স্বয়ং দোহং স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনং ।

নাপিতস্ত গৃহে ক্ষৌরং শত্রুদাপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥

স্বয়ং গোদোহন, স্বয়ং মালা ধারণ, স্বয়ং চন্দনলেপন এবং নাপিতের
গৃহে বসিয়া কৌর কার্য সম্পাদন এই সমস্ত কার্যের আচরণ করিলে
দেবরাজেরও লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হইয়া থাকে ।

ন নিন্দাং গণকে বিপ্রৈ পাদয়োনির্ভনস্তথা ।

প্রতিকূলধরেণ স্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দম্ভধাবনং ॥

গণক বা বিপ্রের নিন্দা করিবে না, পদদ্বারা নৃত্য করা অকর্তব্য,
স্ত্রীজাতির প্রতিকূলতাচরণ করিতে নাই এবং আগারাস্তে দম্ভধাবন
করিবে না ।

অঘৃতং মাংসসুপঞ্চ নগ্নাঞ্চৈব স্ত্রিয়স্তথা ।

ভক্ষণাদর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেণ শ্রিয়ং ॥

ঘৃতশৃঙ্গ মাংসযুষ সেবন করিলে এবং বিবস্ত্রা নারীকে দর্শন করিলে
ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় ।

মত্শৈরযুক্তঃ পরদারসেবী

আচারহীনঃ পরসেবকশ্চ ।

সঙ্কীর্ণচারী পরিবাদশীল-

স্তংনিষ্ঠুরং দম্ভময়ং ত্যজামি ॥

যে ব্যক্তি মত্শৈবিন, যে পরদারা গমন করে, যে সদাচার ভ্রষ্ট, যে
পরের দাস, যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণচারী, পরিবাদশীল, নিষ্ঠুর ও দাস্তিক, আমি
তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি ।

শয়নকোদ্রপাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা ।

নোন্তরীয়মধঃ কুর্যাৎ শুকপাদেন ভোজনং ॥

আর্দ্রচরণে শয়ন করিবে না, দিবাভাগে রাত্রিবাস পরিধান করিবে না, উত্তরীয় অধঃকরণ করিবে না এবং শুক চরণে ভোজন করিবে না অর্থাৎ ভোজনের অগ্রে চরণ ধোত করিবে ।

অশুচিং ম্লানবস্ত্রঞ্চ দুর্গন্ধামসুখাবহাং ।

অভূষণামপুষ্পাঞ্চ ন কুর্যাদাঅনন্তমুং ॥

স্বীয় শরীরকে কদাচ অশুচি, মলিন, দুর্গন্ধ, অসুখাবহ, অনলঙ্কৃত, পুষ্পহীন ও মলিন বাসনাবৃত করিবে না ।

কর্ণে চ বদনে স্রাণে তথা করতলেপি চ ।

পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্যাদমুলেপনং ॥

কর্ণ, বদন, নাসিকা, করতল, পদতল, পৃষ্ঠদেশ ও চক্ষু এই সকল স্থানে অমুলেপন প্রদান করিবে না ।

চক্ষুর্লগ্নে হতং শ্রেয়ো মুখলগ্নে ধনক্ষয়ঃ ।

দরিত্রঃ কর্ণলগ্নে চ পাদপৃষ্ঠে তথায়ুধঃ ॥

নেত্রে অমুলেপন করিলে শ্রেয়োহীন, বদনে ধনহানি, কর্ণে দারিত্র্য এবং চরণ ও পৃষ্ঠদেশে অমুলেপন করিলে পরমায়ু হ্রাস হইয়া থাকে ।

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নকৈব মহোদধিঃ ।

গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জয়েন্ন কদাচন ॥

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন, মহোদধি, প্রথম গৃহীত বসন এই সকল কখন বর্জন করিবে না ।

অঙ্গরজঃ খররজস্তথা সন্মার্জ্জনীরজঃ ।

ত্ৰীণাং পাদরজশ্চৈব শত্ৰুদাপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥

ছাগধূলি, গর্দভের ধূলি সন্মার্জনীর ধূলি এবং নারীজাতির চরণের ধূলি এই সমস্ত গাত্রে স্পৃষ্ট হইলে ইন্দ্রকেও শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয় ।

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশব ।

তুষ্ঠা ভবামি তস্মাহং ত্বযো ব নিশ্চলা যথা ॥

হে কেশব ! আমি যেরূপ বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ আচরণ করে, আমি তাহার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হই এবং তোমাতে যেরূপ অচলা হইয়া রহিয়াছি, সেই ব্যক্তির গৃহেও তদ্রূপ নিশ্চলা হইয়া অবস্থান করি ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রীভাষিতমিদং দেবি প্রাতরুথায় যঃ পঠেৎ ।

তদগৃহং বিপুলং রম্যং নিত্যং ভবতি নাশ্বথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া এই কমলাপ্রাক্ত পুণ্যকথা অব্যয়ন করে, তাহার গৃহ নিত্য বিপুল ধনে পরিপূর্ণ থাকে সন্দেহ নাই ।

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ।

আপদস্তন্ত নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে শ্রীহরপার্বতী-

সংবাদে শ্রীসাধনং নাম দশমোল্লাসঃ ॥ ১০ ॥

হে পার্বতি ! ইহার প্রসাদে রোগী রোগ হইতে এবং বন্দী বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকে আর সূর্য্যোদয়ে ঘেরূপ অন্ধকার বিনাশ পায়, ইহার প্রসাদে সেইরূপ বিপদরাশি বিদূরিত হইয়া যায় ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে শ্রীসাধন নামক দশম উল্লাস সমাপ্ত ।

একাদশোল্লাসঃ ।

রোগনির্গমঃ ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

অধুনা ক্রুহি মে নাথ কৃপা চেন্ময়ি বৰ্জতে ।

কস্মাৎ কথং সমুদ্ভূতো রোগঃ কেন নিবার্য্যতে ॥

পার্কৃতি কহিলেন, হে ভগবন্ ! হে নাথ ! যদি আমার প্রতি আপনার রূপাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে কি কারণে ও কি প্রকারে রোগের উৎপত্তি হয় এবং কি উপায়েই বা তাহা নিরস্তি হইয়া থাকে, অধুনা তাহাই আমার নিকট কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রোগান্ত দোষবৈষম্যং দোষশাম্যমরোগতা ।

সর্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্কৃতি ! দোষের বৈষম্যকে রোগ এবং দোষশাম্যকেই আরোগ্য কহে । কুপিত মলই সকল রোগের কারণ ।

তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগস্তবঃ স্মৃতাঃ ।

মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ ॥

রোগ চতুর্বিধ ;—স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানস ও কায়িক ।

কৰ্ম্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদদোষজাঃ সন্তি চাপরে ।

কৰ্ম্মদোযোন্তুবান্শ্চাশ্চে ব্যাধয়ন্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

কেহ কেহ এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন যে, রোগ ত্রিবিধ ;—কৰ্ম্মজ দোষজ ও কৰ্ম্মদোষজ ।

দেহস্বভাবজা রোগাঃ স্বাভাবিকাঃ প্রকথ্যতে ।

ক্ষুৎ-পিপাসে যথা দেবি জাগরো মরণং তথা ॥

অথবা স্বয়মুৎপন্নঃ স্বাভাবিকঃ স উচ্যতে ।

আজন্ম নেন্দ্রনাশস্ত তর্বিদ্ধি সুরসুন্দরি ॥

হে দেবি ! যাহা দেহস্বভাবে সঞ্জাত, তাহাকে স্বাভাবিক রোগ বলা যায় । যেরূপ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জাগরণ, মরণ ইত্যাদি । অথবা যাহা স্বয়ং সমুৎপন্ন, তাহাকে স্বাভাবিক কহে; যেমন আজন্ম অন্ধতা ।

জন্মান্দনস্তরং জাতং অভিঘাতাদিজঞ্চ বা ।

আগন্তুকং বিজানীয়াৎ শৃণু মে প্রাণবল্লভে ॥

হে প্রাণবল্লভে ! এক্ষণে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যাহা জন্মের পর উৎপন্ন হয় অথবা যাহা অভিঘাতাদি দ্বারা সমুৎপন্ন, তাহাকে আগন্তুক কহে ।

কামক্রোধৌ লোভমোহৌ ভয়োহভিমান এব চ ।

ঈর্ষ্যান্শূয়া বিবাদশ্চ মানসাস্চেতি কথ্যতে ॥

অথবোন্মান্দনং মূর্ছা ভ্রমঃ সন্ন্যাস এব তু ।

অপস্মারাদয়ো রোগা মানসিকাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

হে পার্কতি! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, ঈর্ষ্যা, শূয়া, ও বিবাদ এই সমস্ত মানাসিক রোগ বলিয়া অবিহিত । অথবা উন্মান্দ, মূর্ছা, ভ্রম, সন্ন্যাস ও অপস্মার প্রভৃতিকেও মানসিক রোগ বলা যায় ।

পাণ্ডুরোগাদিকান্ সৰ্বান্ কায়িকান্ সংপ্রচক্ষতে ।

ইদানীং শৃণু মে দেবি কৰ্ম্মজান্ ব্যাধিহুঃসহান্ ॥

হে দেবি ! পাণ্ডুরোগাদিকে কায়িক রোগ বলা যায়। অধুনঃ
হুঃসঃ কৰ্ম্মজ রোগের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর।

প্রাক্রনাজ্জায়তে যন্ত সে রোগঃ কৰ্ম্মজঃ স্মৃতঃ ।

অথবা চিকিৎসয়া যন্ত কদাপি ন প্রশাম্যতি ।

ভোগেন প্রায়শ্চিত্তেন অশ্ব শান্তিৰ্ভবেদ্ ধ্রুবং ॥

পূৰ্ণজন্মার্জিত কৰ্ম্মের ফলে যে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম
কৰ্ম্মজ রোগ অথবা যে রোগ যথাবধি চিকিৎসা দ্বারাও প্রশমিত না হয়
তাহাকে কৰ্ম্মজ রোগ কহে। ভোগ দ্বারা অথবা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা এই
রোগের উপশম হইয়া থাকে।

মিথ্যাহারবিহারৈশ্চ দোষাত্মনঃ প্রকুপিতাঃ ।

জনয়ন্তি চ যান্ রোগান্ দোষজান্ তান্ বিদুৰ্বুধাঃ ।

মিথ্যা আহার বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ঃ
কুপিত হইয়াশ্চ রোগের উৎপত্তি করে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ দোষজঃ
ব্যাধি বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন।

কৰ্ম্মদোষোন্তবো যন্ত স কৰ্ম্মদোষজঃ স্মৃতঃ ।

অল্পদোষেহু যো ব্যাধিঃ ক্রমং গুরুতরো ভবেৎ ।

স কৰ্ম্মদোষজশ্চৈব কথিতস্তত্তদশিভিঃ ॥

কর্ম ও দোষ এই উভয় হইতে যে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, তাহাকেই কর্মদোষজ কহে। অল্পমাত্র দোষ বিঘ্নমানেও যে ব্যাধি উত্তরোত্তর প্রকৃত হইয়া উঠে, তদ্বদংশী বিচক্ষণগণ তাহাকেই কর্মদোষজ বলিয়া নরূপণ করিয়া থাকেন।

সাধ্যাসাধ্যৌ তথা যাপ্যো রোগস্ত দ্বিবিধো মতঃ ।

সুখসাধ্যঃ কষ্টসাধ্যঃ সাধ্যস্ত দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ ॥

সাধ্যাদি ভেদে ব্যাধি ত্রিবিধ ; সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য। ইহার মধ্যে সাধ্য আবার দুই প্রকার ;--সুখসাধ্য ও কষ্ট সাধ্য।

দোষধাতুমলাদীনাং সাম্যং কেরোতি যা ক্রবং ।

নিহন্তি ব্যাধিসংঘাংশ্চ চিকিৎসা সা স্মৃতা বুদ্ধৈঃ ॥

যাহা দ্বারা দোষ, ধাতু ও মল এই সমস্তের সাম্যবিধান হয় এবং যাহা ব্যাধিকে দূরীকৃত করে, তাহারই নাম চিকিৎসা।

যা ক্রিয়া ধাতুসাম্যঞ্চ কেরোতি ভূবি দেহিনাং ।

সৈব চিকিৎসা বিজ্ঞেয়া সৈব বৈद्यোচিতং কৃতং ॥

যে ক্রিয়া দ্বারা দেহে ধাতুর সাম্য হয়, তাহারই নাম চিকিৎসা এবং তাহাই বৈদ্যগণের কর্ম বলিয়া পরিগণিত।

জাতমাত্রং চিকিৎসেত নেপেক্ষ্যোল্লতয়া গদঃ ।

বহিঃশত্রুবিষৈস্তল্যঃ স্বল্লোপি বিকরোত্যসৌ ॥

রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার চিকিৎসা করিবে ;
অল্পজ্ঞানে অবহেলা করা কর্তব্য নহে ; কারণ অগ্নি, শত্রু ও বিষের
স্তায় অল্পমাত্র ব্যাধিও বিকার উৎপাদন করে ।

রোগমাদৌ পরীক্ষিত ততোনন্তরমৌষধং ।

ততঃ কৰ্ম্ম ভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূৰ্ব্বং সমাচরেৎ ॥

সর্বপ্রথমে রোগের পরীক্ষা করিয়া তদনন্তর ঔষধের ব্যবস্থা করিবে ।
তৎপরে বিশেষরূপে বিচার ও সতর্কতা সহকারে ঔষধ প্রদানাদিরূপ
চিকিৎসা করিতে হয় ।

ন রোগং ঔষধং বেত্তি রোগং বেত্তি ন চৌষধং ।

বর্জ্যেস্তাদৃশং বৈজ্ঞঃ শূণু মে প্রাপবল্লভে ॥

হে প্রাপবল্লভে ! যিনি রোগ নিরূপণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহার
উপযুক্ত ঔষধ জ্ঞানেন না এবং যিনি ঔষধ জ্ঞানেন, কিন্তু নিরূপণ করিতে
পারেন না, তাদৃশ বৈজ্ঞকে পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাদৃশ বৈজ্ঞকে
রোগী দেখাইবে না ।

দেশকালৌ তথা পাত্রং জ্ঞাত্বা যঃ কুশলৌ ভিষক্ ।

চিকিৎসতি বিধানেন স বৈজ্ঞঃ প্রকৃতো মতঃ ॥

যিনি দেশ কাল ও পাত্রাদ্বারা বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করেন,
তাঁহাকেই প্রকৃত পারদর্শী চিকিৎসক বলা যায় ।

সংপ্রাপ্তিঃ পূর্বরূপশ্চ হেতুপশয়লক্ষণং ।

পঞ্চভিস্তু বিজানীয়াৎ রৌপস্বরূপমেব হি ॥

হে দেবি! সংপ্রাপ্তি, পূর্বরূপ, কারণ, উপশয় ও লক্ষণ এই পঞ্চপ্রকারে রোগের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবে ।

যেন বৈ জায়তে রোগঃ স হেতুঃ কথ্যতে বুধৈঃ ।

তৎপরং শৃণু মে দেবি বাতজাদেস্তু কারণং ॥

হে দেবি! বাহ্য হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, বুধগণ তাহাকেই সেই রোগের হেতু বা কারণ বলিয়া থাকেন । বাতজাদি রোগ সকল যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।

কটুবাক্যং ভয়ং শোকঃ মনঃসম্ভ্রাপ এব চ ।

অতিরুদ্ধমনাহারো শশ্বদ্ভ্রমণমৈথুনং ॥

বুদ্ধান্ত্রীগমনকৈব যুদ্ধং কলহমেব চ ।

ছেদনং ভোজনান্তে চ তথা গমনধাবনে ।

বহ্নিতাপঞ্চ হে দেবি কেবলং বায়ুকারণং ॥

হে দেবি! কটুবাক্য প্রয়োগ, ভয়, শোক, মনঃসম্ভ্রাপ, অতিরুদ্ধ-ভোজন, উপবাস, নিরন্তর ভ্রমণ, অতিরুদ্ধ মৈথুন, বুদ্ধান্ত্রীতে গমন, যুদ্ধ, কলহ, ভোজনের অব্যবহিত পরেই ছেদন, গমন ও ধাবন, অগ্নিতাপ এই সকল কারণেই বায়ু প্রকুপিত হয় এবং বায়ু প্রকুপিত হইয়া যে সকল রোগের উৎপাদন করে, তাহাকেই বাতজ ব্যাধি কহে ।

ବାୟୁସ୍ତ ତ୍ରିବିଧୋ ଦେବି କ୍ଳେଶସନ୍ତାପକାମଜାଃ ।

ତଦ୍ଦିନାଶାୟ ହେ ଦେବି ଶୁଣୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ॥

ହେ ଦେବି ! ବାୟୁ ତ୍ରିବିଧଃ ; କ୍ଳେଶଜ, ସନ୍ତାପଜ ଓ କାମଜ । ସେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ
ଦ୍ୱାରା ସବଳ ପ୍ରକାର ବାୟୁବଟ ଉପଶମ ହୁଏ, ଏଫଳେ ତାହା କୀର୍ତ୍ତନ କରିତେଜି
ଅବନ କର ।

ଶୀତଲୋଘନକମ୍ଳାନଂ ବାଞ୍ଜନଂ ଶର୍କରୋଦକଂ ।

ସତ୍ତଃ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତାମ୍ଳଞ୍ଜ ମନ୍ତ୍ରମାମ୍ଳକାନ୍ତ୍ରବଂ ॥

ପକ୍ତଂ ରସ୍ତାଫଳକୈବ ତିଳତୈଳଞ୍ଜ କେବଳଂ ।

ନାରିକେଳୋଦକକୈବ ମୌବୀରଶୀତଲୋଦକଂ ॥

ଲାଞ୍ଜଳୋତାଳଧର୍ଜୁରସ୍ମିନ୍ନିଚ୍ଛନ୍ଦନଦ୍ରବଂ ।

ମାହିଷଂ ଦଧି ମିଷ୍ଟକଞ୍ଜ ସତ୍ତସ୍ତକ୍ରଂ ସ୍ୱପିଷ୍ଟକଂ ॥

ପକ୍ତତୈଳବିଶେଷଞ୍ଜ ଦାଧି ଚୈବ ସଂଶର୍କଂ ॥

ଏତଦ୍ୱୈ କର୍ତ୍ତିତଂ ଦେବି ସଞ୍ଚୋବାୟୁବିନାଶନଂ ॥

ହେ ଦେବି ! ଶୀତଳ ଉଷୋଦକେ କ୍ଳେଶ, ସ୍ମିନ୍ନିଚ୍ଛ ବାଞ୍ଜନ, ଶର୍କରୋଦକ, ସତ୍ତ
ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ଅମ୍ଳ, ଦାଧି ଯାତ. ଆମ୍ଳକାନ୍ତ୍ରବ, ପକ୍ତ ରସ୍ତାଫଳ, ତିଳତୈଳ, ନାରି-
କେଳୋଦକ, ମୌବୀର; ଶୀତଳ ଜଳ, ଲାଞ୍ଜଳାଫଳ, ତାଳ, ଧର୍ଜୁର, ସ୍ମିନ୍ନିଚ୍ଛ ଚନ୍ଦନ
ଲେପନ, ମାହିଷ ଦାଧି. ମିଷ୍ଟଦ୍ରବ୍ୟ, ସଞ୍ଚୋଜାତ ଘୋଳ, ସ୍ୱପିଷ୍ଟକ, ପକ୍ତ ତୈଳ,
ଶର୍କରାମିଶ୍ରିତ ଦାଧି, ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ।

ଉଷୋଦକଞ୍ଜ ଶରଦି ଯୋ ଭୁଞ୍ଜେ ଦୈବପୀଡ଼ିତଃ ।

ଭାଞ୍ଜେ ତିକ୍ତଞ୍ଜ ଯୋ ଭୁଞ୍ଜେ ପିତ୍ତଂ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଜାୟତେ ॥

হে দেবি! যে ব্যক্তি শরৎকালে উষ্ণোদক সেবন করে এবং যে ব্যক্তি দৈববশে ভাদ্রমাসে তিত্ত দ্রব্য ভোজন করে, তাহার দেহে পিত্ত প্রকুপিত হয়।

ভুক্ত্বা বিল্বফলকৈব জলং পিবতি যো নরঃ ।
তৎক্ষণং জায়তে পিত্তং তস্য বৈ মণিপূরকে ॥

যে ব্যক্তি বিল্বফল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জল পান করে, তাহার মণিপূরকে কুপিত পিত্তের সঞ্চার হয়।

ভুক্ত্বা তালফলকৈব জলপানং করোতি যঃ ।
চক্ষুঃপিত্তং ভবেত্তস্য নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

যে ব্যক্তি তালফল ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলপান করে, তাহার শরীরে কুপিত পিত্তের উৎপত্তি হয় সন্দেহ নাই।

ক্ষুধি জাজ্জল্যমানায়াং যো ন ভুঙ্তে বিমূঢ়ধীঃ ।
তস্য বৈ জায়তে পিত্তং স্তূত্ববিারং ন সংশয়ঃ ॥

যে মুঢ়মতি উদ্দীপ্ত ক্ষুধার সময়ে কিছু আহার না করে, তাহার দেহে তর্কার্থ্য পিত্তের উদয় হয় সন্দেহ নাই।

ইদানীং শৃণু মে দেবি পিত্তনাশকরং পরং ।
যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দ্রব্যশাস্ত্রে বিচক্ষণঃ ॥

হে দেবি ! এক্ষণে যে যে দ্রব্য দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ইহা অবগত হইলে দ্রব্যশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করা যায় ।

বিস্তৃতালফলং পকং তিলপিষ্টং শর্করং ।

পিত্তনাশকরং দেবি আয়ুর্বেদে প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

হে দেবি ! পক বিস্র ও পক তালফল এবং শর্করামিশ্রিত তিলচূর্ণ এই সকল দ্রব্য দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; আয়ুর্বেদে ইহা বর্ণিত আছে ।

চণকং আর্দ্রকং মুদগায়ুষঞ্চ গোপয়ো হিতং ।

পিত্তনাশকরং দেবি আয়ুর্বেদে প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

চণক, আদ্রা, মুগের যুষ, গোদুগ্ধ এই সকল দ্রব্য পিত্ত বিনাশ করিয়া দেয় । হে দেবি ! আয়ুর্বেদে এইরূপ কীৰ্ত্তিত আছে ।

শীতৌদকান্বিতং পিষ্টং ধন্যাকং শর্করান্বিতং ।

পিত্তনাশকরং জ্ঞেয়ং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

হে পার্শ্বতি ! শীতল জল ও শর্করামিশ্রিত ধনিয়ার চূর্ণ দ্বারা পিত্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

ইদানীং শূণু মে দেবি যদ্যদ্বৈ শ্লেষ্মাকারকং ।

তত্তচ্চ তে প্রবক্ষ্যামি যদ্যৎ শ্লেষ্মাবিনাশনং ॥

হে দেবি ! এক্ষণে যে যে কারণে শ্লেষ্মার উৎপত্তি হয় এবং যে যে উপায়ে শ্লেষ্মার অপগম হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ।

খাতস্নানঞ্চ বর্ষাস্থ যঃ করোতি বিমুঢ়ধীঃ ।

তস্ম বৈ জায়তে শ্লেষ্মা ব্রহ্মরক্ষে ন সংশয়ঃ ॥

যে মূৰ্খ বর্ষাকালে খাতজলে স্নান করে, তাহার ব্রহ্মরক্ষে কুপিত কফের আবির্ভাব হয় সন্দেহ নাই ।

পর্যুষিতান্নং তক্রঞ্চ যো ভুঙ্ক্তে দৈবপীড়িতঃ ।

তস্ম বৈ জায়তে শ্লেষ্মা নাত্র কার্য্যা বিচরণা ॥

যে ব্যক্তি দৈবগ্রস্ত হইয়া পর্যুষিত অন্ন ও তক্র সেবন করে, শ্লেষ্মা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

আমলকীদ্রবং সিন্ধুং রস্তাফলং দধি ।

ভোজনানন্তরং স্নানং স্নান্নিগ্ধজলসেবনং ॥

স্নিগ্ধতৈলং তিলতৈলং জলপানং বিনা তৃষা ।

বৃষ্টাস্থশর্করাতোয়ং নারিকেলজলং তথা ॥

পর্যুষিতে জলে রুক্ষস্নানং মূলকভোজনং ।

শ্লেষ্মকরমিদং সর্বং তদ্বিধিঃ প্রকীর্তিতং ॥

সিন্ধু আমলকীদ্রব, পক রস্তাফল, দধি, ভোজনাবসানে স্নান, শীতল জলপান, স্নিগ্ধ তৈল, তিলতৈল, বিনা তৃষায় জলপান, বৃষ্টির জল, শর্করোদক, নারিকেলজল, পর্যুষিতজলে রুক্ষস্নান, ও মূলক ভক্ষণ, এই সকল দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

ଜୀବକଂ ରୋଚନାଚୂର୍ଣଂ ସହୃତଂ ପିପ୍ପଲୀ ମଧୁ ।
 ସିନ୍ଧୁବାଂଂ ବେଶବାରୋ ମରୀଚଂ ଶୁକ୍ଳମାର୍ଦ୍ଦକଂ ॥
 ରସ୍ତାଫଳମପକ୍ୱସ୍ତୁ ସହୃତଂ ଶୁକ୍ଳଶର୍କରଂ ।
 ପିଞ୍ଜାରକମପକ୍ୱଞ୍ଚ ଅପାନକଂ ତଥା ସ୍ମୃତଂ ॥
 ଭ୍ରମଗ୍ମୁପବାସଞ୍ଚ ଶୁକ୍ଳପକ୍ୱହରୀତକୀ ।
 ପକ୍ୱତୈଳଂ ବହିଃସ୍ୱେଦଂ ଶୁକ୍ଳାହାରଞ୍ଚ ପାର୍ବତି ।
 ଦ୍ରବ୍ୟାଣ୍ୟୋତାନି ଦେବେର୍ଷି ଶ୍ଳେଷ୍ମହରାଣି ନିଶ୍ଚିତଂ ॥

ଜୀବକ, ସ୍ୱତ୍ୱମିଶ୍ରିତ ରୋଚନାଚୂର୍ଣ, ପିପ୍ପଲୀ, ମଧୁ, ସିନ୍ଧୁବାର, ବେଶବାର, ମରୀଚ, ଶୁକ୍ଳ ଆଦା, ଅପକ୍ୱ ରସ୍ତାଫଳ, ସ୍ୱତ୍ୱମିଶ୍ରିତ ଶୁକ୍ଳ ଶର୍କରା, ଅପକ୍ୱ ପିଞ୍ଜାରକ, ଭ୍ରମପାନରାହିତା, ଭ୍ରମଗ, ଉପବାସ, ଶୁକ୍ଳ ଓ ପକ୍ୱ ହରୀତକୀ, ପକ୍ୱ ତୈଳ, ବହିଃସ୍ୱେଦ, ଶୁକ୍ଳ ଭୋଜନ, ହେ ଦେବେର୍ଷି ! ଏହି ସକଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ଳେଷ୍ମା ବିନାଶ ପାଇଁ ଥାଏ ।

କୃଷ୍ଣଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟକ୍ଷ୍ମା ଚ ପ୍ରମେହୋ ଗ୍ରହଣୀ ତଥା ।
 ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛ୍ରାଶ୍ମରୀକାମା ଅତିସାରଭଗନ୍ଦରୋ ॥
 ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣଂ ଗଣ୍ଡମାଳା ପକ୍ୱାଘାତୋଽକ୍ଷିନାଶନଂ ।
 ଇତ୍ୟୋବମାଦୟୋ ରୋଗା ମହାପାପୋଦ୍ଭବାଃ ସ୍ମୃତାଃ ॥

କୃଷ୍ଣ, ରାଜ୍ୟକ୍ଷ୍ମା, ପ୍ରମେହ, ଗ୍ରହଣୀ ମୂତ୍ରକୃଚ୍ଛ୍ରା, ଅଶ୍ମରୀ, କାମ, ଅତିସାର, ଭଗନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟବ୍ରଣ ଗଣ୍ଡମାଳା, ପକ୍ୱାଘାତ, ଅକ୍ଷିନାଶନ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ସମୂହ ମହାପାପବଶେ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଥାଏ ; ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏହି ସକଳ ମହାପାପଜ୍ଞ ବାଲିଆ କଥା ।

জলোদরযকৃৎপ্লীহশূলরোগত্রণানি চ ।

শ্বাসজীর্ণজ্বরচ্ছদিভ্রমমোহগল গ্রহাঃ ।

রক্তাক্ষুদবিসর্পাচ্ছা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ ॥

জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, ত্রণ, শ্বাস, অজীর্ণ, জ্বর, ছদি ভ্রম, গলগ্রহ, রক্তাক্ষুদ ও বীসর্প প্রভৃতি রোগ উপপাপ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

দস্তাবতানকশ্চিত্রবপুঃকম্পবিচর্চ্চিকাঃ ।

বল্লীকপুণ্ডরীকাচ্ছা রোগাঃ পাপসমুদ্ভবাঃ ॥

দস্তাবতানক, চিত্র, দেহকম্প, বিচর্চ্চিকা, বল্লীক ও পুণ্ডরীক ইত্যাদি রোগসমূহ পাপ হেতু সমুৎপন্ন ।

অর্শ আচ্ছা নৃণাং রোগা অতিপাপোদ্ভবস্তি হি ।

অর্শ প্রভৃতি রোগসমূহ অতিপাপবশতঃ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ।

শ্রীপার্ক্যত্যাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

অধুনা ক্রহি মে নাথ রোগনাশনমুত্তমং ॥

পার্ক্যতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে নাথ ! আপনিই সংসারসাগর হইতে পারিত্রাণ করিয়া থাকেন । অধুনা কি উপায়ে সহজে রোগ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট কীর্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

সুবর্ণদানং সর্বেষাং রোগাণাং নাশকারণং ।

বৈষ্ণবং কবচং প্রোক্তং শ্রীরামকবচং তথা ।

বগলাকবচং চৈব সর্বরোগহরং মতং ॥

মহাদেব কহলেন, হে পার্শ্বতি ! স্বর্ণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর
নাই । স্বর্ণদান দ্বারা সর্বরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে । এতদ্ভিন্ন বৈষ্ণব
কবচ, শ্রীরাম কবচ ও বগলাকবচ এই তিনটি দ্বারাও সর্বরোগ দূর হয় ।

ইদানীং তে প্রবক্ষ্যামি রোগাণাং কারণং সতী ।

যেন বিজ্ঞানমাত্রেণ দিব্যজ্ঞানী ভবেন্নরঃ ॥

হে দেবী ! অধুনা যাবতীয় রোগের কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর ।
ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানব দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে ।

জনকঃ সর্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণে! জ্বরঃ ।

ভীমস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরা ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ॥

দুর্ব্বার ও দারুণস্বভাব জ্বরই সর্বরোগের জনক । জ্বর ভয়ঙ্করমূর্ত্তি,
ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষড়্ভুজ ও নবচক্ষু ।

মন্দাগ্নিস্তস্য জনকো মন্দাগ্নেৰ্জ্জনকান্ধয়ঃ ।

পিত্তশ্লেষ্মসমীরাশ্চ প্রাণিনাং হুঃখদায়কাঃ ॥

মন্দাগ্নি জ্বরের জনক এবং পিত্ত, কফ ও বায়ু এই তিনটি মন্দাগ্নির
কারণ । এই তিনটিই জীবকে হুঃখ প্রদান করে ।

বায়ুজঃ পিত্তজঃশৈব শ্লেষ্মজঃচ তথৈব চ ।

জ্বরভেদাশ্চ ত্রিবিধাশ্চতুর্থশ্চ ত্রিদোষজঃ ॥

জ্বর চতুর্বিধ ; বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও ত্রিদোষজ ।

পাণ্ডুকঃ কামলঃ কুষ্ঠঃ শোথঃ প্লাহা চ শূলকঃ ।

মূত্রকৃচ্ছ্র শ্চ গুল্মশ্চ রক্তদোষবিকারকঃ ॥

আরিষা মেহজঃ কুজো গোদশ্চ গলগণ্ডকঃ ।

ভ্রমরী সন্নিপাতশ্চ বিসূচী দারুণী সতি ।

এবাং ভেদপ্রভেদেন চতুঃষষ্টিরুজঃ স্মৃতাঃ ॥

পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, শোথ, প্লাহা, শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুল্ম, রক্তদোষ, রক্তবিকার আরিষ, মেহ, কুজতা, গোদ, গলগণ্ড, ভ্রমরী, সন্নিপাত, দারুণ বিসূচিকা প্রভৃতি ভেদে রোগ চতুঃষষ্টিবিধ বলিয়া পরিকল্পিত ।

মৃত্যুকাত্তাস্মতা হেতে জরা তস্মাশ্চ কাত্তকা ।

এতে নোপায়বেস্তারং ন গচ্ছন্তি চ সংযতং ॥

ইহারা সকলেই মৃত্যুনন্দিনীর গর্ভজাত । জরা মৃত্যুকাত্তার তনয়া । যে ব্যক্তি সংযত ও উপায়বিৎ, ইহারা তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না ।

চক্ষুর্জলঞ্চ ব্যায়ামং পাদাধিস্তৈতলসেবনং ।

কর্ণে তৈলং মূর্দ্ধি তৈলং জরাব্যাদিবিনাশনং ॥

যে ব্যক্তি চক্ষুতে সৰ্ব্বদা জল প্রদান করে, ব্যাগ্রাম করে, চরণের নিম্ন ভাগে তৈল দেয়, কর্ণে ও শিরোদেশে তৈল প্রদান করে, জরাব্যাধি তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না।

বসন্তে ভ্রমণং বহিসেবা স্পৃগং কৰোতি যঃ।

বালাঞ্চ সেবতে কালে জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

বসন্তকালে ভ্রমণ, অগ্নিসেবা এবং যথাসময়ে বালাস্ত্রী ভোগ করিলে জরা তাহাকে আক্রমণ করে না।

খাতশীতৌদকস্নায়ী সেবতে চন্দনদ্রবং।

নোপযাতি জরা তঞ্চ নিদাঘেনিলসেবিনং ॥

যে ব্যক্তি নিদাঘকালে সুস্নিক্ত খাতজলে স্নান করে, চন্দনদ্রব সেবন করে আর বায়ু সেবা করে জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাবৃড়ুষৌদকস্নায়ী খাততোয়ং ন সেবতে।

সময়ে চ সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি বর্ষাকালে উষ্ণজলে স্নান করে, খাতজল সেবা না করে এবং যথাসময়ে আহার করে, জরা তাহার নিকট আগমন করিতে সমর্থ হয় না।

শরজৌদ্রং ন গৃহ্নাতি ভ্রমণং তত্র বর্জয়েৎ।

খাতস্নায়ী সমাহারী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি শরৎকালের রৌদ্র সেবন ও ভ্রমণ পুরিত্যাগ করে, খাতজলে স্নান করে এবং পরিমিত ভোজন করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করে না।

খাতস্নায়ী চ হেমন্তে কালে বহিং নিষেবতে।

ভুঙ্কতে নবান্নমুষ্ণঞ্চ জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি হেমন্তকালে খাতজলে স্নান ও অগ্নি সেবা করে এবং নূতন উষ্ণ অন্ন ভোজন করে, জরা তাহার দেহে প্রবেশ করে না।

শিশিরেংশুকবহিঞ্চ নবোষ্ণান্নঞ্চ সেবতে।

য এবোষ্ণোদকস্নায়ী জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি শীতকালে বস্ত্র ধারণ ও বহিসেবা করে, উষ্ণ নূতন অন্ন ভোজন করে এবং উষ্ণজলে স্নান করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

সছোমাংসং নবান্নঞ্চ বালান্দ্রী ক্ষীরভোজনং।

ঘৃতঞ্চ সেবতে যো হি জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি সছোমাংস ও নবান্ন ভোজন করে, বালান্দ্রীতে রত হয়, দুগ্ধ পান করে এবং ঘৃত-সেবন করে, জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ভুঙ্কতে সদম্নং ক্ষুৎকালে তৃষ্ণায়াং পীয়তে জলং।

নিত্যাং ভুঙ্কতে চ তাম্বুলং জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি ক্ষুধার সময়ে উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও পিণাসার সময়ে জলপান করে এবং প্রত্যহ তাড়ুল ভক্ষণ করে, জরা তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হয় না।

দধি হৈয়ঙ্গবীনঞ্চ নবনীতং তথা শুভং ।

নিত্যং ভুঙ্ক্তে সংযমী যো জরা তং নোপগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ সংযমী হইয়া দধি, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত ভোজন করে, জরা তাহার নিকট হইতে পলায়ন করে।

শুষ্কমাংসং স্থিয়ো বৃদ্ধা বালার্কং তরুণং দধি ।

সংসেবন্তং জরা যাতি প্রহৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥

শুষ্কমাংস, বৃদ্ধা নারী, তরুণ তপনকিরণ ও তরুণ দধি এই সমস্ত সেবন করিলে জরা ও অপরাপর ব্যাধি তাহাকে আক্রমণ করে।

রাত্রৌ যে দধি সেবন্তে পুংশ্চলীঞ্চ রজস্বলাং ।

তমুপৈতি জরা হৃষ্টা ভ্রাতৃভিঃ সহ শঙ্করি ॥

হে শঙ্করি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে দধি সেবন করে, রজস্বলা পুংশ্চলীতে রত হয়, জরা পুলকিতাচিতে ভ্রাতৃগণ সহ তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

রজস্বলা চ কুলটা চাবীরা জারদূতিকা ।

শূজঘাজকপত্নী বা ঋতুহীনা চ যা সতি ॥

যো হি তাসামন্নভোজী ব্রহ্মহত্যাং লভেতু সঃ ।

তেন পাপেন সার্কিং সা জরা তমুপগচ্ছতি ॥

রজঃশ্বলা, কুলটা, অবীরা, জারদুতী, শূদ্রযাজকস্ত্রী ও ঋতুহীনা নারী
যে ব্যক্তি ইহাদিগের অন্ন ভোজন করে, সে ব্রহ্মহত্যাপাপ নিমগ্ন হয়
এবং সেই পাপের সত্তিতে জরা তাহাকে আক্রমণ করিয়া থাকে ।

পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্কিং মিত্রতা সন্তুতং প্রবং ।

পাপং ব্যাধিজরাবীজং বিশ্ববীজঞ্চ নিশ্চিতং ॥

পাপের দ্বিত্তি রোগের নিত্য প্রণয় বিদ্যমান । পাপই ব্যাধি, জরা
ও বিশ্বের বীজ সন্দেহ নাই ।

পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা ।

পাপেন জায়তে দৈন্ত্বং দুঃখং শোকং ভয়ং কলিঃ ॥

পাপ হইতেই ব্যাধির উৎপত্তি হয়, পাপ হইতেই জরা জন্মে, পাপ
হইতেই দৈন্ত্ব, দুঃখ, শোক, ভয় ও কলি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমঙ্গলং ।

কদাচিৎ নৈব সেবেত সেবেত পতনং ভবেৎ ॥

এই হেতু মহাশত্রু, দোষের বীজস্বরূপ, অমঙ্গলকারণ পাপের অমুষ্ঠান
করিবে না । পাপের আচরণ করিলে তাহাকে নরকে নিপতিত হইতে
হয় সন্দেহ নাই ।

স্বধর্ম্মচারযুক্তঞ্চ দীক্ষিতং হরিসেবকং ।
 গুরুদেবাতিথীনাঞ্চ ভক্তং সক্তং তপঃসু চ ॥
 ত্র্যোপবাসনিরতং সদা তীর্থনিষেবিতং ।
 পাপা দ্রবন্তি তং দৃষ্টা বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥

যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মে ও স্বীয় আচারে অহুরক্ত, যে ব্যক্তি দীক্ষিত ও হরিসেবাপরায়ণ, যে ব্যক্তি গুরু, দেবতা ও অতিথিগণের প্রতি ভক্তিমান, এবং যে ব্যক্তি তীর্থসেবা করে, পাপসমূহ তাহাকে দর্শন করিয়া গরুড়-দর্শনে সর্পগণের গ্রায় ভয়ে পলায়ন করিয়া থাকে ।

এতান্ জরা ন সেবেত ব্যাধিসংঘাচ্চ দুর্জয়ঃ ।

জরা ও দুর্জয় ব্যাধিগণ উল্লিখিত ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ।

জ্বরশ্চ সর্বরোগাণাং জনকঃ কথিতঃ সতি ।

পিত্তশ্লেষ্মাসমীরাশ্চ জ্বরশ্চ জনকাস্ত্রয়ঃ ॥

হে সতি ! জ্বর সবল রোগের উৎপাদক বলিয়া কথিত এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা ও বায়ু এই তিনটাই জ্বরের উৎপাদক ।

এতে যথা সঞ্চরন্তি স্বয়ং যান্তি চ দেহিষু ।

তমেব বিবিধোপায়ং কথিতং তে মহেশ্বরি ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বান্তমোস্তমে হরপার্বতীসংবাদে

রোগনির্ণয়ো নাম একাদশোল্লাসঃ ॥ ১১ ॥

হে দেবি ! এই বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা যে প্রকারে দেহীগণের দেহে
প্রবিষ্ট হয়, তাহা পূর্বেই তোমার নিকট কীর্তন করিয়াছি ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে রোগনির্ণয় নামক একাদশ উল্লাস সমাপ্ত ।

দ্বাদশোল্লাসঃ ।

ষাধিনিক্রপণং ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

ইদানীং ক্রুহি মে নাথ যন্মে মনসি বর্ত্ততে ।

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আপনি সংসার-
সাগর হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিয়া থাকেন । হে নাথ ! অধুনা
আমার অন্তরে যাহা অবগত হইতে বাসনা হইতেছে, তাহা কীর্তন
করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ।

শ্রুতং ত্রয়েরিতং সর্বং রোগনিদানমেব চ ।

দোষপ্রতীকারকৈব ন তু রোগচিকিৎসিতং ॥

ইদানীং ব্রহ্মি তন্মাতৃ কৃপা চেন্নয়ি বর্জ্যতৈ ।

স্তম্ভনং মোহনং বশ্যমুচ্চাটনাদি এব চ ॥

হে নাথ ! যে যে কারণে রোগের উৎপত্তি হয়, তাহা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম এবং যে যে উপায়ে বাস, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষের শাস্তিবিধান হয়, তাহাও অবগত হইয়াছি ; কিন্তু রোগ উৎপন্ন হইলে কোন্ কোন্ ঔষধ দ্বারা কোন্ কোন্ পীড়ার উপশম হয়, তাহা শ্রবণ করি নাই ; অতএব যদি আমার প্রাতি আপনার করুণাদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে উহা আমার নিকট কীর্তন করুন । এতদ্বাতীত বশীকরণ, স্তম্ভন, মোহন, উচ্চাটন প্রভৃতিও অবগত হইতে বাসনা হইয়াছে । কোন্ কোন্ ঔষধ দ্বারা কি কি উপায়ে এই সকল কাৰ্য্য সম্পাদন করা যায়, কৃপা করিয়া তাহা কীর্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

প্রশ্নমেতৎ মহাপুণ্য যৎ পৃষ্ঠং প্রাণবল্লভে ।

তত্ত্বং সর্বং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারণয় ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্লভে ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা অতীব পুণ্যপ্রদ । যাহা হউক, আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ।

করঞ্জকর্কটোশীরং বৃহতী কটুরোহিণী ।

গোকুরং কথিতং ত্রেভির্বারি পীতং শ্রমাপহং ।

দাহং পিত্তজ্বরং শোষং মূচ্ছাঐক্ণব ক্ষয়লয়েৎ ॥

হে পার্শ্বতি ! করজা, ককট, বেণামূল, বৃহতী, কটুকী, গোক্ষুর এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান করিলে পরিশ্রমজনিত ক্লেশ বিদূরিত হয় এবং দ্বাহজ্বর পিত্তজ্বর, শোষ ও মূৰ্ছা বিনাশ পাইয়া থাকে ।

মধ্বাজ্যাপিপ্পলীচূর্ণং কথিতং ক্ষীরসংযুতং ।

পীতং হৃদ্রোগকাসস্ত বিষমজ্বরমুদ্ববেৎ ॥

মধু, ঘৃত, পিপ্পলীচূর্ণ ও দুগ্ধ এই সমস্ত একত্র কাথ করিয়া সেবন করিলে হৃদ্রোগ, কাস ও বিষমজ্বর বিদূরিত হয় ।

কাথৌষধীনাং সৰ্ব্বাসাং কষাৰ্দ্ধং গ্রাহমেব চ ।

বায়োমুরূপতো জ্ঞেয়ো বিশেষঃ পরমেশ্বরী ॥

হে পরমেশ্বরী ! কাথ ও ঔষধের পরিমাণ অর্দ্ধকণ। পীড়িতের বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া ঔষধের মাত্রা স্থির করিতে হয় ।

দুগ্ধং পীতন্ত সংযুক্তং গোপুরীষরসেন চ ।

বিষমজ্বরনুৎ শ্চাচ্চ কাকজ্জ্বারসন্তুথা ॥

দুগ্ধ বিষ্ণা কাকজ্জ্বার রস গোনদরস সহ পান করিলে বিষমজ্বর পলায়িত হয় ।

সপ্তগীকথিতং ক্ষীরং বিষমজ্বরমুদ্ববেৎ ।

সপ্তগী ও দুগ্ধ এই দুই দ্রব্য একত্র পাক করত সেই কাথ সেবন করিলে বিষমজ্বর পলায়িত হয় ।

অশীতিতিলপুষ্পানি জাত্যাশ্চ কুসুমানি চ ।
 উষানিহ্নামলাশুগ্ধাপিপ্পলীতগুণ্ডলয়কং ॥
 ছায়াশুকং বটীং কুৰ্ঘ্যাং পিষ্টা তগুণ্ডলবারিণা ।
 মধুনা সহ সা চাক্ষোরঞ্জনাতিমিরাদিনুং ।

অশীতিসংখ্যক তিলপুষ্প, অশীতিটি জাতীপুষ্প, শুগুণ্ডল, নিম
 আমলকী, শুঠ, পিপ্পলী, নটর শাক, এই সমস্ত দ্রব্য তগুণ্ডলের সচিত
 পেষণ করত বড়ী প্রস্তুত করিবে। সেই বড়ী ছায়াতে শুষ্ক করত
 মধুসহযোগে নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমিরাদি রোগ বিদূরিত হয়।

সৈন্ধবং কটুতৈলঞ্চ অপামার্গস্য মূলকং ।
 ক্ষীরকাজিকসংসৃষ্টং তাত্রপাত্রে তু চেন চ ।
 অঞ্জনাং পিঞ্জটস্তৈব নাশো ভবতি নিশ্চিতঃ ॥
 ওঁ দক্ষ সর ক্রীং হ্রীং ঠঃ ঠঃ দক্ষ সর হ্রীং হ্রীং
 ওঁ উং উং সর ক্রীং ক্রীং ঠঃ ঠঃ আত্মাবশ-
 মায়াস্তি মন্ত্ৰেণানেন চাঞ্জনাং ॥

সৈন্ধব কটু তৈল, অপামার্গের মূল, এই সমস্ত দ্রব্য তাত্রময় পাত্রে
 দুগ্ধ ও কাজি সহযোগে মদন করিবে। ইহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদান
 করিলে নেত্রের পিঞ্জট (পিচুটি) বিদূরিত হয়। ওঁ দক্ষসর ইত্যাদি
 মূলের লিখিত মন্ত্ৰে নেত্রে অঞ্জন দিবে।

নীৰপূৰ্ণমুখো ধৌতি ক্ষিপ্তজলেন যোক্ষণী ।
 প্রভাতে নেত্ররোগৈশ্চ নিত্যং সৰ্বৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

বে ব্যক্তি প্রাতঃকালে মুখমধ্যে বারিপূর্ণ করিয়া জলের ঝাপটা দ্বারা
নেত্র ধোত করে, সে যাবতীয় চক্ষুরোগ হইতে মুক্তলাভ করিয়া থাকে ।

রোপ্যতাত্ত্ববর্ণানাং হস্তঘৃষ্টশলাকয়া ।

ঘৃষ্টমুদ্রভ্রনং দেবি কামলাব্যাদিবিনাশনং ॥

রক্ত, তাম্র কিম্বা স্বর্ণময় শলাকা করতলে ঘষণ পূর্বক নেত্রে উদ্বলন
করিলে কামলা রোগ দূর হইয়া থাকে ।

শুক্লাভয়ামজ্জলেপাদন্তস্যাক্কলঙ্কমুৎ ।

লোধকুঙ্কুমমঞ্জিষ্ঠালোহকালেয়কানি চ ॥

গবতগুলমেতৈশ্চ যষ্টিমধুসমম্মিতৈঃ ।

বারিপিষ্টৈর্বক্ত্রলেপঃ স্ত্রীণাং শোভনবক্ত্রকুৎ ॥

শুক্লবর্ণ হরীতকীর মজ্জা লেপন দ্বারা দন্তের অঙ্ক ও কলঙ্ক বিনাশ
পায় । লোধ, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, কৃষ্ণচন্দন, লোহ, গব, তগুল, যষ্টিমধু, এই
সমস্ত বস্তু মর্দন পূর্বক মূগে লেপন করিলে নারীজাতির মুখশোভা বৃদ্ধি
পাইয়া থাকে ।

৬

নাসাশিরারক্তকর্ষামশ্চেচ্ছিবে চ জিহ্বিকাং ।

রসঃ শিরীষবোজানাং হরিদ্রায়াশ্চতুর্গুণঃ ॥

তেন পক্কেন দেবেশি নশ্বং মস্তকরোগমুৎ ।

গলরোগো বিনশ্বস্তি নশ্বমাত্রেন তৎক্ষণাৎ ॥

হে শিবে! নাসিকা ও শিরা হইতে রক্ত মোক্ষণ করিলে জিহ্বা-
রোগ দূর হইয়া থাকে। এক ভাগ শিরীষবীজের রস ও চারিভাগ
হরিদ্রার রস একত্র করত পাক করিতে হইবে। উহা দ্বারা নস্রা লইলে
শিরোরোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। উহার নস্রা লইলে আন্ত গলরোগও
বিনাশ পায়।

জাতীপত্রঞ্চ চর্বিহা বিপ্লুতং মুখরোগমুৎ ।

ভক্ষণাৎ কেশরবীজস্য দস্তাঃ স্যুচলিতাঃ স্থিরাঃ ॥

জাতীপত্র চর্ষণ পূর্বক মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ দূর হইয়া থাকে :
কেশরবীজ আহার দ্বারা চলিত দস্ত দৃঢ় হয়।

শুগ্ধীপিপলীচূর্ণস্ত গুড়ুচী কণ্টকারিকা ।

এভিশ্চ কথিতং বারি পীতং চাগ্নিং কয়োতি বৈ ॥

শুগ্ধী, পিঙ্গলীচূর্ণ, গুড়ুচী ও কণ্টকারী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ পান-
দ্বারা জঠরাগ্নি বদ্ধিত হইয়া থাকে।

মূলস্ত কাকজজ্বায়া নিতাকুং স্যচ্চিরস্থিরং ॥

কাকজজ্বার মূল শিরোদেশে স্থাপন করিলে অধিক নিদ্রাকর্ষণ হইয়া
থাকে।

সিদ্ধং তৈলং কাঞ্জিকেন তথা সজ্জরসেন চ ।

শীতোদকসমায়ুক্তং লেপাৎ সম্ভাপনাশনং ।

শোণিতজ্বরদাহেভ্যো জাতসম্ভাপনমুত্তমা ॥

কাণ্ডি ও ধূপের সহিত তৈল পাক করত শীতল জল মিশাইয়া দেহে লেপন করিলে দৈহিক সন্তাপ অর্থাৎ দাহ বিদূরিত হয় এবং রক্তজরাদি রোগে যে দাহ হয়, উহা সেবন করিলে তাহার বিনাশ পাইয়া থাকে।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং তথা ভল্লাতকং শিবে ।

বার্যোতৈঃ কথিতং পীতং শূলোপস্মারমুদ্রবেৎ ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, ও ভেলা এই সমস্তের কাথ সেবন করিলে শূলোপস্মার ও অপস্মার রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

পীতং তক্রেন মূলঞ্চ আদিস্ত তগরস্ত চ ।

হরেৎ ঝিক্কিনীবাতং বৈ বৃক্ষমিস্ত্রাশনির্যথা ॥

আদ্রক ও তগরের মূল তক্র সহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে ঝিক্কিনীবাত বিনাশ পায়। ইন্দ্রবজ্র যেরূপ বৃক্ষকে নিপাত্তিত করে, এই ঔষধ সেইরূপ বাতরোগ দূর করিয়া দেয়।

অভয়া সৈন্ধবং শুষ্ঠীরেতং পিষ্টোদকেন তু ।

ভক্ষয়িত্বা হৃজীর্ণস্ত নাশো ভবতি নিশ্চিতং ॥

হরীতকী, সৈন্ধব ও শুষ্ঠী এই তিন দ্রব্য জলে মর্দন পূর্বক ভক্ষণ করিলে হৃজীর্ণরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

শ্বেতাপরাজিতাপত্রং নিম্বপত্ররসেন তু ।

নস্তদানাং ডাকিনীনাং পিতৃণাং ব্রহ্মরক্ষসাং ।

মোকঃ শ্বান্দধুনারেণ নশ্টাচ্চৈব হুরেশ্বরি ॥

হে সুরেশ্বরী ! শ্বেত অপরাজিতার গাত্র নিষণ্ডের রসের সহিত
মর্দন করিয়া মধু সহযোগে তাহার নস্ত্র লইলে ডাঙ্কনী, পিত্তগণ ও
ব্রক্ষরাক্ষস ইহাদিগের উপদ্রব বিনাশ পায় ।

কট্টতৈলেন লিপ্তো নৈ বিধৃমাগ্নৌ প্রতাপিতঃ ।

মুত্তিকাখাদিতঃ পাদঃ শমঃ স্রাৎ প্রাণবল্লভে ॥

কো. প্রাণবল্লভে ! বহুক্ষণ কন্দমে ভ্রমণ করিলে পদাঙ্গুলি সন্ধিতে
অথবা পদতলে যে ক্ষত হয়, কট্টতৈল লেপন পূর্বক ধূমশূত্র অগ্নিতে
সেই পাদ তপ্ত করিলে ক্ষত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কর্পরগব্যসর্পিভ্যাং প্রহারঃ পুরিতঃ সতি ।

শস্ত্রোদ্ধবো বন্ধনশ্চ শুক্লবস্ত্রেণ শুদৃঢ়ং ।

পাকশ্চ বেদনা চৈব ন স্পৃশন্তু কদাচন ॥

হে দেবি ! দেহের কোন স্থলে অধিক আঘাত বা শস্ত্রজনিত
প্রহার লাগিলে সেই স্থলে গব্য ঘৃত ও কর্পূরদ্বারা পুরিত করত শুক্ল
বস্ত্রদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে । এই প্রকার করিলে সেই প্রহার-
স্থল পাকিতে পারে না কিম্বা সে স্থলে বাথা অনুভূত হয় না ।

অন্নস্বিন্নহরিদ্রা চ শ্বেতসর্ষপমূলকং ।

বীজানি মাতুলুঙ্গশ্চ এষামুদ্বর্তনং সমং ।

সপ্তরাত্রপ্রয়োগেন শুভদেহকরং ভবেৎ ॥

অগ্নের সহিত হরিদ্রা সিদ্ধ করিয়া তৎসহ শ্বেতসর্বপমূল ও লেবুবীজ
মর্দন করিবে। পরে সেই ঔষধদ্বারা একসপ্তাহ দেহে উদ্বর্তন করিলে
শরীরের কাস্তি বৃদ্ধি পায়।

মার্জ্জারপললং বিষ্ঠা হরিতালঞ্চ ভাবিতং ।
ছাগমূত্রেণ তল্লিপ্তো মুষিকো মুষিকান্ হরেৎ ।
মুক্তো হি মন্দিরে দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

বিড়ালের মাংস ও পুরীষ হরিতালে ভাবনা দিয়া তাহা অজামুত্র
দ্বারা মর্দন পূর্বক একটা মুষিকের গাত্রে লেপন করিয়া তাহাকে গৃহমধ্যে
ছাড়িয়া দিবে। তাহা হইলে সেই মুষিক অপরাপর মুষিকগণকে ধ্বংস
করে সন্দেহ নাই।

ত্রিফলোজ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকং ।
লাক্ষা সর্জ্জরসশ্চৈব বিড়ঙ্গশ্চৈব গুগ্গুলুঃ ।
এতৈধুপো মক্ষিকানাং মশকানাং বিনাশনঃ ॥

ত্রিফলা, অজ্জুনপুষ্প, ভেলা, শিরীষ, লাক্ষা, ধূপ, বিড়ঙ্গ, গুগ্গুলু এই
সমস্ত দ্রব্য একত্র করত ধূপ প্রদান করিলে সেই গৃহের যাবতীয় মক্ষিকা
ও মশক বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অদর্শনায়া মূলস্তু পুষ্যক্ষেত্রে সমাহৃতং ।
নিক্ষিপ্তং গৃহমধ্যে তু ভুজঙ্গা বর্জ্জয়ন্তি তৎ ॥

পুষ্ঠানশ্বত্রে শ্বদর্শনামূল উত্তোলন করিয়া গৃহমধ্যে স্থাপন করিলে
দীপগণ সেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে ।

কটিবন্ধং নিম্নমূলমক্ষিশূলহরং ভবেৎ ।

শণমূলং সতাস্মূলং দক্ষমিন্দ্রিয়কল্পহং ॥

কটিদেশে নিম্নমূল বন্ধন করিলে চক্ষুঃশূল বিনাশ পায় । শণমূল ও
সতাস্মূল দক্ষ করিয়া সেবন করিলে ইন্দ্রিয়বিকার বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

মধ্বাজ্যসৈন্ধবৈঃ সিক্তগুড়গৈরিকণ্ডগুণ্ডলৈঃ ।

সসর্জ্জরসক্ষুটিতঃ ক্রোমশুদ্ধিশ্চ লেপনাৎ ॥

মধু, ঘৃত, সৈন্ধব, মম, গুড়, গেরিমাটি, গুগ্গুলু ও ধূপ এই সমস্ত
দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া লেপন করিলে ক্রোমশুদ্ধি হইয়া থাকে ।

শরপুঞ্জালঙ্কাপুকাপাঠা চৈষান্ত মূলকং ।

জলপিষ্টং তস্মৈ লেপাৎ শাস্ত্রাঘাতঃ প্রশাম্যতি ॥

শরপুঞ্জা, লঙ্কা, লুলতা ও অন্ধাদি ইহাদিগের মূল জলে মর্দন পূর্বক
লেপন করিলে শাস্ত্রাঘাত জন্ত ক্ষত শাস্তি হইয়া থাকে ।

তিলতৈলং চাগ্নিদধ্বযবভস্মসমম্বিতং ।

অগ্নিদধ্বত্রণং নশোদ্ধলশঃ কৃতলেপতঃ ॥

অগ্নিদধ্ব যবভস্ম ও তিলতৈল একত্র মিশাইয়া পুনঃ পুনঃ লেপন
করিলে অগ্নিদধ্ব ক্ষত বিনাশ পায় ।

সজ্জলং তিলতৈলঞ্চ অপামার্গস্ত্র মূলকং ।

তৎসেকদানামশ্লেচ্চ প্রহারোস্তুববেদনা ॥

জল, তিলতৈল ও অপামার্গের মূল এই সমস্ত দ্রব্যাদ্বারা সেক দিলে
প্রহারজনিত বেদনার উপশম হইয়া থাকে ।

মূলঞ্চ কাকজজ্বায়াস্ত্রিরাত্রেণৈব শোষিতঃ ।

পাকপূতিবেদনাঞ্চ হস্তি বৈ রোহিতে ব্রণে ॥

ব্রণস্থলে তিনরাত্রি কাকজজ্বার মূল পূতিত করিয়া রাখিলে পাক,
ভগ্ন ও বেদনা নিবারণ হইয়া আস্ত ব্রণ শোষণ হয় ।

আত্মমূলরসেনৈব শস্ত্রঘাতঃ প্রপূরিতঃ ।

টোকতে শস্ত্রঘাতঃ স্ত্রাৎ নিব্রণো যতপূরিতঃ ॥

শস্ত্রঘাত স্থল ঘৃত ও আত্মমূলের রসদ্বারা পূরিত করিলে উহা আবৃত
হইতে পারে না ।

নবনীতং মাহিষঞ্চ দগ্ধপিষ্টতিলানি চ ।

সভল্লাকং ব্রণং নশোদ্ধৃচ্ছূলং নস্যালেপতঃ ॥

দগ্ধপিষ্টতিল ও ভেলা মর্দন করিয়া তাহার সহিত মাহিষ নবনীত
মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধদ্বারা নশ্ত গ্রহণ করিলে অথবা লেপ দিলে ব্রণ
ও হৃচ্ছল বিনষ্ট হয় ।

সৰ্জ্জবসঃ সিক্তকঞ্চ জীরকঞ্চ হবীতকী ।

তৎসাম্বিতঘৃতাভ্যঙ্গো হৃগ্নিদন্ধব্যাণাপনুৎ ॥

ধূপ, মম, জীরক, হরীতকী এই সমস্ত বস্তুর সহিত ঘৃতসিক্ত করিয়া
অভ্যাঙ্গ করিলে অগ্নিদন্ধ ব্যাধি নিবারণ হইয়া থাকে ।

ঘৃতলিপ্তং শক্কু কঞ্চ ছাগীক্ষীরেণ সংযুতং ।

তল্লেপাৎ পাদয়োৰ্নশ্যাৎ সন্তাপো নাত্র সংশয়ঃ ॥

ঘৃতলিপ্ত শক্কু অজাহুঙ্কের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাদে লেপন করিলে
পাদদাহ বিনাশ পায় ।

বৃহতীকশ্চ বৈ মূলং সংপিষ্টমুদকেন চ ।

পীতং সংঘাতবাতশ্চ বিপাটনকৃদেব চ ॥

বৃহতীমূল জলে মর্দন করিয়া পান করিলে সংঘাতবাত বিনষ্ট হয় ।

অশ্বগন্ধামূলকাভ্যাং সিদ্ধা বল্লীকমৃত্তিকা ।

এতয়া মর্দনাদেবি উরুস্তম্ভং প্রশাম্যতি ॥

অশ্বগন্ধা ও মূলক এই দুই দ্রব্যের সহিত বল্লীকমৃত্তিকা সিদ্ধ করিয়া
প্রলেপ দিলে উরুস্তম্ভ নিবারিত হইয়া থাকে ।

শৈলিশৈবালাগ্নিমস্থশুষ্ঠীপাষাণভেদকং ।

শোভাঞ্জনং গোক্ষুরদ্বা বরুণচ্ছন্নমেব চ ॥

শোভাঞ্জনস্ত মূলঞ্চ এতৈঃ কথিতবারি চ ।

দণ্ডা তিস্তৃ যবক্ষারং পিত্তবাতবিনাশনং ॥

শিলাজুতু, অগ্নিমহু, শুগী, পাষণভেদী, সজিনা, গোক্ষুর, বরুণতৃক, সজিনামূল এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া তাহাতে হিঙ্গ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাত ও পিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

দ্বিভাগং ছাগদুগ্ধেন তৈলপ্রস্থস্থ সাধিতং ।

রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠালাক্ষাণাং কর্ষকেণ বা ।

যষ্টিমধুকুক্ষুমাভ্যাং সপ্তাহানুখকাস্তিকৃৎ ॥

দুই ভাগ অজাদুগ্ধ, এক প্রস্থ তৈল এবং দুই দুই তোলাক পরিমাণে রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, যষ্টিমধু ও কুক্ষুম এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া মুখে লেপন করিলে সাত দিনের মধ্যে মুখকাস্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

শোভাঞ্জনপত্ররসং মধুযুক্তং হি চক্ষুষোঃ ।

শ্ভরণাৎ রোগহরণং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

সজিনাপত্রের রস মধুর সহিত মিশাইয়া নেত্র প্রদান করিলে নেত্র-রোগ আরোগ্য হয় সন্দেহ নাই ।

বিভীতকান্ধিমজ্জস্ত শঙ্খনাভিস্নানঃশিলা ।

নিম্বপত্রমরীচানি অজামূত্রেণ পেষয়েৎ ।

পুষ্ণং রাত্র্যন্ধতাঃ হস্তি তিমিরং পটলস্তথা ॥

ভেলার আঠির শাঁস, নাভিশঙ্খ, মনঃশিলা, নিষপত্র ও মরিচ এই সমস্ত দ্রব্য অজামুত্রে মর্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে পুষ্প, রাজ্যক্ষতা, পটল ও তিমির নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব করঞ্জস্য ফলানি চ ।

সৈন্ধবং রজনী দ্বৈ চ ভৃঙ্গরাজরসেন হি ।

পিষ্টা তদঞ্জনা দেব তিমিরা দিবিনাশনং ॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, করঞ্জাফল, সৈন্ধব, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, এই সমস্ত দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত মর্দন করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমিরাদি রোগ ধ্বংস হয়।

শুক্লৈরগুস্ত মূলেন পত্রৈগাপি প্রসাধিতং ।

ছাগদুগ্ধসেকযুক্তাচ্চক্ষুষোর্বাতরোগনুং ॥

শুক্ল এরণ্ডের মূল ও পত্রের সহিত অজাদুগ্ধ পাক করিয়া নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে নেত্রবাত অর্থাৎ চক্ষুবেদনা উপশান্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ঘোষাফলমথাস্রাতং পীতং কামলনাশনং ।

ঘোষাফলের গন্ধ আঘ্রাণ করিলে কিংবা ঘোষাফল শুষ্ক করিলে কামলারোগ বিনাশ পায়।

দূর্বাদাড়িমপুষ্পস্ত অলক্তকহরীতকী ।

নাসার্শবাতরক্তনুং নস্তাদৈ স্বরসেন হি ॥

দুষ্কা, দাড়িমপুষ্প, আলতা ও হরীতকী ইহাদিগের স্বরূপের নশ্ত লইলে
নাসার্শ ও নাসা হইতে রক্তশ্রাব নিবারণ হয় ।

মুস্তকং কুষ্ঠমেলা চ যষ্টিকং মধু বালকং ।

ধন্যাকমেতদদনান্মুখদুর্গন্ধনুচ্ছিবে ॥

হে শিবে ! মুখা, কুড়, এলাইচ, যষ্টিমধু, মধু, বাল ও ধনিয়া এই
সমস্ত দ্রব্য একত্র ভক্ষণ করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় ।

দন্তকোটবিনাশঃ স্যাৎ গুজামূলস্ত চর্কণাৎ ।

গুজামূল চর্কণ করিলে দন্তকোট বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কাকজজ্যান্মুহীনীলীকষায়ো মধুযোজি তঃ ॥

দস্তাক্রান্তং দস্তজাংশ্চ কুমীনাশয়তে শিবে ॥

কাকজজ্যা, মিষ্ণু ও নীল ইহাদিগের কষায় মধু সহযোগে পান করিলে
দস্তাক্রান্ত নামক রোগ ও দস্তকুমি বিনাশ পায় ।

হরীতকীকষায়েণ মৃন্দা দস্তান্ প্রলপয়েৎ ।

দস্তাঃ স্মার্লোহিতাঃ পুংসঃ শ্বেতা দেবি ন সংশয়ঃ ॥

হরিতালং যবক্ষারং পত্রাজং রক্তচন্দনং ।

জাতিহিঙ্গুলকং লাক্ষা পক্ত্বা দস্তান্ প্রলপয়েৎ ॥

হরিতাল, যবক্ষার, তেজপত্র, রক্তচন্দন, জাতীফল, হিম্মূল, লাক্ষা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করত ঔষধ প্রস্তুত করিবে। পরে হরীতকীর কষায় দ্বারা দস্তমার্জন করিয়া উক্ত ঔষধ লেপন করিলে রক্তবর্ণ দস্ত শ্বেতবর্ণ হয়।

হরিদ্রানি স্বপত্রাণি পিঙ্গলো মরীচানি চ ।

বিড়ঙ্গভঙ্গং মুস্তঞ্চ সপ্তমং বিশ্বভেষজং ॥

গোমূত্রেণ চ পিষ্টৈব কৃতা চ বটিকাং শিবে ।

অজীর্ণকঃ ভবেচ্চৈবং দয়ঃ বিস্মৃচিকাপহং ॥

হরিদ্রা, নিষপত্র, পিঙ্গলী মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুখা ও শুগী এই সমস্ত দ্রব্য একত্র গোমূত্রের সহিত মর্দন পূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার একটা সেবন করিলে বিস্মৃচিকা বিদূরিত হইয়া থাকে।

পটোলং মধুনা হস্তি গোমূত্রেণ তথার্ব্বদং ।

এষা চ শঙ্করীবর্ত্তিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহা ॥

উপরোক্ত বটী মধু সহযোগে মর্দন করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে চক্ষুর ছান এবং গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে অর্কদুঃ নামক রোগ বিনাশ পায়। ইহাকে শঙ্করীবর্ত্তি কহে, ইহা দ্বারা সর্কপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণয়োঃ কৃমিনাশঃ শ্রাৎ কটুতৈলশ্চ পূরণাৎ ।

কটু তৈল কর্ণরঞ্জে পূরণ করিলে কর্ণের কৃমি বিনষ্ট হয়।

মূলকং শিথ মন্দাগ্নৌ রসং তস্মৈ প্রপূরয়েৎ ।
কর্ণয়োঃ পূরণান্তেন কর্ণস্রাবো বিনশ্চতি ॥

মন্দাগ্নিতে মূলক সিদ্ধ করিয়া তাহার রস কর্ণে পূরণ করিলে কণ-
স্রাব বিনাশ পায় ।

শুকমূলকশুগীনাং ক্ষারো হিঙ্গু মহৌষধঃ ।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠং দারু শিগ্রু রসায়নং ॥
সৌবর্চলং যবক্ষারং তথা সর্জ্জকসৈন্ধবং ।
তথা গ্রান্থি বিড়ং মুস্তং মধুযুক্তং চতুগুণং ॥
মাতুলুঙ্গরসস্তদ্বৎ কদল্যাশ্চ রসো হি তৈঃ ।
পকতৈলং হরেদাশু স্রাবাদীংশ্চ ন সংশয়ঃ ॥

শুক মূলকের ও শুগীর ক্ষার, হিঙ্গু, শুগী, শুল্ফা, বচ, কুড়, দারু হরিদ্রা,
সজিনা, সৌবর্চল, যবক্ষার, ধূপ, সৈন্ধব, পিঙ্গলী, বিড়ঙ্গ, ও মুখা এই সমস্ত
বস্তুর সহিত চারিগুণ মধু, লেবুর রস ও কদলীর রস একত্র করিয়া তৈল
পাক করিবে । এই তৈল সেবন করিলে নাবীজাতির স্রাবাদি রোগ
বিদূরিত হয় ।

অর্কপত্রং গৃহীত্ব তু মন্দাগ্নৌ তাপয়েচ্ছনৈঃ ।
নিষ্পীড্য পূরয়েৎ কর্ণৌ কর্ণশূলং বিনশ্চতি ॥

আকন্দের পত্র মন্দ মন্দ অগ্নিতে সস্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন করত রস
বাহির করিয়া সেই রসদ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল বিনাশ পাইয়া থাকে ।

প্রিয়ঙ্গু মধু কাষাষ্টি ধাতু ক্যুৎ পলপং ক্তিভিঃ ।

মঞ্জিষ্ঠা লোহলাক্ষাভিঃ কপিথস্বরসেন চ ।

পচেতৈত্তলং তথা স্ত্রীণাং নশ্যাৎ ক্লেদঃ প্রপূরণাৎ ॥

প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, ধাতকী, উৎপল, ম'জ্জিষ্ঠা, লোহ, লাক্ষা ও কদবেলের
স্বরস এই সমস্ত বস্তুর সহিত তৈল পাক করিয়া সেই তৈল পূরণ করিলে
নারীগণের শ্রাবাদি দোষ বিনাশ পায় ।

সর্ষপাশ্চ বচা চৈব মদনশ্চ ফলানি চ ।

মার্জ্জারবিষ্ঠা ধূতুরং স্ত্রীকেশেন সমন্বিতঃ ।

চাতুর্থকহরো ধূপো ভাকিনীজরনাশকঃ ॥

সর্ষপ, বচ, মদনফল, মার্জ্জারের বিষ্ঠা, ধূতুরবীজ, ও স্ত্রীলোকের কেশ
এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ওদ্বারা ধূপ প্রদান করিলে চাতুর্থক জ্বর ও
ভাকিনী জ্বর বিনাশ পায় ।

তাম্বুলঞ্চ স্নাতং ক্ষৌদ্রং লবণং তাম্রভাজনে ।

তথা পয়ঃ সমায়ুক্তং চক্ষুঃশূলহরং পরং ॥

তাম্বুল, স্নাত, মধু ও লবণ এই সমস্ত দ্রব্য তাম্রপাত্রে ছুই সহযোগে
মর্দন করিয়া নেত্রে প্রদান করিলে নেত্রশূল বিনষ্ট হয় ।

শঙ্খমামলকং পত্রং ধাতক্যাঃ কুসুমানি চ ।

পিষ্টা তৎপয়সা সার্কিং সপ্তাহং ধারয়েন্মুখে ।

স্নিগ্ধাঃ খেতাশ্চ দস্তাশ্চ ভবন্তি বিমলপ্রভাঃ ॥

শঙ্খ, আমলকী, তেজপত্র, খাইপুল্প এই সমস্ত দ্রব্য সহযোগে পেষণ করিয়া সাত দিন যুখে ধারণ করিলে দন্তসমূহ স্নিগ্ধ, শুভ্রবর্ণ ও পরিস্কৃত হয় ।

পিপ্পলী ত্রিফলাচূর্ণং মধুনা লেহয়েন্নরঃ ।

নশ্যতে পীনসঃ কাসঃ শ্বাসশ্চ বলবন্তরঃ ॥

পিপ্পলী ও ত্রিফলা চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে দাক্ষণ শ্বাস, কাস ও পীনস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সুখা চ হরিতালঞ্চ শঙ্খভস্ম মনঃশিলা ।

সৈন্ধবেন সঠৈকত্র ছাগীমূত্রেণ পেষয়েৎ ।

তৎক্ষণাৎঘর্তনাদেব লোমশাতনমুক্তমং ॥

বিষ, হরিতাল, শঙ্খভস্ম, মনঃশিলা ও সৈন্ধব এই সমস্ত দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে তত্ৰতা বোম সকল উঠিয়া যায় ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং ব্যোমং হিঙ্গু মনঃশিলা ।

কাসে শ্বাসে চ হিকায়াম্ লিহ্যৎ ক্ষৌদ্রেঃ স্নাতপ্লুতং ॥

হরীতকী, বচ, কুড়, ত্রিকটু, হিঙ্গু, ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য স্নত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে কাস, শ্বাস ও হিকারোগ বিনষ্ট হইয়া যায় ।

শুষ্টি চ শর্করা চৈব তথা ক্ষৌদ্রেন সংযুতা ।

কোকিলম্বর এব স্নাদ্গুণ্ডিকাভুক্তিমাত্রতঃ ॥

শুষ্টি ও শর্করা মধুর সহিত মিশ্রিত করত গুড়িকা করিয়া ভক্ষণ করিলে কোকিলের সদৃশ কণ্ঠস্বর হইয়া থাকে ।

সমূলচিত্রকং ভাস্য পিপ্পলীচূর্ণকং লিহেৎ ।

শ্বাসং কাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুমিশ্রাং সুরেশ্বরী ॥

সমূল চিত্তাভাস্য ও পিপ্পলীচূর্ণ এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে শ্বাস, কাস ও হিক্কারোগ বিনাশ পায় ।

অতসীমাষগোধূমচূর্ণং কুহা তু পিপ্পলীং ।

ঘৃতেন লেপয়েদগাত্রমেভিঃ সার্কং বিচক্ষণঃ ।

কন্দর্পসদৃশো মর্ত্যো নিত্যং ভবতি নিশ্চিতং ॥

অতসী, মাষ, গোধূম ও পিপ্পলী এই সমস্ত চূর্ণ করিয়া ঘৃত সহ মিশ্রিত করত প্রত্যহ অঙ্গে লেপন করিলে কন্দর্পের স্থায় কাস্তিমান্ হওয়া যায় ।

নীলোৎপলং শর্করা চ মধুকং পদ্মকং সমং ।

তণ্ডুলোদকসংমিশ্রাং প্রশমেদ্রক্তবিক্রিয়াং ॥

নীলোৎপল, শর্করা, মধু ও পদ্ম এই সমস্ত তুল্য পরিমাণে লইয়া তণ্ডুল-জলের সহিত সেবন করিলে রক্তবিকার প্রশান্ত হইয়া থাকে ।

শর্করাং মধুসংযুক্তাং পীত্বা তণ্ডুলবারিণা ।
রক্তাতিসারশমনং ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥

তণ্ডুলছলের সহিত শর্করা ও মধু মিশ্রিত করত পান করিলে
রক্তাতিসার বিনষ্ট হয় ।

কুষ্ঠং স্বচূর্ণিতং কুত্বা ঘৃতমাক্ষিকসংযুতং ।
ভক্ষয়েৎ স্বপ্নবেলায়ং বলীপলিতনাশনং ॥

কুড় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত করত নিদ্রার
সময়ে ভোজন করিলে বলীপলিতাদি দৃক লক্ষণ তিরোহিত হয় ।

ধাতকীং সোমরাজীঞ্চ ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ ।
দুর্বলশ্চ ভবেৎ শূলো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ধাই পুষ্প ও সোমরাজী দুইয়ের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিলে
দুর্বল ব্যক্তিও বলবান্ হয় ।

যবাস্তিলাশ্বগন্ধা চ মুষলী সরলা গুড়ং ।
এভিচ্চ রচিতাং জঙ্ঘা তরুণো বলবান্ ভবেৎ ॥

যব, তিল, অশ্বগন্ধা, তালমূলী, সরলকাষ্ঠ ও গুড় এই সমস্ত ভোজন
করিলে তরুণবয়স্ক ব্যক্তি অত্যন্ত বলশালী হইয়া থাকে ।

হিঙ্গুং সৌবর্চলং শুগ্গাং পীহা তু কথিতোদকৈঃ ।

পরিণামাখ্যশূলঞ্চ অজীর্ণৈধেব নশ্চতি ॥

হিঙ্গু, সৌবর্চল, ও শুগ্গা এই কয় দব্যের কাথ সেবন করিলে পরিণাম-
শূল ও অজীর্ণ রোগ ধ্বংস হয় ।

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং বলী লভেৎ ।

ক্ষীরশী চ ক্ষয়ী পুষ্টিং মেধাকৈবাতুলাং লভেৎ ॥

শর্করা ও মধুর সহিত নবনীত লেহন পুষ্কক ক্ষীর সেবন করিলে
ক্ষয়রোগী বলক্ষণ পুষ্টি ও মেধা লাভ করে সন্দেহ নাই ।

পীহা ক্ষীরং ক্ষৌদ্রযুতং নাশয়েদস্থজঃ শ্রুতিং ।

মধু ও দুগ্ধ একত্র করত সেবন করিলে রক্তশ্রাব বিনাশ পাইয়া থাকে :

অটরুষকমূলেন ভগং নাভিঞ্চ লেপয়েৎ ।

সুখং প্রসূয়তে নারী নাত্র কার্গ্যা বিচারণা ॥

বাসকের মূল পেষণ পুষ্কক নাভিদেলে প্রলেপ দিলে অনায়াসে সুখে
প্রসব হইয়া থাকে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

পারাবতশ্চ চাক্ষৌণি হরিতালং মনঃশিলা ।

এতদ্যোগাদ্ বিষং হস্তি বৈনতেয় ইবোরগান্ ॥

পারাবতের চক্ষু, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করত সেবন করিলে গুরুড় দর্শনে সর্পের ভ্রাম্য বিষ বিদূরিত হয়।

ব্রহ্মদণ্ডীতিলান্ কাথ্য চূর্ণং ত্রিকটুকং পিবেৎ ।

নাশয়েৎ রক্তগুল্মানি নিরুদ্ধং রক্তমেব চ ॥

ব্রহ্মদণ্ডী ও তিল ঈহাদিগের কাথ প্রস্তুত করিয়া তৎসহ ত্রিকটুচূর্ণ পান করিবে। ইহা দ্বারা রক্তগুল্ম ও রক্তনিরোধ প্রাপ্ত হইবে।

সৈন্ধবং ত্র্যম্বকং চূর্ণং দধিমধ্বাজ্যসংযুতং ।

বৃশ্চিকস্ত্র বিষং হস্তি লেপোহয়ং পরমেশ্বরি ॥

হে পরমেশ্বরি ! সৈন্ধব, ত্রিকটুচূর্ণ, দধি, মধু, ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে বৃশ্চিকবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে :

কুলীরচূর্ণং সঙ্কীরং পীতঞ্চ ক্ষয়রোগহুৎ ।

দুষ্কের সহিত কুলীরচূর্ণ সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনাশ পায়।

ত্রিফলার্দ্ৰককুষ্ঠঞ্চ চন্দনং স্তূতসংযুতং ।

এতৎ পলাচ লেপাচ্চ বিষনাশো ভবেচ্ছিবৈ ॥

ত্রিফলা, আদা, কুড়, চন্দন ও ঘৃত এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেকে অটতোলা পরিমাণে লইয়া একত্র করত তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে বিষদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যষ্টিমধুপলৈকেন পকুমুষ্ণোদকং পিবেৎ ।

বিষ্টম্ভিকাঞ্চ হ্রৎশূলং হরত্যেব সুরেশ্বরী ॥

হে সুরেশ্বরী ! যষ্টিমধু একপল উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে
বিষ্টম্ভিকা ও হ্রৎশূল বিনাশ পায় ।

ওঁ হ্রং জঃ ।

মন্ত্রোহয়ং হরতে দেবি সর্ববৃশ্চিকজং বিষং ॥

হে পার্বতী ! ওঁ হ্রং জঃ এই মন্ত্র পাঠপূর্বক হস্তার্পণ করিলে
যাবতীয় বৃশ্চিকবিষ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

পিপ্ললী নবনৌতঞ্চ শৃঙ্গবেরঞ্চ সৈন্ধবং ।

মরীচং দধি কুষ্ঠঞ্চ নস্ত্রে পানে বিষং হরেৎ ॥

পিপ্ললী, নবনৌত, শৃঙ্গবের, সৈন্ধব, মরীচ, দধি, ও কুড় এই সকল দ্রব্য
একত্র করিয়া তদ্বারা নস্ত্র গ্রহণ করিলে অথবা উহা সেবন করিলে যাবতীয়
বিষের প্রতীকার হয় ।

মরীচং শৃঙ্গবেরঞ্চ কুটজত্বমেব চ ।

পানাস্ত গ্রহণী নশ্যেচ্ছশাকাকৃতিশেখরে ॥

হে শশিধরে ! মরীচ, আদা, কুটজত্বক এই সমস্ত দ্রব্য সেবন দ্বারা
গ্রহণী বিনষ্ট হয় ।

হরীতকীকুষ্ঠচূর্ণং কৃতা আশুঞ্চ পূরয়েৎ ।

শীতং পীত্বাথ পানীয়ং সর্ব্বছদ্দিনিবারণং ॥

হরীতকী ও কুড় চূর্ণ করত মুখে পূরণ করিবে । তদনন্তর শীতল জল পান করিলে ষাবতীয় ছর্দিরোগ বিদূরিত হয় ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরীচং তগরং বচা ।

দেবদারু রসং পাঠাং ক্ষীরেণ সহ পেষয়েৎ ।

অনেনৈব প্রয়োগেণ অতীসারো বিনশ্যতি ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, মরিচ, তগর, বচ, দেবদারু, রস, আক্নাদি এঁই সমস্ত বস্তু দুধের সহিত মর্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে অতীসার নিবারিত হয় ।

অশ্বগন্ধাভয়া চৈব উদকেন সমং পিবেৎ ।

রক্তপিত্তং বিনশ্যেত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

অশ্বগন্ধা ও হরীতকী জলের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত রোগ বিনাশ পায়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

মরীচতিলপুষ্পাভ্যামঞ্জনং কামলাপহং ।

মরীচ ও তিলপুষ্প এই দুই দ্রব্য পেষণ করত তদ্বারা অঞ্জন প্রদান করিলে কামলারোগ বিদূরিত হয় ।

অনন্তং শৃঙ্গবেরঞ্চ সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
 গুগ্গুলং গুড়তুল্যঞ্চ গুলিকমুপযুক্ত্য চ ।
 বায়ুশ্মায়ুগতকৈব অগ্নিমান্দ্যঞ্চ নাশয়েৎ ॥

অনন্তমূল ও আদা উৎকৃষ্টরূপে চূর্ণ করত তাহার সমভাগ গুগ্গুল ও গুড় মিশ্রিত করত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুলিকা সেবন দ্বারা বায়ুরোগ, শ্মায়ুগত রোগ ও মান্দ্যি বিদূরিত হয়।

হরীতকী সমগুড়া মধুনা সহ যোজিতা ।
 বিরেচনকরী দেবি ভবতীতি ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি! হরীতকী ও গুড় তুল্য পরিমাণে গ্রহণ পূর্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা বিরেচন হইয়া দেহ বিশুদ্ধ হয়।

শঙ্খপুষ্পীভু পুম্যেণ সমুদ্ধৃত্য সপত্রিকাং ।
 সম্ভাং ছাগীহৃক্ষেণ অপস্মারহরং পিবেৎ ॥

পুষ্কানক্ষত্রে পত্রসহ শঙ্খপুষ্পীভু উত্তোলন পূর্বক ছাগীহৃক্ষ সহ মর্দন করিয়া সেবন করিলে অপস্মার রোগ বিনাশ পায়।

ত্রিফলা চিত্রককৈব তথা কটুকরোহিণী ।
 উরুস্তম্ভহরো হ্যেব উত্তমস্ত বিরেচনঃ ॥

ত্রিফলা, চিতা ও কটিকী এই সমস্ত বস্তু একত্র করিয়া মন্দন পূরক লেপ প্রদান করিলে উরুস্তম্ভ বিনাশ পায় এবং সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হইয়া থাকে ।

গুড়ু চীপদ্ব্যকারিষ্টধন্যাকং রক্তচন্দনং ।

পিভ্যশ্লেষ্মজ্বরচ্ছদ্দিদাহতৃষ্ণান্নমগ্নিকৃৎ ॥

গুড়ু চী, পদ্মকাষ্ঠ, ধনিয়া, কুড়, রক্তচন্দন এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা পিভ্যশ্লেষ্ম জ্বর, ছদ্দি, দাহ ও তৃষ্ণা বিনাশ পায় এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

হরীতকী শৃঙ্গবেরং দেবদারু চ চন্দনং ।

কাথয়েচ্ছাগদুগ্ধেন অপামার্গশ্চ মূলকং ।

জয়ন্ত্যা বা চোক্রস্তম্ভং সপ্তরাত্রে তু নাশয়েৎ ॥

হরীতকী, আদা, দেবদারু, রক্তচন্দন, অপামার্গের মূল ও জয়ন্তীমূল এই সমস্ত দ্রব্য অজাচক্ৰসহ পাক করিয়া সেই কাথ সেবন করিলে সাত দিন মধ্যে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

শ্রোত্রে বদ্ধা শঙ্খপুষ্পী জ্বরং মন্ত্ৰেণ বৈ হরেৎ ।

ওঁ জস্তিনী স্তস্তিনী মোহয় সর্বব্যাদীন মে বজ্রেণ

ঠঃ ঠঃ সর্বব্যাদীন বজ্রেণ ফট্ ॥

শঙ্খপুষ্পীর মূল উত্তোলন পূরক ওঁ জস্তিনী স্তস্তিনী ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ সহকারে কর্ণে বন্ধন করিলে জ্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

অজাহুৎস্বমার্দ্রকঞ্চ পীতং প্লীহাদিনাশনং ।

অজাহুৎস্বের সহিত আদা মিশ্রিত করত পান করিলে প্লীহা প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ।

সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ সোমরাজী তু সর্ষপঃ ।

রজনী দ্বৈ বিষকৈব গোমূত্রেণৈব পেষয়েৎ ।

কুষ্ঠনাশশ্চ তল্লেপাৎ নিম্বপত্রাদিনা তথা ॥

সৈন্ধব, বিড়ঙ্গ, সোমরাজী, সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিষ ও নিম্বপত্র এই সমস্ত দ্রব্য গোমূত্র সহ পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠরোগ পলায়ন করে ।

জম্বুফলং হরিদ্রা চ সর্পশ্চৈব চ কপ্লুকং ।

সর্বজ্বরানাং ধূপোহয়ং হরশ্চাতুর্থকশ্চ চ ॥

জম্বুফল, হরিদ্রা ও সর্পের খোলস এই কয় বস্তু একত্র করিয়া ধূপ প্রদান করিলে সর্বপ্রকার জ্বর, বিশেষতঃ চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পিপ্পলীঞ্চ হরিদ্রাঞ্চ গোমূত্রেণ সমন্বিতাং ।

প্রক্ষিপেচ্চ গুহ্যদ্বারে অর্শাংসি বিনিবারয়েৎ ॥

পিপ্পলী ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্য গোমূত্রের সহিত মর্দন করিয়া মল-
দ্বারে প্রদান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ।

করবীরং ভৃঙ্গপত্রং লবণং কুষ্ঠকর্কটং
চতুর্গুণেন মুত্রেন পচেত্তৈলং হরেচ্চ তৎ ।
পামাং বিচর্জিকাং কুষ্ঠমভ্যঙ্গাক্ষি ত্রণানি বৈ ॥

করবীর, ভৃঙ্গপত্র, লবণ, কুড়, কর্কট, এই সমস্ত বস্তু এবং
তৈল ও তৈলের চতুর্গুণ গোমূত্র এই সকল একত্র করিয়া তৈল পাক
করিবে। এই তৈল দ্বারা পামা, বিচর্জিকা প্রভৃতি কুষ্ঠ ও ত্রণ বিনাশ
প্রাপ্ত হয়।

পিপ্পলীমধুপানাস্ত তথা মধুরভোজনাৎ ।
প্লীহা বিনশ্যতে দেবি তথা শূরগসেবনাৎ ॥

হে দেবি ! পিপ্পলী ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, মধুর
দ্রব্য আহার করিলে কিংবা ওল ভক্ষণ করিলে, প্লীহারোগ বিনাশ পাইয়া
থাকে।

রজনীকন্দলীক্ষারলেপঃ সিগ্যাবিনাশনঃ ।
কুষ্ঠশ্চ ভাগমেকস্তু পথ্যা ভাগদ্বয়ং তথা ।
উষ্ণোদকেন সংপীত্বা কটিশূলবিনাশনঃ ॥

হরিদ্রা ও কন্দলীর ক্ষার একত্র করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান
করিলে সিগ্ধ নামা কুষ্ঠ বিদূরিত হয়। একভাগ কুড় ও দুই ভাগ
হরিতকী একত্র করত উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল বিনষ্ট
হইয়া থাকে।

ମାତୁଳଞ୍ଜୟା ନିର୍ଦ୍ଦାସଂ ଖୁଢ଼ାଞ୍ଜ୍ୟେନ ସମନ୍ୱିତଂ ।
 ବାର୍ତ୍ତାପିନ୍ଦୁଞ୍ଜୟାନି ହସ୍ତି ବୈ ପାନଯୋଗତଃ ।
 ଶୁଣ୍ଠୀ ମୋବର୍ଚ୍ଚଳଂ ହିନ୍ଦୁ ପୀତ୍ୱା ହୃଦୟରୋଗମୁତ୍ତଂ ॥

ଲେବୁର ରସ ଖୁଢ଼ ଓ ଘୃତ ସହ ମିଶ୍ରିତ କାରିୟା^୧ ସେବନ କରিলେ ବାୟୁପିନ୍ଦୁ-
 ଞ୍ଜନିତ ଶ୍ୱଳରୋଗ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଣ୍ଠୀ, ମୋବର୍ଚ୍ଚଳ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ
 ଏକତ୍ର କାରିୟା ପାନ କରিলେ ହୃଦୟରୋଗ ଦୂର ହୁଏ ଥାକେ ।

ଲୋହଚୂର୍ଣ୍ଣଂ ତକ୍ରପୀତଂ ପାଞ୍ଚରୋଗହରଂ ଭବେତ୍ ।
 ତଘ୍ନୁଲୀୟକଗୋକ୍ତୁରମୂଳଂ ପୀତଂ ପୟୋହସ୍ତିତଂ ॥
 କାମଳାଦିହରଂ ପୀତଂ ମୁଖରୋଗହରଂ ତଥା ।
 ଜାତୀମୂଳଂ ତକ୍ରପୀତଂ କୋଳମୂଳଂ ବ୍ରଜୀର୍ଣ୍ଣମୁତ୍ତଂ ॥

ତକ୍ରେର ସହିତ ଲୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ସେବନ କରিলେ ପାଞ୍ଚରୋଗ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ । ଦୁହେର
 ସହିତ ନଟିଘ୍ନାଶାକ ଓ ଗୋକ୍ତୁରର ମୂଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରତ ସେବନ କରিলେ କାମଳା ଓ
 ମୁଖରୋଗ ପ୍ରାଣାନ୍ତ ହୁଏ ଥାକେ ଆଉ ତକ୍ରେର ସହିତ ଜାତୀମୂଳ ଭଜ୍ଜନ କରিলେ
 ବ୍ରଜୀର୍ଣ୍ଣରୋଗ ବିନାଶ ପାଏ ।

କେତକୀପତ୍ରଞ୍ଜଂ କ୍ଷାରଂ ଖୁଢ଼େନ ସହ ଭକ୍ଷୟେତ୍ ।
 ତକ୍ରେଣ ଶରପୁଞ୍ଜାଂ ବା ପୀତ୍ୱା ପ୍ଳୀହାଂ ବିନାଶୟେତ୍ ॥

କେତକୀପତ୍ରର କ୍ଷାର ଖୁଢ଼େର ସହିତ କିଂବା ଶରପୁଞ୍ଜା ତକ୍ରେର ସହିତ
 ପାନ କରিলେ ପ୍ଳୀହାରୋଗ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ଥାକେ ।

সতক্রকুশমূলংবা বাকুচীমূলমেব বা ।

• কাঞ্জিকেন চ বাকুচ্যা মূলং১ৈ দন্তরোগনুং ॥

তক্রের সহিত কুশমূল ও সোমরাজীর মূল সেবন করিলে কিংবা কাঞ্জিক
সহিত সোমরাজীর মূল ভক্ষণ করিলে দন্তরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

তথেন্দ্রবাকুণীমূলং বারিপীতং বিষাদিহং ।

স্বরভিকামূলপানাদ্বাতনাশো ভবেচ্ছিবৈ ॥

তৈ শিবে ! জলের সহিত রাখালশসার মূল ভক্ষণ করিলে বিষদোষ
বিনষ্ট হয় আর চম্পকবৃক্ষের মূল ভক্ষণ দ্বারা বাতরোগ দূর হইয়া থাকে ।

শ্বেতাপরাজিতামূলং পিপ্পলীশুভ্রিকায়ুতং ।

• পরিপিক্তং শিরোলেপাৎ শিরঃশূলবিনাশনং ॥

শ্বেত অপরাজিতার মূল, পিপ্পলী ও শুভ্রী এই সমস্ত একত্র উত্তমরূপে
পেষণ করিয়া তদ্বারা মস্তকে লেপ প্রদান করিলে শিরঃশূল বিনষ্ট হইয়া
থাকে ।

শিরোরোগহরং লেপাৎ গুঞ্জাচূর্ণং সকাঞ্জিকং ।

গুঞ্জাচূর্ণ কাঞ্জির সহিত একত্র করিয়া লেপন করিলে শিরোরোগ
হরং হয় ।

নিগুণ্ডিকাশিফাং পীড়া গণ্ডমালাবিনাশনং ।

নিসিন্দার মূল ভক্ষণ দ্বারা গণ্ডমালা রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে ।

বাতজ্বরহরঃ কাথো গুড়চ্যা মুস্তকশ্চ চ ।

দুরালভৈঃ কৃতঃ কাথঃ পিত্তজ্বরহরস্তথা ॥

গুড়চী ও মুখা এই দুই দ্রব্যের কাথ দ্বারা বাতজ্বর এবং দুরালভার কাথ দ্বারা পিত্তজ্বর প্রশান্ত হইয়া থাকে ।

কিন্তু শূন্য দেবেশি জ্বরাদৌ লজ্জনং হিতং ।

কাথবারি ততঃ পীত্বা নিক্বাতপ্রদেশে বসেং ॥

কিন্তু হে দেবেশি ! জ্বর হইলে সর্বপ্রথমে লজ্জন অর্থাৎ উপবাসই প্রশস্ত । তৎপরে কাথবারি পান করিয়া নিক্বাত স্থলে অবস্থিতি করিবে ।

শুগ্ধীপর্পটমুস্তৈশ্চ বালকোশীরচন্দনৈঃ ।

সাজ্যঃ কাথঃ স্লেষাজন্ত সশুগ্ধীঃ সহদ্রালভঃ ।

সবালকঃ সর্বজ্বরং সশুগ্ধীঃ সহপর্পটঃ ॥

শুগ্ধী, ক্ষেতপাপড়া, মুখা, বালা, বেণামূল ও চন্দন এই সমস্ত বস্তুর কাথ করিয়া তাহাতে শুগ্ধীচূর্ণ ও দুরালভার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুত সহযোগে সেবন করিলে স্লেষাজনিত জ্বরের উপশম হইয়া থাকে আর বালা, শুগ্ধী ও ক্ষেতপাপড়া এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা সর্বপ্রকার জ্বর বিনাশ পায় ।

কফবাতজ্বরে দেয়ং জলমুষ্ণং পিপাসিনে ।

বিশ্বপর্পটকোশীরমুস্তচন্দনসাধিতং ॥

বাতশ্লেষ্মজ্বরে রোগীর তৃষ্ণা হইলে শুগ্ধী, ক্ষেতপাপড়া, বেণামূল, মুখা, ও রক্তচন্দন এই সমস্ত বস্তুর সহিত জল সিদ্ধ করিয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে পান করিতে দিবে।

তিত্তা পাঠা পটোলঞ্চ বিশালা ত্রিফলা ত্রিবৃং ।

সক্ষীরো ভেদনঃ কাথঃ সর্বজ্বরবিশোধনঃ ॥

কটুকী, আক্নাদি, পটোল, গোরক্ষকর্কটী, ত্রিফলা, তেউড়ী, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ করিয়া দুগ্ধসহ মিশ্রিত করত সেবন করিলে উদবভেদ হইয়া সর্বপ্রকার জ্বরের নিবৃত্তি হয়।

ধনুকানিস্মমুস্তানাং সমধুশ্চ মহেশ্বরী ।

পটোলপত্রযুক্তস্ত গুড়ুচীত্রিফলাযুতঃ ।

পীতোহখিলজ্বরহরঃ ক্ষুধাকৃদাতনুত্বয়ং ॥

ধনিয়া, নিম্ব, মুখা, পটোলপত্র, গুড়ুচী ও ত্রিফলা এই সমস্ত বস্তুর কাথ করিয়া মধু সহযোগে সেবন করিলে যাষতীয় জ্বর বিনাশ পায়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং বাতরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

পাচনং পিপ্পলীমূলং গুড়ুচীবিশ্বভেষজং ।

বাতজ্বরে ত্বয়ং কাথো দন্তঃ শান্তিকরঃ পরঃ ।

পিত্তজ্বরনুৎ সমধুঃ কাথঃ পর্পটনিম্বয়োঃ ॥

পিপ্পলীমূল, গুড়ুচী ও শুগ্ধী এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে বাতজ্বর বিনাশ পায় এবং ক্ষেতপাপড়া ও নিম্ব এই দুই দ্রব্যের কাথ মধুসহ সেবন করিলে পৈত্তিক জ্বর ধ্বংস হইয়া থাকে।

দত্বাং শূশীতলং বারি তৃট্ছদ্দিজ্বরদাহনুৎ ।

বিষাদিপঞ্চমূলস্য কাথঃ শ্রাদ্ধাতিকে জ্বরে ॥

শূশীতল জলপান দ্বারা ভূষণ, ছদ্দি জ্বর ও দাহ বিনাশ পায়
এবং বিষাদি পঞ্চমূলের * কাথ পান করলে বাতিকজ্বর প্রশান্ত
হইয়া থাকে ।

কাথশ্চ তিত্তকৈরগুণ্ড চীশুগ্রীমুস্তবৈঃ ।

পিত্তজ্বরহরঃ শ্রাদ্ধ জানীতি গিরিনন্দিনি ॥

হে পর্ষতনন্দিনি ! চিরতা, এরণ্ড, গুড়ুচী, শুগ্গী ও মুখা এই সকল
দ্রব্যের কাথ সেবন দ্বারা পৈত্তিক জ্বর বিদূরিত হয় ।

বালকোশীরপাঠাভিঃ কণ্টকারিকমুস্তবৈঃ ।

জ্বরমুচ্চ কৃতঃ কাথস্তথা বৈ সুরদীক্ষণা ॥

বালা, বেণামূল, আক্নাদি, কণ্টকারি, ও মুখা এই সমস্ত দ্রব্যের
কাথ পান করিলে অথবা কেবমাত্র দেবদারুর কাথ সেবন করিলেও
সর্বপ্রকার জ্বরের উপশম হয় ।

হরিদ্রানিষত্রিফলা মুস্তকৈর্দেবদারুণা ।

কষায়ং কটুরোহিণ্যা সপটোলং সপত্রকং ।

ত্রিদোষজ্বরমুচ্চ শ্রাৎ পীতন্তু কথিতং জলং ॥

বিষাদি পঞ্চমূল—বিষ, শোণা, গাভারী, পারুলী ও গণিয়ারী

হরিদ্রা, নিম্ব, ত্রিফলা, মুখা, দেবদারু, কটুকী, পটোল, পটোলপত্র
এই সমস্ত বস্তুর কাথ করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর বিনাশ
প্রাপ্ত হয়।

কণ্টকার্য্যা নাগরশ্য গুড়চ্যা পুষ্করেণ চ।

জঙ্ঘা নাগবলার্চুণং শ্বাসকানাদিমুত্তবেৎ ॥

কণ্টকারি, গুড়ী, গুড়চী, কুড় ও গোরক্ষ চাকুলিয়া এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ
করত সেবন করিলে শ্বাস ও কাসাদি রোগ ধ্বংস হয়।

বচোপকুঞ্চিকাজাতীকৃষ্ণাবাসকসৈন্ধবং।

অজাজী চ যবক্ষারং চিত্রকং শর্করাশ্চিতং ॥

পিষ্টালোড্য জলাঠৈশ্চ খাদয়েদঘৃতভজ্জিতং।

যোনিপার্শ্বাতিহ্রদ্রোগ গুল্মার্শো বিনিবর্তয়েৎ ॥

বচ, কৃষ্ণ জীরক, জাতিপত্র, তুলসী, বাসক, সৈন্ধব, জীরক, যবক্ষার,
চিত্রা, ও শর্করা এই সমস্ত বস্তু একত্র মর্দন পূর্বক জলে আলোড়ন করিয়া
ঘৃতে সম্ভার দিবে। ইহা পান করিলে স্ত্রীলোকের যোনিশূল, পার্শ্বশূল,
হ্রদ্রোগ, গুল্ম ও অর্শ বিনষ্ট হয়।

বদরীপত্রসংলপাৎ যোনিভিন্না প্রশাম্যতি।

লোপ্ততুষ্ণীফলালেপাৎ যোনেদ্যাত্যং কৰোতি চ ॥

বদরীপত্র পেষণ পূর্বক তদ্বারা যোনিতে লেপ প্রদান করিলে
যোনিবেদনা প্রশান্ত হয় এবং লোধ ও লাউ একত্র মর্দন করিয়া লেপ
দিলে দৃঢ় হইয়া থাকে।

পঞ্চপল্লবযষ্ট্যর্কমালতীকুসুমৈর্ঘৃতং ।

রবিপক্ষমস্বদরযোনিগন্ধবিনাশনং ॥

পঞ্চপল্লব, * যষ্টিমধু, আবন্দ ও মালতীপুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্র পক্ষ করিবে। পরে উহা সেবন করিলে অস্বদর ও যোনিগন্ধ বিনাশ পায়।

দুগ্ধস্মার্কাদৃকং চাজ্যামশ্বগন্ধা চ পুত্রদা ।

বন্ধ্যা পুত্রং লভেৎ পীত্বা ঘৃতেন ব্যোষকেশরং ॥

অদ্র আঢ়ক দুগ্ধ, ঘৃত ও অশ্বগন্ধা একত্র পাক করিয়া সেবন করিলে পুত্রলাভ হয়। আব ঘৃত সহ ত্রিকটু ও নাগকেশর সেবন করিলে বন্ধ্যাও পুত্র প্রসব করে।

কুশকাশোরুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকশ্য ।

শৃতং দুগ্ধং সিতায়ুক্তং গর্ভিণ্যা শূলশুং পরং ॥

কুশ, কাশ, এরঙ ও গোক্ষুর এই সকলের মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া শর্কবা মিশ্রিত করত সেবন করিলে গর্ভিণীর শূল ধ্বংস হইয়া থাকে।

* পঞ্চপল্লব—বট, অশ্বথ, কাঁঠাল, বকুল ও আম্র এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব হইলেই পঞ্চপল্লব বলা যায়।

পুতায়্য হৃচ্ছিরোবস্তিশূলমর্কন্দসংজিতং ।

যবক্ষারং পিবেত্তত্র মস্তু কোষোদকেন বা ॥

প্রসবাস্তে যদি প্রসূতির হৃদয়, শির কিম্বা বস্ত্রদেশে বেদনা হয়, তাহা হইলে দধির মাত্ৰ কিম্বা উষোদকের সহিত আকন্দমূল ও যবক্ষাব পান করিবে ।

দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সূত্রিকৃজাপহঃ ।

শালিতগুলচূর্ণম্ভ সতুংগং দুগ্ধকুন্তবেৎ ॥

দশমূলের কাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া সেবন করিলে প্রসূতির গাত্র বেদনা বিদূরিত হয় । দুগ্ধের সহিত শালিতগুলের চূর্ণ সেবন করিলে প্রসূতির স্তনে দুগ্ধসঞ্চার হইয়া থাকে ।

কুষ্ঠা বচাভয়া ব্রাহ্মী মধুকা ক্ষৌদ্রসর্পিষী ।

বর্ণায়ুঃকাস্তিজননং লেহং বালস্ত্য দাপয়েৎ ॥

কুড়, বচ, হরাতকী, ব্রাহ্মীশাক, যষ্টিমধু, মধু ও ঘৃত এই সমস্ত বস্তু বালককে লেহন করাইলে তদীয় বর্ণ, পরমাযুঃ ও কাস্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।

লৌহো মুস্তকাতিবিষা বমিকাসজ্বরে পিবেৎ ।

মুস্তশুষ্ঠীবিষারুণ-কূটজশ্চাতিসারমুৎ ॥

লৌহ, মুখা, আতিস এই সমস্ত দ্রব্য বমি, কাস ও জ্বর রোগে সেবন করিবে অর্থাৎ এই সকল একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করত তাহা পান করিবে। মুখা, শুষ্ঠী, বিষ, কুঙ্কম ও কুটজ এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ করত পান করিলে অতিসার রোগের নিবৃত্তি হয়।

সিদ্ধাশকরাশুষ্ঠীকণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ ।

বর্ষাদিস্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥

রসায়নাভিলাষী ব্যক্তিরা বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে সৈন্ধব, শকর শুষ্ঠী, পিপ্পলী, মধু ও গুড়ের সহিত হরীতকী ভোজন করিবে অর্থাৎ বর্ষাকালে সৈন্ধবের সহিত, শরৎকালে শকরের সহিত, হেমন্তকালে শুষ্ঠীর সহিত, শীতকালে পিপ্পলীর সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং নিদাঘকালে গুড়ের সহিত সেবন করিতে হয়।

মূঢ়কোষ্ঠশ্চ পিত্তেন থরো বাতকফাশ্রয়াৎ ।

মধ্যমঃ সমদোষে স্তাৎ ত্রিবৃৎ পিত্তে বিরেচনং ॥

পিত্তাধিকো মূঢ়, বাতকফাশ্রয়ে থর এবং সমদোষে সমবিরেচন কর্তব্য। পিত্তাধিক্য হইলে তেউড়ী দ্বারা বিরেচন দিবে।

শকরামধুসংযুক্তং সৈন্ধবং নাগরং ত্রিবৃৎ ।

হরীতকীবিড়ঙ্গানি গোমূত্রেণ বিরেচনং ॥

শুষ্ঠী, তেউড়ী, হরীতকী ও বিড়ঙ্গ এই সমস্ত গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া শকরা, মধু ও সৈন্ধবসহযোগে বিরেচনার্থে প্রয়োগ করিবে।

এরগুতৈলং ত্রিফলাকাথশ্চ দ্বিগুণস্তথা ।

বাতোল্লণেষু দোষেষু ভোজয়িত্বাথ বাময়েৎ ॥

বায়ু প্রবল হইলে এরগুতৈল ও তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ত্রিফলার কাথ
পান করাইয়া বমন করাইবে ।

শালিযষ্টিকগোধূমক্ষীরং সূতং রসো মধু ।

মজ্জা শৃঙ্গাটকযবকশেৰ্ব্বিৰ্ব্বারুগোক্ষুরং ।

গাস্তারী পোক্ষরং বীজং দ্রাক্ষা খৰ্জ্জুরকং বলা ।

নারিকেলেশ্কাঅগুপ্তা বিদারী ৫ পিয়ালকং ।

মধুকং তালকুয়াগুং মুখোহয়ং মধুরো গণঃ ॥

হে পার্শ্বতি! শালিধাতু, যষ্টিধাতু, গোধূম, ক্ষীর, সূত, রস, মধু,
মজ্জা, পানিফল, যব, বেগুন, কুটি, গোক্ষুর, গাস্তারী, পুষ্করবীজ, দ্রাক্ষা,
খৰ্জ্জুর, বেড়োলা, নারিকেল, ইক্ষু, আলকুশীলতা, ভূমি বুয়াগু, পিয়ালফল,
যষ্টিমধু, তাল ও কুয়াগু এই সমস্ত মধুর গণ বলিয়া পরিকীর্তিত ।

মূৰ্ছাদাহপ্রশমনঃ ষড়্ভিদ্ভিয়প্রসাদনঃ ।

কুমিকুং কফকৃচ্চৈব একোহত্যর্থং নিষেবিতঃ ॥

এই মধুর গণ মূৰ্ছা ও দাহরোগ প্রশান্ত করে এবং ইহা দ্বারা
ষড়্ভিদ্ভিয়ার প্রশমনতা সাধন হয় । ইহার মধ্যে যে কোন একটা বস্তু
অধিকপরিমাণে সেবন করিলে কফ ও কুমির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

শ্বাসকাসাস্ত্রমাধুৰ্য্যাস্ত্রস্বাতার্ক্যদানি চ ।

গলগণ্ডশ্লীপদানি গুড়লেপাদি কারয়েৎ ॥

উল্লিখিত মধু' গণের গুড়িকা সেবন করিলে কিংবা তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে শ্বাস, কাস, মুখমাধুৰ্য্য, স্বরঘাত, অৰ্ক্যদ, গলগণ্ড ও শ্লীপদরোগ ধ্বংস হইয়া থাকে ।

দাড়িমামলকাম্রঞ্চ কপিথকরমর্দকৌ ।

মাতুলুঙ্গাম্রাতকঞ্চ বদরং তিস্তিডীফলং ॥

দধি তক্রং কাঞ্জিকঞ্চ লকুচং চায়বেতসং ।

অম্লো লোণঃ শুগ্ধীযুক্তো জারণঃ পাচনো রসঃ ॥

ক্লেদনো বাতকৃদৃম্মো বিদাহী চানুলোমনঃ ।

অম্লোত্যর্থং সেব্যমানঃ কুর্য্যাদৈ দন্তহর্ষকং ॥

দাড়িহ, আমলকী, আম্র, কপিথ (কদবেল), করমর্দ, মাতুলুঙ্গ, আমড়া, বদরী, তিস্তিডী, দধি, তক্র, কাঞ্জি, ডহুক (মাদার), আমরুল, অম্লবেতস (টকপালং), ও শুগ্ধী এই সমস্ত দ্রব্য অম্লগণ বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । এই সকল দ্রব্য জারণ, পাচন, ক্লেদন, বায়ুবৃদ্ধিকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বিদাহী । পরন্তু এই সমস্ত বস্তু দ্বারা বায়ু প্রভৃতির অহুলোম সাধন হয় । এই সকল দ্রব্যের যে কোন একটা অধিক পরিমাণে সেবন করিলে দন্তহর্ষ জন্মে ।

শরীরস্ত চ শৈথিল্যং স্বরকণাস্ত্রহৃদহেৎ ।

ছিন্নভিন্নত্রণাদীনি পাচয়ত্যগ্নিভাবিতঃ ॥

উপরোক্ত অম্লগণ দ্বারা দেহের শিথিলতা উৎপন্ন হয়, স্বর, কণ্ঠ, মুখ, হৃদয় এই সমস্ত স্থানের দাহ জন্মে এবং চিতার রসে ভাবনা দিয়া প্রয়োগ করিলে ছিন্নভিন্ন ব্রণাদির পারিপাক সাধন হইয়া থাকে।

লবণানি যবক্ষারসজ্জিকাদিশ্চ লাবণঃ ।

শোধনঃ পাচনঃ ক্লেদী বিশ্লেষসর্পণাদিকৃৎ ।

মার্গরোধী মার্দবকৃৎ স একঃ পরিষেবিতঃ ॥

গাত্রকণ্ডুকোষ্ঠশোথবৈবর্ণ্যং জনয়েদ্রসঃ ।

রক্তবাতং পিত্তরক্তং পুংস্তেন্দ্রিয়রুজাদিকং ॥

পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাজ্জিমাটি এই সমস্ত লবণরস বা লাবণগণ বলিয়া অভিহিত। এই সবল দ্রব্য দেহশোধক, পাচক, ক্লেদী এবং উহা দ্বারা অস্থিবিশ্লেষাদি সংযোজিত হয়। উহাদিগের মধ্যে যে কোন একটী বস্তু অধিক পরিমাণে সেবন করিলে মার্গরোধ, দেহের মৃদুতা, গাত্রকণ্ডু, কোষ্ঠ, শোথ, বৈবর্ণ্য, বাতরক্ত, পিত্তরক্ত, পুংস্তোপবাত ও ইন্দ্রিয়বিকার জন্মে।

বে্যাবশিষ্ঠমূলকঞ্চ দেবদারু চ কুষ্ঠকং ।

লশুনং বল্গুজীফলং মুস্তাগ্গুগুলু লাক্সলী ।

কটুকো দীপনঃ শোধী কুষ্ঠকণ্ডুকফান্তকৃৎ ॥

স্থৌল্যালম্বাকৃমিহরঃ শুক্রমেদোবিরোধনঃ ।

একোহত্যর্থং সেব্যমানঃ ভ্রমদাহাদিকৃদ্রবেৎ ॥

ত্রিকটু, সাজ্জিমা, মূলক, দেবদারু, কুড়, রশুন, সোমরাজি, মুখা, গুগ্গলু, লাক্সলী, কটুকী এই সমস্ত দ্রব্যকে কটুকাদিগণ কহে। এই

সমস্ত দ্রব্য অগ্নিবর্দ্ধক, দেহশোধক, কুষ্ঠনাশক, কণ্ডুক্ষহারক, শ্বোশ ও আলস্রনাশক, ক্রিমিহারী এবং শুক্র ও মেদোবিরোধী, এই সমস্ত দ্রব্যের যে কোন একটী অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম ও দাহ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

কৃতমালঃ করারানি হরিজেদ্রব্যাস্তথা ।

স্বাদুকণ্টকবেত্রানি বৃহতীদ্রয়শঙ্খিনী ॥

গুড়চৌ চ দ্রবন্তী চ ত্রিবৃন্দাণ্ডকপর্ণ্যপি ।

কারবেল্লকবার্ত্তাকুকরবীরকবাসকাঃ ॥

রোহিণী শঙ্খপুষ্পা চ কৰ্কটৌ বৈ জয়ন্তিকা ।

জাতীবরুণকং নিম্বো জ্যোতিষ্মতী পুনর্নবা ॥

তিক্তো রসশ্চেদনঃ স্যাদ্রোচনো দীপনস্তথা ।

শোধনো জ্বরতৃষ্ণারো মূচ্ছান্নঃ কণ্ডুকাদিজং ॥

বিণ্মূত্রক্লেদসংশোষো অত্যর্থং স চ সেবিতঃ ।

হনুস্তস্ত্রাক্ষেপকান্তিশিরঃশূলত্রণাদিহং ॥

সোদালু, বাংশাস্কু, হারদ্রা, ইন্দ্রযব, বইচ, কৃষ্ণবেত্র, বৃহতী, কণ্টকারী, চোরপুষ্পা, গুড়চৌ, দ্রবন্তী, তেউড়ী, খলকুড়ি, করলা, বার্ত্তাকু, কববীর, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, শঙ্খপুষ্পী, কাঁকুড়, জয়ন্তী, জাতি, বরুণ, নিম্ব, জ্যোতিষ্মতী, পুনর্নবা এই সমস্ত দ্রব্যকে তিক্তরস কহে। এই সকল দ্রব্য কচিজনক, অগ্নিদীপক, দেহশোধক, জ্বরনাশক, তৃষ্ণাবিনাশী ও মূচ্ছাকণ্ডুপ্রভৃতি নাশক। এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে বিণ্মূত্রক্লেদ সংশোষণ, হনুস্তস্ত্র, আক্ষেপক, শিরঃশূল ও ত্রণাদি বোগ জন্মে।

ত্রিফলাশল্লকীজম্বু আত্মাতকবটাদিকং ।
 তিন্দুকং বকুলং শালং পালঙ্কমুদগাচিল্লকং ।
 কষায়ে গ্রাহকো রোপী স্তম্ভনক্রেদশোষণঃ ।
 একোহত্যর্থং সেব্যমানো হৃদয়ে চাথ পীড়কুং ।
 মুখশোষজরাধানহনুস্তস্তাদিকারকঃ ॥

এঁদলা, বাব্‌লা, জাম, আমড়া, বট, গাব, বকুল, শাল, পাঁড়ক, চিল্লক, ও মুগ এই সমস্ত কষায়রস বলিষ্ঠা পরিগণিত । এই সকল দ্রব্য গ্রাহী, রোপক, স্তম্ভক, ক্রেদকারক ও শোষক । ইহাদিগের মধ্যে যে কোন একটা দ্রব্য অধিক পরিমাণে সেবন করিলে জ্বরদীপীড়া, মুখশোষ, জর, আগান, হনুস্তম্ভ এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয় ।

উত্তমস্ত পলং মাত্রা ত্রিভিচ্চাক্ষৈচ্চ মধ্যমে ।
 জঘসস্ত পলাদ্ধিন মেহকাথোষধেষু চ ॥

মেহ, কাথ ও ঔষাদিতে মাত্রা ত্রিবিধ বলিয়া কথিত । উত্তম, মধ্যম ও অধম । উত্তম মাত্রার পরিমাণ এক পল, মধ্যম মাত্রা তিন অঙ্গ এবং অধম মাত্রা পলাদ্ধি মাত্র । *

শ্রীপার্ব্বত্যাচ ।

অধুনা ক্রহি মে নাথ কস্মিন্ শাস্ত্রে চ কীর্ত্তিমান্ ।
 পুণ্যবান্ বৈ ভবেদ্বৈদ্যঃ স্মখীহ পর এব চ ॥

একপল—আটতোলা । তিনঅঙ্গ—ছয় তোলা । অঙ্গপল—চারিতোলা ।

পার্কীতী কহিলেন, হে নাথ ! রোগের উপশম করিতে পারিলে চিকিৎসক যশোলাভ করে সত্য, কিন্তু কোন্ রোগ আরোগ্য করিলে সম্রাপেক্ষা কীর্ত্তিমান্ ও পুণ্যবান্ হওয়া যায় এবং কোন্ রোগ আরোগ্য করিতে পারিলে বৈজ্ঞ কি ইহলোক, কি পরলোক উভয়ত্রই সুখী হইয়া থাকে ?

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

যস্য চিকিৎসয়া দেবি কুষ্ঠ্যেকো নীরোগো'ভবেৎ ।

স এব কীর্ত্তিমান্ লোকে পরত্র পরমঃ সুখী ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! যে বৈজ্ঞ একটীমাত্র কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হন, তিনিই ইহলোকে পরম যশস্বী হইয়া পরলোকে নিত্য সুখে সুখী হইতে পারেন ।

অশ্বমেধসহস্রশ্চ শতবাজপেয়শ্চ চ ।

ধেনুনাং লক্ষদানশ্চ লভতে দুর্লভং ফলং ॥

হে পার্কীতি ! সেই বৈজ্ঞ সহস্র অশ্বমেধ, শত বাজপেয় ও লক্ষ ধেনুদানের ফল প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই ।

শ্রীপার্কীত্যাচ ।

অহো চেৎ সত্যমেবেদং ত্রয়োক্তং বচনং প্রভো ।

তস্মাৎ কুষ্ঠশ্চ ভীমশ্চ বদৌষধীন্ মহেশ্বর ।

শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ ত্রয়োক্তং হি তৃপ্তির্ন মম জায়তে ।

বিস্তৃতিং বদ মে নাথ কৃপা চেন্নয়ি বর্ত্ততে ॥

পার্বতী কহিলেন, হে প্রভো ! আপনি যাহা বলিলেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই ভয়ঙ্কর দুর্ব্বার কুষ্ঠ রোগের ঔষধ পুনরায় কীৰ্ত্তন করুন। আপনার মুখে উক্ত রোগের কতিপয় শ্রবণ করিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার সম্যক্ তৃপ্তি সঞ্চার হইতেছে না। হে নাথ ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তাহা হইলে উক্ত রোগের যাবতীয় ঔষধ সর্বিস্তার কীৰ্ত্তন করিয়া আমার মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কুষ্ঠরোগবিনাশনং।

পুরা যৎ হরিণা দত্তং কৃপয়া মে মহেশ্বরী ॥

মহাদেব কহিলেন, হে মহেশ্বরী ! যে যে ঔষধে কুষ্ঠরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা সর্বিস্তার তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। পূৰ্ব্বকালে ভগবান্ শ্রীহরি কৃপাপরবশ হইয়া আমার নিকট ঐ সকল ঔষধ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টং তথা চামলকানিশাঃ।

স জয়েৎ সর্বকুষ্ঠানি মাসাদূৰ্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি হরীতকী, নিম্ব, আমলকী ও হরিদ্রা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া প্রত্যহ সেবন করে, এক মাস মধ্যে সে কুষ্ঠরোগ হইতে বিমুক্ত হয়, সন্দেহ নাই।

মনঃশিলাবিড়ঙ্গানি বাণ্ডজী সৰ্ষপস্তথা।

করঞ্জো মূত্রপিষ্টোহয়ং লেপঃ কুষ্ঠহরোহর্কবৎ ॥

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, গোমরাজী, সর্ষপ, করঞ্জা ও ডহরকরঞ্জা এই সমস্ত বস্তু গোমূত্র সহ মর্দন পূর্বক প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয়।

ধাত্রীখদিরয়োঃ কাথং পীহা বাগুজীসংযুতং ।

শাঙ্খক্ষুধবলং স্থিত্রং হস্তি তূর্ণং ন সংশয়ঃ ॥

আমলকী ও খদিরকাষ্ঠ এই উভয়ের কাথ কবিয়া গোমরাজির সহিত সেবন করিলে শঙ্খবৎ ও চন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ স্থিত্ররোগ বিনাশ পাইয়া থাকে।

মনঃশিলামরীচৈশ্চ তৈলং কুষ্ঠবিনাশনং ।

সর্বকুষ্ঠে বিলেপোহয়ং শিবাপঞ্চগুড়োদনং ॥

মনঃশিলা ও মরিচ এই দুই দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ ধ্বংস হয়। পাঁচটি হরীতকী, গুড় ও তণ্ডুল এই কয় দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া সর্বপ্রকার কুষ্ঠেই লেপ প্রদান করিতে পারে।

দহমানঃ চূতঃ কুন্তে তৎসহ খদিরাকুরঃ ।

সাক্ষধাত্রীরসক্ষৌদ্রো হস্তাৎ কুষ্ঠং রসায়নং ॥

একটি কলসীর অভ্যন্তরে আগ্নেয় আঁঠি দগ্ধ করিয়া তাহার সহিত খদিরাকুর, বহেড়া, আমলকীর রস ও মধু মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ রসায়ন বলিয়া অভিহিত। ইহা পান করিলে কুষ্ঠরোগ পলায়িত হয়।

হরিদ্রা মলয়ং রাস্না গুড়চী তগরন্তুথা ।

আরম্ভঃ করঞ্জা চ লেপঃ কুষ্ঠহরঃ পরঃ ॥

হরিদ্রা, রক্তচন্দন, রাস্না, গুড়চী, তগর, সোদালু ও করঞ্জা, এই সমস্ত বস্তু দ্বারা লেপ প্রদান করিলে কুষ্ঠরোগ বিনাশ পাইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গৈরগজাকুষ্ঠনিশাসিক্কুথসৰ্পৈঃ ।

মূত্রানুপিষ্টো লেপোহয়ং দক্ষকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥

বিড়ঙ্গ, বন এলাইচ, কুড়, হরিদ্রা ও সৰ্প এই সমস্ত একত্রে গোমূত্র সহ মর্দন করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে দক্ষকুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

বিড়ঙ্গত্রিফলাকৃষ্ণাচূর্ণং লীঢ়ং সমাক্ষিকং ।

হস্তি কুষ্ঠক্রিমিমেনাডীত্রণভগন্দরান্ ॥

বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা ও দ্রাক্ষা এই সমস্ত বস্তু চূর্ণ করিয়া মধু সহযোগে লেহন করিলে কুষ্ঠ, ক্রিমি, মেহ, নাডীত্রণ ও ভগন্দর বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

আরম্ভমস্ত পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ ।

দক্ষকিট্টিমকুষ্ঠানি হস্তি সিদ্ধানমেব চ ॥

কাঁজির সহিত সোদালু পত্র মর্দন করিয়া তদ্বারা লেপ প্রদান করিলে দক্ষ, কিট্টিম, ও সিদ্ধ নামক কুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

উষ্ণ পীতা বাগ্জী চ কুষ্ঠজিৎ ক্ষীরভোজিনঃ ।

তিলাজ্যত্রিফলাশ্চৈদ্রব্যোষভল্লাতশর্করাঃ ।

বুষ্যাঃ সপ্ত সমা মেধ্যাঃ কুষ্ঠহাঃ কামচারিণঃ ॥

উষ্ণ সোমরাজী ভক্ষণ পূর্বক দুগ্ধ সেবন করিলে কুষ্ঠ বিনাশ পায় ।
তিল, ঘৃত, ত্রিফলা, মধু, ত্রিকটু, ভেলা, শর্করা এই সপ্তসংখ্যক দ্রব্য
তুলাপরিমাণে গ্রহণ পূর্বক সেবন করিলে দেহে বলাধান হয় এবং
কুষ্ঠরোগ দূর হইয়া থাকে । এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়া কোনরূপ নিয়ম
করিবার আবশ্যক নাই ।

পীত্বা ভল্লাতকং তৈলং মাসাং ব্যধিং জয়েন্নরঃ ।

সেবিতং খাদিরং বারি পানার্থে কুষ্ঠজিস্তবেৎ ॥

একমাস যাবৎ প্রত্যহ ভেলার তৈল সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ হইতে
মুক্তিলাভ করা যায় । খদিরকাষ্ঠের কাথ পান ঝারাও কুষ্ঠ ধ্বংস
হইয়া থাকে ।

বাসা গুড়চী ত্রিফলা পটোলঞ্চ করঞ্জকং ।

নিম্বাশনং কৃষ্ণবেত্রং কাথকন্ধেন যদ্ব্যতং ।

বজ্রকং ওস্তবেৎ কুষ্ঠং শতবর্ষাণি জীবতি ॥

বাসক, গুড়চী, ত্রিফলা, পটোল, করঞ্জা, নিম্ব, অশনকাষ্ঠ ও
কৃষ্ণবেতস এই সমস্তের কাথ ও কন্ধের সহিত ঘৃত পাক করিলে তাহাকে

বজ্রক ঘৃত কহে । এই ঘৃত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ ধ্বংস হয় এবং সেই ব্যক্তি শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ।

স্বরসেন চ দূর্ষায়াঃ পচেত্তৈলং চতুগুণং
বচ্ছুবিচচ্চিকা পামা অভ্যঙ্গাদেব নশ্চতি ॥

দূর্ষার স্বরসেব সহিত তাহার চতুগুণ তৈল পাক করিবে । সেই তৈল শরীরে মর্দন করিলে বচ্ছু, বিচচ্চিকা ও পামা নামক কুষ্ঠ রোগ পরাজিত হয় ।

দ্রুমত্বগর্ককুম্ভানি লবণানি চ মূত্রকং ।
গণ্ডীরিকাং চিত্রকৈস্তৈস্তৈলং কুষ্ঠত্রণাদিমুৎ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে
ঔষধিনিরূপণং নাম দ্বাদশোঃ ॥ ১২ ॥

পারিজাত বৃক্ষের ত্বক্, আকন্দমূল, পঞ্চলবণ, গোমূত্র, গণ্ডীরিকা ও চিত্রা এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবন করিলে কুষ্ঠ-ত্রণাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ততি শ্রীকালীতন্ত্রে ঔষধিনিরূপণ নামক দ্বাদশ উল্লাস সমাপ্ত ।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ ।

ষট্‌দশসাধনঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং কুষ্ঠরোগবিনাশনং ।

বশ্যোচ্চাটনস্তস্তাদীনধুনা শৃণু মে প্রিয়ে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে ! এই তোমার নিকট কুষ্ঠরোগের ঔষধ
সকল কীকৃত করিলাম । অধুনা বশীকরণ, উচ্চাটন ও স্তস্তাদি
বলিতেছি অবধান কর ।

কাকজজ্বা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং স্কুক্ষুমং ।

আত্মরক্তসমায়ুক্তং বশীভবতি মানবঃ ॥

কাকজজ্বা, বচ, কুড়, নিম্বপত্র, স্কুক্ষুম ও আপনার দেহের রক্ত, এই
সমস্ত একত্র করিয়া ওদ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করিলে বশীকরণ
হইয়া থাকে অর্থাৎ এই প্রকারে তিলক ধারণ করিয়া যাহার নিকট গমন
করা যায়, সে বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই ।

অশুরং গুগ্‌গুলুৈকৈব নীলোৎপলসসমন্নিভং ।

গুড়েন ধূপয়িত্বা তু রাজহারে প্রিয়ো ভবেৎ ॥

অগুরু, গুগ্গুলু, নীলোৎপল ও গুড় এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ গ্রহণ করিলে সেই ব্যক্তি রাজ্যদ্বারে প্রিয় হয়, অর্থাৎ রাজা তাহার বশতাপন্ন হইয়া থাকে ।

ব্রহ্মদণ্ডী বচা কুষ্ঠং প্রিয়ঙ্গুনাগকেশরং ।

দন্তাতামূলসংযুক্তং জ্রীণাং মস্ত্রেন তদ্বশং ।

ওঁ নারায়ণী স্বাহা ॥

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ, কুড়, প্রিয়ঙ্গু ও নাগকেশর এই সমস্ত বস্তুর চূর্ণ একত্র করিয়া ওঁ নারায়ণী স্বাহা এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত তাম্বুলের সহিত দ্রাক্ষা প্রদান করিলে দ্রাক্ষা তাহার বশীভূত হয়, সন্দেহ নাই ।

গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাকজিহ্বয়া ।

চূর্ণং কৃত্বা যস্তা শিরে দীয়তে স বশীভবেৎ ॥

গোদন্ত, হরিতাল, কাকজিহ্বা এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ যাচার মস্তকে প্রদান করা যায়, সে বশতাপন্ন হইয়া থাকে ।

খঞ্জরীটস্ত মাংসস্ত মধুনা সহ পেষয়েৎ ।

ঋতুকালে যোনিপেপাৎ পুরুষো দাসতামিয়াৎ ॥

খঞ্জরীট পক্ষীর মাংস মধুসহযোগে পেষণ করিয়া ঋতুকালে যন্ত্রদ্বারে লেপন করিলে পুরুষ দাসবৎ বশীভূত থাকে ।

খেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং রোচনয়া যুতং ।

যং পশ্চেন্দ্রিলকে নৈব বশীকুর্যাম্ পালয়ে ॥

স্বৈত অপরাধিতার মূল যোচনার সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা লগাট-
দেশে তিলক প্রদানপূর্বক রাজবাটিতে গমন করত যাহাকে দর্শন করিবে,
সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

সপ্তাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা করবীরশ্চ পুষ্পকং ।

জ্যৈষ্ঠামগ্রে ভ্রাময়েচ্চ ক্ষণাৎই সা বশা ভবেৎ ।

ওঁ নমঃ সর্বসত্ত্বেভ্যো নমঃ সিদ্ধং কুরু কুরু স্বাহা ॥

করবীরের পুষ্প উত্তোলন পূর্বক ওঁ নমঃ সর্বসত্ত্বেভ্যো ইত্যাদি মন্ত্রে
অভিমন্ত্রিত করিয়া যে জ্যৈষ্ঠ অগ্রে উহা ভ্রামিত করিবে, সেই বশীভূত
হইবে সন্দেহ নাই।

ভৃঙ্গরাজশ্চ মূলন্ত পিষ্টং শুক্রেণ সংযুতং ।

অক্ষিণী চাঞ্জয়িত্বা তু বশীকুর্য্যাম্বরং কিল ॥

ভৃঙ্গরাজের মূল উত্তোলন পূর্বক শুক্রেণ সহিত একত্র করতঃ মর্দন
করিয়া নেত্রদ্বয়ে অঞ্জন প্রদান করিলে পুরুষকে বশীভূত করা যায়।

ব্রহ্মদণ্ডী বচা পত্রং মধুনা সহ পেষয়েৎ ।

অঙ্গলেপাচ্চ বনিতা নান্যং ভর্তারমিচ্ছতি ॥

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও তেজপত্র এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত পেষণ করিয়া
অঙ্গে লেপন করিলে বনিতা অন্য পতি কামনা করে না অর্থাৎ উক্ত দ্রব্য
পুরুষ স্বীয় অঙ্গে লেপন করিলে জ্যৈষ্ঠ তাহার বশীভূত থাকে।

মাহিষং নবনোতঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ মধুযষ্টিকা ।

সৌভাগ্যমঙ্গলেপাং স্রাং পতির্দাসো ভবেত্তথা ॥

মহিষহৃৎজাত নবনোত, কুড়, মধু ও যষ্টিমধু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যে রমণী অঙ্গে লেপন করে, সে সৌভাগ্যবতী হয় এবং তাহার পতি দাসবৎ বশীভূত থাকে ।

রোচনা গন্ধপুষ্পানি নিম্বপুষ্পং প্রিয়ঙ্গবঃ ।

কুঙ্কুমং চন্দনৈকৈব তিলকেন জগদ্বশেৎ ।

ওঁ হ্রীং গৌরি দেবি সৌভাগ্যং পুত্রবশ্যাং দেহি মে ।

ওঁ হ্রীং লক্ষ্মীদেবি সৌভাগ্যং সর্ব ত্রৈলোক্যমোহনং ॥

রোচনা, গন্ধপুষ্প, নিম্বপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম ও চন্দন এই সমস্ত বস্তু একত্র করত ওঁ হ্রীং গৌরি দেবী ইত্যাদি মন্ত্রে আভ্যঙ্গিত করিয়া তদ্বারা তিলক প্রদান করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায় ।

অপরাজিতশিখাস্ত নীলোৎপলসমম্বিতাং ।

তাম্বুলেন প্রদানাচ্চ বশীকরণমুত্তমং ॥

অপরাজিতার মূল ও নীলোৎপল এই দুই দ্রব্য তাম্বুল সহ বাহ্যকে প্রদান করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে ।

বামাস্তে দক্ষিণাস্তে চ ক্রমাদ্ভেবি দ্রবাদিকৃৎ ।

চতুষষ্টিঃ কলাঃ প্রোক্তাঃ কামশাস্ত্রে বশীকরাঃ ।

আলিঙ্গনাচ্চ নারীগাং কুমারীগাং বশীকরাঃ ॥

হে পার্শ্বতি ! নারীজাতির বামাঙ্গে এবং পুরুষের দক্ষিণাঙ্গে কামের
অধিষ্ঠান জানিবে ; অতএব তন্ত্ৰং অঙ্গে আলিঙ্গন করিলেই দ্রবীভূত হয় ।
কামশাস্ত্রে বশীকারক চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যমান আছে । কুমারীগণ
আলিঙ্গনাদি দ্বারাই বশীভূত হইয়া থাকে ।

সুগন্ধক হরিদ্রা চ কুঙ্কমানি চ লেপতঃ ।

বশয়েদেবি ধূপাশ্চ পুষ্পধূমং সুগন্ধিকং ॥

সুগন্ধ, হরিদ্রা, কুঙ্কম ও পুষ্পধূপ এই সমস্ত বস্তু অঙ্গে লেপন করিলে
জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায় ।

দুরালভা বচা কুষ্ঠং কুঙ্কমঞ্চ শতাবরী ।

তিলতৈলেন সংযুক্তং অঙ্গলেপাদ্রশো নরঃ ॥

দুরালভা, বচ, কুড়, কুঙ্কম ও শতাবরী এই সকল দ্রব্য তিল তৈলের
সহিত পেষণ করিয়া অঙ্গে লেপন করিলে পুরুষকে বশীভূত করিতে পারে ।

বচা মাংসী চ বিল্বঞ্চ তগরং পদ্মকেশরং ।

নাগপুষ্পং প্রিয়ঙ্গুঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ ।

অনেন ধূপিতো মর্ত্যঃ বশীকুর্য্যাজ্জগত্ত্রয়ং ॥

বচ, জটামাংসী, বিল্বপত্র, তগর, পদ্মকেশর, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু এই
সকল দ্রব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিবে । সেই চূর্ণদ্বারা স্বীয় অঙ্গে
ধূপ প্রদান করিলে তাহার নিকট জগৎ বশীভূত থাকে ।

মন্ত্রমযুতং জপ্ত্বা বৈ তিলকেন চ শঙ্করি ।
 রোচনারক্তযুক্তেন বশীকুর্য্যাম্ন সংশয়ঃ ।
 ওঁ লেলিহে রক্তচামুণ্ডে বশমানয় ঠদয়ং ॥

হে দেবি! শ্রী গাত্রের রক্ত ও গোরোচনা এই দুই দ্রব্য একত্র
 করিয়া ওঁ লেলিহে রক্তচামুণ্ডে বশমানয় স্বাহা স্বাহা এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক
 জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তদ্বারা তিলক ধারণ করিলে সকলকে
 বশীভূত করিতে পারা যায় ।

কপূরং দেবদারুঞ্চ মধুনা সহ যোজয়েৎ ।
 অঙ্গলেপাচ্চ তেনৈব বশীকুর্য্যাত্ প্রিয়ং কিল ॥

কপূর, দেবদারু এই দুই দ্রব্য মধুর সহিত একত্র পেষণ করিয়া
 তদ্বারা অঙ্গে লেপন করিলে স্ত্রীকে বশীভূত করিতে পারে ।

সৈন্ধবং কৃষ্ণলবণং সৌবীরং মৎস্তপিত্তকং ।
 মধুসর্পিঃসিতাযুক্তং স্ত্রীণাং তদ্যোনিলেপনং ।
 যঃ পুমান্ মৈথুনং গচ্ছেন্নান্যথাং নারীং গমিষ্যতি ॥

সৈন্ধব, কৃষ্ণলবণ, সৌবীর, মৎস্তপিত্ত, মধু, স্নাত ও শর্করা এই সমুদায়
 দ্রব্য একত্র করিয়া তদ্বারা অঙ্গে লেপ প্রদান করিলে সেই নারীকে
 পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ কদাচ অন্য নারীতে উপগত হয় না ।

পঞ্চরক্তানি পুষ্পাণি পৃথক্জাত্যাঃ সমালভেৎ ।

কুঙ্কুমেণ সমাযুক্তমাত্মরক্তসমম্বিতং !

পুষ্পেণ তু সমং পিষ্টু। রোচনায়াঃ পলৈকতঃ ।

স্ত্রিয়া পুংসা কৃতো দেবি তিলকোহয়ং বশীকরঃ ॥

পঞ্চ প্রকারের পাঁচটা রক্তবর্ণ পুষ্প, কুঙ্কুম, স্বীয় দেহের রক্ত, পুষ্প ও গোঁরোচনা এই সমস্ত বস্তু প্রত্যেকে এক একপল প্রমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র মর্দন করিবে, অনন্তর কি পুরুষ কি স্ত্রী উহা দ্বারা ললাটে তিলক প্রদান করিলে সকলেই তাহার নিকট বশীভূত থাকে ।

ব্রহ্মদণ্ডী তু পুষ্যেণ ভক্ষ্যে পানে বশীকরঃ ॥

পুষ্যানক্ষত্রে ব্রহ্মদণ্ডী উত্তোলন করিয়া পানীয় দ্রব্য বা খাদ্য দ্রব্য সহ প্রদান করিলে সকলকে বশীভূত করা যায় ।

তিলানাস্তু ঘৃতান্স্তানাং কৃষ্ণানাং দেবি হোময়েৎ ।

অষ্টোত্তরসহস্রস্ত রাজা বশ্যস্তিভির্দিনৈঃ ॥

প্রণবং প্রথমোচ্চাৰ্য্যং গণ ইতি তদন্তরং ।

চতুর্থ্যন্তুং পতিপদং ততস্ত্ব বহুবল্লভা ।

মন্ত্ৰেণানেন দেবেশি হোমবিধিঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

কৃষ্ণতিল ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ওঁ গণপত্যে স্বাহা এই মন্ত্রে তিন দিন দ্বাবৎ অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিলে রাজাকে বশীভূত করা যায় ।

হ্রীংকারং সবিসর্গঞ্চ প্রাতঃকালে নরস্ত যঃ ।

স্ত্রীণাং ললাটে বিদ্যন্ত বশতাং নয়তি ধ্রুবং ॥

প্রভাতসময়ে স্ত্রীর ললাটদেশে বিসর্গ সংযুক্ত হ্রীংকার অর্থাৎ “হ্রী” এর মন্ত্র লিখিলে সেই স্ত্রী একান্ত বশীভূত থাকে ।

মনঃশিলাপত্রকঞ্চ সগোরোচনকুঙ্কুমং ।

এভিঃ কৃততিলকস্ত বশ্যমায়াস্তি যোষিতঃ ॥

মনঃশিলা, তেজপত্র, গোরোচনা ও কুঙ্কুম এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া ললাটদেশে তিলক প্রদান করিলে সেই ব্যক্তি দাবতীয় নারীকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় ।

গোরোচনামীনপিত্তমাভ্যাক্ষ কৃতবর্জিকাং ।

যঃ পুমান্ তিলকং কুর্য্যাৎ বামহস্তকনিষ্ঠয়া ।

স করোতি বশং সর্বং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥

গোরোচনা ও মীনপিত্ত এই দুই দ্রব্য দ্বারা বর্জিকা প্রস্তুত করিয়া যে ব্যক্তি বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা ললাটে তিলক ধারণ করে, সে জিহ্বাবন বশীভূত করিতে পারে সন্দেহ নাই ।

সহদেবা ভৃঙ্গরাজঃ শ্বেতাপরাজিতা বচা ।

তেনৈব তিলকং কৃতা ত্রৈলোক্যবশতাং নয়ৎ ॥

সহদেবা, ভৃঙ্গরাজ, শ্বেত অপরাজিতা ও বচ এই সমস্ত বস্তু একত্র করতঃ তিলক ধারণ করিলে ত্রিলোক বশীভূত করিতে পারে ।

গোরোচনা মহাদেবি ধাতুশোণিতভাবিতা ।

ততো বৈ কৃততিলকা সা নরং যং নিরীক্ষতে ।

তৎক্ষণাত্তং বশং কুৰ্গ্যাম্নাত্ৰ কার্য্যা বিচারণা ॥

হে মহাদেবি ! গোরোচনা, শুক্র ও রক্ত এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া ললাটে তিলক ধারণ পূর্বক যে পুরুষের দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে সন্দেহ নাই ।

সৈন্ধবঞ্চ মহাদেবি পারাবতমলং মধু ।

এভিলিপ্তে তু শিশে বৈ কামিনীবশকুন্তবেৎ ॥

হে মহেশ্বর ! সৈন্ধব, পারাবতের বিষ্ঠা, মধু এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া অঙ্গে লেপন করত নারী সহবাস করিলে সেই নারী বশীভূত থাকে ।

চন্দনং কুষ্ঠসূক্ষ্মলা রক্তশালিসমম্বিতা ।

এতৈধু পৈো বশকরঃ স্মরবাণৈরহং যথা ॥

চন্দন, কুড়, ক্ষুদ্র এলাইচ, ও রক্তশালি এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া স্নায় গাত্রে ধূপ প্রদান করিলে বশীকরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ আমি যেরূপ স্মরবাণের বশীভূত হইয়াছিলাম, উক্ত ধূপ দ্বারা সে ব্যক্তিও তদ্রূপ সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ হয় ।

নিজশুক্রং গৃহীত্বা তু বামহস্তেন যঃ পুমান্ ।

কামিনীচরণং বামং লিপ্যেৎ রতো দ্বিয়ঃ প্রিয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি নারীসহ বিহারকালে স্বীয় শুক্র লইয়া বাম হস্ত দ্বারা
কামিনীর বামচরণে লেপন কবে, সেই নারী তাহার অতীব বশীভূত থাকে ।

কুস্তীরকণ্ডা নেত্রাণি হৃদয়ং কচ্ছপশ্চ চ ।

মূষিকশ্চ বসাস্থীনি শিশুমারবসা তথা ।

এতাশ্চেকত্র সংলপাৎ জলে তিষ্ঠেদ্যথা গৃহে ॥

কুস্তীরের নেত্র, কচ্ছপের হৃদয়, মূষিকের বসা এই সমস্ত দ্রব্য একত্র
করিয়া চরণে লেপন করিলে জলশুস্ত্রন হয় অর্থাৎ সে ব্যক্তি জলের উপর
গৃহের ত্রায় অবস্থিত করিতে পারে ।

দন্তং ডুণ্ডুভসর্পশ্চ মুখে সংগৃহ্য বৈ ক্ষিপেৎ ।

তিষ্ঠতে জলমধ্যে তু নির্বিকল্পঃ স্থলে যথা ॥

ডুণ্ডুভ সর্পের দন্ত মুখের মধ্যে স্থাপন পূর্বক জলের উপর অবস্থিত
করিলে গৃহের ত্রায় বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ।

কুস্তীরনেত্রদংষ্ট্রাণি অস্থীনি রুধিরং তথা ।

বসাতৈলসমায়ুক্তমেকত্র তন্নিয়োজয়েৎ ।

আত্মানং ত্রক্ষয়েন্তেন জলে তিষ্ঠেদ্দিনত্রয়ং ॥

কুস্তীরের চক্ষু, দন্ত, অস্থি, রক্ত, বসা ও তৈল এই সমস্ত একত্র করিয়া
অঙ্গে লেপন করিলে তিন দিবস জলোপরি গৃহের ত্রায় অবস্থান করিতে
পারে ।

বায়সী-উদরং গৃহ মণ্ডু কবসয়া সহ ।
 গুটিকং কারয়েন্তেন ততোহগ্নৌ সংক্ষিপেৎ সূধীঃ ।
 এবমেতৎ প্রয়োগেণ অগ্নিস্তম্বনমুত্তমং ॥

বায়সীর উদর ও ভেকের বসা একত্র করত গুটিকা প্রস্তুত করিবে ।
 ঐ গুটিকা বহ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলে অগ্নিস্তম্বন হয় ।

মালুরস্য রসং গৃহ জলোকাং তত্র পেষয়েৎ ।
 হস্তৌ সংলেপয়েন্তেন অগ্নিস্তম্বনমুত্তমং ॥

বিষ্মুলের রসের সহিত জলোকা পেষণ করিয়া করতলে লেপ প্রদান
 করিলে অগ্নিস্তম্বন হইয়া থাকে ।

মুণ্ডীতকবচামুস্তং মরীচং তগরং তথা ।
 চৰ্ব্বিত্বা চ ইমং সত্তো জিহ্বয়া জ্বলনং লিহেৎ ॥

মুড়মুড়িয়া, বচ, মুখা, মরীচ ও তগর এই সমস্ত একত্র করিয়া চৰ্ব্বণ
 পূর্বক জিহ্বা দ্বারা অগ্নিলেহন করিলে বহ্নিস্তম্বন হইয়া থাকে ।

শাল্মলীরসমাদায় খরমুত্রে নিধায় তং ।
 অগ্ন্যাদৌ বিক্ষিপেন্তেন অগ্নিস্তম্বনমুত্তমং ॥

শাল্মলীর রস ও গর্দভের মূত্র একত্র করিয়া অগ্নিমধ্যে ফেলিয়া দিলে
 অগ্নিস্তম্বন হয় ।

অগ্নিস্তম্ভনে যন্ মন্ত্রং তচ্ছৃণু বরাননে ।
 প্রণবং প্রথমোচ্চার্য্যম্ অগ্নিজিহ্বে তত পরং ॥
 পুনশ্চ বহুপদন্তু স্তম্ভনমুচ্চরেৎ সুধীঃ ।
 কুরুদয়ং ততঃ পশ্চাৎ তদন্তে বহিবল্লভা ॥

হে দেবি ! অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যে যেরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ওঁ অগ্নিজিহ্বে অগ্নিস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা, যাবতীয় অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যেই এই মন্ত্র আবশ্যক ।

উল্ককৃষ্ণকাকশ্চ বিলম্বস্তাথ সমিচ্ছতং ।
 রুধিরেণ সমায়ুক্তং যয়োনায়া তু হুয়তে ।
 তয়োর্ম্মধ্যে মহাবৈরং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥

হে মহেশ্বর ! এক শত বিলম্বসমিধ কৃষ্ণ বায়ুসের শোণিত মিশ্রিত করিয়া হোম করিবে, যাহাদিগের নামোল্লেখ করত আছতি প্রদান করিবে, তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে মহাবিরোধ ঘটিবে সন্দেহ নাই ।

সংগৃহ্য বৃক্ষাং কাকশ্চ নিলয়ং প্রদহেচ্চ তৎ ।
 চিতাগ্নৌ ভস্ম তচ্ছত্রোর্দিতং শিরসি শঙ্করি ।
 তমুচ্চাটয়তে দেবি নাত্র কার্য্য্য বিচারণা ॥

বৃক্ষ হইতে বায়ুসের বাসা আনয়ন পূর্ব্বক তাহা চিতানলে দগ্ধ করিবে । তদনন্তর সেই ভস্ম শত্রুর মণ্ডকে নিক্ষেপ করিলে তাহার উচ্চাটন হয় অর্থাৎ সে যে স্থানে বাস করে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র প্রলায়ন করিয়া থাকে ।

শর্করামধ্বজাঙ্কীরং তিলগোক্ষুরকং সমং ।

স শত্রুং নাশয়েদেবি উচ্চাটিতমিদং ধ্রুবং ॥

হে দেবি ! শর্করা, মধু, অজাহ্নু, তিল ও গোক্ষুর এই সমস্ত বস্তু সমভাগে লইয়া প্রয়োগ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয় ।

ইতি তে কথিতং দেবি গোপ্যাং গোপ্যতরং মহৎ ।

অভক্তায় ন দাতব্যং খলায় দুষ্টবুদ্ধয়ে

হে দেবি ! এই তোমার নিকট সমস্তই কীর্তন করিলাম । ইহা গোপনীয় হইতেও গোপনীয় । যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, খল ও দুষ্টবুদ্ধি, তাহার নিকট এ সমস্ত প্রকাশ করিবে না ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

সর্বং শ্রুতং মহাদেব ত্বনুখাং প্রাণবল্লভ ।

বিষম্ বিষমম্ ন চিকিৎসা কথিতা হর ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে প্রাণবল্লভ ! হে মহাদেব ! হে হর ! তোমার মুখে সমস্তই শ্রবণ করিলাম ; কিন্তু তুমি বিষম বিষয়ের চিকিৎসাবিধি কীর্তন করিলে না কেন ?

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ভদ্রং ভদ্রে প্রবক্ষ্যামি বিষম্ পরমোষণং ।

যজ্ঞজাতা মানবা লোকে ভবেয়ুঃ স্মৃচিকিৎসকাঃ ॥

মহাদেব कहিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি অতি উত্তম প্রসন্ন করিয়াছ । তোমার মঙ্গল হউক, আমি এক্ষণে বিষনাশন ঔষধ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহা পরিজ্ঞাত হইলে মানবগণ ভূমণ্ডলে স্ফটিকিংসক বলিয়া পরিগণিত হইতে পাবে ।

পুষ্যে শ্বেতার্কমূলন্ত পীতং শীতেন বারিণা ।

নশ্যেত দংশকবিষং করবীরাদিজং বিষং ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অকন্দের মূল শীতল উদক সহ পান করিলে দংশকের বিষ ও করবীরাদির বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ভল্লুকদশনৈস্তাক্ষ্যং নির্ম্মায় বহতে যদি ।

পন্নগৈন চ দংশেত যাবজ্জীবং সুরেশ্বরি ॥

হে সুরেশ্বরি ! ভল্লুকের দন্তদ্বারা গরুড়ের প্রতিমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া শরীরে ধারণ করিলে সে ব্যক্তি যতদিন জীবিত থাকিবে, তাবৎ সর্পে দংশন করিতে সমর্থ হইবে না ।

তণ্ডুলোদকপিষ্টকং তণ্ডুলীয়কমূলকং ।

হরেং সর্ববিষধৈব পীতং স্নাতসমন্বিতং ॥

তণ্ডুলজলের সহিত নটিয়া শাকের মূল পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্নাত ক্ষিপ্ত করত সেবন করিলে যাবতীয় বিষ বিনাশ পায় ।

গৃহীত্বা মহাকালস্ত মূলং পিষ্টং সকাঞ্জিকং ।

তল্লেপাং ডুগুভাণাঞ্চ বোড্রাণাং হরতে বিষং ॥

মহাকাল নামক লতার মূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তদ্বারা লেপ
প্রদান করিলে চোঁড়া ও বোড়া সর্পের বিষ বিনষ্ট হয় ।

পুষ্যে শাল্মলীমূলস্ত পিষ্টং শীতোদকাস্থিতং ।

পল্লগানাক সর্বেষাং পীতং বৈ হরতে বিষং ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শাল্মলীর মূল উত্তোলন পূর্বক জলের সহিত মর্দন করিয়া
পান করিলে সর্ব প্রকার সর্পবিষ বিদূরিত হইয়া থাকে ।

শ্বেতপুনর্নবামূলং পুষ্যে চৈব সমাস্থতং ।

নশ্বেত পল্লগবিষং পীতং শীতেন বারিণা ॥

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত পুনর্নবার মূল উত্তোলন পূর্বক শীতল জলের সহিত
পেষণ করিয়া পান করিলে সর্পবিষ নষ্ট হইয়া থাকে ।

পুষ্যে লঙ্কালুকামূলং ভূজে বগ্নাতি যো জনঃ ।

অথবা কটিদেশে চ ন তস্ত পল্লগাদ্ভয়ং ॥

পুষ্যানক্ষত্রে লঙ্কালুকামূল উত্তোলন করিয়া হস্তে বা কটিদেশে ধারণ
করিলে তাহার সর্পভয় দূর হয় ।

ঘৃতকুমারীপত্রং বৈ দত্তং সলবণং শিবে ।

ভূরঙ্গমশরীরাণাং কণ্ডূর্গশ্চৈদদশাহতঃ ॥

মৃতকুমারীর পত্র লবণের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা ঘোটকের
দেহে লেপ প্রদান করিলে অশ্বের কণ্ডু বিদূরিত হয় ।

গ্রাহ্যং লজ্জালুকামূলং তণ্ডুলোদকমিশ্রিতং ।
বৃশ্চিকদংশকানাঞ্চ পীতং বৈ হরতে বিষং ॥

লজ্জালুকার মূল তণ্ডুলজলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে
বৃশ্চিক ও দংশকবিষ বিদূরিত হইয়া থাকে ।

তিলাশ্চ সর্ষপাশ্চৈব বরুণচ্ছদমেব চ ।
হন্যুঃ সর্ববিধং হ্রোতে বীজং করঞ্জকশ্চ চ ॥

তিল, সর্ষপ, বরুণ বৃক্ষের পত্র এবং বরুণবীজ এই সকল একত্র
করিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার বিষ বিনষ্ট হয় ।

সৈন্ধবং শতপুষ্পা চ বীজং শিরীষকশ্চ চ ।
তল্লোপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুক্কুরজং বিষং ॥

সৈন্ধব, শতপুষ্পা ও শিরীষবীজ এই সমস্ত একত্র মর্দন করিয়া তদ্বারা
লেপ প্রদান করিলে কুক্কুরবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

বারিসেকাচ্চ নশ্যেত দেবি দর্দূরজং বিষং ।

হে দেবি! শীতল জলের সেক দ্বারা দর্দূরজনিত বিষ বিদূরিত হয় ।

তাস্মূলসেবনেনৈব লালাত্রাবো বিনশ্চতি ।
বশ্চ ক্ষরতি দেবেশি দধ্মুখান্নিরস্তরং ॥

হে দেবেশি ! মুখ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া নিরন্তর যে লালাত্রাব হয়, তাহুল সেবন করিলেই সেই লালাত্রাবরূপ বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে ।

গব্যস্বতঞ্চ দেবেশি শর্করয়া সমন্বিতং ।
মত্তপানোদ্ভবং চৈবং পীতং বৈ হরতে বিষং ॥

হে দেবেশি ! শর্করার সহিত গব্য স্নাত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মত্তপান জনিত বিষ অর্থাৎ মত্ততা বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

সসৈন্ধবং গব্যস্বতং কিঞ্চিদুষ্ণং মহেশ্বরি ।
নাশয়েদচিরাদেব বেদনং বৃশ্চিকোদ্ভবং ॥

হে মহেশ্বরি ! কিঞ্চিৎ উষ্ণ গব্য স্নাতের সহিত সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে আশু বৃশ্চিক বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

সগুড়ঃ সদুষ্ণঃ পীতঃ কুশ্মাণ্ডকস্য স্বরসঃ ।
নাশয়েদংশবিষঞ্চ তথা শর্করয়াস্বিতঃ ॥

কুশ্মাণ্ডের স্বরসের সহিত গুড়, দুগ্ধ, ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দংশকবিষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

কোদ্রবস্ত্র মূলং পীতং যষ্টিমধুসমন্বিতং
সদুষ্ণং ত্রিরাত্রৈণ মূষবিষহরং ভবেৎ ॥

যষ্টিমধু, দুগ্ধ ও কোদ্রবমূল এই ত্রয়ব্যাক্রম একত্র মর্দন করিয়া পান করিলে মূষকবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

কৃষ্ণাক্ষৌষ্ঠমূলেন পীতং স্কন্ধখিতং জলং ।

ততো নশ্যেৎ গরবিষং ত্রিরাত্রেণ সুরেশ্বরী ॥

হে সুরেশ্বরী! কৃষ্ণ আকোড় বৃক্ষের মূলের কাণ প্রস্তুত করিয়া
তাহা পান করিলে ত্রিরাত্রি মধ্যে গরবিষ বিনষ্ট হইয়া যায় ।

করঞ্জমর্কমূলঞ্চ কুঙ্কুমঞ্চ মনঃশিলা ।

হরিতালং কুসুমঞ্চ সমভাগেন পেষিতং ।

বিষং নৃগাং বিনশ্যেত ভক্ষণান্নাত্র সংশয়ঃ ॥

করঞ্জ, অর্কমূল, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, হরিতাল, ও কুসুম এই সকল দ্রব্য
তুল্যপরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ পূর্বক সেবন করিলে মনুষ্যদংশনজনিত
বিষ বিনাশ পাইয়া থাকে ।

কীটাদিদংশনৈধেব দীপতৈলেন নশ্যতি ।

কণ্টকাদিবিষং নশ্যেৎ তদা বৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥

প্রদীপের তৈল প্রদান করিলে কীটাদি দংশনজনিত বিষ ও কণ্টকাদি
বিষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ।

ধূস্ত্ররকরসং দেবি গুড়াজ্যক্ষীরমিশ্রিতং ।

মূলবিষং বিনশ্যেত সত্যং সত্যং মহেশ্বরী ॥

হে দেবি! গুড়, স্নাত, দুগ্ধ ও ধূস্ত্র রস এই সমস্ত একত্র করিয়া
সেবন করিলে মূলবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

মঞ্জিষ্ঠা দেবদারুশ্চ হরিদ্রে দ্বৈ মহেশ্বরি ।

তথা নাগেশ্বরশ্চৈব লূতাবিষং হরেদৃগ্ধবং ॥

মঞ্জিষ্ঠা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা ও নাগেশ্বর এই সকল মর্দন করিয়া লেপ প্রদান করিলে লূতাবিষ বিনষ্ট হয় ।

বটনিম্বশমীনাঞ্চ বঙ্কলৈঃ কথিতং জ্বলং ।

তৎসেকান্মুখদস্তানাং নশেদ্বৈ বিষবেদনাং ॥

বট, নিম্ব ও শমীবৃক্ষ এই সকলের বঙ্কলের কাথ প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা সেক প্রদান করিলে মুখের ও দস্তুর বিষবেদনা বিদূরিত হয় ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

কেশাশ্চৈব নরাণাম্ভ নারীণাঞ্চৈব ভূষণং ।

কেন বা বর্জ্যন্তে কেশাঃ কৃষ্ণবর্ণা ভবন্তি চ ।

তদ্ব্রূহি মে মহাদেব ত্বদধীনাম্মি সর্ব্বথা ॥

কেন বা মানবা লোকে দীর্ঘায়ুষো ভবন্তি হি ।

তৎ সর্ব্বং মে সমাচক্ষু শ্রোতুং কৌতূহলং মম ॥

পার্কীতী कहिलेन, हे महादेव ! समस्त अवयवेषु मध्ये एकमात्रं केशै किं नर, किं नारी सकलेशु परमं भूषणं स्वरूपं । केशविहीनं लोकके कदाचि नृश्रीं दृष्टं इत्यना ; अतएव किं उपाये तादृशं भूषणं स्वरूपं केशं परिवर्द्धितं च कृष्णवर्णं इत्य, ताहा आमारा निकटं कौर्तनं करुन । हे नाथ ! आमी तोमारही एकान्त अधीना । लोके मानवगण किं उपाये

দীর্ঘজীবী হইতে পারে, তাহাও শ্রবণ করিতে বাসনা করি। এই সমস্ত
অবগত হইতে আমার একান্ত কোতূহল জন্মিয়াছে; অতএব উহা
আমার নিকট কৌতূহন কর।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

আত্মাস্থিমজ্জা ত্রিফলা নীলী চ ভৃঙ্গরাজকং।

জীর্ণং পৰুলোহচূর্ণ কাঞ্জিকং কৃষ্ণকেশকৃৎ ॥

আত্মের আঠির মজ্জা, ত্রিফলা, নীল, ভৃঙ্গরাজ, লোহচূর্ণ ও কাঞ্জি এই
সমস্ত দ্রব্য একত্র মর্দন করিয়া কেশে দিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

আত্মাস্থিমজ্জামলকলেপাৎ কেশা ভবন্তি হি।

বন্ধমূলা ঘনা দীর্ঘাঃ স্নিগ্ধাঃ স্যুর্যোৎপতন্তি চ ॥

✓ আত্মের অস্থির মজ্জা ও আমলকী এই দুই দ্রব্য মর্দন করিয়া মস্তকে
লেপ প্রদান করিলে কেশ সমুৎপন্ন হয় এবং সেই কেশ দীর্ঘ, ঘন, বন্ধমূল
ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।

নবদগ্ধং শঙ্খচূর্ণং স্নুফটসীসকলেপিতং।

কচাঃ শ্লক্ষা মহাকৃষ্ণা ভবন্তি পরমেষ্ঠরি ॥

হে পরমেষ্ঠরি! দগ্ধ শঙ্খচূর্ণ ও সীসক ঘর্ষণ করিয়া মস্তকে লেপ
প্রদান করিলে কেশসমূহ স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়।

ভৃঙ্গরাজং লোহচূর্ণং ত্রিফলা বীজপূরকং ।
 নীলী চ করবীরঞ্চ গুড়মৈতৈঃ সমৈঃ শৃতং ।
 পলিতানীহ কৃষ্ণানি কুর্ঘ্যাল্পেপামহৌষধং ॥

ভৃঙ্গরাজ, লোহচূর্ণ, ত্রিফলা, লেবু, নীল, করবী, ও গুড় এই সমস্ত
 দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিলে । এই মহৌষধ লেপন করিলে কেশের
 শুভ্রত্বাদি বিনষ্ট হয় এবং কেশ সমৃদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

আত্মাস্বিচূর্ণলেপাদৈ কেশাঃ সূক্ষ্মা ভবন্তি চ ।
 করঞ্জামলকৈলাঃ সলাক্ষ্যালেপোরুণাপহঃ ॥

করঞ্জা, এলাইচ, লাক্ষা ও আমলকী এই দ্রব্য একত্র করিয়া
 মস্তকে লেপ প্রদান করিলে কেশের তাত্রবর্ণতা দূর হয় এবং কেশ সূক্ষ্ম
 হইয়া থাকে ।

সপ্তরাত্র্যাঃ প্রজায়ন্তে খল্লীটস্মৃ কচাঃ শুভাঃ ।
 দধ্বহস্তিদন্তলেপাং সাজ্জাকীররসাজ্জনাং ॥

হস্তিদন্ত দধ্ব করত সেই ভস্ম ও রসাজ্জন এই দুই দ্রব্য অজ্জাক্ষ সহ
 মিশাইয়া মস্তকে লেপ প্রদান করিলে খল্লীটরোগীর কেশ পরিস্কার হয় ।

পলাশস্ত্র চ বীজানি শ্রাবণে বিতুষাণি চ ।
 গৃহীত্বা নবনৌতেন তেষাং চূর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
 কর্ণার্কমেকং সেবেত নহা নিত্যং হরিং প্রভুং ।

ষষ্টিপুরাণধাত্বাশ্চ পথ্যমম্বুবর্জিতং শিবে ।

জীবদর্ষসহস্রাণি বলীপলিতবর্জিতঃ ॥

হে শিবে ! শ্রাবণনামে পলাশের বীজ গ্রহণ পূর্বক তাহাকে তুষশূণ্ড করিবে । তদনন্তর সেই বীজ চূর্ণ করত নবনীত সহকারে সেবন করিবে । ইহা এক তোলা পরিমাণে সেবন করিতে হয় । সেবনের পূর্বে প্রত্যহই হরিকে নমস্কার করিবে । এই ঔষধ সেবনান্তে ষষ্টিধাত্বের অন্ন পথ্য করিবে ; কিন্তু জল পান করিবে না । এইরূপ করিলে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিশূণ্ড হইয়া এক সহস্র বর্ষ জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ।

হস্তিকর্ণপলাশস্য পত্রাণি চূর্ণয়েচ্ছিবে ।

সর্বরোগবিনির্মুক্তং চূর্ণং পলশতং তথা ॥

সক্ষীরং ভক্ষিতং কুর্য্যাৎ সপ্তাহেন মহেশ্বরি ।

নরং শ্রুতিধরং দেবি যুগেন্দ্রগতিবিক্রমং ।

পদ্মরাগপ্রতীকাশং যুক্তং দশশতায়ুষা ॥

হস্তিকর্ণ পলাশের পত্র চূর্ণ করিয়া দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সাত দিনের মধ্যে যাবতীয় রোগ দূরীভূত হয় । এই ঔষধের পূর্ণমাত্রা একশত পল । এই ঔষধ সেবন করিলে মনুষ্য শ্রুতিধর হয়, যুগেন্দ্রবৎ গতিশালী ও বিক্রমসম্পন্ন হয়, পদ্মরাগের ত্রায় দেককাস্তি হয় এবং সেই ব্যক্তি সহস্রবর্ষ জীবন ধারণ করিয়া থাকে ।

ভৃঙ্গরাজশ্চ বৈ মূলং পুষ্যাক্ষে তু সমাহৃতং ।

গৃহীত্বা বৈ তচ্চূর্ণস্ত সর্বৌরধে ভক্ষয়েৎ ॥

মাসমাত্রপ্রয়োগেণ বলীপলিতবর্জিতঃ ।

শতানি পঞ্চ জীবেষ্ট নরো নাগবলো ভবেৎ ॥

পুষ্যানক্রে ভৃগুরাজের মূল উত্তোলন পূর্বক চূর্ণ করিবে । এই চূর্ণ
কাঞ্জি সহ সেবন করিলে একমাস মধ্যে সেই ব্যক্তি বলীপলিতাদিপরিশত
ইষ্টয়া পঞ্চ শত বর্ষ জীবিত থাকে সন্দেহ নাই ।

ইত্যেতৎ কথিতং সর্বং বিস্তরাৎ পরমেশ্বরি ।

গোপ্যাৎ গোপ্যতরঞ্চৈব স্বযোনিরিব পার্শ্বতি ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে শ্রীহরপার্বতীসংবাদে

ষট্‌কর্ষসাধনং নাম ত্রয়োদশোল্লাসঃ ॥ ১৩ ॥

হে পার্শ্বতি ! এই তোমার নিকট সবিস্তার সকলই কীর্তন
করিলাম । ইহা গোপনীয় ইহাতেও গোপনীয় । হে পরমেশ্বরি । ইহা
স্বযোনিবৎ গোপনে রাখিবে ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে ষট্‌কর্ষসাধন নামক ত্রয়োদশ উল্লাস সমাপ্ত ।

চতুর্দশোল্লাসঃ ।

যোগসাধনঃ ।

শ্রীপার্বত্যবাচ ।

দেবদেব মহাদেব কৈলাসেশ্বর হে প্রভো ।

অধুনা বদ মে নাথ যোগসাধনমুত্তমং ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! মহাদেব ! হে কৈলাসেশ্বর !
হে প্রভো ! হে নাথ ! অধুনা আমার নিকট যোগসাধন কীৰ্ত্তন কর ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি যোগসাধনমুত্তমং ।

অভক্তায় ন দাতব্যং দন্তে তু নিরয়ং ব্রজেৎ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! এক্ষণে তোমার নিকট অমুত্তম
যোগসাধন কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহা অভক্ত ব্যক্তিকে
কদাচ প্রদান করিবে না, ইহা অভক্তকে প্রদান করিলে নরকে গমন
করিতে হয় ।

হৃদ্যস্তি পঙ্কজং রক্তং দিব্যালিঙ্গেন ভূষিতং ।

কাদিষ্ঠান্তাকরোপেতং দ্বাদশার্ণবিভূষিতং ॥

জীবের হৃদয়ে দ্বাদশদলবিশিষ্ট লোহিতবর্ণ মনোহর পদ্ম বিরাজিত আছে। উহা ক আদি ঠ পর্যন্ত দ্বাদশবর্ণালঙ্কৃত, অর্থাৎ বামাবর্তে উর্দ্ধ পত্রাবধি শেষপত্র পর্যন্ত “ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ” এই দ্বাদশ বর্ণে সমন্বিত। ঐ পদ্মের মধ্যে যে কণিকার, তাহার অভ্যন্তরে ত্রিকোণাকৃতি পীঠে “ং” এই বর্ণ পরিশোভিত। এই ঙকারই বায়ুশক্তি বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত।

প্রাণো বসতি তত্রৈব বাসনাভিরলঙ্কৃতঃ ।

প্রাণস্তা বৃত্তিভেদেন নামানি বিবিধানি চ ॥

প্রাণাখ্য বায়ু উক্ত বায়ুযন্ত্ৰেই অধিষ্ঠান করেন। উক্ত প্রাণ পূর্বা-পূর্বার্জিত কৰ্ম্মসংশ্লিষ্ট অহঙ্কারসম্পন্ন অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী, নানাবিধ বাসনাস্তে সমলঙ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

নামানি বিবিধান্যেব তচ্ছৃণুষ বরাননে ।

প্রাণোঃপানঃ সমানশ্চেদানো ব্যানস্তথৈব চ ॥

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ।

এতে দশ প্রধানাঃ স্ত্য স্থানং তেষাং বদামাহং ॥

হে বরাননে! কার্য্যভেদে ঐ এক প্রাণবায়ু নানাবিধ নাম ধারণ করেন। তন্মধ্যে দশটি প্রধান। সেই দশটি যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অভিহিত। এই দশটির মধ্যে প্রথোমোক্ত পাঁচটি অন্তঃস্থ এবং শেষোক্ত পাঁচটি বহিঃস্থ প্রাণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। হে দেবি! এক্ষণে ইহাদিগের অধিষ্ঠানস্থান অর্থাৎ কোন্ বায়ু কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে ।

উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥

প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহে, * সমান নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠে, এবং ব্যান সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত ।

* সূক্ষ্মতে কথিত আছে যে, যে বায়ু নাসিকারন্ধ্র দ্বারা সমাকৃষ্ট হইয়া নাভিগ্রন্থি যাবৎ যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু । যে বায়ু যোনিদেশ হইতে নাভিগ্রন্থি যাবৎ নিম্নভাগে যাতায়াত করে, তাহার নাম অপান বায়ু । যৎকালে নাসারন্ধ্রের দ্বারা প্রাণবায়ু সমাকৃষ্ট হইয়া নাভিমণ্ডল স্ফীত করিতে সমুত্তত হয়, তৎকালেই অপান বায়ুও যোনি হইতে সমাকৃষ্ট হইয়া নাভির নিম্নপ্রদেশ স্ফীত করিতে থাকে । এই প্রকারে নাসারন্ধ্র ও যোনিপ্রদেশ দুই দিক্ হইতে প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয় পূরক-সময়ে নাভিগ্রন্থিতে আকৃষ্ট হয় আর রেচকসময়ে উভয় বায়ু দুই দিকে প্রস্থান করে । ষট্চক্র ভেদের টীকাতেও লিখিত আছে যে, “অপানঃ কৰ্ষতি প্রাণং প্রাণোহপানঞ্চ কৰ্ষতি । রজ্জুবদ্ধো যথা শোনো গতোহপ্যাকৃশ্যতে পুনঃ । তথা চৈতৌ বিসংবাদে সংবাদে সন্ত্যজে-
দিদম্ ॥” অর্থাৎ অপান প্রাণনামক বায়ুকে আকর্ষণ করে আর প্রাণ অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া থাকে । যেরূপ শোনপক্ষী রজ্জুবদ্ধ থাকিলে টেডী হইলেও পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ু নাসারন্ধ্র যোগে বাহ্যগত হইয়াও ‘আপানকর্তৃক’ আকৃষ্ট হইয়া পুনরায় শরীরমধ্যে প্রবেশ করে । এই বায়ুদ্বয়ের বিসংবাদে অর্থাৎ নাসিকা ও যোনিপ্রদেশের অভিমুখে বিপরীতভাবে গমনে জীবন রক্ষিত হয় । যৎকালে ঐ বায়ুদ্বয় নাভিগ্রন্থি ভেদ করত একত্র মিলিত হইয়া গমন করে, তৎকালে তাহারা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । মরণকালে ইহাকেই নাভিশ্বাস বলা

উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কূৰ্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ ।

কৃকরঃ স্কৃৎকৃতে জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্বণে ।

ন জহাতি মূতে কাপি সৰ্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥

নাগ নামক বায়ু উদগারে, কূৰ্ম চক্ষু-উন্মীলনে, কৃকর স্কৃৎকারে, দেবদত্ত বিজৃম্বণে এবং ধনঞ্জয় সৰ্বশরীরে অবস্থিত অর্থাৎ নাগ দ্বারা উদগার, কূৰ্ম দ্বারা উন্মীলন, কৃকর দ্বারা স্কৃৎকার, (হাঁচি), দেবদত্ত দ্বারা জিজৃম্বণ, (হাইতোলা) এবং ধনঞ্জয় দ্বারা হিক্কা এই সমস্ত কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে ।

যায় । এই বায়ুত্বেয়ের মধ্যবর্তী নাভিমণ্ডলস্থ বায়ুট সমানবায়ু নামে অভিহিত । শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, প্রধান বায়ু পাঁচটি এবং উপবায়ু পাঁচটি । তন্মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়াসম্পন্ন প্রাণবায়ুই সর্বপ্রধান । স্থলভেদে এই প্রাণেরই দশ প্রকার নাম হইয়াছে । বহু বহু তন্ত্রে লিখিত আছে যে, শরীরস্থ কুণ্ডলিনী নারী শক্তি হইতে সেই প্রাণ-বায়ু সঞ্চারিত হইয়াছে । তন্ত্রকারগণ সেই কুণ্ডলী শক্তিকে বায়ু এবং অগ্নির সূক্ষ্মাংশ বিদ্যায় পদার্থ বলিয়া কীর্তন করেন । সেই শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া এই তিনরূপে বিভক্ত হইয়া কি বহিরিন্দ্রিয়ের কার্য, কি আন্তরিক যন্ত্রের কার্য, শরীরস্থ যাবতীয় কার্যেরই প্রবর্তিকা হইয়াছেন । তন্ত্রে বর্ণিত আছে যে, অসংখ্য শূন্য কিংবা বায়ুবাহিনী ধমনী মেরুদণ্ডে সংলগ্ন । তাহার মধ্যে জ্ঞানশক্তিবাহিনী, ইচ্ছাশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী এই তিনটি নাড়ী প্রধান । সেই সমস্ত ধমনীমার্গে বিদ্যায় সূক্ষ্ম বায়ু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি শরীরে এবং শরীরস্থ যাবতীয় যন্ত্রে সংযুক্ত হয় । কোন কোন শারীরতত্ত্ববিৎ

অনেন বিধিনা যো হি ব্রহ্মাণ্ডং বেত্তি বিগ্রহং ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ স যাতি পরমাং গতিং ॥

যে ব্যক্তি এই প্রকার বিধান দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ আপন দেহকে অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তি অধিল পাতক হইতে মুক্তিলাভ করতঃ পরমা গতি প্রাপ্ত হন সন্দেহ নাই ।

গুরুপদিষ্টমার্গেণ ক্রিয়তে যেন বুদ্ধিনা ।
তস্যৈব সর্বসিদ্ধিঃ স্রাদ্ধানুষ্ঠানৈশ্চ লভ্যে ॥

হে পার্শ্বতি ! গুরু ষে রূপ উপদেশ প্রদান করেন, সেইরূপ নিয়মানুসারে কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ করা যায় ; কিন্তু তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি স্বীয় বিবেচনা বা কল্পনা অনুসারে কার্য্য করে, তাহার সিদ্ধিলাভ করা দূরে থাকুক, সমস্তই বিফল হইয়া যায় ।

মহাত্মা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে জ্ঞানশক্তিবাহিনী ও ক্রিয়াশক্তিবাহিনী যে শিরা আছে, শরীর ছেদন করিলেই তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । অপরাপর শারীরতত্ত্ববিৎ মহাত্মারা বলিয়া থাকেন যে, মেরুদণ্ডের দুই হৃদয়ের উপরিভাগ বাবৎ যে একটা শিরা সংযুক্ত আছে, তাহা ছেদন করিলেই রক্তের সঞ্চালন রহিত হইয়া যায় । ইহাতেই অনুমান হয় যে, ঐ ধমনী দ্বারাই হৃদয়ে রক্তসঞ্চালিনী শক্তি সংযোজিতা হইয়া থাকে । এই সকল প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, মেরুদণ্ডপ্রকৃত বাবদীয় ধমনীর মধ্যস্থিতা যে সকল বায়বী শক্তি আছে ও তাহাঃ স্বাসপ্রশ্বাসাদি যে সমস্ত বাহ্যক্রিয়া লক্ষিত হয়, তাহাই শরীরস্থ মূলবায়ু ।

যত্নেন স্তূত্বা নত্বা চ গুরোৰ্বিচ্ছাং লভেদ্যদি ।

আশু সিদ্ধিৰ্ভবেত্তস্ত নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

যে ব্যক্তি গুরুদেবকে যত্ন পূর্বক স্তব ও প্রণামাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিচালাভ করে, আশু তাহার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

গুরুঃ পিতা গুরুমাতা গুরুদেবো ন সংশয়ঃ ।

গুরুঃ কর্ত্তা চ হর্ত্তা চ নাস্তি কশ্চিৎ গুরোঃ পরঃ ॥

গুরুই পিতা, গুরুই মাতা এবং গুরুই দেবতাস্বরূপ । গুরুই কর্ত্তা, গুরুই হর্ত্তা ; গুরু অপেক্ষা জগতে আর কেহই নাই ।

তস্মাৎ কায়েন মনসা বচসা কৰ্ম্মভিরপি ।

গুরুমারাধয়েদ্বিদ্বান্ সৰ্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥

এই হেতুই কায়মনোবাক্যে ও কৰ্ম্মদ্বারা সৰ্ব্বকার্য্যসিদ্ধার্থ গুরুর আরাধনা করিবে ।

গুরুসেবাপ্রসাদেন সৰ্ব্বং ক্ষেমময়ং ভবেৎ ।

অনুত্থামঙ্গলং দেবি পদে পদে লভেদগুরঃ ॥

হে দেবি ! গুরুদেবের আরাধনা করিলে তৎপ্রসাদে সকল বিষয়েই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে ; অনুত্থা পদে পদে অমঙ্গল ঘটে সন্দেহ নাই ।

পরাংপরঞ্চ তং দেবি পরদেবতারূপিণং ।

ত্রিস্ত প্রদক্ষিণীকৃত্য স্পৃষ্ট্বা তচ্চরণৌ হিতৌ ।

পুনঃ প্রদক্ষিণীকৃত্য প্রণমেদগুবদুবি ॥

হে দেবি! পরাংপর, পরমদেবতারূপ সেই গুরুদেবকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার মঙ্গলময় চরণযুগল স্পর্শ পূর্বক পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবে ।

আত্মবান্ দৃঢ়বিশ্বাসী শ্রদ্ধাবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

স হি সিদ্ধিং লভেদেবি তস্মাত্তৎসমানো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি আত্মবান্, দৃঢ় বিশ্বাসযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই সিদ্ধিলাভ করে সন্দেহ নাই; অতএব হে দেবি! আত্মবান্ ও শ্রদ্ধাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় হওয়াই কৰ্ত্তব্য ।

কুসঙ্গী বহুসঙ্গী চ গুরুসেবাবিবর্জিতঃ ।

নিষ্ঠুরান্তুভাষী চ সদা লোলুপমানসঃ ॥

ইন্দ্রিয়বশগশ্চৈব অবিশ্বাসী চ যঃ পুমান্ ।

ন সিদ্ধিং লভতে মোহসৌ কল্পকোটিশতৈরপি ॥

যে ব্যক্তি অসঙ্গের সঙ্গ করে, যে বহুজনের সংসর্গে অবস্থিতি করে, যে গুরুসেবাবিহীন, যে নিষ্ঠুরভাষী ও মিথ্যাবাদী, বাহার মন সর্বদা লুপ্ত, যে অজিতেন্দ্রিয় ও অবিশ্বাসী, শতকোটি কল্পেও তাহার সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নাই ।

ফলিশ্রুতীতি বিশ্বাসঃ সিদ্ধেঃ প্রথমলক্ষণম্ ।
 দ্বিতীয়ং শ্রদ্ধয়া যুক্তং তৃতীয়ং গুরুপূজনম্ ।
 চতুর্থং সমতাভাবং পঞ্চমেন্দ্রিয়নিগ্রহম্ ।
 ষষ্ঠঞ্চ প্রমিতাহারং সপ্তমং নৈব বিদ্যতে ॥

“এই কার্যের ফল অবশ্যই হইবে” এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই সিদ্ধির প্রথম লক্ষণ । শ্রদ্ধা, স্পন্দন হওয়া দ্বিতীয় লক্ষণ । গুরুসেবাপরায়ণতা তৃতীয় লক্ষণ । সর্বভূতে সমতাভাব চতুর্থ লক্ষণ । ইন্দ্রিয়নিগ্রহ পঞ্চম লক্ষণ । পরিমিত আহার ষষ্ঠ লক্ষণ । এতদ্ব্যতীত যোগসিদ্ধির আর সপ্তম লক্ষণ কিছু নাই ।

যোগন্তঃ শ্রীগুরুংপ্রাপ্য প্রণম্য চরণৌ হিতী ।
 তদুপদিষ্টমার্গেণ যোগসাধনমাচরেৎ ॥

যোগবিৎ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া তদীয় মঙ্গলময় চরণযুগলে প্রণাম পূর্বক তদুপদিষ্ট মার্গানুসারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে ।

সুশোভনে মঠে যোগী পদ্মাসনসমস্থিতঃ ।
 আসনোপরি সংবিশ্য পবনাভ্যাসমাচরেৎ ॥

যোগী ব্যক্তি সুশোভন মঠমধ্যে পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া প্রাণায়াম-সাধনার্থ পবনাভ্যাস করিবে ।

সমকায়ঃ প্রাজ্জলিচ্চ প্রণম্য চ গুরুন্ সুধীঃ ।
 দক্ষে বামে চ বিদ্বৈশঙ্কৈত্ৰপালাশ্বিকং পুনঃ ॥

যখন পবনাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইবে, তখন দেহ বক্র বা কুঞ্চিত করিবে না, সমকায় হইয়া করযোড়ে গুরুগণকে প্রণাম পূর্বক বামদিকে ও দক্ষিণদিকে গণপতি, ক্ষেত্রপালাদি ও অস্থিকাকে প্রণাম করিবে।

ততশ্চ দক্ষাদ্ভুষ্ঠেন নিরুধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ ।

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুন্তয়েৎ ।

ততস্ত্যক্তা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ॥

তৎপরে সুবুদ্ধি সাধক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্রকে আবদ্ধ করত বাম নাসিকার ইড়া নারীরন্ধ্রে সাধ্যানুসারে ও সংখ্যানুসারে বায়ু পূরণ করিবে। মধ্যনাড়ীরন্ধ্রে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে ঐ পুরিত বায়ুকে রুদ্ধ করত তৎপরে যথাশক্তি সংখ্যানুসারে যথাক্রমে দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ীরন্ধ্র দ্বারা বায়ুকে অবগে পরিত্যাগ করিবে।

পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুন্তয়েৎ ।

ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ ॥

পুনরায় বিলোমমার্গে দক্ষিণ নাসাতে যথাসংখ্যানুসারে বায়ু পূরণপূর্বক যথাশক্তি মধ্যনাড়ীতে স্তম্ভিত করিয়া বাম নাসাতে পুরিত বায়ুকে ধীরে ধীরে শনৈঃ শনৈঃ যথাশক্তি সংখ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিদিন আলম্ব্য বিসর্জ্জন পূর্বক যথাকালে বিংশতিবার এই প্রাণায়াম-যোগ সাধন করিতে হয়। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যাকাল ও মধ্যরাত্রি এই চারিবারে বিংশতি সংখ্যায় কুন্তক করাই বিধেয়।

ইথাং মাসত্রয়ং কুর্যাদনালস্ত্রং দিনে দিনে ।
ততো নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্তাদবিলম্বেন নিশ্চিতম্ ॥

এই প্রকারে তিনমাস যাবৎ নিয়মসংগত হইয়া প্রত্যহ প্রাণায়াম করিলে
সেই ব্যক্তির নাড়ীশুদ্ধি হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।

যদা নাড়ীবিশুদ্ধিঃ স্তান্নশাস্ত্রে দোষপংক্তয়ঃ ।
যোগারম্ভোদ্ভবা দেবি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! ঐরূপে নাড়ীর বিশুদ্ধি হইলে তৎকালে যোগোদ্ভব
ঘাবতীয় দোষই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায় । আমি সত্য করিয়া বলিতেছি
ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

নাড়ীশুদ্ধৌ মহাদেবি যদ্যদ্চিহ্নং প্রকাশতে ।
তৎসর্বং সংপ্রাপ্স্যামি সাবধানাবধারয় ॥

হে মহাদেবি ! নাড়ীর বিশুদ্ধি হইলে সাধকের শরীরে যে যে রূপ
চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমি অধুনা তোমার নিকট তাহা কীর্তন
করিতেছি শ্রবণ কর ।

সমকায়ঃ স্নগন্ধিশ্চ স্নকাস্তিঃ প্রাণসাধকঃ ।
আরম্ভঘটকশ্চৈব তথা পরিচয়স্তদা ।
নিম্পত্তিঃ সর্বযোগেষু যোগাবস্থা ভবন্তি তাঃ ॥

তৎকালে প্রাণসাধক ব্যক্তি সমকায় হয় অর্থাৎ তাহার দেহ কৃশ, স্থূল অথবা বক্র ও কুক্ষিত হয় না ; তাহার দেহ মনোহর গুরুপূর্ণ ও কাস্তিমান্ হইয়া থাকে । যোগীর আরম্ভঘটক এই অঙ্গপরিচয় যাবতীয় যোগেতেই নিম্পন্ন হইয়াছে ; এই অবস্থাকেই যোগাবস্থা কহে ।

আরম্ভমাত্রমেতত্তু জানীহি পরমেশ্বর ।

বক্ষ্যাম্যাত্মানি চিহ্নানি দুঃখনাশকরাণি চ ॥

হে পরমেশ্বর ! প্রাণায়ামসিদ্ধির আরম্ভমাত্র কথিত হইল । এক্ষণে অপরাপর দুঃখনাশক চিহ্ন বলিতেছি শ্রবণ কর ।

প্রোটবহিঃ স্মৃভোগী চ স্মৃখী সর্বভঙ্গসুন্দরঃ ।

সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী সর্বোৎসাহবলান্বিতঃ ।

জায়তে যোগিনোহবশ্যমেতে সর্বকলেবরে ॥

যখন প্রাণসাধকের নাড়ীবিশুদ্ধি হয়, তখন বৈশুণ্যশূণ্য জটরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুন্দররূপ ভোগে সক্ষম হয় আর নিরন্তর চিত্ত স্মৃথরূপ গৃহে ক্রীড়া করিতে থাকে । তৎকালে যোগীর সর্বভঙ্গ পরম সুন্দর হয় । তখন যোগী ব্যক্তির হৃদয় সংপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তাহার মন ক্লুপ্ত হয় না, তিনি সর্বপ্রকার বল ও উৎসাহসম্বিত হইয়া থাকেন । হে দেবি ! যোগিগণের দেহে নিশ্চয়ই এই সকল চিহ্ন প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগবিল্লকরাণি চ ।

যন্ত্যক্তা সাধকো ধীমান্ ভবদুঃখপারং ব্রজেৎ ॥

এক্ষণে যোগবিঘ্নকর বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ধীমান্
সাধক ঐ সমস্ত পরিত্যাগ করিলে সংসাররূপ দুঃখসাগর সমুত্তীর্ণ
হইয়া থাকে।

মদুং তালং পনসঞ্চ কটুয়ং দধিতক্রকং ।

শাকোংকটং তথা তিত্তং ত্যজেৎ ভৃষ্টঞ্চ লাবণং ॥

মদু, তাল, কাঁঠাল, কটু ও অম্লদ্রব্য, দধি, তক্র, কদম্ব শাক,
তিত্তদ্রব্য, ভৃষ্টদ্রব্য ও লবণাক্ত বস্তু পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

যোগারম্ভে বর্জয়েত কদম্বং জম্বীরং তথা ।

লকুচং লগুনং বিষং পথস্ত্রীবহ্নিসেবনং ॥

যোগারম্ভ কালে কদম্ব, জম্বীর, লকুচ, (মাদার) লগুন, বিষ, (তেলা-
কুচা) পথপর্যটন, নারীসঙ্গ ও অগ্নিসেবন এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে।

পিয়ালং শাল্মলী-হিঙ্গু-কেমুকঞ্চ তথা বিষং ।

এতৎ সর্বং পরিত্যজ্যং যোগারম্ভে মহেশ্বরী ॥

হে মহেশ্বরী ! যোগারম্ভকালে পিয়াল, শাল্মলী, হিঙ্গু, কেমুক, (গাব)
বিষ, (পদ্ম প্রভৃতির মৃণাল) এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

কটবিল্বং পলাশঞ্চ মসুরং শাকদণ্ডকং ।

তুস্কীকুস্মাণ্ডপাণ্ডঞ্চ কোলকপিথঞ্চ বর্জয়েৎ ॥

কণ্ঠবিল্ব, পলাশ, মম্বর, শাকদণ্ড, লাউ, কুম্ভাণ্ড, পাণ্ডুল, বদরী ও
কপিথ (কদবেল) পরিত্যাগ করা কর্তব্য ।

যোগারম্ভে বর্জ্যেত কুলথঞ্চ মহেশ্বরি ।

কাঠিষ্ঠং দূরিতং পুতিং যত্নতঃ পরিবর্জ্যেৎ ॥

হে মহেশ্বরি ! যোগারম্ভকালে সাধক ব্যক্তি কুলথ কলায় ভক্ষণ
করিবে না এবং কঠিন দ্রব্য, পাপকর বস্তু ও পুতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্য যত্ন
সহকারে পরিত্যাগ করিবে ।

অতিশীতল্ঘাতি চোগ্রমুষং পয়ূষিতং তথা ।

যোগারম্ভে মহাযোগী যত্নতঃ পরিবর্জ্যেৎ ॥

যোগী ব্যক্তি যোগারম্ভকালে অত্যন্ত শীতল দ্রব্য, অতি উগ্র দ্রব্য,
উষ্ণ বস্তু ও পয়ূষিত দ্রব্য যত্ন সহকারে পরিত্যাগ করিবে ।

মিতাহারং বিনা যন্ত যোগারম্ভস্ত কারয়েৎ ।

নানারোগো ভবেত্তস্তা কিঞ্চিদ্যোগো ন সিধ্যতি ॥

যে ব্যক্তি মিতাহার পরিত্যাগ পূর্বক যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইবে,
নানাবিধ রোগ তাহাকে আক্রমণ করে, এবং তাহার যোগসিদ্ধিলাভ
হয় না ।

বালরস্ত্রামরস্ত্রাং রস্ত্রাদণ্ডঞ্চ দুশ্বরীং ।

দ্রাঢ়িকাং কর্কটীং মুদগং যোগী ভোজনমচরেৎ ॥

ঠটিয়া কলা, কাচকলা, রস্তাদণ্ড, (থোড়) ডুম্বর, ডাঢ়িকা, বর্কটী ও
মৃগ, যোগী ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য ভোজন করিবে।

গোধূমপিণ্ডকৈব পটোলং পনসং তথা ।

যবপিণ্ডং কক্কোলঞ্চ ঋদ্ধিং ভোজনমাচরেৎ ॥

গোধূমপিণ্ড, পটোল, কাঁঠাল, যবপিণ্ড, কক্কোল ও ঋদ্ধি যোগী ব্যক্তি
এই সমস্ত ভক্ষণ করিবে।

বার্তাকীং মূলকং রস্তাং মানং পটোলপত্রকং ।

বাস্তুকঞ্চ কালশাকং বালশাকঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥

বার্তাকী, মূলক, পক্করস্তা, মানকচূ, পলতা, কালশাক, বালশাক ও
বেতো শাক এই সমস্ত আহার করাই যোগীব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

এতৎ সর্বং ভক্ষণীয়ং শাল্যন্নং হিলমোচিকাং ।

যোগারন্তে মহাদেবি সর্বসিদ্ধি প্রদায়কং ॥

এই সমস্ত দ্রব্য এবং শালিতণ্ডুলের অন্ন ও হিলমোচিকা (হিঞ্চাশাক)
যোগীগণের পক্ষে ভক্ষণীয়। হে মহাদেবি! যোগারম্ভকালে এই সমস্ত
সেবন করিলেই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

মাষঞ্চ চণকাদীংশ্চ শুভ্রান্ তুষবিবর্জিতান্ ।

যোগারন্তে মহাযোগী ভক্ষয়েচ্চ সুরেশ্বরী ॥

হে সুরেশ্বরী! যে সকল দ্রব্যের উল্লেখ হইল, এতদ্ব্যতিরেকে
মাষকলায়, চণক প্রভৃতি শুভ্র ও তুষশূন্য করিয়া ভক্ষণ করিবে।

শুদ্ধং স্নমধুরং স্নিগ্ধং উদরার্দ্ধবিবৰ্জিতং ।

ভূজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিদং বিদুঃ ॥

পরিকৃত, মিষ্ট, সুরসপূর্ণ, স্নেহাবিশিষ্ট ও কোমল বস্তু ভোজনদ্বারা উদরের অর্দ্ধাংশমাত্র পরিপূর্ণ করিবে আর অপর অর্দ্ধাংশ শূন্য রাখিবে ! দস্তোষ সহকারে এই প্রকার ভোজনকেই মিতাহার কহে ।

অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং জলেন চ তৃতীয়কং ।

উদরস্ত চতুর্থাংশং সংরক্ষেদ্বাচরণে ॥

অন্ন ভোজনদ্বারা জঠরের অর্দ্ধভাগ পূর্ণ করিবে, তৃতীয় অংশ জলদ্বারা পূরিত করিবে, আর জঠরের চতুর্থাংশ বায়ু পরিচালনার্থ শূন্য রাখিতে হইবে । *

* যোগশাস্ত্রাস্তরে যোগসাধনবিধেয় নিষিদ্ধ বিষয়ে ঘেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রদর্শিত হইল যথা—

“অন্নং রুক্ষং তথা তীক্ষ্ণং লবণং সর্ষপং কটুং ।

বহুলভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলবিদাহকং ।

স্তেয়ং হিংসাং জনে দ্বেষকাঁহঙ্কারমনার্জ্জবং ।

উপবাসমসত্যঞ্চামোক্ষঞ্চ প্রাণিপীড়নং ॥

স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়প্রিয়ং ।

অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি লক্ষণং ॥

স্বতং ক্ষীরঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জিতং ।

কপূরং নিষ্ঠুরং মিষ্টং স্নমঠং সূক্ষ্মরক্তকং ॥

সন্তোভুক্তে ন যোগাত্মা পবনাভ্যাসমাচরেৎ ।

ক্ষুধিতেহপি ন কৰ্ত্তব্যো জানীহি পরমেশ্বরি ॥

আহারের অব্যবহিত পরক্ষণেই পবনাভ্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম করা যোগী ব্যক্তির কর্তব্য নহে ; হে পরমেশ্বরি ! ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও উহার আচরণ করিবে না ।

সিদ্ধান্তশ্রবণং নিত্যং বৈরাগ্যগৃহসেবনং ।

নামসংকীৰ্ত্তনং বিষ্ণোঃ সুনাদশ্রবণং পরং ॥

ধৃতিঃ ক্ষমা তপঃ শৌচং হ্রীশ্চতিগুরুসেবনং ।

সদৈতানি পরং যোগী নিয়মানি সমাচরেৎ ॥

অনিলেহর্কপ্রবিষ্টে চ ভোক্তব্যং যোগিভিঃ সদা ।

বায়ৌ প্রবিষ্টে শশিনি শয্যাতে সাধকোন্তমৈঃ ॥”

ইহার তাৎপৰ্য্য এই যে, যোগাভ্যাসকালে অন্ন, রুক্ষ, তীক্ষ্ণদ্রব্য, লবণ, সর্ষপ, কটুদ্রব্য, বহু ভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাভ্যঙ্গ, পরধন হরণ, হিংসা, ঘেম, অহংকার, অসরলতা, উপবাস, মিথ্যাবাক্য, প্রাণিপীড়ন, জ্বীসঙ্গ, অমুক্তিচিন্তা, অগ্নিসেবা, প্রিয়াপ্রিয়ভেদে বহু বাক্য প্রয়োগ, অধিক আহার, এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে । স্মৃত, দুষ্ক, মিষ্ট দ্রব্য, কর্পূরাদিবাসিত চূর্ণবজ্জিত তামূল, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ, সূক্ষ্মদ্বারবিশিষ্ট মনোহর মন্দিরে বাস, সিদ্ধান্ত বাক্য-শ্রবণ, বৈরাগ্যযুক্ত অন্তরে গৃহবাস, বিষ্ণু নাম কীৰ্ত্তন, ধৃতি, ক্ষমা, তপ, শৌচ, বজ্জা, ভগবদ্বিষয়ে মতি, গুরুসেবা, যোগিগণ এই সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিবে । যৎকালে পিঙ্গলানাড়ীরদ্ধে বায়ু প্রবিষ্ট হইবে, তৎকালে ভোজন করাই যোগীর কর্তব্য আর ঈড়ানাড়ীতে প্রাণবায়ুপ্রবেশসময়ে শয়ন করিবে ।

ভুক্তমাত্রৈণ যঃ কুর্য্যাৎ পবনাভ্যাসসাধনং ।

নাড়ীরক্তং ভবেত্তস্মৈ সরসং নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাড়ীরক্ত রসাপ্রিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

সরসে নাড়ীরক্তে তু বায়োশ্চ গতিহীনতা ।

শ্বাসাদিরোগসংঘৈশ্চ পীড়্যতে সাধকো ধ্রুবং ॥

নাড়ীরক্ত রসবিশিষ্ট হইলে বায়ুর গমনাগমনের বিঘ্ন ঘটে ; সুতরাং যোগী শ্বাসাদি রোগে আক্রান্ত হয় ।

ক্ষীণধাতুঃ ক্ষুধিতঃ শ্র্যৎ পবনাভ্যাসমাচরেৎ ।

সিদ্ধিস্তস্মৈ কুতো দেবি ক্ষয়রোগেণ পীড়্যতে ॥

ক্ষুধার্ত হইলে ধাতু ক্ষীণ হইয়া থাকে ; অতএব যদি তৎকালে প্রাণায়াম সাধন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সিদ্ধিলাভ করা দূর থাকুক, সে ব্যক্তি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

ক্ষীরাজ্যপ্রাশনং শস্তং আরম্ভে তু মহেশ্বরি ।

ততোভ্যাসে দৃঢ়ীভূতে ন তাদৃঙ্খিয়মঃ ক্ৰচিৎ ॥

হে মহেশ্বরি ! প্রথমভ্যাসকালে দুগ্ধ ও স্নাত ভোজনই প্রশস্ত । ক্রমে ক্রমে অভ্যাস দৃঢ়ীভূত হইলে আর তাদৃশ কোনরূপ নিয়মের বশীভূত হইতে হয় না ।

অভ্যাসিনা বিভোক্তব্যং শনৈঃ শনৈরনেকধা ।
পূর্বোক্তকালে কুন্তকান্ কুর্যাচ্চৈব দিনে দিনে ॥

অভ্যাসী ব্যক্তি বর্জক শনৈঃ শনৈঃ বহুবিধ দ্রব্য ভোক্তব্য হইয়া থাকে । পূর্বকথিত সময়ে প্রত্যহ পূর্বকথিত সংখ্যানুসারে কুন্তক করিবে ।

অভ্যাসে স্থিরীভূতে চ শক্তিঃ শ্রাদ্ধায়ুধারণে ।
ধারণাং কুন্তকো দেবি সিধ্যতীতি ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! অভ্যাস স্থিরীভূত হইলে ইচ্ছানুসারে বায়ুধারণে শক্তি সমুৎপন্ন হয় । বায়ু ধারণে শক্তি জন্মিলে কুন্তক অনায়াসে সিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই ।

শ্বেদঃ সংজায়তে দেহে যোগিনঃ প্রথমোত্তমে ।
যদা সংজায়তে শ্বেদো মর্দনং কারয়েৎ সুধীঃ ।
অনুথা বিগ্রহে ধাতুর্নষ্টো ভবতি যোগিনঃ ॥

প্রাণায়াম সাধন করিলে প্রথমে শরীরে ঘর্ম্ম সমুৎপন্ন হয় । তৎকালে সেই ঘর্ম্ম সর্বাঙ্গে মর্দন করিবে । তাহার অনুথাচরণ করিলে সাধকের সমস্ত দেহস্থ ধাতু ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

ততশ্চৈব ভবেৎ কম্পো দ্বিতীয়ঃ কথিতো বুধৈঃ ।
দার্দ্রুরী তৃতীয়ে দেবি তত্র পদ্মাসনস্থিতং ।
যোগিনং চালয়ত্যেব প্লুতবৎ প্রাণসংজ্ঞকঃ ॥

তৎপরে দেহ কম্পিত হইতে থাকে, ইহাই প্রাণায়ামসাধনের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া কথিত। তৃতীয় কল্পে ভেকের আয় গতি হয়। তৎকালে পদ্মাসনস্থিত যোগীকে প্রাণবায়ু প্লুতগতির আয় চালিত করিতে থাকে। *

ততোধিকতরাভ্যাসাৎ ভূমিং সংত্যজ্য সাধকঃ ।

পদ্মাসনে স্থিতঃ সোপি গগনে চরতি ধ্রুবং ।

তদৈব বায়ুসিদ্ধিঃ শ্রান্তবধ্বাস্তবিনাশিনী ॥

তদনন্তর ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে অধিকতরক্ষণ বায়ুকে নিরুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলে সাধক পদ্মাসনস্থ হইয়াও ভূতল পরিত্যাগ পূর্বক গগনমার্গে উৎপত্তি হইতে পারে। হে দেবি! তখনই ভবতিমিরনাশিনী বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে জানিবে।

যাবৎ সিদ্ধির্ন জায়েত কুর্বাণীত নিয়মগ্রহং ।

বায়ুসিদ্ধৌ মহাদেবি নিয়মৈঃ কিং প্রয়োজনং ॥

যাবৎকাল সিদ্ধি না হয়, তাবৎকালই নিয়মের বশীভূত থাকিবে। হে মহাদেবি! বায়ুসিদ্ধি হইলে তখন আর নিয়মে কি প্রয়োজন?

মলমূত্রে তথা নিদ্রা স্বপ্নাং সর্বঞ্চ জায়তে ।

দীনত্বং ন ভবেত্তস্মৈ রোগৈর্ন পরিভূয়তে ॥

* ভূতলে করতালি দিয়া ভেককে তাড়াইলে সে বেক্রপ লক্ষ দিয়া ভূতলে বিচরণ করে, বায়ুবশে ভূতলে বসিয়াও সাধকের সেইরূপ গতি হয়।

হে দেবি ! যোগসিদ্ধি হইলে যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । যোগসিদ্ধি হইলে সাধকের কি নিদ্রা, কি মলমূত্র ত্যাগ সমস্তই অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে । তাহার কিছুমাত্র দুঃখসঙ্কার হয়না এবং কোন প্রকার রোগও তাহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ।

লালা ন জায়তে তস্ম লীয়তে শ্বেদ এব চ ।

কৃমিশ্চৈব বিনশ্যেত সিদ্ধাবস্থায়ামীশ্বরী ॥

হে ঈশ্বরী ! যোগসাধকের সিদ্ধাবস্থাতে তাহার শরীরে লাল, শ্বেদ, বা কৃমি কিছুই সমুৎপন্ন হইতে পারে না ; ঐ সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায় সন্দেহ নাই ।

কফপিত্তানিলাশ্চৈব ন বর্দ্ধন্তে কলেবরে ।

তদৈব তস্ম ভোজ্যেষু ন কশ্চিন্মিয়মগ্রহঃ ॥

সিদ্ধাবস্থাতে সাধকের দেহে কফ, পিত্ত বা বায়ু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না ; উহা সমভাবে বিদ্যমান থাকে । তৎকালে যোগীর আহার-দির আর কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই ।

তদা ন ব্যথতে যোগী স্নৈর্বা বহুভোজনৈঃ ।

ততোহভ্যাসাং ক্রমেণৈব ভূচরীং সিদ্ধিমাশ্নুয়াৎ ॥

তৎকালে যোগী অল্প আহারই করুন, আর বহু ভোজনই করুন, কিছুতেই উহার ক্লেশ উৎপন্ন হয় না । এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে ভূচরী সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । *

* ভূচরী সিদ্ধি অর্থাৎ কি গম্য, কি অগম্য সকলস্থানেই বাতায়াতের শক্তি জন্মে ।

সাধনে বহুবো বিদ্যা জানীহি পরমেশ্বরি ।
তথাপি সাধয়েদযোগী প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥

হে পরমেশ্বরি ! যোগসাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে বহুবছ বিদ্য ঘটে
সত্য, কিন্তু সাধক প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও সাধনা হইতে নিবৃত্ত হইবেন না ।

সংযতঃ সাধকো দেবি ততো রহসি সংস্থিতঃ ।
প্রণবঃ প্রজপেদদীর্ঘং বিঘ্নবিনাশহেতবে ॥

হে দেবি ! সাধক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জনে উপবেশনপূর্বক বিঘ্ন
বিনাশার্থ দীর্ঘ মাত্রায় প্রণব জপ করিবে ।

পূর্বার্জ্জিতানি কস্মাণি ইহলোকোদ্ভবানি চ ।
নাশয়েৎ সাধকো ধীমান্ প্রাণায়ামেন নিশ্চিতং ॥

ধীমান্ সাধক প্রাণায়াম দ্বারা পূর্বজন্মার্জ্জিত ও ইহলোকোদ্ভব
যাবতীয় কৰ্ম বিনাশ করিয়া থাকেন ।

• ষোড়শপ্রাণায়ামেন পাপপুণ্যানি যানি চ ।
পূর্বার্জ্জিতানি দেবেশি নাশয়েৎ যোগি-পুঙ্গবঃ ॥

হে দেবেশি । যোগী ব্যক্তি ষোড়শ সংখ্যকে প্রাণায়াম দ্বারা
পূর্বার্জ্জিত যাবতীয় পুণ্য ও পাপ বিনাশ করিবেন ।

প্রদহেৎ পাপসংঘাৎশ্চ তুলানিব তু বহির্না ।
এবং নিষ্কলুষো ভূত্বা পশ্চাৎ পুণ্যানি নাশয়েৎ ॥

অগ্নি দ্বারা যে রূপ তুলারালি ভস্মীভূত হয়, সেইরূপ প্রাণায়াম দ্বারা
পাপসমূহ দগ্ধ করত নিষ্কলুষ হইয়া তৎপরে পুণ্য বিলয় করিবেন ।

অগ্নিমাদীনি সংপ্রাপ্য প্রাণায়ামেন সাধকঃ ।

পাপপুণ্যোদধিং তীত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াং ॥

যোগী ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা অগ্নিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য লাভ পূর্বক
পুণ্যপাপরূপ জলনিধি উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিভুবন পর্যটন করিতে থাকেন ।

ততোহভ্যাসক্রমেণৈব ঘটিকাত্রিতয়ং ভবেৎ ।

যেন শ্রাং সকলা সিদ্ধির্যোগিনস্তৃপ্তিস্তা ক্রবৎ ॥

তৎপরে ঘটিকাত্রয় ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে সাধকের অভিলষিত
যাবতীয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

বাক্যসিদ্ধিঃ কামচারী দূরদৃষ্টিস্তথৈব চ ।

দূরশ্রুতিঃ সূক্ষ্মদৃষ্টিঃ পরকায়প্রবেশনং ॥

এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে অভ্যাসবশে সিদ্ধিলাভ করিলে যোগীর
বাক্যসিদ্ধি হয়, ইচ্ছামত গম্যাগম্য সর্বস্থানে গমন করিতে পারে,
দূরদৃষ্টিশক্তি হয়, এবং দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মদর্শন ও পরকায় প্রবেশ করিবার
শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বিন্মূত্রলেপনে স্বর্ণমদৃশ্যকরণস্তথা ।

ভবন্ত্যেতানি সর্বাণি খেচরত্বঞ্চ যোগিনাং ॥

ক্রমে যোগি-প্রবরের মলমূত্র লেপন দ্বারা স্বর্ণ উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার ত্রিরোধানশক্তি জন্মিয়া থাকে। যোগবলে এই সকল শক্তি এবং তদ্ব্যতীত শূন্যমার্গে গমনাগমন করিতেও সমর্থ হওয়া যায়।

যদা ভবেদঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।

তদা সংসারচক্রেহস্মিন্স্থগ্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ ॥

যৎকালে প্রাণায়ামনিরত যোগী ব্যক্তির ঘটাবস্থা হয়, তৎকালে ইহসংসারে ঈদৃশ কোন বস্তু বিদ্যমান থাকে না, যাহা তাঁহার পক্ষে দূশ্রাপ্য হইতে পারে।

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাত্ৰৈ ঘট উচ্যতে ॥

প্রাণ, অপান, নাদবিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্র সংঘটন হয় বলিয়াই এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলা যায়।

যামমাত্রং যদা ধৰ্ত্তুং সমর্থঃ স্যাস্তদাত্মতঃ।

প্রত্যাহারস্তদেব স্যাম্মাস্তরো ভবতি ধ্রুবং ॥

যখন একপ্রহর কাল পর্য্যন্ত বায়ু ধারণের শক্তি জন্মে, তখন অত্যন্ত প্রত্যাহারের শক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ আর তাহার সাধনার বিষয় ঘটিবার সম্ভব থাকে না।

যং যং জানাতি যোগীন্দ্রস্তং তমাত্মৈতি ভাবয়েৎ*।

যৈরিন্দ্রিয়ৈর্ধৈবিধানস্তদিন্দ্রিয়জয়ো ভবেৎ ॥

যোগী ব্যক্তি জগতীশ যে যে পদার্থকে বিদিত হন, তৎসমস্তকেই আত্মা বলিয়া বিবেচনা করেন অর্থাৎ আত্মা ব্যতীত বিশ্বকে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন না। যে ইন্দ্রিয়ের যে বিধান, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সেই ইন্দ্রিয় ও তদ্বিধান দ্বারা যাবতীয় ইন্দ্রিয় পরাক্রম হইয়া থাকে।

যামমাত্রং যদা পূর্ণং ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।

একবারং প্রকুবীত যদা যোগী চ কুস্তকং ॥

দণ্ডাষ্টকং যদা বায়ুনিশ্চলো যোগিনো ভবেৎ ।

স্বসামর্থ্যাস্তদাসূষ্ঠে তিষ্ঠেদ্বাতুলবৎ সূধীঃ ॥

যদি অভ্যাসপ্রভাবে সম্পূর্ণ একপ্রহর যাবৎ একবার মাত্র কুস্তক হবে, যদি অষ্ট দণ্ড কাল সাধকের দেহে প্রাণবায়ু নিশ্চল হয়, তাহা হইলে সেই যোগী আপনার শক্তি দ্বারা বাতুলের স্থায় অসূষ্ঠে ভর করিয়া দণ্ডাষ্টকমান থাকিতে পারে।*

ততঃ পরিচয়াবস্থা যোগিনোহভ্যাসতো ভবেৎ ।

যদা বায়ুশ্চন্দ্রসূর্য্যং ত্যক্ত্বা তিষ্ঠতি নিশ্চলং ।

বায়ুঃ পরিচিতো বায়ুঃ সুষুম্না ব্যোম্নি সঞ্চরেৎ ॥

উক্ত অবস্থার পরেই অভ্যাসযোগে যোগীর পরিচয়াবস্থা হইয়া থাকে অর্থাৎ যখন ঈড়া পিঙ্গলাকে পারিত্যাগ করিয়া বায়ু নিশ্চল হয় আর ঐ পরিচিত প্রাণবায়ু সুষুম্নাস্তর্গত ছিদ্রমধ্যে কেবল সঞ্চারিত হয়, তখনই উহাকে পরিচয়াবস্থা বলা যায়।

* এস্থলে বাতুলের স্থায় বলার তাৎপর্য্য এই যে, তৎকালে যোগী আপনার ক্ষমতা সাধারণসমক্ষে গোপন রাখিবার জন্ত স্বেচ্ছা হইয়াও অজ্ঞানের স্থায় পরিচিত হন।

ক্রিয়াশক্তিঃ গৃহীত্বৈব চক্রান্ ভিহ্বা স্তুনিশ্চিতং ।

যদা পরিচয়াবস্থা ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।

ত্রিকূটং কৰ্ম্মণাং যোগী তদা পশ্যতি নিশ্চিতং ॥

এই বায়ু ক্রিয়াশক্তিকে গ্রহণ পূৰ্ব্বক যাবতীয় চক্র ভেদ করত যৎকালে অভ্যাসবশে স্তুনিশ্চিত পরিচয়াবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎকালে সাধক নিশ্চিত কৰ্ম্মের ত্রিকূট দর্শন করে অর্থাৎ কৰ্ম্মজ্ঞানিত আধ্যাত্মিক, আদিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন প্রকার তাপের অনুভব করিয়া থাকে ।

ততশ্চ কৰ্ম্মকূটানি প্রণবেন বিনাশয়েৎ ।

স যোগী কৰ্ম্মভোগায় কায়বাহং সনাচরেৎ ॥

তৎপরে যোগী প্রণব দ্বারা সেই কৰ্ম্মকূটের বিনাশ সাধন করেন । যদি কৰ্ম্মজ্ঞান বহুজন্ম ধারণের অপেক্ষা করে, তাহা হইলে সেই যোগী আপনার শক্তি দ্বারা কৃতকৰ্ম্মের ভোগনিমিত্ত কায়বাহ বিস্তার পূৰ্ব্বক এককালীন যাবতীয় কৰ্ম্মফলের ভোগ সমাধা করিয়া থাকেন ; সুতরাং আর পুনরায় জন্মগ্রহণের অপেক্ষা থাকে না ।

অস্মিন্ কালে মহাযোগী পঞ্চধা ধারণং চরেৎ ।

যেন ভূবাদিসিদ্ধিঃ স্মাত্তত্ত্বভূতভয়াপহা ॥

এই সময়ে যোগী প্রাতি চক্রে পঞ্চধা ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ এক এক চক্রে পঞ্চপঞ্চ কুস্তক করিতে ছইবে ; তাহা দ্বারাই পৃথিব্যাदि পঞ্চভূত সিদ্ধি হয় এবং কোনকালে ভূতাদিজনিত ভয় বিজ্ঞান থাকে

না। অর্থাৎ কি পৃথিবী, কি জল, কি অগ্নি, কি বায়ু, কি আকাশ কিছু
ইহতেই মরণভয়ের আশঙ্কা থাকে না।*

আধারে ঘটিকা পঞ্চ লিঙ্গস্থানে তথৈব চ ।

তদুর্দ্ধং ঘটিকা পঞ্চ নাভিহৃদাধ্যাকে তথা ॥

ক্রমধোর্দ্ধে তথা পঞ্চ ঘটিকা ধারয়েৎ স্তম্ভীঃ ।

তথা ভূরাদিনা নক্ষো যোগীন্দ্রো ন ভবেৎ খলু ॥

মুণাধারে সচিহ্ন জীবকে গ্রহণ পূর্বক পঞ্চ ঘটিকা, স্বাধিষ্টানে
লিঙ্গমূলে পঞ্চ ঘটিকা, মণিপূরচক্রে নাভিদেশে পঞ্চ ঘটিকা, হৃদয়ে অনাহত-
চক্রে পঞ্চ ঘটিকা, বর্গদেশে বিন্দু চক্রে পঞ্চ ঘটিকা, উর্দ্ধে ক্রমধো
আজ্ঞাপুরচক্রে পঞ্চ ঘটিকা, এই প্রকারে কৃন্তক দ্বারা বায়ুর ধারণ করিতে
পারিলে আর ভূরাদি কন্তুক যোগীর বিনাশের সম্ভাবনা নাই। ইহকেই
ভূচরীসিদ্ধি কহে।

মেধাবী পঞ্চভূতানাং ধারণাং যঃ সমভ্যাসেৎ

শতব্রহ্মাগতেনাপি মৃত্যুস্তস্য ন ভীতে ॥

যে বুদ্ধিমান্ যোগী পঞ্চভূতের ধারণাকে অভ্যাস করিতে পারে, শত
ব্রহ্মার পতন হইলেও তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় না।

* এই সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতেও বর্ণিত আছে যে, “পৃথ্বীপ্তে-
জোহনিলপে সমুথিতে পঞ্চাংকে যোগগুণে প্রবৃত্তে । ন তস্ম রোগো ন
জরা ন মৃত্যুঃ প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ঃ শরীরং ॥” অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি,
বায়ু, আকাশ ইহতে যাহার চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, তাদৃশ যোগগুণপ্রাপ্ত
যোগীর দেহ যোগাগ্নিময় হয়, তাহাকে জরামৃত্যুর অধীন ইহতে হয় না
অর্থাৎ সেই যোগীর যোগবলে ইচ্ছামৃত্যু ইহিয়া থাকে।

ততোহ্ভ্যাসক্রমেণৈব নিষ্পত্তির্যোগিনো ভবেৎ ।

অনাদি কৰ্মবীজানি যেন তীৰ্ত্বামৃতং পিবেৎ ॥

তদনন্তর যোগী অভ্যাসবশে ক্রমে যোগাভ্যাসে নিষ্পত্ত্যবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সেই যোগী বাসনামূল, অনাদি, কৰ্মবীজ সমস্ত হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মরসামৃত পান করে ।

যদা নিষ্পত্তির্ভবতি সমাধেঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা ।

জীবনুক্তস্ত শাস্তস্ত ভবেদ্ধীরস্ত যোগিনঃ ॥

যদা নিষ্পত্তিসম্পন্নঃ সমাধিঃ শ্বেচ্ছয়া ভবেৎ ।

গৃহীত্বা চেতনাং বায়ুঃ ক্রিয়াশক্তিঞ্চ বেগবান্ ।

সৰ্ব্বান্ চক্রান্ নিজিত্যাশু জ্ঞানশক্তৌ বিলীয়তে ॥

যৎকালে স্বীয় অভ্যাসকৰ্ম্ম দ্বারা শাস্ত, দীর্ঘ, জীবনুক্ত যোগীর যোগ-সমাধির নিষ্পত্তি হয়, তৎকালে যোগী সেই নিষ্পত্তিাবশিষ্ট সমাধিকে আপনার ইচ্ছানুসারে বেগবান্ চৈতন্যরূপ বায়ুক্রিয়াশক্তির সহিত সমস্ত চক্রভেদ পূর্বক জ্ঞানশক্তিতে বিলান করে ।

ঐদানীং ক্লেশহান্মর্থং বক্তব্যং বায়ুসাধনং ।

যেন সংসারচক্রেঃস্মিন্ ভোগহানির্ভবেদ্রুণং ॥

* এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে, পরব্রহ্মে জীন হইয়াত যোগীর দেহযাত্রা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ইচ্ছানুসারে বলার তাৎপর্য্য্য এই যে, জীবনুক্ত যোগী স্বীয় ইচ্ছানুসারে মুক্ত হয়, নিকাপাদি মুক্ত তাঁহার করতলগত সন্দেহ নাই ।

অধুনা ক্লেশনাশার্থং বায়ুসাধনং বলা যাইতেছে । এই সাধনার বলে এই সংসার চক্রে নিশ্চয়ই সাধকের যাবতীয় কষ্টভোগের অবসান হয় ।

রসনাং তালুমূলে যঃ স্থাপয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।

পিবৎ প্রাণানিলং তস্মৈ যোগানাং সংক্ষয়ো ভবেৎ ॥

যে বিচক্ষণ যোগী স্বীয় জিহ্বাকে তালুমূলে স্থাপন পূর্বক প্রাণবায়ুকে পান করে, তাহার তদবধিই যোগসাধনার সমাপ্তি হয় অর্থাৎ আব তাঁহাকে সাধনা করতে হয় না । যাবৎকাল ঐরূপ করিতে না পারে, তাবৎ যোগকার্য্য বিরত থাকিবে ।

কাকচক্ষুঃ পিবেদ্বায়ুং শীতলস্বা বিচক্ষণঃ ।

প্রাণাপানবিধানজ্ঞঃ স ভবেন্মুক্তিভাজনঃ ॥

যে বিচক্ষণ যোগী কাকচক্ষুস্বারা শীতল বায়ু পান করিয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর শক্তি বিদিত হইতে পারেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন সন্দেহ নাই ।

সরসং যঃ পিবেদ্বায়ুং প্রত্যহং বিধিনা সুধীঃ ।

নশ্যন্তি যোগিনস্তস্মৈ শ্রমদাহজ্বরাময়াঃ ॥

যে বুদ্ধিমান সাধক এইরূপ বিধানে প্রতিদিন সরস বায়ু পান করেন, তাঁহার যাবতীয় শ্রম, দাহ, জ্বর ও অন্যান্য রোগ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃৎবা যশ্চক্ষ্রে সলিলং পিবৎ ।

মাসমাত্রেণ যোগীন্দ্রে মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ॥

যে যোগীজ্জিহ্বাকে উদ্ধগামিনী করিয়া আদলমধ্যে চন্দ্রমণ্ডলানিস্ত
বারি পান করেন, তিনমাস মধ্যে তিনি মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারেন
সন্দেহ নাই।

রাজদন্তবিলং গাঢ়ং সংপীড়্য বিধিনা পিবেৎ ।

ধ্যাত্বা কুণ্ডলিনীং দেবীং যথাসেন কবির্ভবেৎ ॥

যে যোগী তালুমূলস্থিত গহ্বরকে জিহ্বা দ্বারা নিম্পীড়ন পূর্বক
কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া বায়ু সহিত অমৃতদ্বারা পান করে, সেই যোগী
যথাসাভ্যন্তরে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কাকচক্ষুঃ পিবেদ্বায়ুং সঙ্কায়োরুভয়োৱপি ।

কুণ্ডলিতা মুখে ধ্যাত্বা ক্ষয়রোগস্তা শাস্তয়ে ॥

যে সাধক সারং ও প্রাতঃ এই উভয় সঙ্কায় কাকীমুখ নাদচক্র হইতে
অধোগামী বায়ু কুণ্ডলিনীমুখে সমাগত, এইরূপ ধ্যান করিয়া বায়ু পান
করে, তাহার ক্ষয়রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

অহর্নিশং পিবেদ্যোগী কাকচক্ষুঃ বিচক্ষণঃ ।

দূরশ্রুতির্দূরদৃষ্টিস্তথা স্যাদর্শনং খলু ॥

যে বিচক্ষণ যোগী দিবানিশ কাকচক্ষু দ্বারা বায়ুপান করে, তাহার
দূরদৃষ্টি ও দূরশ্রবণশক্তি সমুদ্ভূত হয়।

দন্তে দন্তান্ সমাপীড়্য পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ ।

উদ্ধজিহ্বঃ স্ত্রমেধাবী মৃত্যুং জয়তি সোহচিরাং ॥

যে সাধক দশন দ্বারা দশনদমুকে পীড়ন করত জিহ্বাকে উর্দ্ধগামিনী করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রাণবায়ুকে পান করে, সে অচিরে মৃত্যুকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় ।

যথাসমাত্রমভ্যাসং যঃ করোতি দিনে দিনে ।

সর্বপাপবিনিশ্চয়ো বোগান্নাশয়তে হি সঃ ॥

যে সাধক প্রত্যহ এই প্রকার অনুষ্ঠান পূর্বক ছয় মাস যাবৎ সাধন করিতে পারে, সেই ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং তাহার যাবতীহ রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

সম্বৎসরকৃত্যভ্যাসাং ভৈরবো ভবতি ধ্রুবঃ ।

অগ্নিমানিগুণান্ লব্ধ্বা জিতভূতগণঃ স্বয়ং ॥

যে ব্যক্তি সম্বৎসর যাবৎ অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি অগ্নিমানি গুণলাভ পূর্বক ভূতগণকে জয় করিয়া স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ হইয়া থাকে ।

রসনামূর্দ্ধগাং কৃত্বা ক্ষণাৎকিঞ্চিৎ যদি তিষ্ঠতি ।

ক্ষণেন মুচ্যতে যোগী ব্যাধিমৃত্যুজ্বরাদিভিঃ ॥

যদি রসনাকে উর্দ্ধগামিনী করিয়া ক্ষণাৎকাল অবস্থতি করিতে পারে, তাহা হইলে, সেই যোগী আশু ব্যাধি, মৃত্যু ও জ্বরাদি হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয় ।

রসনাং প্রাণসংযুক্তাং পীড়্যমানাং বিচিন্তয়েৎ ।

ন তস্য জায়তে মৃত্যুঃ সত্যং সত্যং ময়োদিতং ॥

যে যোগী প্রাণবায়ুর সহিত রসনাকে পীড়ন করত চিন্তা করে, হে দেবি! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তাহাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হয় না।

এবমভ্যাসযোগেন কামদেবোহদ্বিতীয়কঃ ।

ন ক্ষুধা ন তৃষা নিদ্রা নৈব মূচ্ছা প্রজায়তে ॥

যোগী জন এই প্রকার অভ্যাসবশে অদ্বিতীয় কামদেব সদৃশ কাস্তিমান হয় আর তাহার ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বা মূচ্ছা কিছুই উপস্থিত হয় না।

অনেনৈব বিধানেন যোগীন্দ্রোহবনিমগ্নে ।

ভবেৎ স্বচ্ছন্দচারী চ সর্বাপৎপরিবর্জিতঃ ॥

এই প্রকার বিধি অনুসারে যোগসাধন করিলে সেই যোগি-প্রবৎ ধরামণ্ডলে সর্ববিধ আপদ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দচারী হইতে পারেন অর্থাৎ তিনি স্বচ্ছন্দে যথা ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন সন্দেহ নাই।

ন তস্মা পুনরাবৃত্তির্মোদতে স সুরৈরপি ।

পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যেত হ্রোতদাচরণেন সঃ ॥

সেই সাধককে আর পুনরায় ইহ সংসারে আগমন করিতে হয় না, সেই সাধক কি পুণ্য কি পাপ কিছুতেই লিপ্ত হন না, তিনি নিরন্তর স্বরগণের সহিত সানন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন।

চতুরশীত্যাসনানি সস্তি নানাবিধানি চ ।

তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ত্রবীম্যহং ।

সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বস্তিকং ॥

আম শাস্ত্রে চতুরশীতিপ্রকার আসনের নিয়ম নিক্রপণ করিয়াছি ।
তন্মধ্যে চারিপ্রকার আসনই প্রধান এবং সেই চারিটাই সাধকের বিশেষ
প্রয়োজনীয় । সেই চারি প্রকার আসন সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, উগ্রাসন
ও স্বস্তিকাসন নামে অভিহিত ।

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ ।

মেট্রোপরি পাদমূলং বিভাসেৎ যোগবিৎ সদা ।

উক্লে' নিরীক্ষ্য ক্রমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥

বিশেষোহবক্রকায়শ্চ রহস্যাদ্বেগবর্জিতঃ ।

এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কং ॥

সযত্নে পাদমূল দ্বারা যোনিপ্রদেশ * অপীড়ন পূর্বক মেট্রোপরি
অথ পাদমূল স্থাপন করিবে এবং অনন্তমনা, সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় যোগী
উর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা ক্রম মধ্যস্থলকে দর্শন করিবে । বিশেষতঃ সরলশরীর
হইয়া নিরুদ্ধেগ ও জনশূন্য স্থানে এইরূপ অন্তর্ধান করিতে হয় । ইহারই
নাম সিদ্ধাসন । ইহা সিদ্ধবর্গের সিদ্ধিপ্রদ । †

* গুহ্যপ্রদেশের উর্দ্ধভাগ অর্থাৎ কোষমূলের নিম্নস্থল পর্য্যন্ত স্থান
যোনিদেশ বলিয়া অভিহিত ।

† তন্ত্রাস্ত্রের সিদ্ধাসনের বৈরূপ লক্ষণ নিদিষ্ট আছে, তাহা নিম্নে
লিখিত হইল । যথা—

যোনিস্থানকমজ্জিমূলঘটিকং সংপীড্য গুল্ফেতরং

মেট্রে সংপ্রণিধায় তত্র চিবুকং কৃত্বা হৃদি প্যায়িনং ।

স্থাগুঃ সংযমিতেন্দ্রিয়োহচলদৃশা পশ্যন্ ক্রবোরস্তরং

এবং মোক্ষং বিধায়তে ফলকরং সিদ্ধাসনং প্রোচ্যতে ॥

যেন সংসারমুৎসৃজ্য লভাতে পরমা গতিঃ ।
 নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনে বিদ্বতে ভুবি ।
 যেনানুধ্যানমাত্রেণ যোগী পাপাদিমুচ্যতে ॥

এই সিদ্ধাসনের প্রসাদে সাধক সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরমা গতি
 প্রাপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা গোপনীয় আসন আর নাই। যোগী পুরুষ
 ইহার অনুধ্যানমাত্রেই পাপ ইহিতে মুক্তিলাভ করে।

পদ্মাসনং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি শুচিস্মিতে ।
 পরমং দুর্লভং হোতং গোপনীয়ং পরম্ভিদং ॥

হে দেবি! হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে পরম দুর্লভ পদ্মাসন কীর্তন
 করিতেছি শ্রবণ কর। ইহা পরম গোপনীয় জানিবে।

উত্তানৌ চরণৌ কৃদ্ধা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ
 উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃদ্ধা তু তাদৃশৌ ॥
 নামাগ্রে বিম্বসেদৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া ।
 উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ ॥

অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ একটা শুল্ক দ্বারা যোনিপ্রদেশ
 পোড়ন পূর্বক অত্র শুল্ক উপস্থের উপরিভাগে রাখিয়া হৃদয়ের উপর
 চিবুক সংস্থাপন করিবে আর স্থির ও সমকায় হইয়া একদৃষ্টিতে ক্রমুগলের
 মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। ইহারই নাম সিদ্ধাসন। এই
 সিদ্ধাসন দ্বারা মুক্তিলাভ হয়।

যথাশক্ত্যা সমাকৃশ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ ।
 যথাশক্ত্যা সমাকৃশ্য ধারয়েদুদরং শনৈঃ ॥
 যথাশক্তৌষ পশ্চাত্ত্ব রেচয়েদবিরোধতঃ ।
 ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সৰ্বব্যাদিবিনাশনং ॥

বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া নাসিকার অগ্রদেশে দৃষ্টিস্থাপন করত দশনমূলে জিহ্বা সংস্থাপন করবে আর চিবুক ও বক্ষঃস্থল উচ্চ করিয়া ক্রমে ক্রমে যথাশক্তি বায়ু আকর্ষণ করত উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে। পরে যথাশক্তি অবিরোধে রেচন করিতে হইবে। ইহাকেই পদ্মাসন কহে। ইহার প্রদাদে যাবতীয় ব্যাদি বিদূরিত হয়।*

দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরং ।
 অমুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ ॥
 ভবেদভ্যাসনে সম্যক্ সাধকশ্চ ন সংশয়ঃ ।
 পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ ॥
 পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্ত্রাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥

* গ্রন্থ্যামলে পদ্মাসনের যেরূপ লক্ষণ নিদিষ্ট আছে, তাহা এইস্থলে প্রদর্শিত হইল, যথা—

“উর্কৌরুপরি মেট্রান্তে উভে পাদতলে তথা ।
 পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনং ॥”

সাধারণে এই পদ্মাসনের অনুষ্ঠান করিতে পারে না, বুদ্ধিমান যোগী ব্যক্তিই ইহার অনুষ্ঠানে সমর্থ। ইহার অনুষ্ঠান করিলে আশু প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ীরদ্ধে চলিতে থাকে। পদ্মাসনের অভ্যাসবশে প্রাণায়াম-সময়ে বায়ুর গতি সমাক্ সৰল হয় সন্দেহ নাই। যে যোগী পদ্মাসনে সমাধীন হইয়া বিধানানুসারে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ রেচনাদি করে, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাবতীয় বন্ধন হইতে তাহার মুক্তির ভয় নাই।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি উগ্রাসনমনুত্তমং ।

গোপ্তব্যং স্পৃহ্যত্নেন স্বযোনিরিব শঙ্করি ॥

অর্থাৎ উরুর উপরিভাগে মেট্রাস্তে দুই চরণতলে সংস্থাপন করিলেই তাৎকালে পদ্মাসন বলা যায়। ইহা দ্বারা সকলপ্রকার পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রান্তরে অন্তরূপ লক্ষণও দৃষ্ট হয়, যথা,—

বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা

দক্ষোরূপরি পশ্চিমে ন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ং ।

অঙ্গুষ্ঠে হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়েৎ ।

এতদ্ব্যাধি বিনাশনকরং পদ্মাসনং চোচ্যতে ॥

অর্থাৎ বাম উরুর উপরিভাগে দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরিভাগে বামপদ সংস্থাপন পূর্বক করতল দ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে আর বক্ষঃপ্রদেশে চিবুক সংস্থাপন পূর্বক নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহারই নাম পদ্মাসন। ইহা দ্বারা যাবতীয় ব্যাধি বিদূরিত হয় এবং উদরাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে।

হে দেবি ! এক্ষণে অল্পতম উগ্রাসনের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর !
হে শঙ্করি ! স্বযোনিবৎ ইহা যন্ত্রসহকারে গোপনে রাখিবে ।

প্রসার্যা চরণদ্বন্দ্বং পরস্পরমসংযুতং ।

স্বপাণিত্যাং দৃঢ়ং ধৃত্বা জানুপরি শিরোম্মাসেৎ ।

আসনোগ্রমিদং প্রোক্তং ভবেদনিসদীপনং ।

দেহাবসাদহরণং পশ্চিমোত্তানসংজ্ঞকং ॥

পদদ্বয়কে পরস্পর অসংযুক্তরূপে প্রসারিত করিয়া করদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ কৰ্ত্তব্য জাম্বাঘ্রয়ের উপর মস্তক স্থাপন করিবে । ইহার নাম উগ্রাসন বা পশ্চিমোত্তানাসন । ইহা দ্বারা অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের অবসাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।*

* তদ্বাস্তরে পশ্চিমোত্তানাসনের যেরূপ লক্ষণ নিদ্রিষ্ট আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত রাহুল, যথা,—

প্রসার্যা পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ

সংযুতস্তালশ্চিতিযুগ্মমধ্যে ।

যত্নেন পাদৌ চ ধৃতৌ করাভ্যাং

যোগীন্দ্রপীঠং পশ্চিমোত্তানমাচ্ছং ॥

অর্থাৎ ভূমিতলে পাদদ্বয় দণ্ডবৎ সরলভাবে প্রসারিত করিয়া ও হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ পূর্বক জাম্বাঘ্রয়ের মধ্যে মস্তক স্থাপিত করিলেই তাহাকে পশ্চিমোত্তানাসন কহে ।

য এতদাসনং শ্রেষ্ঠং প্রত্যহং সাধয়েৎ সুধীঃ ।
 বায়ুঃ পশ্চিমমার্গেণ তস্মৈ সঞ্চরতি ধ্রুবং ।
 এতদভ্যাসশীলানাং সৰ্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন সাধয়েৎ সিদ্ধিসাধকঃ ॥
 গোপ্তব্য স্তু প্রযত্নেন ন দেয়ং যস্ত কশ্চিৎ ।
 যেন শীঘ্রং মরুৎসিদ্ধিৰ্ভবেদুঃখৌঘনাশিনী ॥

যে যোগী পুরুষ প্রাতিদিন এই শ্রেষ্ঠ উগ্রাসন সাধন করে, নিশ্চয়ই তদীয় বায়ু পশ্চিমপথে সঞ্চারিত হয়। ইহার অভ্যাসপ্রসাদে সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে; এই হেতু যত্নসহকারে ইহার সাধন করা সৰ্ব্বথা কর্তব্য। এই আসন সম্বন্ধে গোপনে রাখিবে, যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না। ইহা দ্বারা দাবতীয় দুঃখ বিদূরিত হয় এবং প্রাণায়ামসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শৃণু মে প্রাণবল্লভে ।
 স্বস্তিকং আসনং দিব্যং সুখাসনং প্রকীৰ্ত্তিতং ॥

হে প্রাণবল্লভে! অতঃপর দিব্য স্বস্তিকাসনের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। ইহাকেই সুখাসন কহে!

জানুর্কোরন্তরে সম্যক্ ধৃষ্টা পাদতলে উভে ।
 সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

জাহ্নবী ও উরুযুগলের মধ্যে পাদতলদ্বয় সম্যক্রূপে স্থাপন পূর্বক
তন্তুদ্বারা ধারণ করিয়া সরলভাবে সুখাসীন হইলেই তাহাকে স্বস্তিকাসন
বলা যায় ।*

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ ।

দেহে ন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্ত বায়ুশ্চ সিধ্যতি ।

সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্বদুঃখপ্রণাশনং ।

স্বস্তিকং যোগিভিগোপ্যং স্থতীকরণমুত্তমং ॥

যোগী ষথাবিধানে এই বায়ু সাধন করিবে । যে যোগী স্বস্তিকাসন
করে, তাহার দেহে ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে না এবং অবহেলে তাহার
প্রাণায়াম সিদ্ধি হয় । ইহাকেই সুখাসন কহে । এই আসনের প্রসাদে
যাবতীয় দুঃখ বিদূরিত হয় এবং দেহ সুস্থ থাকে । ইহা যোগিগণের
অতীব গোপনীয় ।

* স্বস্তিকাসনের অন্ত প্রকার লক্ষণ যাহা তন্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে, তাহা
এই স্থলে সকলের বিদিতার্থ লিখিত হইল, যথা—

জানুর্কোঁরন্তরে কৃৎযা যোগী পাদতলে উভে ।

ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে ॥

অর্থাৎ দুই জাহ্নু ও দুই উরুর মধ্যে দুই পাদতল সংস্থাপন পূর্বক
ত্রিকোণাকার আসন বন্ধ করতঃ ঋজুকায় হইয়া স্থখে উপবেশন করিবে ।
ইহাকেই স্বস্তিকাসন কহে ।

এতন্তে কথিতং দেবি আসনানাং চতুষ্টয়ং ।

যোগিনাং দুর্লভং সর্বং মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥

হে দেবি ! এই তোমার নিকট আসনচতুষ্টয় কীৰ্ত্তন করিলাম, ইহা যোগিগণের দুর্লভ ও মোক্ষসিদ্ধিপ্রদায়ক ।

শ্রীপার্বত্যাচ ।

আসনানি মহাদেব বিবিধানি চ সন্তি বৈ ।

হয়োক্তানি ততো দেব বক্তুমহঁসি সাম্প্রতং ॥

পার্বতী কহিলেন, হে মহাদেব ! তুমিই ইতিপূর্বে কীৰ্ত্তন করিয়াছ যে আসন বহুবিধ ; কিন্তু আমার নিকট চারিটীমাত্র প্রকাশ করিলে ; অতএব অবশিষ্ট আগুন বর্ণন করিয়া আমার কোতুহল বিদূরিত কর ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ ॥

তেষাং শ্রেষ্ঠানি দেবেশি দ্বাত্রিংশদাসনানি তু ॥

তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় কথিতং তব সন্নিধৌ ।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি শিষ্টানি ফলদানি চ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবেশি ! চতুরশীতিসংখ্যক আসন বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে দ্বাত্রিংশৎ আসন সকলের শ্রেষ্ঠ । সেই দ্বাত্রিংশৎ আসনের মধ্যে আবার চারিটী প্রধান । সেই চারিটীই তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিয়াছি, অধুনা অবশিষ্ট অষ্টাবিংশতি আসনের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

ময়ূরং গোমুখং মুক্তং ধনুৱাসনমেব চ ।
 বজ্রং মৃতং তথা ভদ্রং বীরঞ্চ সঙ্কটস্তথা ।
 গোরক্ষং কুক্কুটং কৃষ্ণং সিংহঞ্চ গরুড়ং বৃষং ।
 মকরং শলভং উষ্ট্রং তথা চোস্তানকৃষ্ণকং ।
 উত্তানমণ্ডুকং যোগং ভূজঙ্গং মণ্ডুকং তথা ।
 গুপ্তং বৃক্ষং তথা মাংস্রং মাংস্রেন্দ্রাসনমেব চ ।
 উৎকটঞ্চ তথা দেবি যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥

হে দেবি! এক্ষণে তোমার নিকট যে অবশিষ্ট অষ্টাবিংশতিসংখ্যক
 আসনের বিষয় কীর্তন করিব, উহারা যথাক্রমে ময়ূর, গোমুখ, মুক্ত, ধনু,
 বজ্র, মৃত, ভদ্র, বীর, সঙ্কট, গোরক্ষ, কুক্কুট, কৃষ্ণ, সিংহ, গরুড়, বৃষ, মকর,
 শলভ, উষ্ট্র, উত্তান কৃষ্ণ, উত্তানমণ্ডুক, যোগ, ভূজঙ্গ, মণ্ডুক, গুপ্ত, বৃক্ষ,
 মাংস্র, মাংস্রেন্দ্র ও উৎকট আসন নামে পরিবীড়িত ।

ময়ূরাসনং ।

ধরামবষ্টভং করয়োস্তুলাভ্যাং

তৎকূপরে স্থাপিতনাভিপার্শ্বং ।

উচ্চাসনো দণ্ডবদুখিতঃ খে

মায়ুরমেতৎ প্রবদন্তি পীঠং ॥

করতলদ্বয় দ্বারা ভূমি অবলম্বন পূৰ্ব্বক উভয় কূপরের * উপরিভাগে

* কূপর—কণ্ঠ ।

নাভির দুই পার্শ্ব সংস্থাপন করতঃ উচ্চাসনবৎ * চরণদ্বয় পশ্চাতে উর্দ্ধে সমুভোলিত করিয়া শূন্যে দণ্ডবৎ সমানভাবে উত্তীর্ণ হইবে। ইহারই নাম ময়ূরাসন।

ইতি ময়ূরাসনং ।

গোমুখাসনং ।

পাদৌ চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্ঠপার্শ্বে নিবেশয়েৎ ।

স্থিরকায়ং সমাসাচ্চ গোমুখং গোমুখাকৃতিঃ ॥

পাদদ্বয় ধরাতলে সংস্থাপন পূর্বক পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া অবক্রদেহে গোমুখবৎ উর্দ্ধমুখ হইয়া উপবেশন করিবে, ইহাকে গোমুখাসন কহে ।

ইতি গোমুখাসনং ।

মুক্তাসনং ।

পায়ুমূলে বামগুল্ফং দক্ষগুল্ফং তথোপরি ।

শিরোগ্রীবাসনং কায়ং মুক্তাসনন্তু সিদ্ধিদং ॥

গ্রহমূলে বামচরণমূল ও তদুপরি দক্ষিণচরণমূল সংস্থাপন পূর্বক মস্তক ও গ্রীবা সমান করিয়া ঋজুকায়ে উপবেশন করিলেই তাহাকে মুক্তাসন কহে । এই আসন সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া পরিগণিত ।

ইতি মুক্তাসনং ।

* উচ্চাসন—মুক্তপদ্মাসন । পূর্বে যে পদ্মাসন কথিত হইয়াছে, তাহাকেই বক্রপদ্মাসন কহে । আর কেবল বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বামপদ স্থাপন করিয়া তাহার উপরে করতলদ্বয় রাখিলেই মুক্ত পদ্মাসন হয় ।

ধনুরাসনং ।

প্রসার্য পাদৌ ভূবি দণ্ডরূপৌ

করৌ চ পৃষ্ঠে ধৃতপাদযুগ্মম্ ।

কৃৎস্না ধনুস্তল্যাপরিবর্তিতাং

নিগচ্ছ যোগী ধনুরাসনং তৎ ॥

ধরাতে পদদ্বয় দণ্ডবৎ সমানভাবে প্রসারিত করিয়া করযুগল দ্বারা
পৃষ্ঠদেশ দিয়া এই দুই পদ ধারণ করত সমস্ত দেহকে ধনুবৎ বক্র করিবে ;
ইহার নাম ধনুরাসন ।

ইতি ধনুরাসনং ।

বজ্রাসনং ।

জজ্বাভ্যাং বজ্রবৎ কৃৎস্না গুদপার্শ্বে পদাবুভৌ ।

বজ্রাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কং ॥

দুই জজ্বা বজ্রাকার করিয়া পদদ্বয় গুহের দুই পার্শ্বে সংস্থাপন করিবে ;
ইহার নাম বজ্রাসন । ইহার প্রসাদে যোগিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে ।

ইতি বজ্রাসনং ।

মৃতাসনং ।

উত্তানশব্দভূমৌ শয়ানন্তু মৃতাসনং ।

মৃতাসনং শ্রমহরং চৈত্বিপ্রাপ্তিকারণং

শবের ত্রায় উত্তান অর্থাৎ চিত্ত হইয়া ধরাতে শয়ন করিলেই তাহাকে মৃতাসন কহে । এই আসনদ্বারা শ্রম বিদূরিত হয় ও চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে ।

ইতি মৃতাসনং ।

ভদ্রাসনং ।

গুল্ফো চ বৃষণস্ত্রাধো ব্যাংক্রমেণ সমাহিতঃ ।

পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাক্ষ ধৃহা চ পৃষ্ঠদেশতঃ ।

জালঙ্করং সমাসাচ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ ।

ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্বব্যাদিবিনাশনং ॥

অণ্ডকোষের নিম্নে গুল্ফদ্বয় বিপরীতভাবে সংস্থাপন পূর্বক দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণ করত জালঙ্কর বন্ধের * অমুষ্ঠান করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে । ইহার নাম ভদ্রাসন । ইহার প্রসাদে যাবতীয় ব্যাদি বিদূরিত হয় ।

ইতি ভদ্রাসনং ।

* জালঙ্করবন্ধের লক্ষণ মনে লিখিত হইল, যথা —

বন্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং শ্রাসেৎ ।

বন্ধো জালঙ্করঃ প্রোক্তো দেবানামপি তুল্লভিঃ ।

• নাভিস্তো বহির্জ্জস্থানাং সহস্রকমলচ্যুতং ।

পিবৎ পীযুষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিদং ।

গলদেশের শিরাসকলকে বন্ধন করিয়া হৃদয়ে চিবুক রাখিবে । ইহাকেই জালঙ্কর বন্ধ কহে । জন্তু সকলের নাভিস্তবহিঃ সহস্রদল কমল হইতে বহির্গত সুধা পান করিয়া থাকে, এই হেতু জালঙ্করবন্ধ দ্বারা ঐ সুধাকে নিম্নদেশে পতিত হইতে না দিয়া উক্কে উঠাইয়া জিহ্বা দ্বারা পান করিবে । এইরূপ করিলেই অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই ।

বীরাसनং ।

একপাদমথৈকস্মিন্ বিম্বসেদূকসংস্থিতং ।

ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্ভীরাसनমিতীরিতং ॥

এক পদ এক উরুদেশে সংস্থাপন পূর্বক অত্রপদ পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত
করিলেই তাহাকে বীরাसन বহে ।

ইতি বীরাसनং ।

সঙ্কটাসনং ।

বামপাদং চিতেযূলং সংস্থাস্ত্র ধরণীতলে ।

পাদদণ্ডেন যাম্যেন বেষ্টয়েদ্বামপাদকং ।

জানুযুগো করযুগামেতৎ সঙ্কটমাসনং ॥

বাম চরণ ও বাম জঙ্ঘামূল ভূতলে স্থাপন করিয়া বামপদ দক্ষিণপদ
দ্বারা বেষ্টন করত দুই জাঙ্ঘতে দুই হস্ত স্থাপন করিবে । ইহার নাম
সঙ্কটাসন ।

ইতি সঙ্কটাসনং ।

গোরক্ষাসনং ।

জানুর্বেদ্যরস্তরে পাদৌ উত্তানব্যক্তসংস্থিতৌ ।

গুল্ফৌ চাচ্ছাণ্ড হস্তাভ্যামুস্তানাভ্যাং প্রযত্নতঃ ॥

কণ্ঠসংকোচনং কৃৎস্না নাসাগ্রমবলোকয়েৎ ।

গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণং ॥

ଉଭୟ ଜାତୁ ଓ ଓଁକର ମଧ୍ୟେ ଦୁଇମନ୍ତ ଉତ୍ତାନ କରିয়া ଅଗ୍ରକାଶିତଭାବେ
ସ୍ଥାପନ କରତ କରଦ୍ବୟ ଉତ୍ତାନ କରିয়া ଦୁଇ ଗୁଳ୍ଫ ଆବୃତ କରିବେ ଏବଂ
କର୍ପୁରାଦେଶ ସଂକୃଚିତ କରିয়া ନାମିକାର ଅଗ୍ରଦେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ । ଇହାର
ନାମ ଗୋରକ୍ଷାମନ । ଇହା ଷୋଡ଼ଶମନ୍ତର ମାନ୍ତିବିଧାନ କରେ ।

ଇତି ଗୋରକ୍ଷାମନଃ ।

କୁକୁଟାମନଃ ।

ପଦ୍ମାମନଃ ସମାମାତ୍ତ ଜାନୁବୋରନ୍ତରେ କରୌ ।

କୂର୍ପରାଭ୍ୟାଂ ସମାମୀନୋ ମନ୍ତ୍ରଃ କୁକୁଟାମନଃ ॥

କୌଳ ମନ୍ତ୍ରର ଉପରିଭାଗେ ଯୁକ୍ତପଦ୍ମାମନଃ ଇହା ଦୁଇଜାତୁ ଓ ଓଁକର
ମଧ୍ୟେ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରତ କୂର୍ପର ଦ୍ବାରା ଉପବେଶନ କରିବେ । ଇହାକେ
କୁକୁଟାମନ କହେ ।

ଇତି କୁକୁଟାମନଃ ।

କୂର୍ମାମନଃ ।

ଗୁଳ୍ଫୋ ଚ ବୃଷଣସ୍ଥାଧୋ ବାଂକ୍ରମେଣ ସମାହିତୌ ।

ଋଜୁକାୟଶିରୋଗ୍ରୀବଂ କୂର୍ମାମନମିତୀରିତଂ ॥

ଅଷ୍ଟକୋଷର ନିମ୍ନଭାଗେ ଗୁଳ୍ଫଦ୍ବୟ ପରସ୍ପର ବିପରୀତଭାବେ ରାଖିଯା ଗ୍ରୀବା,
ମନ୍ତ୍ର ଓ ଦେହ ସରଳ କରତ ଉପବେଶନ କରିବେ । ଇହାର ନାମ କୂର୍ମାମନ ।

ଇତି କୂର୍ମାମନଃ ।

সিংহাসনং ।

গুল্ফো চ বুঘণশ্রাধো বৃক্রমেণোদ্ধতাং গতঃ ।

চিতিমূলো ভূমিসংস্থঃ কৃত্বা চ জ্ঞানুনোপরি ।

ব্যস্তবক্ত্রে । জলভ্রুঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ ।

সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্বব্যাপ্তিবিনাশনং ॥

দুই গুল্ফ অণ্ডকোষের নিম্নভাগে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদিকে উর্দ্ধভাগে বহিস্কৃত করিবে আর জাম্বুদ্ব্য ভূতলে সংস্থাপন করিয়া ঐ দুই জাম্বুর উপরে মূখ-প্রকাশিত ভাবে উন্নত করত স্থাপন করিবে এবং জালঙ্কারবন্ধ অবলম্বন পূর্বক নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে । ইহাকে সিংহাসন কহে । ইহা দ্বারা বাবতীয় রোগ বিদূরিত হয় ।

ইতি সিংহাসনং ।

গরুড়াসনং ।

জজ্জ্বারভ্যাং ধরাং পীড্য স্থিরকাযো দ্বিজানুনা ।

জানূপরি করং যুগ্মং গরুড়াসনমুচ্যতে ॥

উভয় জজ্বা ও উরু দ্বারা ভূমিতল পীড়ন পূর্বক জাম্বুদ্ব্য দ্বারা স্থিরকার হইয়া দুই জাম্বুর উপরিভাগে হস্তদ্বয় সংস্থাপন করিলেই তাহাকে গরুড়াসন কহে ।

ইতি গরুড়াসনং ।

বৃষাসনং ।

যাম্যগুল্ফে পায়মূলং বামভাগে পদেতরং ।

বিপরীতং স্পৃশেদ্ভূমিং বৃষাসনমিদং ভবেৎ ॥

দক্ষিণ গুল্ফের উপরিভাগে পায়ুঘুল অর্থাৎ গুহ্যপ্রদেশ স্থাপন পূর্বক
তাহার বামদিকে বামচরণ উল্টাইয়া ধরিয়া ধরাতল স্পর্শ করিবে।
ইহাকেই বৃষাসন কহে।

ইতি বৃষাসনং।

মকরাসনং।

অধাস্ত্রঃ শেতে হৃদয়ং নিধায়

ভূমৌ চ পাদৌ চ প্রসার্যমাণৌ।

শিরসঞ্চ ধৃত্বা করদণ্ডযুগো

দেহাগ্নিকারং মকরাসনং তৎ ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া মুক্তিকাতে বক্ষঃপ্রদেশ স্থাপন করত পদদ্বয়
প্রসারণ পূর্বক করদ্বয় দ্বারা শিরোদেশ ধারণ করিবে। ইহার নাম
মকরাসন। ইহা দ্বারা শরীরের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

ইতি মকরাসনং।

শলভাসনং।

অধাস্ত্রঃ শেতে করযুগ্মং বক্ষে

ভূমিমবষ্টভ্য করয়োস্তলাভ্যাং।

পাদৌ চ শৃণ্ডো চ বিতস্তি চোৰ্দ্ধং

বদন্তি পীঠং শলভং মুনীন্দ্রাঃ ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া করদ্বয় বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক দুই করতল
দ্বারা ভূতল অবলম্বন করিবে এবং পদদ্বয় শৃণ্ডে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ উর্দ্ধে
রাখিবে। ইহার নাম শলভাসন।

ইতি শলভাসনং।

উষ্ট্রাসনং ।

অধাস্তঃ শেতে পদযুগাব্যস্তং

পৃষ্ঠে নিধায়াপি প্লুতং করাভ্যাং ।

ব্যাকৃৎকয়েৎ সম্যগুদরাস্ত্য গাঢ়ং

ভ্রষ্ট্রক পীঠং যোগিনো বদন্তি ॥

অধোমুখে শয়ান হইয়া দুই পদ উল্টা করত পৃষ্ঠদেশে আনয়ন করিবে। পরে দুই হস্ত দ্বারা পদদ্বয় ধরিয়া উদর ও মুখ গাঢ়রূপে আকৃষ্ট করিবে। ইহাকে উষ্ট্রাসন কহে।

ইতি উষ্ট্রাসনং ।

উত্তানকূর্মাসনং ।

কূর্কটাসনবন্ধস্থং করাভ্যাং ধৃতকন্ধরং ।

পীঠং কূর্মবহুত্তানমেতদুত্তানকূর্মকং ॥

কূর্কটাসন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা কন্ধর ধারণ করত কূর্মবৎ উত্তান হইলেই তাহাৰ নাম উত্তানকূর্মকাসন।

ইতি উত্তানকূর্মাসনং ।

উত্তানমণ্ডকাসনং ।

মণ্ডকাসনমধ্যস্থং কূর্পর্যভ্যাং ধৃতং শিরঃ

এতন্তেকবহুত্তানমেতদুত্তানমণ্ডকং ॥

মণ্ডুকাসনে সমাসীন হইয়া কূর্পরহস্য দ্বারা মন্তুক ধারণ করত ভেকবৎ
উত্তান হইয়া অবস্থান করিবে। ইহার নাম উত্তানমণ্ডুকাসন।

ইতি উত্তানমণ্ডুকাসনং।

যোগাসনং।

উত্তানো চরণৌ কৃতা সংস্থাপ্য জালুনোপরি।
আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুক্তকং ॥
পূরকৈর্বাযুমাঙ্কুশ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
যোগাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং যোগসাধনে ॥

পাদদ্বয় চিত করিয়া হাঁটুর উপরিভাগে স্থাপন করত হস্তদ্বয় চিত
করিয়া আসনের উপর স্থাপন করিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ
পূর্বক কুম্ভক করিয়া নাসিকার অগ্রদেশ দর্শন করিবে। ইহাকে
যোগাসন কহে। যোগিগণের যোগসাধনে এই আসন বিশেষ
প্রয়োজনীয়।

ইতি যোগাসনং।

ভুজঙ্গাসনং।

অঙ্গুষ্ঠনাভিপৰ্য্যন্তমধোভূমৌ বিনিষ্টিসেৎ।
করতলাভ্যাং ধরাং ধৃতা উৰ্দ্ধং শীর্ষং ফণীব হি।
দেহাগ্নির্বর্জীতে নিত্যং সর্বরোগস্ত নাশনং।
জাগৰ্ত্তি ভুজগী দেবী সাধনাদ্ভুজঙ্গাসনং ॥

পদের বৃদ্ধাক্ষুষ্ঠ অবধি নাভিদেশ যাবৎ সমস্ত নিম্নদেশ ভূমির উপর
বিশ্রান্ত করিয়া করতলদ্বয় দ্বারা ভূতল ধারণ পূর্বক ভূজঙ্গের ত্রায় উর্দ্ধে
উত্তোলন করিবে। ইহাকেই ভূজঙ্গাসন কহে। ইহার দ্বারা শরীরের
অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং যাবতীয় রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে। ইহার সাধনা
করিলে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরিতা হন।

ইতি ভূজঙ্গাসনং ।

মণ্ডুকাসনং ।

পাদতলৌ পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুষ্ঠে দ্বৈ চ সংস্পৃশেৎ ।

জানুযুগ্মং পুরস্কৃত্য সাধয়েন্মণ্ডুকাসনং ॥

চরণতলদ্বয় পৃষ্ঠদেশে লইয়া ঐ দুই পদের বৃদ্ধাক্ষুষ্ঠ পরস্পর সংস্পৃষ্ট
করিবে এবং উভয় জানু সম্মুখদিকে স্থাপন করিতে হইবে। ইহারই
নাম মণ্ডুকাসন।

ইতি মণ্ডুকাসনং ।

গুপ্তাসনং ।

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃৎস্না পাদৌ চ গোপয়েৎ ।

পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুদং গুপ্তাসনং বিদুঃ

দুই জানুর মধ্যে পদদ্বয় অতি গোপনভাবে স্থাপন করিবে এবং
পদদ্বয়ের উপরিভাগে গুহ্যদেশ স্থাপন করিতে হইবে। ইহার নাম
গুপ্তাসন।

ইতি গুপ্তাসনং ।

বৃক্ষাসনং ।

বামোরুমূলদেশে চ যাম্যপাদং নিধায় চ ।

তিষ্ঠেত্তু বৃক্ষবদ্ভূমৌ বৃক্ষাসনমিদং বিদ্রুঃ ॥

বাম উরুমূলে দক্ষিণ চরণ রাখিয়া ভূতলে বৃক্ষবৎ সরলভাবে অবস্থান করিলেই তাহাকে বৃক্ষাসন বলা হয় ।

ইতি বৃক্ষাসনঃ ॥

মংস্ত্রাসনং ।

মুক্তপদ্মাসনং কৃৎস্না উত্তানশয়নকরেৎ ।

কূর্ণরাভ্যাঃ শিরো বেষ্টং মংস্ত্রাসনন্তু রোগহা ॥

মুক্তপদ্মাসনের অন্তর্গত করিয়া কূর্ণরদ্বয় দ্বারা মস্তক বেষ্টন করত উত্তানভাবে শয়ন করিবে । ইহার নাম মংস্ত্রাসন ।

ইতি মংস্ত্রাসনং ।

মাংস্ত্রোদ্ভাসনং ।

উদরং পশ্চিমাভাসং কৃৎস্না তিষ্ঠতি যদ্রুতঃ ॥

নম্রাঙ্গবামপাদং হি দক্ষজানুপরি শ্রুসেৎ ।

তত্র যাম্যং কূর্ণরঞ্চ যাম্যকরে চ বজ্রকং ।

ক্রবোর্শ্মধ্যে গতা দৃষ্টিঃ পীঠং মাংস্ত্রোদ্ভাসমুচ্যতে ॥

উদরকে পৃষ্ঠের ত্রায় সরল করিয়া অবস্থান করিবে আর বামপদ নত করিয়া দক্ষিণ জাহুর উপরিভাগে স্থাপন করত তাহার উপর দক্ষিণ কণ্ঠই বাধিবে এবং দক্ষিণ হাতের উপর মুখ স্থাপন করিয়া ক্রয়ুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিতে থাকিবে। ইহার নাম মাংস্বেদ্রাসন।

ইতি মাংস্বেদ্রাসনঃ।

উৎকটাসনং।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামবষ্টতা ধরাং গুল্ফে চ খে গতো।

তত্রোপরি গুদঃ শ্রাস্ত বিজ্ঞেয়মুৎকটাসনং॥

পদদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিতল অবলম্বন পূর্বক গুল্ফদ্বয়কে বিনা অবলম্বনে শূন্যে স্থাপন করিয়া ঐ দুই গুল্ফের উপরিভাগে গুহ সংস্থাপন করিবে। ইহার নাম উৎকটাসন।

ইতি উৎকটাসনং।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এতন্তে কথিতঃ দেবি আসনানাস্ত লক্ষণং।

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি যোগানাং শেষসাধনং॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট আসন-সমূহের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যোগসাধনের বিষয় যাহা যাহা বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিতেছি অবধান কর।

আদৌ পুরকযোগেন স্বাধারে পুরয়েন্নমঃ।

গুদমেদ্রাস্তরে যোনিস্তামাকুক্ষ্য প্রবর্ততে॥

প্রথমে প্রকৃতিভাসযোগ দ্বারা আধারপদ্মमध्ये বায়ুর সহিত মনকে
প্রণ করিতে হইবে। গুহ্যদ্বার ও শিশ্ন বাবৎ স্থানকে যোনি-
নগ্নল বলা যায়। এই যোনিস্থলকে আকৃষ্টন পূর্বক মূত্রাবস্কন
করিবে।

ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যান্য কামং বন্ধুকসম্নিভং ।
সূর্য্যাকোটিপ্রতীকাশং চন্দ্রাকোটিনুশীতলং ।
তন্ত্রোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিত্রপা পরমা কলা ।
তয়া পিহিতমাত্মানমেকীভূতং বিচিস্তয়েৎ ॥

তৎকালে ব্রহ্মযোনিগত, বন্ধুককুসুমসম্নিভ, সূর্য্যাকোটিবৎ সমুজ্জ্বল
কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার উর্দ্ধে আগ্নিশিখাবৎ সূক্ষ্ম, চৈতন্যস্বরূপিণী
পরমাশক্তি ও তদগ্নিত পরমাত্মাকে একীভূত অর্থাৎ শিবশক্তিকে
একাত্মভূত চিন্তা করিবে।

গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ ।
অমৃতং তবিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণং ।
শ্বেতরক্তং তেজসাঢ্যং সুধাধারা প্রবর্ষিণং ।
পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং ॥

ঐ প্রকারে শিবশক্তিকে একাত্মভূত চিন্তা করিলে তৎপরে ব্রহ্মমার্গে
অর্থাৎ সুষুম্নাস্তভূত ব্রহ্মপথ দ্বারা ক্রমে লিঙ্গত্রয়ে গমন করিয়া থাকে
অর্থাৎ স্থল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ অবয়ববিশিষ্ট জীব বায়ুলহকারে

কুণ্ডলীশক্তি সহ ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। * ঐ কুণ্ডলীশক্তি হইতে পরমানন্দলক্ষণ-সম্পন্ন, স্বৈতরক্ত বর্ণ, তেজঃসম্পন্ন সুধাধারা বিগলিত হয়। উহাকেই কুলামৃত কহে। দীপ্যমান কুলামৃত উর্দ্ধে পান করত পুনরায় অধোবতরিত হইয়া সেই ব্রহ্ম যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করেন। †

পুনরৈব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নানুথা।

সা চ প্রাণসমা খ্যাতা হস্মিংস্তন্ত্বে ময়োদিতৈ ॥

পুনরায় উর্দ্ধে ব্রহ্মযোনিতে গতায়াত্রূপ প্রাণায়াম মাত্রাযোগে গমন করিবে, সেই ব্রহ্মযোনি কুণ্ডলীই ময়োস্ত এই তন্ত্বে প্রাণস্বরূপা পরমাত্মার প্রাণসমা বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত। ‡

* জীবের তিন রূপ ;—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূল—চতুঃষষ্টিবৃত্তি বিশিষ্ট। সূক্ষ্ম—স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মরূপ সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট। কারণ—কারণাবস্থায় শুদ্ধ কৰ্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন অপূৰ্ব্ববিশিষ্ট, অতি সূক্ষ্ম উপলব্ধি-মাত্র।

† কুণ্ডলীতে যে সুধাধারা বিগলিত হয়, তাহাকেই কুলামৃত কহে। তন্ত্বে যে কোলিক কুলাচারীর উল্লেখ আছে, তাহা ঐ কুলসাধক ও ঐ সুধাপায়ী বুঝিতে হইবে; নতুবা সামান্য যোনি ও সামান্য সুরাপান করিলে কোলিক বলা যায় না।

‡ তন্ত্রান্তরেও কথিত আছে যে, “পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতং ধরণীতলে। উত্থায় চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্ছতে। যাতায়াতং ত্রিভিঃ কৃত্বা পুনর্জন্ম ন বিচ্ছতে।” অর্থাৎ মলাধারে ধরাতল হইতে উঠিয়া উর্দ্ধে শিরস্থিত অধোমুখ কমলকর্ণিকাস্তর্গত পরমশিবের সহিত

পুনঃ প্রলীয়তে তস্মাৎ কালাগ্ন্যাদি শিবাশ্রকং ।

যোনিমুদ্রা পরা হোষা বন্ধস্তস্মাৎ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

তস্মাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্মাস্তি যন্ন সাধয়েৎ

পুনরায় জীবাশ্রাকে কালাগ্ন্যাদি শিবাশ্রক বন্ধযোনিতে প্রলীন চিন্তা করিবে। ইহাকেই যোনিমুদ্রা কহে। এই মুদ্রা যাবতীয় মুদ্রার প্রধান। হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট যোনিমুদ্রাবন্ধন কীৰ্ত্তন করিলাম। এই মুদ্রাবন্ধের প্রসাদে সাধক যাবতীয় কার্য্যই সাধন করিতে পারেন। এমন কোন বিষয় নাই, যাহা তাঁহার অসাধ্য হইতে পারে।*

সমাসক্তা কুণ্ডলী, তাহাতে শ্বেত লাক্ষারস সম গলিত স্নান পান করিয়া পুনরায় ধরাতে পতিত হইবে; পুনরায় উর্দ্ধে গিয়া পুনর্বার পান করিবে। এই প্রকার তিনবার গতায়ত করিয়া তৎস্নান পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। ইহাকেই কুলাচার কহে। নতুবা স্ত্রাপানে অবশেষজিয় হইয়া একবার উন্মিত হওয়া ও একবার পড়িয়া যাওয়াকে কুলসাধনা বলা যায় না।

* তস্মাস্তরে যোনিমুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত হইল, যথা—

সিদ্ধাসনং সমাসাশ্র কৰ্ণচক্ষুর্নসোমুখং ।

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যনামাদিভিষ্চ সাধয়েৎ ॥

কাকীভিঃ প্রাণং সংকুশ্র অপানে যোজয়েত্ততঃ ।

ষট্চক্রাণি ক্রমাঙ্ক্যাত্মা হং হংসমনুনা স্তম্ভীঃ ॥

হিরন্ময়পাস্ত্র যে মন্ত্ৰাঃ কীলিতা স্তম্ভিতাশ্চ যে ।
 দধ্মমন্ত্ৰাঃ শিখাহীনা মলিনাস্ত তিরস্কৃতাঃ ।
 মন্দা বালাস্তথা বৃদ্ধাঃ শ্রোতা যৌবনগৰ্ব্বিতাঃ ।
 অরিপক্ষে স্থিতা যে চ নিকর্ষীয্যাঃ সত্ত্ববর্জিতাঃ ।

চৈতন্যমানয়েন্দেবীং নিদ্রিতা যা ভুজঙ্গিনী ।
 জীবেন সহিতাং শক্তিং সমুত্থাপ্য পরান্মুজে ॥
 শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরংশিবেন সঙ্গমং ।
 নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখং ॥
 শিবশক্তিসমাবোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ ।
 আনন্দঞ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ ॥
 যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা দেবানামপি দুর্লভা ।
 সকৃন্তু লাভসংসিদ্ধিঃ সমাধিস্তঃ স এব হি ॥

অর্থাৎ প্রথমতঃ সিদ্ধাসনে উপবেশন করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা নেত্রযুগল, মধ্যমাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাসাদ্বয়, এবং অনামিকাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মুখ অবরুদ্ধ করিবে । পরে কাকীমুদ্রা দ্বারা প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্বক অপানবায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে । পরে যথাক্রমে দেহাভ্যন্তরস্থ ছয়টি চক্র ধ্যান করিয়া হ্রীং ও হংস এই মন্ত্রদ্বয় দ্বারা নিদ্রিত কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত করিবে এবং সেই জীবাত্মার সহিত সংযুক্ত কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদলপদ্মে ঊত্থাপিত করিয়া চিন্তা করিবে যে, যোগী স্বয়ং শক্তিময় হইয়া শিবের সহিত সঙ্গমে নিরত আছে, নানাপ্রকার সুখভোগ ও বিহার করিতেছে এবং শিব ও শক্তির সংযোগে স্বয়ং আনন্দস্বরূপ হইয়া “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ দৃঢ়চিত্তে চিন্তা করিবে । ইহাকেই যোনিমুদ্রা কহে । ইহা

ইয়া সত্বেন হীনা যে খণ্ডিতাঃ শতধা কৃতাঃ ।

বিধানেন তু সংযুক্তাঃ প্রভবন্তি চিরেণ তু ।

সিদ্ধিমোক্ষপ্রদাঃ সৰ্ব্বৈ গুরুণা বিনিযোজিতাঃ ।

স্বরূপের দুৰ্ভাৱ ও পরম গোপনীয় । একবারমাত্র ইহার সাধনদ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় এবং সাধক অনায়াসে সমাধিস্থ হইতে পারে । কুজিকাতন্ত্রে এই মূত্রার যেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা ও এই স্থলে সাধারণের বিদিতার্থ প্রকাশিত রহিল ; যথা—

অথ বাক্ষ্য মহেশানি শারদিদ্বুনিভাননে ।

অতীব গোপনং দেবি ন প্রকাশ্যং কদাচন ।

ন প্রকাশ্যমিদং দেবি স্বয়োনরিব পার্শ্বতি ॥

নিশীথে মুক্তকেশস্ত নগ্নঃ শক্তিসমস্থিতঃ ।

চিন্তয়েদিষ্টদেবীঞ্চ যোগিনাং যোগরূপিণীং ।

গুহ্যদেশে বামপাদগুল্ফং সংযোজয়েৎ সুধীঃ ।

শরীরঞ্চ স্থিরাকৃত্য জিহ্বায়াং তালুকং শ্রুসেৎ ।

নাসাগ্রং নেত্রযুক্তঞ্চ কর্তব্যঞ্চ মহেশ্বরি ।

কণ্ঠাসনং তথা কৃৎবা চিন্তয়েদুর্দ্ধবাহিনীং ।

ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং মূলাধারনিবাসিনীং ।

প্রাতরাধারকমলে হতভুজগুলোপরি ।

এবমভ্যশ্রমানস্ত সাধকঃ পরমেশ্বরি ।

জরামরণহুঃখাটৌমূচ্যতে ভববন্ধনাং ।

চতুর্বিধা তু সা স্ফুটিস্তম্ভাং যোনৌ প্রবর্ততে ।

যোনিমুদ্রেয়মাখ্যাতা সৰ্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িকা ॥

দীক্ষয়িত্বা বিধানেন অভিষিক্য সহস্রধা ।

ততো মন্ত্রাধিকারার্থমেবা মুদ্রা প্রকীর্তিতা ॥

যে সকল মন্ত্র ছিন্ন, কীলিত, শুষ্কিত, দগ্ধ, শিখাইন, মলিন, তিরস্কৃত, মল্ল, বালক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, ধোবনগর্ভিত, অরিপক্ষে স্থিত, নিকরীর্ষা, সম্বহীন, সম্বাহি গুণশূন্য, খণ্ডিত, শতধা কৃত, সেই সকল মন্ত্রও গুরুকর্তৃক যথাবিধানে বিনিষোজিত হইলে সিদ্ধি ও মুক্তিপ্রদান করে; কিন্তু বহুবিগ্ধে সিদ্ধ হইয়া থাকে। গুরু যথাবিধানে দীক্ষিত করিয়া সহস্রাভিষেক করত তৎপরে মন্ত্রের অধিকারার্থ এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করিতে উপদেশ দিবেন।

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ত্রৈলোক্যমপি ঘাতয়েৎ ।

নারসৌ লিপ্যতি পাপেন যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥

সহস্র ব্রাহ্মণ হত্যা, অধিক কি ত্রিভুবন বিনষ্ট করিয়া যদি এই যোনিমুদ্রা বন্ধন করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হয় না।

গুরুহা চ সুরাপী চ স্তেয়ী চ গুরুতল্লগঃ ।

এতৈঃ পাপৈর্ন বধ্যৈত যোনিমুদ্রানিবন্ধনাৎ ॥

এই মুদ্রার প্রসাদে, গুরুহত্যা, সুরাপায়ী, তস্কর ও গুরুদারাগামী ব্যক্তিও পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

তস্মাদভ্যাসনং নিত্যং কর্তব্যং মোক্ষকাজ্জিভিঃ ।

অভ্যাসাঙ্জায়তে সিদ্ধিরভ্যাসান্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥

এই কারণেই মোক্ষকামিগণ প্রত্যহ এই মুদ্রাবন্ধের অভ্যাস করিবে, অভ্যাসবশেই ক্রমে সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ।

সম্বিদং লভতেভ্যাসাং যোগাভ্যাসাং প্রবর্ততে ।

মুদ্রাণাং সিদ্ধিরভ্যাসাদভ্যাসাদ্বায়ুসাধনং ।

কালবঞ্চনমভ্যাসান্তথা মৃত্যুঞ্জয়ো ভবেৎ ॥

অভ্যাসবশেই জ্ঞানলাভ, অভ্যাসবশেই যোগপ্রবৃত্তি, অভ্যাসবশেই মুদ্রাসিদ্ধি, অভ্যাসবশেই প্রাণায়াম সিদ্ধি লাভ হয় এবং অভ্যাসবশেই কালকে বঞ্চনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে ।

বাক্‌সিদ্ধিঃ কামচারিত্বং ভবেদভ্যাসযোগতঃ ।

যোনিমুদ্রা পরা গোপ্যা ন দেয়া যন্ত কশ্চিৎ ।

সর্বথা নৈব দাতব্য প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি ॥

অভ্যাসবশেই বাক্‌সিদ্ধি ও কামচারিত্ব লাভ করা যায় । এই যোনিমুদ্রা পরম গোপনীয়, ইহা বাহ্যকে তাহাকে প্রদান করিবে না ; প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও বাহ্যকে তাহাকে প্রদান করা কর্তব্য নহে ।

কথিতেয়ং পরা মুদ্রা দেবেশি প্রাণবল্লভে ।

চতুর্বিংশতিমুদ্রাণাং লক্ষণানি বদাম্যহং ॥

হে দেবেশি ! হে প্রাণবল্লভে ! এই তোমার নিকট পরমশ্রেষ্ঠ যোনি মুদ্রা কীর্তন করিলাম । এক্ষণে অবশিষ্ট চতুর্বিংশতি সংখ্যক মুদ্রা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ।

সুপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগৰ্তি কুণ্ডলী ।
 তদা সৰ্ব্বাণি পদ্মানি ভিচ্ছন্তে গ্রন্থয়োপি চ ॥
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরীং ।
 ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥

গুরুদেবের প্রসন্নতা দ্বারা যৎকালে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হয়েন, তৎকালে ষট্চক্রস্থ পদ্ম ও গ্রন্থি সমূহ ভেদ হইয়া থাকে ; অতএব যত্নসহকারে সেই ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থ নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য মুদ্রা অভ্যাস করিবে । *

* গ্রন্থ্যামলে এই বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহাও এই স্থানে বিবৃত হইল, যথা, —

সশৈলবনধাত্রীনাং যথাধারোহিনায়কঃ ।
 সৰ্ব্বেবাং হঠতন্ত্রাণাং তথাধারা হি কুণ্ডলী ।
 সুপ্তা গুরুপ্রদাদেন যদা জাগৰ্তি কুণ্ডলী ।
 তদা পদ্মানি সৰ্ব্বাণি ভিচ্ছতে গ্রন্থয়োপি চ ।
 প্রাণশ্চ শূন্যপদবী তথা রাজপথায়তে ।
 যদা চিত্তং বিনালম্বং তদা কালশ্চ বধনং ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন প্রবোধয়িতুমীশ্বরং ।
 ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে সুপ্তাং মুদ্রাভ্যাসং সমাচরেৎ ॥

একমাত্র অনন্তই যেক্রপ শৈলকানন-বিরাজিতা ধরিত্রীর আধার, সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই বাবতীর হঠতন্ত্রের একমাত্র আধার । এই নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেই দেহস্থ ষট্চক্রস্থিত সমস্ত পদ্ম ও গ্রন্থি ভেদ হইয়া থাকে । অবলম্বন ব্যতীত চিত্তকে স্থির করিতে

মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীয়ানং জলঙ্করং ।
 মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী ।
 বিপরীতকরী মুদ্রা বজ্রোণী শক্তিচালনী ।
 তড়াগী মাণ্ডবী মুদ্রা শাস্ত্রবী পঞ্চধারণা ।
 অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভূজঙ্গিনী ।
 চতুর্বিংশতি মুদ্রাণি সিদ্ধিদানীহ যোগিনাং ॥

হে দেবি ! ষোনিমুদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট চতুর্বিংশতি সংখ্যক মুদ্রা
 বথাক্রমে মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ান বন্ধ, জালঙ্করবন্ধ, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ,
 মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরী, বজ্রোণী, শক্তিচালনী, তড়াগী, মাণ্ডবী,
 শাস্ত্রবী, পঞ্চ প্রকার ধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী ও ভূজঙ্গিনী
 নামে পরিকীৰ্ত্তিত । †

পারিলেই অমরত্ব লাভ করা যায়, অতএব সযত্নে ব্রহ্মরক্ষ্ম মুখে নিদ্রিতা
 কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করিবার জ্ঞান মুদ্রাভাস করিবে ।

† গ্রন্থামলে দশপ্রকার মাত্র মুদ্রার উল্লেখ আছে, যথা—

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী ।
 উড্ডীয়ানং মূলবন্ধো বন্ধো জালঙ্করাভিধঃ ।
 করণং বিপরীতাখ্যং বজ্রোণী শক্তিচলনং ।
 ইদন্ত মুদ্রাদশকং জরামরণনাশনং ।
 দেবেশি কথিতং দিব্যমষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদায়কং ।

অর্থাৎ মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডীয়ান, মূলবন্ধ,
 জালঙ্কর, বিপরীতকরী, বজ্রোণী, শক্তিচালন এই দশমুদ্রা অষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদ ।

শ্রীদেব্যুবাচ ।

পঞ্চধারণনামানি বদ মে পরমেশ্বর ।

লভামি পরমং জ্ঞানং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

পার্কর্তী কহিলেন, হে পরমেশ্বর ! হে সুরেশ্বর ! আপনি যে পঞ্চবিধ ধারণামুদ্রার উল্লেখ করিলেন, তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দেশ করুন ; আপনার প্রসাদে এই সমস্ত অবগত হইয়া পরম জ্ঞান লাভ করিব ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পার্শ্ববী বায়বী দেবি আকাশী আন্তরী তথা ।

বৈশ্বানরী চ পঞ্চৈব ধারণা পঞ্চধা মতা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! পঞ্চ প্রকার ধারণা মুদ্রা যথাক্রমে পার্শ্ববী, বায়বী, আকাশী, আন্তরী ও বৈশ্বানরী নামে অভিহিত ।

অধুনা তু প্রবক্ষ্যামি লক্ষণানি মহেশ্বরি ।

শৃণু তৎপ্রথমং দেবি মহামুদ্রায়া লক্ষণং ॥

হে মহেশ্বরি ! এক্ষণে মুদ্রা সকলের লক্ষণ কীর্ত্তন করিব । হে দেবি ! সৰ্ব্বপ্রথমে মহামুদ্রার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর ।

মহামুদ্রা ।

মহামুদ্রাং প্রবক্ষ্যামি তন্মৈশ্বিন্ মম বল্লভে ।

যাং প্রাপ্য সিদ্ধাঃ সংসিদ্ধিং কপিলাদ্যাঃ পুরাগতাঃ ।

অপসব্যোন সংপীড়্য পাদমূলেন সাদরং ।
 গুরুপদেশতো যোনিং গুদমেত্ৰ স্তুরালগাং ।
 সবাং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ ।
 নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি ।
 চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রভবেদ্যাসাধনং ।
 মহামুদ্রা ভবেদেয়া সৰ্ব্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা ।
 বামাঙ্গেন সমভ্যাস্ত দক্ষাঙ্গেনাভ্যাসেং পুনঃ ।
 প্রাণায়ামং সমং কৃত্বা যোগী নিয়তমানসঃ ॥

হে প্রাণবল্লভে ! অধুনা আমার এই তন্ত্রোক্ত মহামুদ্রালক্ষণ বলিতেছি । পূৰ্ব্বকালে কাপলাদি সিদ্ধগণ এই মুদ্রার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । গুরুদেবের উপদেশানুসারে বামগুল্ক দ্বারা * যোনি-মণ্ডলকে পীড়িত করিয়া ও দক্ষিণ পদকে প্রসারিত করত করদ্বয় দ্বারা ধরিবে ও দেহস্থ নবদ্বারকে সংযত করিয়া বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে চিবুক সংস্থাপন করিবে এবং চিত্তকে চৈতন্যমার্গে অর্পিত করিয়া কুম্ভক দ্বারা বায়ু ধারণ করিতে হইবে । এই মহামুদ্রা সমস্ত তন্ত্রেই গোপনীয় বলিয়া কীৰ্ত্তিত । যোগী ব্যক্তি এই মুদ্রা প্রথমে বাম অঙ্গে অভ্যাস করিয়া পুনরায় দক্ষিণ অঙ্গে অভ্যাস করিবে এবং উভয় অঙ্গে অভ্যাস সময়ে মনঃসংযমনপূৰ্ব্বক যথানিয়মে প্রাণায়াম করিবে । †

ঠতি মহামুদ্রালক্ষণং ।

* গুহ্য ও উপস্থ এই উভয়ের মধ্যস্থিত স্থান ।

† তন্ত্রান্তরে মহামুদ্রার লক্ষণ যথা—

মহামুদ্রাফলং ।

অনেন বিধিনা যোগী মন্দভাগ্যোপি সিধ্যতি ।

সর্বাসামেব নাড়ীনাং চালনং বিন্দুমারণং ।

পায়ুমূলং বামগুল্ফে সংপীড্য দৃঢ়যত্নতঃ ।

যাম্যপাদং প্রসার্য্যাথ করে ধৃতপদাঙ্গুলিঃ ।

কণ্ঠসংকোচনং কৃৎস্না ভ্রুবোর্শ্মধ্যং নিরীক্ষয়েৎ ।

ক্ষয়কাসং গুদাবৰ্ত্তং শ্লীহাজীর্ণং জ্বরস্তথা ।

নাশয়েৎ সর্বরোগাংশ্চ মহামুদ্রাতিসেবনাৎ ॥

বামগুল্ফ দ্বারা সমস্তে দৃঢ়রূপে গুহদেশে পীড়িত করিয়া দক্ষিণ চরণ প্রসারণ করত হস্তদ্বারা চরণেব অঙ্গুলি ধারণ করিবে এবং কণ্ঠদেশ সংকোচন পূর্বক ক্রয়ুগলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে । ইহাকেই মহামুদ্রা কহে । এই মহামুদ্রার আচরণ করিলে ক্ষয়কাস, গুদাবৰ্ত্ত, শ্লীহা, অজীর্ণ, জ্বর ইত্যাদি বিনাশ পায় ।

দন্তাজ্জেষসংহিতায় মহামুদ্রার ধেরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহাও এই স্থানে বিবৃত হইল যথা,—

পার্শ্বিৎ বামস্ত পাদস্ত যোনিস্থানে নিযোজয়েৎ ।

প্রসার্য্য দক্ষিণং পাদং হস্তাভ্যাং ধারয়েদৃঢ়তঃ ।

চিবুকং হৃদয়ে ত্র্যস্ত পূরয়েদ্বায়ুনা পুনঃ ।

কুস্তুকেন যথাশক্তি ধারয়িত্বা চ রেচয়েৎ ।

বামাঙ্গেন সমভ্যস্ত দক্ষিণাঙ্গেন চাভ্যসেৎ ।

প্রসারিতস্ত যঃ পাদস্তমূরুপরি বিস্থসেৎ ॥

জীবনন্ত কষায়ন্ত পাতকানাং বিনাশনং ।
 সর্বরোগোপশমনং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং ।
 বপুষঃ কাস্তিমমলাং জরামৃত্যুবিনাশনং ।
 বাঞ্জিতার্থফলং সৌখ্যমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ মারণং ।
 এতদুক্তানি সর্বাণি যোগারূঢ়স্ত যোগিনঃ ।

বামগুল্ফ যোনিস্থলে সংযুক্ত করিয়া ও দক্ষিণ পদ প্রসারণ পূর্বক করহর দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষের উপরে চিবুক রাখিয়া বখাশক্তি কুম্ভক দ্বারা বায়ুকে পূরিত, স্তম্ভিত ও রেচিত করিবে। এই মূদ্রা বামাদ্বে অভ্যাস করিয়া দক্ষিণাদ্বে অভ্যাস করিতে হয় এবং যে পদ প্রসারিত করিয়া থাকিবে, তাহা উরুর উপরে স্তম্ভ করিবে।

গ্রহসামলে যেক্রপ লক্ষণ আছে, তাহাও লিখিত হইল যথা,—

পাদমূলেণ বামেন যোনিং সংপীড়্য দক্ষিণং ।
 পাদং প্রসারিতং কৃৎৱা করাভ্যাং ধারয়েদৃঢ়ং ।
 কণ্ঠে বক্তুং সমারোপ্য ধারয়েদ্বায়ুমূর্দ্ধতঃ ।
 যথা দণ্ডাহতঃ সর্পো দণ্ডাকারঃ প্রজায়তে ।
 ঋজ্বীভূতা তথা শক্তিঃ কুণ্ডলী সহসা ভবেৎ ।
 তদা সা মরণাবস্থা জায়তে দ্বিপুটান্ধ্রিতা ।

বাম গুল্ফ দ্বারা যোনি পীড়ন পূর্বক দক্ষিণপদ প্রসারিত করিয়া ডুই হস্ত দ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং কণ্ঠে মুখ সংস্থাপন করত কুম্ভক দ্বারা বায়ু রোধ করিতে হইবে। দণ্ড দ্বারা আচ্ছত হইলে সর্প যেমন দণ্ডের ত্রায় সরল আকার ধারণ করে, তক্রপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি এই মূদ্রাহুষ্ঠান দ্বারা সরল ভাব ধারণ করেন। পরে ঐ পূরিত বায়ু প্রাণায়াম-সহকারে ক্রমশঃ রেচিত করিবে। ইহাকেই মহামূদ্রা কহে।

ভবেদভ্যাসতোহবশ্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ।

গোপনীয়া ঐ যত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ।

যাস্তু প্রাপ্য ভবান্তোষেঃ পারং গচ্ছন্তি যোগিনঃ ।

মুদ্রা কামদুঘা হেযা সাধকানাং ময়োদিতা ।

গুপ্তাচারেণ কৰ্ত্তব্য্যা ন দেয়া যস্ত কস্তচিৎ ॥

যোগী মন্দভাগা হইলেও এই মহামুদ্রা সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে । এই মুদ্রাপ্রসাদে শরীরস্থ সমস্ত নাড়ী চালিত হয়, জীবনীশক্তিস্বরূপ শুক্র জীবনকে আকর্ষণ পূর্বক স্তম্ভিত করে, অখিল পাতক বিনাশ পায়, ষাণ্ডীয়া রোগ বিদূরিত হয়, কঠরাগ্নির বৃদ্ধি হয়, শরীরে বিমল লাবণ্য জন্মে, জরামৃত্যু আক্রমণ করিতে পারে না, বাঞ্ছিত অর্থ ও সুখলাভ হইয়া থাকে এবং জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় । যোগীব্যক্তি এই মুদ্রাভ্যাস দ্বারা ঐশকল ফল লাভ করেন সন্দেহ নাই । এই মুদ্রা সম্বন্ধে গোপনে রাখিবে । ইহা দ্বারা যোগী দুস্তীর্ঘ্য সংসারমাগর পার হইয়া থাকে । এই মুদ্রা কামধেনুস্বরূপিণী, ইহা অতি গোপনে সাধন করা কৰ্ত্তব্য । বাহাকে তাহাকে ইহা প্রদান করিবে না । *

ইতি মহামুদ্রাকলং ।

* গ্রহযামলে মহামুদ্রার বৈকুণ্ঠ ফল বর্ণিত আছে, তাহা নিয়ে লিখিত হইল,—

মহাক্লেশাদয়ো দোষাঃ ক্ষীয়ন্তে মরণাদয়ঃ ।

মহামুদ্রা তু তেনৈব সমাখ্যাতা মহেশ্বরী ।

চন্দ্রাঙ্গেন সমভ্যাস্ত সূর্যাঙ্গেন সমভ্যাসেৎ ।

যাবৎ সংখ্যা ভবেত্তুল্যা ততো মুদ্রাং বিসৰ্জয়েৎ ।

নভোমুদ্রা ।

যত্র তত্র স্থিতো যোগী সৰ্ব্বকাৰ্য্যেষু সৰ্ব্বদা ।
 উৰ্দ্ধজিহ্বঃ স্থিরোভূত্বা ধাৰয়েৎ পবনং সদা ।
 নভোমুদ্রা ভবেদেবা যোগিনাং রোগনাশিনী ॥

ন হি পথ্যমপথ্যং বা রসাঃ সৰ্ব্বৈপি নীরসাঃ ।
 অপি ভুক্তং বিষং ঘোর পীযুষমিব জীৰ্য্যতি ।
 অতঃ শনৈঃ শনৈরেব রেচয়েন্তং ন বেগতঃ ।
 ইয়ং খলু মহামুদ্রা তব স্নেহাৎ প্রকাশ্যতে ।
 ক্ষয়কুষ্ঠগুদাবৰ্ত্তা গুদপ্লীহপুরোগমাঃ ।
 তস্মা দোষাঃ ক্ষয়ং যান্তি মহামুদ্রাঞ্চ যোভ্যসেৎ ।
 কথিতেয়ং মহামুদ্রা জরামরণনাশিনী ।
 গোপনীয়া প্রযত্নেন ন দেয়া যশ্চ কশ্চচিৎ ॥

এই মুদ্রার প্রসাদে মহাক্লেশাদি ও মরণাদি বিদূরিত হয়, হে মহেশ্বর !
 এইজগুই ইহা মহামুদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে । এই মুদ্রা প্রথমতঃ
 বামাস্থে অভ্যাস করিয়া তৎপরে দক্ষিণাস্থে অভ্যাস করিতে হয় । ইহা
 অভ্যাসে কোনরূপ পথ্যাপথ্যের নিয়ম নাই, ইহার প্রসাদে ভুক্ত ঘোরতর
 বিষও অমৃতের স্থায় জীর্ণ প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এই মহামুদ্রা অভ্যাস করে
 তাহার ক্ষয়, কুষ্ঠ, প্লীহা, প্রভৃতি দোষ বিনাশ পাইয়া থাকে, এবং এই মুদ্রা
 জরা ও মৃত্যু বিনাশ করিয়া দেয় । এই মুদ্রা সৰ্ব্বদা গোপনে রাখিবে,
 বাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না ।

স্থিরভাবে উর্দ্ধদিকে জিহ্বা চালিত করিয়া কুস্তকসহকারে বায়ুরোধ করিতে হইবে। ইহারই নাম নভোমুদ্রা। ইহা দ্বারা যোগীগণের ষাবতীয় রোগ বিনাশ পায়।

ইতি নভোমুদ্রালক্ষণং।

উড্ডীয়ানবন্ধঃ।

নাভেরূর্দ্ধমধশচাপি তানং পশ্চিমমাচরেৎ।

উড্ডানো বন্ধ এষঃ স্রাৎ সর্বদুঃখোঘনাশনঃ।

উদরে পশ্চিমং তানং নাভেরূর্দ্ধস্ত কারয়েৎ।

বন্ধোহয়ং উড্ডীয়ানাখ্যো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী॥

নাভির উর্দ্ধ ও অধোদেশ এবং পশ্চিম দ্বারকে একভাবে কুঞ্চিত করিবে অর্থাৎ কুস্তক সহকারে নাভির অধোদেশস্থ নাড়ী প্রভৃতিকে নাভির উর্দ্ধভাগে উত্তোলিত করিবে। ইহাকেই উড্ডীয়ানবন্ধ কহে। ইহা দ্বারা আঁখল দুঃখ দূর হয় এবং মৃত্যু পরাজিত হয়।*

ইতি উড্ডীয়ানবন্ধলক্ষণং।

* উড্ডীয়ানবন্ধের তত্ত্বান্তরোক্ত লক্ষণগুলি এই স্থানে উদ্ধৃত হইল।—

বন্ধো যেন স্রুম্মায়াং প্রাণ উড্ডীয়তে ততঃ।

তস্মাদুড্ডীয়ানাখ্যোয়ং জ্ঞাতব্যঃ পরমেশ্বরী।

উড্ডানং কুরুতে যস্মাদবিশ্রাস্তো মহাখণ্ডঃ।

উড্ডীয়ানং তদেব স্রাৎ তত্র বন্ধো নিগত্বতে।

উদরে পশ্চিমে তানং নাভেরূর্দ্ধঞ্চ কারয়েৎ।

উড্ডীয়ানো হ্যসৌ বন্ধো মৃত্যুমাতঙ্গকেশরী।

উড্ডীয়ানস্ত্র ফলং ।

নিত্যাং য কুরুতে যোগী চতুর্বারং দিনে দিনে ।
 তস্মা নাভেষ্ট শুদ্ধিঃ স্মাদ্যেন শুদ্ধৌ ভবেন্নরুৎ ।
 ষণ্মাসমভ্যাসন্ যোগী মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং ।
 তস্মাদরাগ্নির্জ্বলতি রসবৃদ্ধিস্ত জায়তে ।
 অনেন স্মুতরাং সিদ্ধির্বিগ্রহস্ত প্রজায়তে ।
 রোগাণাং সংক্ষয়শ্চাপি যোগিনো ভবতি ধ্রুবং ।
 গুরোর্লক্শ্ণা তু যত্তেন মাধয়েন্তু বিচক্ষণঃ ।
 নির্জ্জনে স্মৃষ্টিতে দেশে বন্ধং পরমচুল্লভং ॥

যে যোগী প্রতিদিন চারিবার এই উড্ডীয়ানবন্ধের অভ্যাস করে,
 তাহার নাভিশুদ্ধি ও শরীরস্থবায়ুশুদ্ধি হয় । ছয় মাস যাবৎ ইহার

উড্ডীয়ানকন্তু সহজং কথ্যতে পরমেশ্বরী ।
 অভ্যাসেন বিতন্দ্রস্ত বুদ্ধৌপি তরুণো ভবেৎ ।
 নাভেরুদ্ধিমধশ্চাপি তানং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ ।
 ষণ্মাসাভ্যাসতো মৃত্যুং জয়তোব ন সংশয়ঃ ।
 সতি বজ্রাসনে পাদৌ করাভ্যাং ধারয়েদ্বদন্তং ।
 গুল্ফদেশসমীপে তু স্বকং তত্র প্রপীড়য়েৎ ।
 পশ্চিমে তানমুদরে কারয়েৎ হৃদয়ে গলে ।
 শনৈঃ শনৈর্যথা প্রাণস্তন্দসিদ্ধিং স গচ্ছতি ।
 সর্বেষামেব বন্ধানামুক্তমোপ্যুড্ডীয়ানকঃ ।
 উড্ডীয়ানে মহেশানি মুক্তিঃ স্বাভাবিকী ভবেৎ ॥

অভ্যাস করিলে ষোগী মৃত্যুকে পরাজয় করিতে পারে, সন্দেহ নাই ; আর তাহার উদরায়িত্ত বুদ্ধি হয়। ইহার প্রভাবে দেহপোষক রসের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা ষোগীর দেহসিদ্ধি ও অরোগিতালাভ হয়। গুরুর নিকট সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া অধী সাধক সযত্নে নির্জনে উত্তমরূপে উপবেশন করিয়া সূক্ষ্মভ বন্ধ সাধন করিবে।

ইতি উড্ডীয়ানবন্ধস্ত ফলং ।

জালন্ধর-বন্ধঃ ।

কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা চিবুকং হৃদয়ে শ্রাসেৎ ।

জালন্ধরে কৃতে বন্ধে ষোড়শাধারবন্ধনং ।

জালন্ধরং মহামুদ্রা মৃত্যোরক্ষয়কারিণী ॥

কণ্ঠপ্রদেশ সংকুচিত করতঃ চিবুক বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিলেই তাহাকে জালন্ধরবন্ধ কহে। ইহা দ্বারা ষোড়শ আধার বন্ধ হয় ও মৃত্যুকে অবহেলে পরাজয় করা যায়। *

ইতি জালন্ধর-বন্ধঃ ।

কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ং ।

বন্ধো জালন্ধরাখ্যোয়মমৃতাব্যায়কারকঃ ॥

কণ্ঠদেশ আকুঞ্চনপূর্বক হৃদয়ে দৃঢ়রূপে চিবুক স্থাপন করিলেই তাহাকে জালন্ধর-বন্ধ কহে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পরাভূত হয়। ইতি গ্রহযামলঃ ।

বন্ধা গলশিরাজালাং হৃদয়ে চিবুকং শ্রাসেৎ ।

বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্লভঃ ।

নাভিস্থো বহির্জস্থনাং সহস্রকমলচাতং ।

পিবৎ পীযুষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমাং ॥

জালঙ্করশ্চ ফলং ।

বন্ধেনানেন পীযুষং স্বয়ং পিবতি বুদ্ধিমান্ ।

অমরত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য মোদতে ভুবনত্রেয়ে ।

জালঙ্করো বন্ধ এষ সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কঃ ।

অভ্যাসঃ ক্রিয়তে নিত্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ॥

ইহার প্রসাদে স্ববুদ্ধিমান্ সাধক সহস্রারকমলগলিত সুধাকে অধো-
ভাগে অবতারিত হইতে না দিয়া উর্দ্ধে তালুকুহরপথে জিহ্বাদ্বারা পান
করিয়া অমরত্ব লাভ করে এবং নিজদেহে ত্রিভুবনে মানন্দে বিহার করে ।
এই বন্ধদ্বারা সিদ্ধিগণের সিদ্ধিলাভ হয় । সিদ্ধিকামী যোগী প্রত্যহ
ইহার অভ্যাস করিবে ।

ইতি জালঙ্করশ্চ ফলং ।

মূলবন্ধঃ ।

পাদমূলেণ সংপীড্য গুদমার্গং সুষম্ভিতং ।

বলাদপানমাকৃশ্য ক্রমাদূর্দ্ধং সমভ্যাসেৎ ।

• কল্পিতোয়ং মূলবন্ধো জরামরণনাশনঃ ॥

গলদেশের গিরাসমূহকে বন্ধন করতঃ হৃদয়ে চিবুক স্থাপনপূর্বক
কুস্তকের অন্তর্ধান করিবে । ইহার নাম জালঙ্কর-বন্ধ । ইহা স্রবণেরও
দুর্লভ । জীবকুলের নাভিদেশস্থ বাহু সহস্রারকমলবিগলিত প্রচুরসুধা-
দ্বারা পান করিয়া থাকে ; এই জন্ত জালঙ্কর-বন্ধের অন্তর্ধান করিবে ।
ইতি তন্ত্রান্তরং ।

শূলফদ্বারা গুহদ্বার পীড়নপূর্বক সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ অপানবায়ুকে
সবলে ক্রমে উর্দ্ধে আকর্ষণ করিলেই তাহাকে মূলবন্ধ বলা যায়। ইহা
দ্বারা জরামরণ বিদূরিত হয়। *

ইতি মূলবন্ধগক্ষণং।

* পার্শ্বিনা বামপাদস্ত্র যোনিমাকুঞ্চয়েত্ততঃ।

নাভিগ্রন্থিং মেরুদণ্ডে সংপীড়্য যত্নতঃ সূধীঃ।

মেট্রং দক্ষিণশূলফে তু দৃঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।

জরাবিনাশিনী মুজ্রা মূলবন্ধো নিগচ্ছতে ॥

বাম শূলফদ্বারা গুহ আকুঞ্চনপূর্বক সযত্ন নাভিগ্রন্থকে মেরুদণ্ডে
লব্ধ ও পীড়িত করিবে, আর দক্ষিণ শূলফদ্বারা উপন্থকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ
করিতে হইবে। ইহাকেই মূলবন্ধ কহে। ইহাদ্বারা জরা বিনাশ প্রাপ্ত
হয়। ইতি তন্ত্রাস্তরং।

পার্শ্বভাগেন সংপীড়্য যোনিমাকুঞ্চয়েদ্গুদং।

অপানমূর্দ্ধমুখাপ্য মূলবন্ধোয়মুচ্যতে।

অধোগতমপানঞ্চ উর্দ্ধাঙ্গে কুরুতে চঠাৎ।

আকুঞ্চনে তং বচি মূলবন্ধং মহেশ্বরী।

যোনিপার্শ্বী তু সংপীড়্য বায়ুমাকুঞ্চয়েদ্বলাৎ।

বারং বারং তথা চোর্দ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ।

প্রাণাদিনোদিতো বিন্দুমূলবন্ধেন চৈকতঃ।

ততো যোগস্ত্র সংসিদ্ধিঃ প্রমাণো নাত্র সংশয়ঃ।

মূলবন্ধস্য ফলং ।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যাং প্রকারোত্যধিকল্পিতং ।
 বন্ধেনানেন সূতরাং যোনিমুদ্রা প্রসিধ্যতি ।
 সিদ্ধায়াং যোনিমুদ্রায়াং কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
 বন্ধস্তাস্মা প্রসাদেন গগনে বিজিতালসঃ ।
 পদ্মাসনে স্থিতো যোগী ভুবমুৎসৃজ্য বর্ততে ।
 সূগুপ্তে নির্জ্জনে দেশে বন্ধমেনং সমভ্যাসেৎ ।
 সংসারসাগরং তৰ্ত্তুং যদীচ্ছদ্যোগিপূজবঃ ।
 প্রাণাপানৌ চ পবনৌ মূলবন্ধেন চৈকতাং ।
 গহা যোগস্য সংসিদ্ধিং গচ্ছতো নাত্র সংশয়ঃ ।
 অপানপ্রাণয়োরৈক্যাং ক্ষয়ান্নূত্রপূরীষয়োঃ ।
 যুবা ভবতি বুদ্ধোপি সততং মূলবন্ধনাং ।
 অপানে চোৰ্দ্ধগে যাতে সংপ্রাপ্তে নাভিমণ্ডলে ।
 তদানলশিখা দীর্ঘা বৰ্দ্ধতে বায়ুনাহতা ।
 ততো যাতং বন্ধযোনৌ প্রাণেষু চ স্বরূপকং ।
 তৈলভাস্ত্রং প্রদীপন্ত জ্বলনো দেহগন্তথা ।
 তেন কুণ্ডলিনী সূপ্তা সন্তপ্তা সংবিবৃধ্যতে ।
 দণ্ডাহতা ভুজঙ্গীব নিঃশ্বস্ত ঋজুতাং ব্রজেৎ ।
 বিলং প্রবিষ্টেইততো ব্রহ্মনাভ্যন্তরং ব্রজেৎ ।
 তস্মান্নিত্যং মূলবন্ধঃ কর্তব্যঃ পরমেশ্বরি ॥

ইতি তন্ত্রান্তরং ।

কল্পিত মূলবন্ধসহায়ে অপান ও প্রাণবায়ুর ঐক্য সাধন করিতে পারিলেই যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে। যোনিমুদ্রা সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সকলই সিদ্ধ হয়। এই মূলবন্ধ সাধন দ্বারা সাধক নিরলস ও পদ্মাসনস্থ হইয়া ধরাতল পরিহারপূর্বক স্বর্গে বিচরণে সক্ষম হয়। ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে বাহ্যর বাসনা থাকে, তিনি অতি গোপনীয় নির্জ্ঞন স্থানে এই বন্ধ অভ্যাস করিবেন।

ইতি মূলবন্ধফলং।

মহাবন্ধঃ।

ততঃ প্রসারিতঃ পাদো বিষ্ণুস্ত তমুরুপরি।

গুদযোনিং সমাকুক্ষ্য কৃৎষা চাপানমূর্দ্ধগং।

যোজয়িত্বা সমানেন কৃৎষা প্রাণমধোমুখং।

বন্ধয়েদুদরেত্যর্থং প্রাণাপানাত্ম্যং যঃ সূধীঃ।

কথিতোয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ।

নাড়ীজালাৎ রসবাহো মূর্দ্ধানং যাতি যোগিনঃ।

উভাভ্যাং সাধয়েৎ পদ্ম্যামৈকৈকং সূ প্রযত্নতঃ॥

দক্ষিণ পদ প্রসারণপূর্বক বাম উরুর উপরিভাগে স্থাপন করিবে। গুহ ও যোনিদেশকে আকুঞ্চনপূর্বক অপানবায়ুকে উর্দ্ধগত করিয়া নাভিপ্রদেশস্থ সমানবায়ুর সহিত সংযোজিত করিবে এবং হৃদয়স্থ প্রাণ-বায়ুকে অধোমুখ করিয়া প্রাণ ও অপান এই বায়ুদ্বয়সহ জঠরমধ্যে কুস্তকদ্বারা দৃঢ়রূপে সম্বন্ধ করিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ। ইহাই সিদ্ধির পথপ্রদর্শক। যোগীর দেহস্থ নাড়ীসমূহ হইতে রসসকল

শিরোপরি সমুপস্থিত হয়। এই মুদ্রা ষষ্ঠাক্রমে উভয় পদদ্বারা সম্বন্ধে সাধন করিবে। *

ইতি মহাবন্ধস্ত ফলং ।

মহাবন্ধস্ত ফলং ।

ভবেদভ্যাসতো বায়ুঃ সুষুম্নামধ্যসঙ্গতঃ ।

অনেন বপুষঃ পুষ্টির্দৃঢ়বন্ধোহস্থিপঞ্জরে ।

সংপূর্ণহৃদয়ো যোগী ভবত্যেতানি যোগিনঃ ।

বন্ধেনানেন যোগীন্দ্রঃ সাধয়েৎ সর্বমীপ্সিতং ॥

এই মুদ্রাভ্যাসদ্বারা সুষুম্নার বন্ধুমধ্যে বায়ু সম্যকপ্রকারে প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা দেহের পুষ্টি ও অস্থিপঞ্জরের দৃঢ়কন হয়, আর মনঃ পূর্ণ তুষ্টির সহিত ক্রৌড়া করে। এই বন্ধপ্রসঙ্গে সাধক সর্ববিধ বাঞ্ছিত সাধনে সক্ষম হয়।

ইতি মহাবন্ধস্ত ফলং ।

* বামপাদস্ত গুল্ফে তু পায়ুমূলং নিরোধয়েৎ ।

দক্ষপাদেন তদগুল্ফং সংপীড়্য যত্নতঃ সুধীঃ ।

শনৈঃ শনৈশ্চালয়েৎ পার্শ্বিঃ যোনিমাকুঞ্চয়েচ্ছনৈঃ ।

জালন্ধরে ধারয়েৎ প্রাণং মহাবন্ধো নিগততে ॥

বাম গুল্ফদ্বারা গুহ্যপ্রদেশকে রুদ্ধ করিয়া সেই বাম গুল্ফকে দক্ষিণ পদ দ্বারা সম্বন্ধে পীড়িত করতঃ ক্রমে ক্রমে গুহ্যপ্রদেশে চালিত করিবে এবং ক্রমে ক্রমে গুহ্যদেশ আকৃষিত করিতে থাকিবে; আর

মহাবেধঃ ।

অপানপ্রাণয়োরৈক্যং কুহা ত্রিভুবনেশ্বরি ।

মহাবেধস্থিতো যোগী কুক্ষিপূর্য্য বায়ুনা ।

স্ফিচৌ সংতাড়য়েদ্বীমান্ বেধোয়ং কীর্ত্তিতো ময়া ॥

অপান ও প্রাণবায়ুকে একত্র করতঃ কুস্তকসহায়ে বায়ুদ্বারা উদর পূরণ করিয়া নিতম্বদ্বয়কে সম্বাডিত করিবে। ইহাকেই মহাবেধ কহে। ৭

ইতি মহাবেধ-লক্ষণং ।

মহাবেধস্য ফলং ।

বেধেনানেন সংনিধ্য বায়ুনা যোগিপুঙ্গবঃ ।

গ্রন্থিং সুষুম্নামার্গেণ ব্রহ্মগ্রন্থিং ভিনন্ত্যসৌ ।

যঃ করোতি সদাভ্যাসং মহাবেধং স্নগোপিতং ।

বায়ুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য জরামরণনাশিনী ।

চক্রমধ্যে স্থিতা দেবাঃ কম্পন্তে বায়ুতাড়নাং ।

কুণ্ডল্যপি মহামায়া কৈলাসে সা বিলীয়তে ।

জালঙ্করবন্ধ দ্বারা প্রাণবায়ুর ধারণ করিতে হইবে। ইহাকেই মহাবন্ধ কহে। ইতি তন্ত্রান্তরং ।

৭ রূপযৌবনলাবণ্যং নারীণাং পুরুষং বিনা ।

মূলবন্ধমহাবন্ধৌ মহাবেধং বিনা তথা ।

মহাবন্ধং সমাসাচ্চ উজ্জানকুস্তকং চরেৎ ।

মহাবেধঃ সমাখ্যাতো যোগিনাং সিদ্ধিদায়কঃ ॥

মহামুদ্রা-মহাবন্ধো নিষ্ফলৌ বেধবর্জিতৌ ।
 তস্মাদ্যোগী প্রযত্নেন কৰোতি ত্রিতয়ং ক্রমাৎ ।
 এতল্লয়ং প্রযত্নেন চতুর্বারং কৰোতি যঃ ।
 যগ্মাসাভ্যন্তরং মৃত্যুং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ ।
 এতল্লয়স্ত্র মহাত্ম্যং সিদ্ধৌ জানাতি নেতরঃ ।
 যজ্জ্বাভা সাধকাঃ সর্বৈ সিদ্ধিং সম্যগ্ভস্তু চ ।
 গোপনীয়াঃ প্রযত্নেন সাধকৈঃ সিদ্ধিমৌপ্সুভিঃ ।
 অগ্রথা চ ন সিদ্ধিঃ স্ত্রান্মুদ্রাণামেব নিশ্চয়ঃ ॥

এই মহাবেধ সাধনের প্রসাদে যোগী ব্যক্তি সূক্ষ্মাপথস্থ বায়ু দ্বারা গ্রহি ভেদ করতঃ ব্রহ্মগ্রহিকে ভেদ করিবে । যে ব্যক্তি নিরন্তর এই সূগোপনীয় মহাবেধের অভ্যাস করে, তাহার বায়ুসিদ্ধি হয় । এই বায়ুসাধনদ্বারা জরামরণাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । শরীরস্থ ষট্চক্রস্থ দেবতাগণ বায়ুর তাড়নাতে কম্পিত হন এবং কুলকুণ্ডলীনীৰূপ মহামায়া ও কৈলাসনামক বিন্দুস্থলে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । বেধ ব্যতিরেকে মহামুদ্রা ও মহাবন্ধ উভয়ই বিফল হইয়া যায় । অতএব

যেৰূপ পুরুষ ব্যতিরেকে নারীই রূপ, যৌবন ও লাবণ্য সকলই বৃথা হয়, সেইরূপ মহাবেধ ব্যতিরেকে মূলবন্ধ ও মহাবন্ধ উভয়ই বিফল হইয়া যায় । প্রথমতঃ মহাবন্ধ মুদ্রার অন্তর্ধান পূর্বক উড্ডীয়ানবন্ধ করিয়া কুম্ভকসহায়ে বায়ু রোধ করিবে । ইহারই নাম মহাবেধ । ইহার প্রসাদে যোগী ব্যক্তির যোগসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । ইতি তত্ত্বান্তরঃ ।

যোগী সম্যক্ যত্র সহকারে মহামুদ্রা, মহাবন্ধ ও মহাবেধ এই তিনটি ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিবেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন সময়ে এই তিনটি চারিবার অভ্যাস করে, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু পরাজিত হয়। সিদ্ধ ব্যক্তিই এই তিনটির মাহাত্ম্য অবগত আছেন, অন্য কেহ তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। এই মুদ্রাত্রয় অবগত হইলে সাধক সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সিদ্ধিকামী সাধকগণ এই সমস্ত মুদ্রা সময়ে গোপনে রাখিবে, ইহা প্রকাশ করিলে সিদ্ধিলাভের ব্যাঘাত হয়, সন্দেহ নাই।

ইতি মহাবেদস্ত কলং ।

খেচরী মুদ্রা ।

ভ্রবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং নিধায় স্মৃঢ়াং স্মৃধীঃ ।

উপবিশ্বাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জিতঃ ।

লম্বিকোদ্ধিস্থিতে গর্তে রসনাং বিপরীতগাং ।

সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সূধাকূপে বিচক্ষণঃ ।

মুদ্রেয়া খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামমুরোধতঃ ॥

যোগী ব্যক্তি যাবতীয় উপদ্রবশূন্য স্থলে বজ্রাসনে সমাসীন হইয়া ক্রম্বুগলের মধ্যে দৃঢ়রূপে দৃষ্টিপাত করিবে। অনন্তর জিহ্বামূলের উপরি-ভাগে তালুদেশে যে একটা অমৃতের কুপস্বরূপ গর্ত আছে, তাহাতে রসনাকে বিপরীতদিকে উখিত করিয়া সময়ে সংযোজন করিবে। হে

দেবি! ইহাকেই খেচরী মূদ্রা কহে। আমি ভক্তগণের অমুরোধে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম।*

ইতি খেচরীমূদ্রালক্ষণং।

* তন্মাস্তরে খেচরীমূদ্রার লক্ষণ যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এ স্থলে প্রকাশিত হইল। যথা—

জিহ্বাধো নাড়ীং সংছিদ্রাং রসনাং চালয়েৎ সদা।

দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্ষয়েৎ।

এবং নিত্যং সমাভ্যাসান্নশ্বিকা দীর্ঘতাং ত্রজেৎ।

যাবদ্গচ্ছেদ্ভ্রুবোর্মধ্যে তথা গচ্ছতি খেচরী।

রসনাং তালুমধ্যে তু শনৈঃ শনৈঃ প্রবেশয়েৎ।

কপালকুহরে জিহ্বা প্রবিষ্টা বিপরীতগা।

ভ্রুবোর্মধ্যে গতা দৃষ্টিম্মূদ্রা ভবতি খেচরী ॥

জিহ্বার নিম্নভাগে জিহ্বামূলের সহিত ও রসনার সহিত যে নাড়ী লগ্ন আছে, তাহা ছিন্ন করিয়া নিরন্তর ঐ জিহ্বার নিম্নদেশে জিহ্বার অগ্রভাগকে চালিত করিবে এবং নবনীতদ্বারা জিহ্বাকে দোহন করতঃ লৌহময় জিহ্বানির্লেখনী দ্বারা কর্ষণ করিবে। এই প্রকার প্রতিদিন অভ্যাস করিলে জিহ্বা দীর্ঘ হয়। ঐ জিহ্বা এক্রপ দীর্ঘ করিতে হইবে যে, উহাকে যেন অনায়াসে ভ্রুবয়ের মধ্যভাগে স্পর্শ করান যায়। তালুমধ্যে জিহ্বাকে ক্রমে ক্রমে লইয়া যাইবে এবং তালুর মধ্যভাগে যে গহ্বর আছে, তাহাকে কপালকুহর কহে। ঐ কপালকুহরের মধ্যে জিহ্বাকে উর্দ্ধদিগে উল্টাইয়া প্রবিষ্ট করাইবে ও ভ্রুগুলের মধ্যস্থল দর্শন করিবে। ইহাকেই খেচরী মূদ্রা কহে।

খেচরীমুদ্রাফলং ।

সিদ্ধীনাং জননী হেবা মম প্রাণাধিকাধিকে ।
 নিরন্তরকৃত্যভ্যাসাৎ পীযুষং প্রত্যহং পিবেৎ ।
 তেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ শ্রাম্ভতুমাতঙ্গকেশরী ।
 অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থায় গতোপি বা ।
 খেচরী যন্ত শুদ্ধা তু স শুদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ ।
 ক্ষণাৰ্দ্ধং কুরুতে যন্ত তীৰ্ণঃ পাপমহার্ববাৎ ।
 দিব্যভোগান্ প্রভুক্ত্বা চ সৎকুলে স প্রজায়তে ।
 মুদ্রেণ খেচরী বস্তু স্থস্থিতোশ্রামতদ্ভিতঃ ।
 শতব্রহ্মগতেনাপি ক্ষণাৰ্দ্ধং মম্বতে হি সঃ ।
 গুরুপদেশতো মুদ্রাং যো বেত্তি খেচরীমিমাং ।
 নানাপাপরতোপি স লভতে পরমাং গতিং ।
 সা প্রাণসদৃশী মুদ্রা যস্যৈ কস্যৈ ন দীয়েত ।
 প্রচ্ছাণ্ডতে প্রযত্নেন মুদ্রেয়ং সুরপূজিতে ॥

খেচরীমুদ্রা সাধন করিলে তৎপ্রসাদে যাবতীয় সিদ্ধিই লাভ করা যায়। যে ব্যক্তি নিরন্তর এই মুদ্রার অভ্যাস দ্বারা সহস্রাবিগলিত স্বধাধারা তালুমূলে জিহ্বা দিয়া প্রত্যহ পান করে, তাহার সমস্ত শরীর-সিদ্ধি হয় অর্থাৎ স্বধারস দ্বারা আপ্যায়িত হয়; আর তাহার কদাচ বিনাশ হয় না। যাহার এই মুদ্রা সিদ্ধ হয়, সে অপবিত্র হউক, পবিত্র হউক অথবা সর্ববিধ অবস্থাগতই হউক, সকল অবস্থাতেই শুদ্ধ থাকে। যে ব্যক্তি অর্দ্ধক্ষণকালমাত্র এই খেচরী মুদ্রা অভ্যাস করে, সে পাতকরূপ মহাসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া সুরপুরে নানারূপ সুখ ভোগ করিয়া

থাকে এবং ভোগান্তে মানবলোকে সম্বংশে জন্ম গ্রহণ করে, সন্দেহ নাই। যে যোগী সতর্কিতভাবে এই খেচরীমূদ্রাসাধনে অবস্থিত থাকে, সেই যোগী এই দেহ ধারণেই শত ব্রহ্মার পতনকালকে অর্দ্ধক্ষণব্যং বিবেচনা করে। যে সাধক গুরুর উপদেশানুসারে এই খেচরীমূদ্রা অবগত হয়, সেই ব্যক্তি নানারূপ পাতকে লিপ্ত থাকিলেও পরমার্গতি প্রাপ্ত হয়। এই মূদ্রা জীবনস্বরূপ সন্দেহ নাই। ইহা সাধারণ ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্তব্য নহে। যোগী ব্যক্তি ইহা যত্নসহকারে পরম গোপনে রাখিবে। *

ইতি খেচরীমূদ্রাকলং ।

* তন্ত্রান্তরে খেচরীমূদ্রার ফল যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে প্রকাশিত রহিল, যথা —

ন চ মূচ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা নৈবালস্যং প্রজায়তে ।

ন চ রোগজরামৃত্যুর্দেবদেহঃ প্রজায়তে ।

নাগ্নিনা দহ্যতে গাত্রং ন শোষয়তি মারুতঃ ।

ন দেহং ক্লেদয়ন্ত্যাপো দংশয়েন্ন ভুজঙ্গমঃ ।

লাবণ্যঞ্চ ভবেদ্গাত্রে সমাধির্জায়তে ঋৎ ।

কপালবক্ত্রুং সংযোগে রসনা রসমাপ্নুয়াৎ ।

নানারসমমুদ্ভূতমানন্দঞ্চ দিনে দিনে ।

আদৌ লবণক্ষারঞ্চ ততস্তিক্তকষায়ণং ।

নবনীতং স্নাতং ক্ষীরং দধিতক্রমধুনি চ ।

দ্রাক্ষারসঞ্চ পীযুষং জায়তে রসনোদকং ॥

খেচরীমূদ্রা দিক্ হইলে যোগীর দেহে কি মূচ্ছা, কি ক্ষুধা, কি পিপাসা, কি আলস্য কিছুই বিद्यমান থাকে না; রোগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি সেই

বিপরীতকরণী মুদ্রা ।

ভূতলে স্বশিরো দত্তা খে নয়েচ্চরণদ্বয়ং ।

বিপরীতীকৃতীশ্চৈষা সৰ্ব্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা ॥

ভূতলে আপনার মস্তক স্থাপন পূৰ্ব্বক পদদ্বয় উৰ্দ্ধভাগে সমুখাপিত করিবে এবং কুস্তকসহায়ে বায়ুরোধ করত অবস্থিতি করিবে। ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে। ইহা যাবতীয় তন্ত্ৰেই গোপনীয়। †

ইতি বিপরিতকরণীমুদ্রালক্ষণং

যোগীকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না ; তাঁহার শরীর দেবশরীরের ত্যায় হয় ; অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ; জল দ্বারা তদীয় দেহ ক্লিন্ন হইবার সম্ভব নাই ; ভুজঙ্গ তাঁহাকে দংশন করিতে সমর্থ হয় না ; তদীয় দেহে লাবণ্য ও দিবাগন্ধ সমুৎপন্ন হয় এবং তিনি সমাধিযোগ লাভ করিয়া থাকেন। তালুদেশ ও জিহ্বার পরস্পর সংযোগবশতঃ তদীয় জিহ্বাতে নানাপ্রকার রসের উৎপত্তি হয় এবং তিনি দিন দিন সমধিক আনন্দ লাভ করেন। তাঁহার জিহ্বাতে প্রথমতঃ লবণ ও ক্ষার রস, তদনন্তর তিক্ত ও কষায় রস, পরে নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তক্র, মধু, দ্রাক্ষা ও স্থধা প্রভৃতি নানাপ্রকার রসের স্বাদ অনুভূত হইয়া থাকে।

† নাভিমূলে বসেৎ সূর্য্যস্তালুমূলে চ চন্দ্রমাঃ ।

অমৃতং গ্রাসতে সূর্য্যাস্ততো মৃত্যুবশো নরঃ ।

উর্দ্ধে চ জায়তে সূর্য্যশ্চন্দ্রঞ্চ অধ আনয়েৎ ।

বিপরীতকরী মুদ্রা সৰ্ব্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা ।

ভূমৌ শিরশ্চ সংস্থাপ্য করযুগ্মঃ সমাহিতঃ ।

বিপরীতকরণীফলং ।

এতদ্যঃ কুরুতে নিত্যমভ্যাসং যামমাত্রকং ।

মৃত্যুং জয়তি স যোগী প্রলয়ে নাপি সীদতি ।

কুরুতেহমৃতপানং যঃ সিদ্ধানাম্ সমতামিয়াং ।

স সিদ্ধঃ সর্বলোকেষু বন্ধমেনং করোতি যঃ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মুদ্রা এক প্রহর বাবৎ অভ্যাস করে, সে মৃত্যুকে পরাজিত করিয়া থাকে এবং প্রলয়কালেও তাহাকে অবসন্ন হইতে হয় না ।
যে যোগী শরীরস্থ সুধা পান করে, সে সিদ্ধগণের সমতা প্রাপ্ত হয় । এই বিপরীত করণীমুদ্রার অনুষ্ঠান করিলে সেই যোগী সর্বলোকেই সিদ্ধ হইয়া থাকে । *

ইতি বিপরীতকরণীফলং ।

উর্দ্ধপাদঃ স্থিরো ভূত্বা বিপরীতকরী মতা ।

মুদ্রেয়ং সাধয়েন্নিত্যং জরামৃত্যুঞ্চ নাশয়েৎ ॥

সূর্য্যনারী নাভিমূলে এবং চন্দ্রনাড়ী তালুমূলে অবস্থিত । সহস্রারপদ্বি-
বিগলিত সুধাধারা নাভিদেশস্থ সূর্য্যনাড়ী পান করে । এই জন্তই মানব
মৃত্যুর বশ হয় । তালুমূলস্থ চন্দ্রনাড়ীদ্বারা যোগী ঐ সুধাধারা পান
করিতে সমর্থ হইলে মৃত্যু পরাজিত হইয়া থাকে । এইজন্ত যোগবলে
সূর্য্যনাড়ীকে উর্দ্ধে এবং চন্দ্রনাড়ীকে অধোদেশে আনয়ন করিবে, অর্থাৎ
ধরাতলে শিরোদেশ রাখিয়া করদ্বয়পাতিত করতঃ পাদদ্বয় উর্দ্ধে উত্থাপিত
করিয়া কুস্তক করিবে । ইহাকেই বিপরীতকরণী মুদ্রা কহে । ইহা
যাবতীয় তন্ত্ৰেই গোপনীয় বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত । এই মুদ্রা প্রত্যহ সাধন
করা কর্তব্য । ইহার প্রসাদে জরা ও মৃত্যু পরাজিত হয় । ইতি তন্ত্রান্তরং ।

* তন্ত্রান্তরে এই মুদ্রার লক্ষণ ও ফলসংক্ষেপে ধ্যেয় কীর্ত্তিত আছে,
তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ।—

বজ্রিণীমুদ্রা ।

বজ্রিণীং কথয়িষ্ঠামি সংসারধ্বাস্তনাশিনীং ।
 স্বভক্তেভ্যঃ সমাসেন গুহাদ্গুহতমামপি ।
 স্বেচ্ছয়া বৰ্ত্তমানোপি যোগোক্তনিয়মৈর্বিবনা ।
 মুক্তো ভবেদ্গৃহস্থোপি বজ্রোণ্যভ্যাসযোগতঃ ।
 বজ্রোণ্যভ্যাসযোগোয়ং ভোগে যুক্তোপি মুক্তিদঃ ।

যং কিঞ্চিৎ শ্রবতে চন্দ্রাদমৃতং দিব্যরূপিণং ।
 তৎসৰ্ব্বং গ্রসতে সূর্যস্তেন পিণ্ডো জরায়ুতঃ ।
 তত্রাস্তি করণং দিব্যং সূর্য্যস্ত মুখবধনং ।
 গুরুপদেশতো জেয়ং ন চ শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ ।
 উদ্ধংনাভিরধস্তালুরুদ্ধং ভানুরধঃ শশী ।
 করণং বিপরীতাখ্যং সৰ্ব্বব্যাপিবিনাশনং ।
 নিত্যমভ্যাস-সংযুক্তং জঠরাগ্নি-বিবৰ্দ্ধনং ।
 স্বপ্নাহারো নিরাহারঃ ক্ষুধার্তো বলহা ভবেৎ ।
 আহারং বললং তস্মৈ সংপাচ্চ সাধকস্মৈ তু ।
 নাত্যাহারো যদি ভবেদগ্নির্দেহং দহেৎ ক্ষণাৎ ।
 অধঃশিরা চোৰ্দ্ধিপাদঃ ক্ষণং স্মৃৎ প্রথমে দিনে ।
 ক্ষণাচ্চ কিঞ্চিদধিকমভ্যাসেচ্ছি দিনে দিনে ।
 বলিতং পলিতঞ্চৈব যগ্ন্যাসাদ্ধি বিনাশয়েৎ ।
 মাসমাত্রস্ত যো নিত্যমভ্যাসেৎ স তু কর্ণজিৎ ॥
 ইতি তন্ত্রান্তরং ।

তস্মাদতিপ্রযত্নেন কর্তব্যো যোগিভিঃ সদা ।
 আদৌ রজঃ স্ত্রিয়া যোশ্চা যত্নেন বিধিবৎ সুধীঃ ।
 আকুক্ষ্য লিঙ্গনালেন স্বশরীরে প্রবেশয়েৎ ।
 স্বকং বিন্দুঞ্চ সম্বক্ষ্য লিঙ্গচালনমাচরেৎ ।
 দৈবাচ্চলতি চেদূর্দ্ধে নিরুদ্ধো যোনিমুদ্রয়া ।
 বামভাগেপি তদ্বিন্দুং নীত্বা লিঙ্গং নিবারয়েৎ ।
 ক্ষণমাত্রং যোনিতো যঃ পুমাংশ্চালনমাচরেৎ ।
 গুরুপদেশতো যোগী হংহঙ্কারেণ যোনিতঃ ।
 পক্ষিণা গুদমায়ুজ্য বামমার্গং চরেদ্বলাৎ ।
 বারং বারং যথা চোৰ্দ্ধং সমায়াতি সমীরণঃ ।
 প্রাণাপানৌ নাদাবিন্দু মূলবন্ধেন চৈকতাং ।
 মহাযোগস্ত সংসিক্ধিং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
 করণং বিপরীতাত্ম্যং সৰ্বব্যাদিবিনাশনং ।
 নিত্যমভ্যাসযুক্তস্ত জঠরাগ্নিবিবৰ্দ্ধনং ।
 আহারা বহবস্তস্ত স্বল্লাঘ্যাঃ স্বাক্ষতে ধ্রুবং ।
 অল্লাহারো যদি ভবেদগ্নির্দাহং কৰোতি বৈ ।
 উৰ্দ্ধো রবিরধশ্চন্দ্রস্তথা দৃষ্টিশ্চ সাক্ষতে ।
 অধঃশিরা চোৰ্দ্ধপাদঃ ক্ষণং স্মাৎ প্রথমে দিনে ।
 ক্ষণান্তু কিঞ্চিদধিকমভ্যাসেন্তু দিনে দিনে ।
 বলিঞ্চ পলিতকৈব যথাসোৰ্দ্ধং ন দৃশ্যতে ।
 যামমাত্রন্ত যো নিত্যমভ্যাসেৎ সতু যোগবিৎ ॥

ইতি দস্তাত্রেয়ঃ

অপানবায়ুমাকুষ্য বলাদাকুষ্য তদ্রজঃ ।
 অনেন বিধিনা যোগী ক্ষিপ্রং যোগস্ত সিদ্ধয়ে ।
 গব্যভূক্ কুরুতে যোগী গুরুপাদাজপূজকঃ ।
 বিন্দুং বিধুময়ো জ্ঞেয়ো রজঃ সূর্য্যময়ন্তথা ।
 উভয়োর্মেলনং কার্য্যং সশরীরে প্রযত্নতঃ ।
 অহং বিন্দু রজঃ শক্তিরুভয়োর্মেলনং যদা ।
 যোগিনাং সাধনাবস্থা ভবেদ্বিবাং বপুস্তদা ।
 মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।
 তস্মাদতিপ্রযত্নেন কুরুতে বিন্দুধারণং ।
 জায়তে ম্রিয়তে লোকে বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ ।
 এতজ্জ্ঞাত্বা সদা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥

হে পার্ৱতি ! এক্ষণে বজ্রিণীমুদ্রার লক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ
 কর । ইহা দ্বারা সংসারাক্রমকার বিনাশ প্রাপ্ত হয় । আমি স্বীয়
 ভক্তগণের প্রতি কৃপা করিয়া সংক্ষেপে ইহা বলিতেছি । ইহা গুহ্য
 হইতেও গুহ্যতম । গৃহস্থ ব্যক্তি যোগোক্ত নিয়মাদি ব্যতিরেকেও
 কেবলমাত্র এই বজ্রিণী মুদ্রার অভ্যাসবশে মুক্তি লাভ করিতে পারে ।
 লোভযুক্ত ব্যক্তিও এই মুদ্রার অভ্যাস করিলে মুক্তি প্রাপ্ত হয় । অতএব
 যোগীগণ যত্ন সহকারে ইহার অনুষ্ঠান করিবে । অভ্যাসসময়ে বুদ্ধিমান
 সাধক সর্ব্বাগ্রে সযত্নে জীষোনি হইতে রজঃ আকর্ষণ পূর্ব্বক শিশ্ননালদ্বারা
 নিম্ন শরীরে প্রবেশ করাইবে । আপনার বিন্দুপতনকে বন্ধ করিয়া
 যোনিকুহরে শিশ্নচালনা করিতে হয় । যদি দৈবাৎ বিন্দু প্রচলিত হয়,
 তাহা হইলে যোনিমুদ্রাযোগে উর্দ্ধে বোধ করিয়া সেই বিন্দুকে বামভাগে

ইড়া নাড়ীযোগে স্থাপন পূর্বক শিখ্রচালনার নিবারণ করিবে। ক্ষণমাত্র সময় ধোনি হইতে নিবারণ করিয়া ছুহকার উচ্চারণ করতঃ যোনিতে শিখ্রচালন আরম্ভ করিবে। রেতবিদগ্ধক অপান বায়ুকে আকৃষ্টন পূর্বক সবলে রজঃ আকষণ করিবে। গুরুপাদপরাগণ যোগী আশ্র যোগসিদ্ধির জন্ত গব্যভুক্ত লইয়া অর্থাৎ সহস্রদলকমলবিগলিত অমৃতধারা পান করিয়া এই নিয়মে মুদ্রাভ্যাস করিবে; পরন্তু কুন্তক অভ্যাস বিন্মত হইবে না। বিন্দু চন্দ্রময় এবং রজঃ সূর্য্যময়। সযত্নে নিজদেহে এই উভয়ের মেলন করা কর্তব্য। “আমি বিন্দু এবং রজঃ শক্তিস্বরূপ” এই প্রকার বিবেচনা করিয়া যখন মেলন হয়, তৎকালে সাধনশীল যোগীঃ দেহ দেবতাসদৃশ কান্তিমান্ হইয়া থাকে। বিন্দুপাত হইলেই মরণ এবং বিন্দুধারণ করিতে পারিলেই জীবিত থাকা যায়। এই হেতু সযত্নে বিন্দুধারণ করাই যোগীঃ কর্তব্য। বিন্দু হইতেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যোগীগণ এই সফল পরিজ্ঞাত হইয়াই সর্বদা বিন্দু ধারণে অভ্যাস করিবে। *

ইতি বজ্রগীমুদ্রালক্ষণঃ।

* ধরামবষ্ঠভা করয়োস্তলাভ্যাং

উর্দ্ধে ক্ষিপেৎ পাদযুগং শিরঃ খে।

শক্তিপ্রবোধায় চিরজীবনায়

বজ্রগীমুদ্রা মুনয়ো বদন্তি ॥

ধরাতলে হস্ততলদ্বয় সংস্থাপন পূর্বক উর্দ্ধে পদদ্বয় ও শিরোদেশ উখিত করিবে। ইহাকেই বজ্রগীমুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা শরীরের বলবৃদ্ধি হয় এবং চিরজীবিত লাভ করা যায়। ইতি তন্ত্রান্তরং।

বজ্রিণীমুদ্রাফলং ।

সিদ্ধে বিন্দো মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ।
 যস্য প্রসাদান্নহিমা মমাপ্যোতাদৃশী ভবেৎ ।
 বিন্দুঃ কৰোতি সৰ্ব্বেষাং সুখং দুঃখঞ্চ সংস্থিতঃ ।
 সংসারিণাং বিমুঢ়ানাং জরামরণশালিনাং ।
 অয়ং শুভকরো যোগো যোগিনামুত্তমোত্তমঃ ।
 অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি ভোগে যুক্তোপি মানবঃ ।
 স কালে সাধিতোর্থোপি সিদ্ধো ভবতি ভূতলে ।
 ভুক্ত্বা ভোগানশেষান্ বৈ যোগেনানেন নিশ্চিতং ।
 অনেন সকলা সিদ্ধির্যোগিনাং ভবতি ঐবং ।
 সুখভোগেন মহতা তস্মাদেনং সমভ্যসেৎ ।
 সহযোগমরণী চ বজ্রিণ্যা ভেদতো ভবেৎ ।
 যেন কেন প্রকারেণ বিন্দুং যোগী প্রধারয়েৎ ।
 দৈবাচ্চলতি চোদ্বৈগে মেলনং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।
 অমরাণিরিয়ং প্রোক্তা শিশুনালেন শোষয়েৎ ।
 গতং বিন্দুং স্বকং যোগী বন্ধয়েৎ যোনিমুদ্রয়া ।
 সহযোনিরিয়ং প্রোক্তা সৰ্ব্বতদ্বৈষু গোপিতা ।
 সংজ্ঞাভেদাদ্ভবেদ্ ভেদঃ কার্য্যতুল্যগতিৰ্যদি ।
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন সাধ্যতে যোগিভিঃ সদা ।
 অয়ং যোগো ময়া প্রোক্তো ভক্তানাং স্নেহতঃ প্রিয়ে ।
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কশ্চচিৎ ।

এতদগুহ্যতমং গুহ্যং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ।
 তস্মাদতিপ্রযত্নেন গোপনীয়ং সদা বুধৈঃ ।
 স্বমুত্রোৎসর্গকালে যো বলাদাকৃশ্য বায়ুনঃ ।
 স্তোকং স্তোকং ত্যজেন্মূত্রমূৰ্দ্ধমাকৃশ্য তৎপুনঃ ।
 গুরুপদিশ্চমার্গেণ প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ ।
 বিন্দুসিদ্ধিৰ্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিপ্রদায়িকা ।
 যথা সমভ্যাসেদ্যো বৈ প্রত্যহং গুরুশিক্ষয়া ।
 শতাব্ধিনোপভোগেপি তস্য বিন্দূর্ন নশ্যতি ।
 সিদ্ধে বিন্দৌ মহাযত্নে কিং ন সিদ্ধ্যতি পার্শ্বতি ।
 ঈশং যৎপ্রসাদেন মমাপি হ্রলভ্য ভবেৎ ॥

যৎকালে বিন্দু ধারণ করিবার সামর্থ্য জন্মে, তখন ধরাতলে সাধকের
 কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে ? হে দেবি ! এই বিন্দুধারণপ্রভাবেই
 ব্রহ্মাণ্ডোপরি আমার ঈদৃশী মহিমা হইয়াছে জানিবে । একমাত্র বিন্দুই
 জরামরণশীল মূৰ্খ সংসারী জীবের সুখদুঃখের সংস্থিতি করিয়া দেয় ।
 অতএব এই উত্তমোত্তম যোগই যোগীগণের পক্ষে অতীব কল্যাণকর ।
 ভোগশীল ব্যক্তিও এই যোগের প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ; ইহার
 সাধনফলে ধরাতলে কালে সিদ্ধাবস্থা লাভ হয় । অশেষ ভোগযুক্ত
 হইয়াও এই যোগ দ্বারা সুখী হওয়া যায় এবং ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই
 যোগীগণের অভিলষিত সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । এই যোগসাধনা
 মহাসুখের সহিত সমাধা হইয়া থাকে, এই জন্ত যোগী ব্যক্তির ইহার
 অভ্যাস করিয়া থাকেন । সহযোগি ও অমরোগি এই দুইটা বজ্রিণী-
 মূদ্রার অপরামৃতি । যে কোনরূপে হউক, সর্বথা বিন্দুধারণ করাই

যোগীগণের কর্তব্য। যদি দৈবাৎ বেগে বিন্দু প্রচলিত হয় এবং চন্দ্রসূর্যের একত্র মেলন হয় অর্থাৎ শোণিত ও শুক্র একত্র মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই অমরোণী মূদ্রা কহে; কিন্তু শিশ্নুনাথ দ্বারা ঐ রজ্জবিন্দুকে অভ্যাসবশে শোষণ করিতে হইবে। যোগী ব্যক্তি স্রীয় গলিত বিন্দুকে যোনিমুদ্রাবদ্ধ দ্বারা বদ্ধ করিবে, ইহাকেই সহযোনিমুদ্রা কহে। ইহা অতি গোপনীয় বলিয়া যাবতীয় তন্ত্বেই কীর্তিত আছে। কার্যে যদিও গতি সমান, তথাপি সংজ্ঞাভেদে এই দুই মূদ্রার ভেদ স্বীকার করিতে হয়। এই হেতু সৰ্ব্বপ্রযত্নে এই দুই মূদ্রার সাধনা করা যোগীদিগের কর্তব্য। হে প্রাণবল্লভে! আমি ভক্তগণের প্রতি স্নেহ নিবন্ধন এই যোগ কীর্তন করিলাম। ইহা যাহাকে তাহাকে প্রদান করিবে না, ইহা অতি যত্নে গোপনে রাখিবে। ইহা অপেক্ষা গোপনীয় ও গুহ্যতম আর কিছুই নাই। এই জ্ঞা বিচক্ষণ সাধকেরা সৰ্ব্বপ্রযত্নে ইহা নিরন্তর গোপনে রাখেন। যে ব্যক্তি স্রীয় মূত্রত্যাগকালে বায়ু দ্বারা মূত্রবেগ আকর্ষণ পূর্বক অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে, এবং প্রভূত মূত্রকে পুনরায় আকর্ষণ পূর্বক উর্দ্ধে লইতে সক্ষম হয়, যে ব্যক্তি প্রতিদিন গুরুপ্রদর্শিত পথে আরোহণ পূর্বক ইহার অভ্যাস করে, সেই সাধকেরই যাবতীয় বিন্দুসিদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া যথানিয়মে প্রতিদিন এই যোগের অভ্যাস করে, তাহার, বিন্দু কদাচ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। হে পার্কতি! যত্নপূর্বক বিন্দুসিদ্ধি করিলে ধরাতে কি না সিদ্ধ হইয়া থাকে? এই বিন্দু সিদ্ধির প্রসাদেই আমি অদ্বৈত ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি।

ইতি বজ্রণীমুদ্রাকলং।

শক্তিচালনীমুদ্রা ।

আধারকমলে স্পৃগাং চালয়েৎ কুণ্ডলীং দৃঢ়াং ।

অপানবায়ুমারুহ বলাদাকৃশ্য বুদ্ধিমান্ ।

শক্তিচালনমুদ্রেয়ং সৰ্ব্বশক্তিপ্রদায়িনী ॥

স্বৰূপ সাধক মূলাধার পদে প্রস্তুত। অদৃঢ়া কুলকুণ্ডলিনীকে অপান বায়ুতে অরোহণ করাইয়া সবলে আকর্ষণ পূর্বক চালনা করিবে। ইহারই নাম শক্তিচালনী মুদ্রা, এই মুদ্রা সৰ্ব্বশক্তি প্রদায়িনী। *

ইতি শক্তিচালনীমুদ্রালক্ষণং ।

* তদ্বাস্তরে শক্তিচালনী মুদ্রার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

মূলাধারে আশ্রয়শক্তিঃ কুণ্ডলী পরদেবতা ।

শয়িতা ভুজগাকারা সাক্ষিঃ ত্রিবলয়াস্থিতা ।

যাবৎ সা নিজিতা দেহে তাবজ্জীবং পশুর্গথা ।

স্ত্রানং ন জায়তে তাবৎ কোটিযোগং সমভ্যসেৎ ।

উদ্ঘাটয়েৎ কবাটঞ্চ যথা কুঞ্চিকয়া হঠাৎ ।

কুণ্ডলিণী প্রবোধেন ব্রহ্মদ্বারং বিভেদয়েৎ ।

নাতিবৃহদ্বেষ্টনঞ্চ ন চ লগ্নং বহিঃ স্থিতং ।

গোপনীয়গৃহে স্থিত্বা শক্তিচালনমভ্যসেৎ ।

বিতস্তি প্রমিতদীর্ঘং বিস্তারে চতুরঙ্গুলং ।

শক্তিচালনীমুদ্রায়াঃ ফলং ।

শক্তিচালনমেনং হি প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ ।
 আয়ুর্ক্বৃদ্ধির্ভবেত্তস্য রোগাণাঞ্চ বিনাশনং ।
 বিহায় নিদ্রাং ভুজগী স্বয়মূর্দ্ধে ভবেৎ খলু ।
 তস্মাদভ্যাসনং কার্য্যং যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা ।
 যঃ কৰোতি সদাভ্যাসং শক্তিচালনমুত্তমং ।
 যেন বিগ্রহসিদ্ধিঃ স্মাদগিমাদিগুণপ্রদা ।
 গুরুপদেশবিধিনা তস্য মৃত্যুভয়ং কুতঃ ॥

মুহুলাং ধবলাং স্তম্ভাং বেষ্টনাস্বরলক্ষণং ।
 এবমস্বরযুক্তঞ্চ কটিন্সূত্রেণ যোজয়েৎ ।
 ভস্মনা গাত্রসংলিপ্তং সিদ্ধাসনং যথাচরেৎ ।
 নাসাভ্যাং প্রাণমাকৃশ্য অপানে যোজয়েদ্বলাৎ ।
 তাবদাকুঞ্চয়েৎ গুহং শনৈরশ্বিনীমুদ্রয়া ।
 যাবদগচ্ছেৎ সুষুমায়াং বায়ুঃ প্রকাশয়েদ্ধঠাৎ ।
 তদা বায়ুপ্রবন্ধেন কুস্তিকা চ ভুজঙ্গিনী ।
 বন্ধস্থাসন্ততো ভূত্বা উর্দ্ধমার্গং প্রপততে ।
 শব্দদ্বয়ং ফলৈকন্ত যোনিমুদ্রা চ চালনং ।
 বিনা শক্তিং চালনেন যোনিমুদ্রা ন সিদ্ধ্যতি ।
 আদৌ চালনমভ্যাস্ত যোনিমুদ্রাং সমভ্যাসেৎ ।
 ইতি তে কথিতং চণ্ডি প্রকারং শক্তিচালনং ।
 গোপনীয়ং প্রযত্নেন দিনে দিনে সমভ্যাসেৎ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ এই শক্তিচালনৌ মূদ্রার আচরণ করে, তাহার পরমায়ু বৃদ্ধি পায় ও তাহার যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই মূদ্রার প্রসাদে ভূজঙ্গী দেবী নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং উর্দ্ধে গমন করেন, এই হেতু সিদ্ধিকামী যোগী ব্যক্তি ইহার অভ্যাস করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সর্বদা এই সর্বোত্তম শক্তিচালনমূদ্রার অভ্যাস করে, তাহার অগ্নিমাদিগুণদায়িনী বিগ্রহসিদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুসারে যথাবিধি এই শক্তিচালন অভ্যাস করে, তাহার মৃত্যুভয় বিদূরিত হইয়া যায় সন্দেহ নাই।

ইতি শক্তিচালনৌমূদ্রায়াঃ ফলং ।

পরম দেবতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সাক্ষিত্রিবলয়ান্বিতা হইয়া ভূজঙ্গিনীর আকারে মূলধারকমলে প্রস্থপ্তা আছেন। যাবৎকাল তিনি শরীরে প্রস্থপ্ত থাকেন, তাবৎকাল জীব পশুর গ্রায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, তাবৎকাল কোটি কোটি যোগাভ্যাসেও তাহার জ্ঞানসঞ্চার হয় না। যেরূপ কুক্ষিকা দ্বারা কবাট উদ্ঘাটিত করা যায়, সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিয়া মূর্দ্ধাতে সহস্রারকমলে আনীত করিলেই ব্রহ্মদ্বার ভেদ হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথ উন্মুক্ত হয়। ইহাতেই জীবের জ্ঞানলাভ হয়। নগ্নাবস্থায় বহির্দেশে অবস্থিত হইয়া এই যোগ অভ্যাস করিতে নাই। গুপ্ত গৃহে অবস্থান পূর্বক নাভিপ্রদেশ পরিবেষ্টন করিয়া শক্তিচালনৌমূদ্রা অভ্যাস করিতে হয়। বিতস্তি পরিমিত দীর্ঘ, চারি আঙ্গুল বিস্তৃত, মুহু, শুভ্রবর্ণ ও সূক্ষ্ম বসন দ্বারা নাভিদেশ বেষ্টন করিবে। ঐ নাভিবেষ্টনবসনকে কটিসূত্র দ্বারা আবদ্ধ করিতে হয়। ভস্ম দ্বারা শরীর লেপন করিয়া সিদ্ধাসনে উপবেশন করত নাসারন্ধ্রদ্বয় দ্বারা প্রাণ বায়ুকে আকর্ষণ পূর্বক সবলে অপানবায়ুতে সংযুক্ত করিবে এবং যাবৎ

তাড়াগীমূদ্রা ।

উদরং পশ্চিমোত্তানং কৃৎষা চ তড়াগাকৃতি ।

তাড়াগী সা পরা মূদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥

পশ্চিমোত্তান আসন করিয়া সমাসীন হওত উদরকে তড়াগাকৃতি করিয়া কুস্তকের অন্তর্ধান করিবে। ইহার নাম তাড়াগীমূদ্রা। ইহার দ্বারা শ্রেষ্ঠ মূদ্রা আর নাই। ইগ দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়।

ইতি তাড়াগীমূদ্রাফলং ।

মাণ্ডুকীমূদ্রা ।

মুখং সমুদ্রিতং কৃৎষা জিহ্বামূলং প্রচালয়েৎ ।

শনৈর্গ্রাসেদমৃতন্তন্মাণ্ডুকীমূদ্রিকাং বিদুঃ ।

বলিতং পলিতং নৈব জায়তে নিত্যর্যোবনং ।

ন কেশে জায়তে পাকো যঃ কুর্য্যান্নিত্যমাণ্ডুকীং ॥

শুষ্মা নাড়ী মধ্যে বায়ু গমন করিয়া প্রকাশিত না হয়, তাবৎ শুষ্ক প্রদেশকে ক্রমে ক্রমে আশ্বিনীমূদ্রা দ্বারা আকৃষিত করিবে। এই প্রকারে বদ্ধাশ্বাস হইয়া কুস্তকযোগসহায়ে বায়ু আবদ্ধ করিলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হইয়া উদ্ধমার্গে সমুথিত হন এবং সহস্রার কমলে পরমাশ্রার সহিত আবদ্ধ হইয়া থাকেন। শক্তিচালনীমূদ্রা সাধন ভিন্ন যোনিমূদ্রার সাধনা হয় না। এই জন্ত সৰ্বাগ্রে শক্তিচালনী মূদ্রা অভ্যাস করিয়া তদনন্তর যোনি মূদ্রার অভ্যাস করিবে। এই মূদ্রা অতীব গোপনীয়, ইহা প্রত্যহ অভ্যাস করা বিধেয়।

মুখ মুদ্রিত করত উর্দ্ধভাগে তালুবিবরে রসনামূলকে চালিত করিয়া রসনা দ্বারা সহস্রারবিগলিত সুধা ক্রমশঃ পান করিবে। ইহার নাম মাণ্ডুকীমুদ্রা। এই মুদ্রা অভ্যাস দ্বারা বলিত ও পলিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কেশের পকতা বিনাশ পায় এবং চিরযৌবন বিত্তমান থাকে।

ইতি মাণ্ডুকীমুদ্রালক্ষণং।

শান্তবীমুদ্রা।

নেত্রাঞ্জলং সমালোক্য আত্মারামং নিরীক্ষয়েৎ।

সা ভবেচ্ছান্তবী মুদ্রা সর্বতন্ত্ৰেষু গোপিতা।

বেদশাস্ত্রপুরাণানি সামান্যগণিকা ইব।

ইয়ন্ত শান্তবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥

ভ্রূষয়ের মধ্যস্থলে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া মনোযোগসহকারে পরমাত্মাকে চিন্তাদ্বারা দর্শন করিবে। ইহারই নাম শান্তবী মুদ্রা। এই মুদ্রা যাবতীয় পুরাণেই গোপনীয় বলিয়া পরিচীতিত। বেদপুরাণাদি শাস্ত্র সামান্য বেষ্টার ন্যায় প্রকাশিত আছে কিন্তু এই মুদ্রা কুলবধূর পরম গোপনীয়।

ইতি শান্তবীমুদ্রালক্ষণং।

শান্তবীমুদ্রায়াঃ ফলং।

স এব আদিনাথশ্চ স চ নারায়ণঃ স্বয়ং।

স চ ব্রহ্মা সৃষ্টিকারী যো মুদ্রাং বেত্তি শান্তবীং।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমুক্তং মহেশ্বরী।

শান্তবীং যো বিজানীয়াৎ স চ ব্রহ্ম ন চাশ্রথা ॥

যে ব্যক্তি এই শাস্ত্রবীমুদ্রা বিদিত হন, তিনিই আদিনাথ, তিনিই স্বয়ং নারায়ণ, তিনিই সৃজনকর্তা প্রজাপতি এবং তিনিই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপ। হে মহেশ্বর! আমি পুনঃ পুনঃ বলিতেছি, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি শাস্ত্রবীমুদ্রায়াঃ ফলং ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কথিতা শাস্ত্রবী মুদ্রা শৃণুষ পঞ্চধারণাং ।
 ধারণানি সমাসাচ্চ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।
 অনেন নরদেহেন স্বর্গেষু গমনাগমং ।
 মনোগতির্ভবেত্তস্মৈ খেচরত্বং ন চান্তথা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্শ্বতি ! এই তোমার নিকট শাস্ত্রবী মুদ্রার লক্ষণাদি কৌতুহল করিলাম। এক্ষণে পঞ্চ প্রকার ধারণামুদ্রা শ্রবণ কর। এই পঞ্চধারণা সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সমস্তই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা নরদেহেই অরপুরে গমনাগমন করিতে পারে। ইহার প্রসাদে মনোগতি হয় এবং খেচরত্ব লাভ হইয়া থাকে।

পার্শ্ববী ধারণামুদ্রা ।

যন্তত্বং হরিতালদেশরচিতং ভৌমং লকারাশ্রিতং
 বেদাশ্রং কমলাসনেন সহিতং কৃত্বা হৃদি স্থায়িনং ।
 প্রাণাংস্তত্র বিনীয পঞ্চঘটিকাং চিন্তাশ্রিতাং ধারয়ে-
 দেষা স্তম্ভকরী সদা ক্ষিতিজয়ং কুর্যাদধোধারণা ॥

পৃথিবীতত্ত্বের বর্ণ হরিতালের ত্রায় পীত, বীজ লকার, আকৃতি চতুষ্কোণ এবং ইহার দেবতা ব্রহ্মা । যোগবলে এই তত্ত্বকে হৃদয়ে উদিত করাইবে এবং ঐ হৃদয়দেশে চিত্তের সহিত সংযত করতঃ পঞ্চঘটিকা যাবৎ কুন্তকসহায়ে ধারণ করিবে । ইহাকেই পার্থিবী ধারণামুদ্রা কহে ; ইহার অপর নাম অধোধারণামুদ্রা । এই যোগ অভ্যাস করিলে সাধক পৃথিবী জয়ে সক্ষম হয় । *

বায়বীধারণামুদ্রা ।

যন্তিন্মাঞ্জনপুঞ্জসন্নিভমিদং ধূম্রাবভাসং পরং
তত্ত্বং সত্ত্বময়ং যকারসহিতং যত্রেশ্বরো দেবতা ।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয় পঞ্চঘটিকাং চিস্তাস্বিতং ধারয়ে-
দেবা থে গমনং করোতি যমিনাং স্তাদ্বায়বীধারণা ॥

বায়ুতত্ত্বের বর্ণ ধূম্র ও দলিত অঞ্জন পুঞ্জের ত্রায় কৃষ্ণ ; ইহার বীজ যকার এবং দেবতা ঈশ্বর । এই তত্ত্ব সত্ত্বগুণসম্পন্ন । যোগবলে এই বায়ুতত্ত্বকে উদিত করিবে এবং প্রাণানিলকে আকর্ষণ পূর্বক চিত্তসংযত করতঃ পঞ্চঘটিকা যাবৎ কুন্তক করিবে । ইহারই নাম বায়বী ধারণামুদ্রা ।

* তন্ত্রান্তরে পার্থিবীধারণামুদ্রার ষেক্ষরূপ লক্ষণ লিখিত আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথা—

পৃথিবীধারণং বক্ষ্যে পার্থিবেভ্যো। তয়াবহং ।
নাভেরধো গুদস্তোৰ্দ্ধং ঘটিকাং পঞ্চ ধারয়েৎ ।
বায়ুং ততো ভবেৎ পৃথ্বীধারণং তন্তয়াপহং ।
পৃথিবীসম্ভবাস্তস্মৈ ন মৃত্যুর্যোগিনো ভবেৎ ॥

এই মুদ্রা অভ্যাস করিলে শূণ্যমার্গে বিচরণ করিবার সামর্থ্য জন্মে এবং বায়ু হইতে কোনরূপে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে না। *

ইতি বায়বী ধারণামুদ্রালক্ষণং।

আকাশী ধারণামুদ্রা।

যৎসিদ্ধৌ বরশুদ্ধাবরিসদৃশং ব্যোমং পরং ভাসিতং
তত্ত্বং দেবসদাশিবেন সহিতং বীজং হকারাশ্রিতং।
প্রাণাস্তত্র বিনীয় পঞ্চ ঘটিকাং চিস্তাশ্রিতাং ধায়য়ে-
দেবা মোক্ষকবার্তভেদনকারী কুর্য্যাম্ভোধারণা ॥

আকাশতত্ত্বের বর্ণ সাগরের শুদ্ধবারির তায়, হকার ইহার বীজ এবং দেবতা সদাশিব। যোগপ্রভাবে এই তত্ত্বকে উদ্ভিত করাইয়া প্রাণানিলকে আকর্ষণ করতঃ মনঃসংযম করিয়া পঞ্চঘটিকা বাবৎ কুন্তক সহকারে ধারণ করিবে, ইহাকেই আকাশীমুদ্রা কহে। ইহা দ্বারা মুক্তিপদ ও অমরত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। †

ইতি আকাশীমুদ্রালক্ষণং।

* নাভিক্রনোহি মধ্যে তু প্রাদেশদ্বয়সমষ্টিতে।

ধারয়েৎ পঞ্চ ঘটিকাং বায়ুং সৈব হি বায়বী।

ধারণাত্তস্ত বায়োস্ত যোগিনো ন ভয়ং ভবেৎ ॥

ইতি তন্ত্রাস্তরং।

† ক্রমধ্যাছুপরিষ্ঠান্তু ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং।

বায়ুং যোগী প্রযত্নেন সেয়মাকাশীধারণা।

আকাশধারণং কুর্ক্বন্মৃত্যুং জয়তি তত্ত্বতঃ।

যত্র তত্র স্থিতো বাপি সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥

অথ আস্তসীধারণামুদ্রা ।

শাশ্বেন্দু প্রতিমঞ্চ কুন্দধবলং তত্ত্বং কিলালং শুভং
তৎপীযুষবকারবীজসহিতং যুক্তং সদা বিষ্ণুনা ।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয পঞ্চঘটিকাং চিস্তাস্বিতাং ধারয়ে-
দেযা তুঃসহতাপহারিণী শ্রাদাস্তসী ধারণা ॥

জলতত্ত্বং বর্ণ শঙ্খ, চন্দ্র ৫ কুন্দবৎ শুভ্র, ইহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের
সদৃশ, বকার ইহার বীজ এবং বিষ্ণু ইহার দেবতা । যোগপ্রভাবে এই
বারিতত্ত্বকে উদ্ভিত করা হইবে এবং প্রাণানিলকে আকর্ষণ করত পঞ্চঘটিকা
যাবৎ কুস্তকসহায়ে দৃঢ়চিত্তে ধারণ করিবে । ইহাকে আস্তসীধারণা মুদ্রা
কহে । এই মুদ্রাভ্যাস করিলে জলে যোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই, ইহার
প্রসাদে দারুণ ভবতাপ বিদূরিত হয় । *

ইতি আস্তসীধারণামুদ্রালক্ষণং ।

বৈশ্বানরী ধারণামুদ্রা ।

যন্নাভিস্থিতমিন্দ্রগোপসদৃশং বীজং ত্রিকোণাস্বিতং
তত্ত্বং তেজোময়ং প্রদীপ্তমরুণং রুদ্রেণ যৎ সিদ্ধিদং ।
প্রাণাংস্তত্র বিনীয পঞ্চঘটিকাং চিস্তাস্বিতাং ধারয়ে-
দেযা কালগভীরভীতিহরণী বৈশ্বানরী ধারণা ॥

* তন্ত্রান্তরে আস্তসী ধারণার লক্ষণ যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা
সর্বসাধারণের বিদিতার্থ নিম্নে উদ্ধৃত হইল, যথ —

নাভিস্থানে ততো বায়ুং ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং ।
ততো জলভয়ং নাস্তি জলমূর্ত্যুর্ন যোগিনঃ ॥

নাভিপ্রদেশই অগ্নিতত্ত্বের স্থান, এই তত্ত্বের বর্ণ ইন্দ্রগোপকীটের গ্রাম
লোহিত, রকার ইহার বীজ, ইহার আকৃতি ত্রিকোণ এবং দেবতা রুদ্র।
এই তত্ত্ব তেজঃসম্পন্ন, দীপ্তিমান্ ও সিদ্ধিদায়ক। যোগবলে এই অগ্নি-
তত্ত্বকে উদ্ভিত করা ইরা প্রাণানিলকে পঞ্চষটিকা যাবৎ চিত্তসংযম সহকারে
কুস্তকদ্বারা ধারণ করিবে। ইহার নাম বৈশ্বানরী ধারণা মুদ্রা। ইহার
প্রভাবে অগ্নিভয় বিদূরিত হয় এবং সংসারতাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। *

ইতি বৈশ্বানরীধারণামুদ্রালক্ষণং ।

অশ্বিনীমুদ্রা ।

আকুঞ্চয়েদ্গুদদ্বারং প্রকাশয়েৎ পুনঃ পুনঃ ।

সা ভবেদশ্বিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী ॥

পুনঃ পুনঃ গুহদ্বার আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিলেই তাহাকে অশ্বিনীমুদ্রা
বলা যায়। ইহা দ্বারা শক্তি প্রবোধ হয়।

ইতি অশ্বিনীমুদ্রালক্ষণং ।

পাশিনীমুদ্রা ।

কণ্ঠপৃষ্ঠে ক্ষিপেৎ পাদৌ পাশবদ্ধবন্ধনং ।

সা এব পাশিনীমুদ্রা শক্তিপ্রবোধকারিণী ॥

* নাভ্যর্দ্ধমণ্ডলে বায়ুং ধারয়েৎ পঞ্চনাড়িকাং ।

আগ্নেয়ী ধারণা সেয়ং ন মৃত্যুস্তম্ভা বহিনা ।

ন দহতে শরীরং হি প্রক্ষিপ্তে বহ্নিকুণ্ডকে ॥

ইতি তন্ত্রাস্তরং ।

কণ্ঠপ্রদেশ দিয়া পৃষ্ঠভাগে পদদ্বয় ক্ষেপণ পূর্বক পাশের ত্রায় দৃঢ় বন্ধন করিলেই তাহাকে পাশিনীমুদ্রা কহে । ইহা দ্বারা শক্তিপ্রবোধ হয় ।

ইতি পাশিনীমুদ্রালক্ষণং ।

কাকীমুদ্রা ।

কাকচঞ্চুবদাশ্চেন পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ ।

কাকীমুদ্রা ভবেদেষা সর্বরোগবিনাশিনী ॥

মুখ কাকচক্ষু সদৃশ করিয়া ক্রমে ক্রমে বায়ু পান করিবে । ইহার নাম কাকীমুদ্রা । ইহা দ্বারা যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয় ।

ইতি কাকীমুদ্রালক্ষণং ।

মাতঙ্গিনীমুদ্রা ।

কণ্ঠমগ্নে জলেস্থিত্বা নাসাভ্যাং জলমাহরেৎ ।

মুখান্নির্গময়েৎ পশ্চাৎ পুনর্বাঞ্ছ্যে চাহরেৎ ।

নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পশ্চাৎ কুর্গাদেবং পুনঃ পুনঃ ।

মাতঙ্গিনী পরা মুদ্রা জরামৃত্যুবিনাশিনী ॥

সলিল মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়া প্রথমে নাসাদ্বারা জল আহরণ পূর্বক মুখদ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে ; অনন্তর পুনরায় মুখদ্বারা জল লইয়া নাসা দ্বারা রেচন করিবে । এই প্রকার বারম্বার করিতে হয় । ইহাকেই মাতঙ্গিনী মুদ্রা কহে । ইহা দ্বারা জরা মৃত্যু বিনাশ পায় ।

ইতি মাতঙ্গিনীমুদ্রালক্ষণং ।

ভুজগীমূদা ।

বজ্রং কিঞ্চিৎ প্রসার্য চানিলং গলয়া পিবেৎ ।

সা ভবেদ্ ভুজগীমূদা জরামৃত্যুবিনাশিনী ।

যাবচ্চ উদরে রোগমজীর্ণাদি বিশেষতঃ ।

তৎ সৰ্ব্বং নাশয়েদাপ্ত যত্র মূদা ভুজঙ্গিনী ॥

মুখ কিঞ্চিৎ প্রসারণ পূৰ্বক গলদেশদ্বারা বায়ু পান করিবে । ইহাকেই ভুজঙ্গিনীমূদা কহে । ইহার প্রসাদে জরা ও মৃত্যু বিদূরিত হয় ; অধিকন্তু ইহা দ্বারা আশু অজীর্ণতাদি উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

ইতি ভুজগীমূদ্রালক্ষণং ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কথিতানি মহাদেবি মূদ্রাণাং লক্ষণানি বৈ ।

ফলানি চ ময়োক্তানি কিমশ্চাচ্ছ্রীতুমিচ্ছসি ॥ ২০৬ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সৰ্ব্বোক্তমোক্তমে হরপার্বতীসংবাদে

চতুর্দশোল্লাসঃ ।

মহাদেব কছিলেন, হে মহাদেবি ! এই তোমার নিকট মূদ্রার লক্ষণ ও তৎফল সকল কীর্তন করিলাম, অধুনা কি অবগত হইতে বাসনা হয় বল ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে যোগনির্ণয় নামক চতুর্দশ উল্লাস সমাপ্ত ।

পঞ্চদশোল্লাসঃ ।

যোগাঙ্গ নির্ণয় ।

শ্রীপার্বত্যাচ ।

বদ মে কৃপয়া দেব যোগস্রাঙ্গানি শঙ্কর ।

যেন ঘটস্ত শুদ্ধিঃ স্রান্তেষাঞ্চ লক্ষণানি তু ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেব! হে শঙ্কর! অধুনা কৃপা করিয়া আমার নিকট যোগের অঙ্গ কীর্তন করুন, যাহা দ্বারা দেহের বিশুদ্ধি হয় এবং সেই বিশুদ্ধিকারক অঙ্গসকলের লক্ষণাদি বর্ণন করিয়া আমার বাসনা পূরণ করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

উদানীং যোগমষ্টাঙ্গং শূনু লক্ষণসংযুতং ।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং প্রাণসংযমঃ ।

প্রত্যাহারো ধারণা চ ধ্যানঞ্চ সমাধিস্থতা ।

এবমষ্টাঙ্গযোগঞ্চ তন্ত্বেশ্বিন্ কথিতং ময়া ॥

মহাদেব কহিলেন, দেবি! অধুনা যোগের অষ্টবিধ অঙ্গ ও তাহার লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগের প্রধান অঙ্গ ।

মনসো দমনং শাস্তিঃ সন্তুষ্টিরল্লনিদ্রতা ।

আহারাল্লং তথা শূন্যচিন্ততা যম এব তু ॥

মনের দমন, শাস্তি, সন্তোষ, অল্প নিদ্রা, অল্প আহার ও অন্তঃকরণের শূন্যতা এই সমস্তকেই যম কহে ।

চাপল্যাস্ত দূরে ত্যক্ত্বা মনঃস্থৈর্য্যং বিধায় চ ।

একত্র মেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সা মতিঃ ।

সদোদাসীনভাবস্ত সর্ব্বত্রেচ্ছাবিবর্জ্জনম্ ।

যথালভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বরমানসঃ ।

মানদানপরিত্যাগ এতত্ত্বু নিয়মা ইতি ॥

অচাপল্য, চিন্তের স্থৈর্য্য, সকল বিষয়ে নিরন্তর উদাসীনভাব, সর্ব্বত্র নিস্পৃহতা, যথালভে সন্তোষ, পরত্রেক্ষে মন, মানদানাদি বিসর্জন, এই সমস্ত নিয়ম বলিয়া অভিহিত ।

আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ ।

ময়োক্তানি প্রধানানি তব দেবি সুরেশ্বরী ॥

আসনের কথা অধিক আর কি বলিব, জগতে জীবজন্তুর সংখ্যাও যত আসনের সংখ্যাও তত জানিবে । তন্মধ্যে প্রধান প্রধান আসন ত্রিপুরের তোমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ।

প্রাণায়ামস্তিষ্ঠা চেতি কথিতং প্রথমং শৃণু ।
 আসনে প্রাণসংযামে ন শক্তাঃ স্নুকুমারকাঃ ।
 মহাপুণ্যপ্রভাবেণ শক্যতে তু মহাত্মনা ।
 ইড়াং শশিপ্রভাং ধ্যাত্বা মন্দেন্দুনা তু পূরয়েৎ ।
 পূরয়িত্বা দৃঢ়ং ধ্যাত্বা যথাশক্তি তু কুস্তয়েৎ ।
 মহাজ্যোতির্ময়ো ভূত্বা বায়ুপূর্ণকলেবরঃ ।
 শক্তিত্রাসন্তু সংত্রাস্তু রেচয়েদ্বায়ুমর্হিতঃ ।
 পিঙ্গলামর্কবর্ণান্তু ত্যজেৎ হুত্বা শনৈঃ শনৈঃ ।
 অয়ং পতঙ্গঃ কাষ্ঠানি প্রত্য্যাশেন পুনঃ পুনঃ ॥

প্রাণায়ামের বিষয় একপ্রকার পূর্বেই কথিত হইয়াছে। উহা ত্রিবিধ ;
 প্রথমতঃ ইড়া নাড়ীতে অর্থাৎ বামাসিকারন্ধ্রে শনৈঃ শনৈঃ বায়ু পূরণ
 করিবে। অনন্তর ঐ বায়ু দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্বক সাধ্যাহুসারে কুস্তক
 করিবে। অবশেষে পিঙ্গলাতে অর্থাৎ দক্ষিণনাসারন্ধ্রে ক্রমে ক্রমে সেই
 বায়ুকে রেচন করিবে। এই প্রকারে কুস্তকদ্বারা দেহ মহাজ্যোতির্ময় ও
 বায়ুপূর্ণ হয়। হীনবল ব্যক্তি কদাচ আসন বা প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান
 করিবে না, যাহারা বলবান, তাহারাই ইহা সাধন করিতে সমর্থ
 হইয়া থাকে।

কত্বা কলেবরং শুদ্ধং কুর্যাদ্যত্নৈর্মহাত্মনা ।
 নৈনো নিকর্ষার্য্য সংসারে বিষয়ে বা তথৈব চ ।
 মনোবিকারভাবঞ্চ ত্যক্ত্বা শূন্যময়ো ভবেৎ ।
 প্রত্যাহারো ভবত্যেষ সর্ব্বনিন্দাচমৎকৃতঃ ॥

সযত্নে দেহকে :বিগুহ, সংসার ও বিষয়কর্ষ হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া এবং মনের বিকারভাব বর্জন পূর্বক ষাবতীয় মায়া ও বাসনাবিহীন হইলেই তাহাকে প্রত্যাহার কহে । *

ধ্যানস্ত দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ ।

স্থূলং মত্তময়ং বিদ্ধি সূক্ষ্মস্ত মত্তবর্জিতং ॥

ধ্যান দ্বিবিধ ;—স্থূল ও সূক্ষ্ম । মত্তময় ধ্যানকে স্থূল ও মত্তহীন ধ্যানকে সূক্ষ্ম ধ্যান কহে ।

সমাধিনিশ্চলা বুদ্ধিঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিবর্জিতা ॥

যে যোগদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসাদিশূন্য স্থিরবুদ্ধি হয়, তাহাকে সমাধি কহে ।

কথিতং তে মহাদেবি অষ্টাঙ্গযোগলক্ষণং ।

বিনা ষট্‌কর্ষ দেবেশি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে ।

চৈতন্যমপি দেহস্ত বিনা ষট্‌কর্ষ নৈব হি ॥

ব্রহ্মধামলে প্রত্যাহারের ঘেরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

ইন্দ্রিয়াগীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো যৎ প্রত্যাহরতে ক্ষুটং ।

যোগী কুস্তকমাস্থায় প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে ॥

যোগী ব্যক্তি যে যোগদ্বারা কুস্তক অবলম্বন পূর্বক ইন্দ্রিয়গ্রামকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থ হইতে বিনিবৃত্ত করে, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে ।

হে মহাদেবি ! এই আমি তোমার নিকট যোগের অষ্টাঙ্গের লক্ষণ
কীৰ্ত্তন করিলাম। হে দেবেশি ! ষট্‌কৰ্ম্ম ব্যতিরেকে দেহের শুদ্ধিবিধান
হয় না এবং ষট্‌কৰ্ম্ম ব্যতীত শরীরের চৈতন্ত্য সম্পাদনেরও সম্ভাবনা নাই।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

শোধনং কীদৃশং দেব তদ্ব্যক্রহি মে সমাসতঃ ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! আপান সংসাররূপ
সাগর হইতে পরিভ্রাণ করিয়া থাকেন। হে দেব ! শোধন কি প্রকার,
কিভাবে শরীরের শুদ্ধি ও চৈতন্ত্য হয়, তাহা বিস্তার পূৰ্ব্বক আমার নিকট
কীৰ্ত্তন করুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শোধনং ষড়্‌বিধং দেবি তৎ শৃণুষ্ব বরাননে ।

ধৌতিৰ্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথা ।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কৰ্ম্মাণি সমাচরেৎ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! হে বরাননে ! শোধন ছয় প্রকার ;—
উহা ষথাক্রমে ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক ও কপালভাতি
এই ছয় নামে অভিহিত। ইহাকেই ষট্‌কৰ্ম্ম কহে। এই ষট্‌কৰ্ম্মের
আচরণ করিলে দেহ শুদ্ধি হয় এবং শরীরের চৈতন্ত্য হইয়া থাকে

* তদ্ব্যস্তরে এই সম্বন্ধে লিখিত আছে ষথা—

ধৌতিশ্চ গজকরিণী বস্তিলৌলী নেতিস্তথা ।

কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কৰ্ম্মাণি মহেশ্বরী ।

কৰ্ম্মষট্‌কমিদং গোপ্যং ষট্‌শোধনকারণং ॥

মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্বং ঘটকর্মাণি সমাচরেৎ ।

অনুত্থা নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ ॥

যাহার দেহে মেদ ও কফের আধিক্য বিद्यমান আছে, সে ব্যক্তিই ঘটকর্মের আচরণ করিবে; নতুবা অন্য ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিবে না । *

অধুনা শৃণু দেবেশি ধৌতিলক্ষণমুত্তমং ।

ধৌতিশ্চতুর্বিধা দেবি ঘটনির্মলকারিণী ॥

ধৌতি, গজ্জকরিণী, বস্তি, গৌলী, নোতি ও কপালভাতি এই ছয়টাই ঘটকর্ম বলিয়া প্রথিত । ইহা অতি গোপনীয়, ইহা দ্বারা শরীর শোধন হয় ।

* রুদ্রযামলে অষ্টাঙ্গযোগের পরিবর্তে পঞ্চামরাযোগ কথিত আছে ; তৎসম্বন্ধে উক্ততন্ত্রোক্ত প্রমাণাদি এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা—

নেতিযোগং হি সিদ্ধানাং মহাকফবিনাশনং ।

দস্তিযোগং প্রবক্ষ্যামি হৃদয়গ্রন্থিভেদনং ।

ধৌতিযোগং ততঃ পশ্চাৎ সর্বমলবিনাশনং ।

বস্তিযোগং হি পরমং সর্বাজ্ঞোদরচালনং ।

ক্ষালনং পরমং যোগং নাড়ীনাং ক্ষালনং স্মৃতং ।

এবং পঞ্চামরাযোগং যমিনামতিগোচরং ॥

নেতিযোগ দ্বারা মহাকফ বিদূরিত হয় ; দস্তিযোগ দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, ধৌতিযোগ দ্বারা মল বিদূরিত হয়, বস্তিযোগ দ্বারা সর্বাজ্ঞ উদর চালিত হয় এবং ক্ষালনযোগ দ্বারা নাড়ী ধৌত হয় । ইহা কেই পঞ্চামরা যোগ কহে ।

হে দেবেশি ! অধুনা ধোতির লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । ধোতি চতুর্বিধ ;—উহা দ্বারা দেহ নিষ্কল হইয়া থাকে ।

অন্তর্ধোতিস্ত প্রথমঃ দন্তর্ধোতিস্ততঃ পরং ।

তৃতীয়া হ্রদ্বোতিশ্চৈব চতুর্থং মূলশোধনং ॥

ধোতি চতুর্বিধ ;—অন্তর্ধোতি, দন্তর্ধোতি, হ্রদ্বোতি ও মূলশোধন ।

অন্তর্ধোতিঃ ।

অগ্নিসারং বায়ুসারং জলসারং বহিষ্কৃতং ।

দেহস্ত শোধনার্থায় অন্তর্ধোতিশ্চতুর্বিধা ॥

অন্তর্ধোতি চতুর্বিধ ;—অগ্নিসার, বায়ুসার, জলসার ও বহিষ্করণ ।
এই সমস্ত ধোতি দ্বারা দেহের শোধন হইয়া থাকে ।

ইতি অন্তর্ধোতিভেদঃ ।

অগ্নিসারং ।

শতবারং মেরুপৃষ্ঠে নাভিগ্রন্থিঞ্চ কারয়েৎ ।

অগ্নিসারমিদং দেবি যোগসিদ্ধিপ্রদায়কং ॥

হে দেবি ! শ্বাসরোধ পূর্বক মেরুদণ্ডে একশতবার নাভিগ্রন্থি
সংলগ্ন করিবে ;—ইহাকেই অগ্নিসার ধোতি কহে । ইহা দ্বারা যোগসিদ্ধি
লাভ হইয়া থাকে ।

ইতি অগ্নিসারলক্ষণং ।

অগ্নিসারস্র ফলং ।

গোপ্যাং গোপ্যতরা ধোতিঃ সুরাণামপি ছল্লভা ।

অগ্নিপ্রদৌপনৌ হ্রেষা উদরাময়নাশিনৌ ।

ধোতিমাত্রেন দেবেশি সুরদেহং লভেন্নরঃ ॥

হে দেবি ! এই ধোতি গোপনায় হইতেও গোপনীয় ; ইহা দেবতা-
গণেরও ছল্লভ, ইহা দ্বারা জঠরাগ্নি পরিবর্দ্ধিত হয় এবং উদরাময় বিদূরিত
হইয়া থাকে । এই ধোতিপ্রসাদে মানব দেবদেহ লাভ করে সন্দেহ নাই ।

ইতি অগ্নিসারস্র ফলং ।

বায়ুসারং ।

কাকচক্ষুঃ পিবেদ্বায়ুং শনৈঃ শনৈর্বিচক্ষণঃ ।

চালয়েদুদরং দেবি শনৈঃ শনৈশ্চ রেচয়েৎ ।

বায়ুসারমিদং দেবি সর্বতন্ত্ৰেষু গোপিতং ॥

হে দেবি ! বিচক্ষণ যোগী আপনার মুখ কাকচক্ষুর আয় করিয়া পুনঃ
পুনঃ বায়ু পান করিবে এবং সেই বায়ু উদরাভ্যন্তরে চালিত করিয়া
পরিশেষে মুখদ্বারা রেচন করিবে । ইহাকেই বায়ুসার ধোতি কহে ।
ইহা সর্বতন্ত্ৰেই গোপনীয় বলিয়া পরিকল্পিত ।

ইতি বায়ুসারলক্ষণং ।

বায়ুসারস্র ফলং ।

গোপ্যাং গোপ্যতরং দেবি ঘটনির্ম্মলকারকং ।

রোগোপশমনং হেতুং জঠরাগ্নিবিবর্দ্ধনং ।

শ্রমদাহহরঐব জরাপলিতনাশনং ।

ক্ষয়রোগহরং দেবি দূরদর্শনকারকং ।

দূরশ্রুতিকরং হোতং বায়ুসারমমুত্তমং ॥

হে দেবি ! এই বায়ুসার ধোতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয় ; ইহা দ্বারা দেহ নিৰ্ম্মল হইয়া থাকে, ইহা যাবতীয় রোগ বিনাশ করে, উদরায় বদ্ধিত করিয়া দেয়, এবং শ্রম দাহ, জরা পলিত, ও ক্ষয়রোগ বিনাশ করে। হে দেবি ! এই ধোতিপ্রসাদে যোগীর দূরদৃষ্টিশক্তি লাভ হয় সন্দেহ নাই।

ইতি বায়ুসারস্ত ফলং ।

জলসারং ।

আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি শনৈঃ পীত্বা মুখেন বৈ ।

চালয়েদুদরৈর্গৈব উদরাৎ রেচয়েদধঃ ।

জলসারমিদং দেবি ঘটনিৰ্ম্মলহেতবে ॥

হে দেবি ! এক্ষণে জলসারের লক্ষণ ও প্রণালী বলিতেছি : প্রথম কর। প্রথমতঃ মুখদ্বারা ধীরে ধীরে আকণ্ঠ জল পান করিয়া সেই জল উদরমধ্যে দ্রাব্য করিবে, পরে উহা অধঃপথ দিয়া উদর হইতে রেচন করিতে হয়। ইহাকেই জলসার ধোতি কহে। ইহা দ্বারা দেহ নিৰ্ম্মল হইয়া থাকে।

ইতি জলসারধোতৈর্লক্ষণং ।

জলসারস্র ফলং ।

গোপ্যাৎ গোপ্যতরং হেতুং ঘটশোধনমুত্তমং ।

সাধয়েন্তৎ প্রযত্নেন দেবদেহায় সাধকঃ ।

যত্নেন সাধয়েদ্যন্ত ধৌতিমেষামুত্তমাং ।

লভতে দেবদহং স নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

এই জলসার ধৌতি গোপনীয় হইতেও গোপনীয়, এই অমুত্তম ধৌতি দ্বারা দেহের শোধন হইয়া থাকে, সাধক দেবদেহলাভার্থ যত্ন সহকারে ইহা সাধন করিবে। যে ব্যক্তি এই অমুত্তম ধৌতি যত্ন সহকারে সাধন করে, সেই ব্যক্তি দেবদেহ প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

ইতি জলসারস্র ফলং ।

বহিষ্কৃতধৌতিঃ ।

কাকচঞ্চু পিবেদ্বায়ুং পূরয়েচ্ছদরং ততঃ ।

ধ্বত্বার্কিয়ামমাত্রস্ত অধোমার্গেণ চালয়েৎ ।

বহিষ্করণমেতন্নি ক্ষালনং তত আচরেৎ ॥

কাকচঞ্চুর গায় মুখ করিয়া তদ্বারা বায়ু পান করত উদর পূরণ করিবে এবং সেই বায়ু উদরাভ্যন্তরে অর্দ্ধপ্রহর যাবৎ ধারণ পূর্বক অধোমার্গে চালিত করিতে হয়। ইহাকেই বহিষ্কৃত ধৌতি কহে। এই প্রকার করিয়া তৎপরে প্রক্ষালন করিবে।

শ্রীপার্বত্যাচ ।

ক্ষালনং ক্রহি মে নাথ দেহশোধনকারকং ।

ততঃ কিং ক্রিয়তে চৈব সাধকৈঃ সুবিচক্ষণৈঃ ॥

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ ! বহিষ্কৃত ধৌতির অমুষ্ঠান করিয়া দেহ শোধনার্থ কি প্রকারে ক্ষালন করিবে এবং বিচক্ষণ সাধক ক্ষালনান্তে কিরূপ কার্য্য করিবে, তাহা আমার নিকট কৌতুহল করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নাভিজলে স্থিতো ধীমান্ শক্তিনাভীং বিসর্জয়েৎ ।

হস্তাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাভীং যাবন্মলবিনাশনং ।

প্রক্ষাল্য চোদরে দেবি নাভীঞ্চ বেশয়েন্ততঃ ॥

হে দেবি ! সূদী সাধক নাভিময় জলে অবস্থিত হইয়া শক্তিনাভীকে বহিষ্কৃত করত যাবৎ মল সম্যাকরূপে ধৌত না হয়, তাবৎ করদ্বারা প্রক্ষালন করিবে । সম্পূর্ণরূপে প্রক্ষালিত হইলে তৎপরে উদরমধ্যে পুনরায় প্রবিষ্ট করাইতে হয় । *

ইতি বহিষ্কৃতধৌতিঃ ।

* রুদ্রযামলে বহিষ্কৃতধৌতি সম্বন্ধে বেক্রপ বর্ণিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা,—

স চাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য়ান্নাভ্যাতিসাধনং ।

নেউনীযোগমার্গেণ নাভীক্ষালনতৎপরঃ ।

ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা ।

বহিষ্কৃতধৌতেঃ ফলং ।

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা। সুরাণামপি ছল্লভা ।

ধৌতিমাত্রেন হে দেবি দেবদেহং লভেম্বরঃ ॥

হে দেবি ! এই ধৌতি পরম গোপনীয়, ইহা দেবগণেরও ছল্লভ,
এই ধৌতির প্রসাদে মানব দেবদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ইতি বহিষ্কৃতধৌতেঃ ফলং ।

দন্তধৌতিঃ ।

দন্তমূলং জিহ্বামূলং রক্তঞ্চ কর্ণযুগ্ময়োঃ ।

কপালরক্তং পঠেতে দন্তধৌতিঃ বিধীয়তে ॥

দন্তধৌতি পঞ্চবিধ ;—দন্তমূলধৌতি, জিহ্বামূল ধৌতি, কর্ণরক্তধৌতি,
কপালরক্তধৌতি ।

ইতি দন্তধৌতের্ভেদঃ ।

কেবলং প্রাণবায়োশ্চ ধারণাৎ ফালনং ভবেৎ ।

বিনা ফালনযোগেন দেহশুদ্ধির্ন জায়তে ।

ফালনং নাড়ীকাদীনাং কফপিত্তাদিনাশনং ॥

যোগী ব্যক্তি অবশ্য ফালনযোগ ও নাড়ীসাধন করিবে । নেউনীষোগ
দ্বারা নাড়ীফালন করিতে হয় । ইহা দ্বারা মহাকালের ত্রায় ও রাজরাজে-
শ্বরের ত্রায় ক্ষমতা জন্মে । কেবল প্রাণবায়ু ধারণা দ্বারাই ফালন যোগ
হয় । ফালন যোগ ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না । নাড়ী প্রভৃতি ফালন
করিলে কফপিত্তাদি দোষ বিনাশ পায় ।

দন্তমূলধৌতিঃ ।

বিশুদ্ধয়া মৃত্তিকয়া রসেন খাদিরেণ বা ।

মার্জ্জয়েদন্তমূলঞ্চ যাবদ্বৈ নিক্লেদো ভবেৎ ॥

পরিষ্কৃত মৃত্তিকাধারা অথবা খদিরের রস দ্বারা দন্তমূল মার্জ্জন করিবে, যাবৎ দন্তের ক্লেদ দূর না হয়, তাবৎ মার্জ্জন করিতে হয় । ইহাকেই দন্ত-মূল ধৌতি কহে । †

ইতি দন্তমূলধৌতেলক্ষণং ।

† ঋত্নধামলে দন্তমূলধৌতির যেরূপ প্রমাণ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

দন্তিযোগং ততঃ কুর্ঘ্যাৎ পশ্চাৎ সাধকসন্তমঃ ।

দন্তধাবনকালে তু যোগমেতং প্রকাশয়েৎ ।

দন্তধাবনকাষ্ঠন্তু সার্ক্কহস্তৈকসন্তবং ।

নাতিস্থূলং নাভিসূক্ষ্মং নবীনং নত্ৰমূস্তমং ।

অপকং যত্নতো গ্রাহ্যং যুগলসদৃশং তরুং ।

গৃহীত্বা দন্তকাষ্ঠং তং প্রাতঃকালে প্রভক্ষয়েৎ ।

দন্তকাষ্ঠাগ্রভাগঞ্চ কনিষ্ঠাঙ্গুলি পৰ্ব্ব চ ।

এবং দস্তাবলীভ্যাঞ্চ চৰ্ব্বণং সুন্দরং চরেৎ ।

তৎ প্রক্ষাল্য চ নীরেণ শনৈর্নির্গমমাচরেৎ ।

শনৈঃ শনৈঃ প্রকর্তব্যং কায়বাক্চিস্ততোশোধনং ।

যাবদ্বৈ যাতি কাষ্ঠাগ্রং নাভিমূলস্তনাকুলং ।

তাবৎ সূক্ষ্মতরং গ্রাহ্যমবশ্যং প্রত্যহঞ্চরেৎ ।

দন্তমূলধৌতেঃ ফলং ।

দন্তমূলং পরা ধৌতির্যোগিনাং যোগসাধনে ।

নিত্যং কুর্যাৎ প্রভাতে চ দন্তরক্ষায় যোগবিৎ ।

দন্তমূলং ধাবনাদিকার্যেষু যোগিনাং শুভং ॥

যোগসাধন কার্যে দন্তমূলধৌতিই যোগিগণের পক্ষে শ্রেষ্ঠ । যোগবিৎ ব্যক্তি দন্তরক্ষার্থ প্রতিদিন প্রভাতে এই ধৌতির আচরণ করিবে । দন্তমূলধৌতাদি কৰ্ম্মে যোগিগণের এই মতই প্রশস্ত ।

ইতি দন্তমূলধৌতেঃ ফলং ।

জিহ্বামূলধৌতিঃ ।

তর্জ্জনীমধ্যমানামা অঙ্গুলিত্রয়যোগতঃ ।

বেশয়েদৃগলমধ্যে তু মার্জ্জয়েল্লম্বিকামূলং ।

শনৈঃ শনৈর্ম্মার্জ্জয়িত্বা কফদোষং নিবারয়েৎ ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীত্রয় একত্র করিয়া গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া জিহ্বার মূল মার্জন করিবে । পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করিলে কফদোষ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

হৃদয়ে জলচক্রঞ্চ যাবৎ খণ্ডং ন জায়তে ।

তাবৎকালং সর্ব্বদিনে প্রভাতে রদসাধনং ।

হৃদয়ে কফভাগুস্ত খণ্ডনং জায়তে ক্রবং ।

পবনাগমনে সৌখ্যং প্রাপ্নোতি যোগী নির্ভরং ॥

মার্জ্জয়েন্নবনীতেন দোহয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ।

তদগ্রং লৌহযন্ত্রেণ কষয়িত্বা শনৈঃ শনৈঃ ॥

নবনীতদ্বারা রসনাকে বারংবার মার্জ্জন ও দোহন করিবে এবং রসনার
অগ্রদেশ লৌহযন্ত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিয়া বহিষ্কৃত করিবে ।

নিত্যং কুর্খ্যাৎ প্রযত্নেন রবেরুদয়কেস্তকে ।

এবং কৃতে চ নিত্যে চ লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ ॥

প্রতিদিন প্রভাতে ও মধ্যাকালে সময়ে জিহ্বামূল ধৌতির অনুষ্ঠান
করিবে । এই প্রকার করিলে জিহ্বা দীর্ঘ হয় ।

জিহ্বামূলধৌতেঃ ফলং ।

এষা ধৌতিঃ পরা গোপ্যা যোগিনাং সিদ্ধিদায়িকা ।

জরামরণরোগাদীন্ নাশয়েদ্বীর্ঘলম্বিকা ॥

এই জিহ্বামূলধৌতি পবন গোপনীয় ও যোগীগণের সিদ্ধপ্রদ । ইহার
প্রসাদে জরা, মৃত্যু ও রোগাদি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কর্ণরক্তধৌতিঃ ।

তর্জ্জল্লামিকায়োগান্মার্জ্জয়েৎ কর্ণরক্তয়োঃ ।

নিত্যমভ্যাসযোগেন নাদাস্তরং প্রকাশয়েৎ ॥

তর্জ্জনা ও অনামিকা এই অঙ্গুলীদ্বয় দ্বারা কর্ণবিবর মার্জ্জন করিবে ।
প্রতিদিন এই ধৌতিযোগ আচরণ করিলে নাদাস্তর প্রকাশ হয় ।

ইতি কর্ণরক্তধৌতিঃ ।

কপালরক্তধৌতিঃ ।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেন দক্ষিণ মার্জ্জয়েদ্ভালরক্তকং ।
 এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ।
 নাড়ী নিৰ্ম্মলতাং যাতি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ।
 নিদ্রান্তে ভোজনান্তে চ দিবাশ্বে চ দিনে দিনে ॥

দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কপালের রক্ত মার্জন করিবে । এই যোগ অভ্যাস করিলে কফদোষ বিদূরিত হয়, নাড়ী নিৰ্ম্মল হয় এবং দেবতার স্তায় দূরদৃষ্টিশক্তি জন্মে । প্রত্যহ এই ধৌতি নিদ্রাশেষে, আহারশেষে এবং সন্ধ্যাকালে করা কর্তব্য ।

ইতি কপালরক্তধৌতিঃ ।

হৃদৌতিঃ ।

ত্রিবিধা ধৌতিরেষা স্তাদ্গুবমনবাসসা ।
 তন্তচ্চ সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণু কমলাননে ॥

হে কমলাননে ! হৃদৌতি ত্রিবিধ ;—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি । ইহাদিগের লক্ষণাদি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর ।

ইতি হৃদৌতেঃ প্রভেদঃ ।

দণ্ডধৌতিঃ ।

বেত্রদণ্ডং রস্তাদণ্ডং হরিদ্রাদণ্ডমেব চ ।
 হৃদ্মধ্যে চালয়িত্বা তু পুনঃ প্রত্যাহরেচ্ছনৈঃ ॥

বেত্রদণ্ড, অথবা হরিদ্রাদণ্ড কিম্বা রস্তাদণ্ড * হৃদয়ের মধ্যে বারম্বার প্রবেশ করাইয়া পরিচালন করতঃ বাহির করিয়া লইবে। ইহাকেই দণ্ডধৌতি কহে। এই যোগ প্রথমতঃ মৃদুপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমে ক্রমে কঠিন পদার্থের দণ্ড দ্বারা অভ্যাস করিবে।

ইতি দণ্ডধৌতিঃ ।

দণ্ডধৌতেঃ ফলং ।

কফপিত্তং তথা ক্লেদং রেচয়েদুর্দ্ধবস্মিনা ।

দণ্ডধৌতিবিধানেন স্রোত্রোগং নাশয়েদুৎকৃৎ ॥

ইতি দণ্ডধৌতেঃ ফলং ।

এই দণ্ডধৌতি দ্বারা কফ, পিত্ত, ক্লেদ প্রভৃতি মুখ দিয়া বহির্গত হয় এবং ইহা দ্বারা স্রোত্রোগ বিনাশ পাইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

বমনধৌতিঃ ।

ভোজনান্তে পিবেদ্বারি চাকণ্ঠপূর্ণিতং স্তম্বীঃ ।

উর্দ্ধদৃষ্টিং ক্ষণং কৃত্বা তজ্জলং বময়েৎ পুনঃ ।

নিত্যমভ্যাসযোগেন কফপিত্তং নিবারয়েৎ ॥

আহারান্তে আকণ্ঠ পূরিয়া জল পান করিবে ॥ তদনন্তর ক্ষণকাল উর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিবে। প্রতিদিন এই ধৌতিযোগ অভ্যাস করিলে কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ পায়।

ইতি বমনধৌতিঃ ।

বাসধৌতিঃ ।

চতুরঙ্গুলবিস্তারং হস্তপঞ্চদশেন তু ।

গুরুপাদিষ্টমার্গেণ সিক্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ ।

ততঃ প্রত্যাহরেচ্চৈতৎ ক্লামনং ধৌতিকর্ম্ম তৎ ॥

চতুরঙ্গুলি বিস্তৃত ও পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ আঙ্গি বস্ত্র লইয়া গুরুর উপদেশানুসারে ক্রমে ক্রমে গ্রাস করিবে। তদনন্তর পুনরায় ধীরে ধীরে উহা বাহির করিয়া ফেলিবে। উহাকেই বাসধৌতি কহে। *

ইতি বাসধৌতিঃ ।

* নিরুক্তরত্নে বাসধৌতির বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল যথা—

পার্শ্বে চাষ্টাঙ্গুলৈকেব দীর্ঘং দ্বাত্রিংশদীশ্বর ।

এতৎ সূক্ষ্মং সূবসনং গৃহীত্বা কারয়েদ্যতী ।

জিতেন্দ্রিয়ঃ সদা কুর্য্যাজ্জ্ঞানধাননিষেবণং ॥

জিতেন্দ্রিয় যোগী অনন্তর অষ্টাঙ্গুলী বিস্তৃত ও দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলী দীর্ঘ একখণ্ড সূক্ষ্ম বসন লইয়া এই ধৌতযোগ করিবে।

তন্ত্রাস্তরে অত্র প্রকার লিখিত আছে যথা—

চতুরঙ্গুলবিস্তারং সূক্ষ্মবস্ত্রং শনৈর্গ্রসেৎ ।

পুনঃ প্রত্যাহরেদেতৎ প্রোচ্যতে ধৌতিকর্ম্মতৎ ॥

চারি অঙ্গুল বিস্তৃত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গলার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিবে। ইহারই নাম বাসধৌতি।

রুদ্রযামলে লিখিত আছে যথা—

বাসধৌতেঃ ফলং ।

কাসঃ শ্বাসঃ প্লীহা কুষ্ঠং কফরোগাশ্চ বিংশতিঃ ।

ধৌতিকর্ম্মপ্রসাদেন শুদ্ধ্যন্তে চ ন সংশয়ঃ ॥

বাসধৌতি দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, বিংশতিবিধ কফরোগ
বিনাশ পায় সন্দেহ নাই । *

ইতি বাসধৌতেঃ ফলং ।

ধৌতিযোগং প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃত্বা নির্ম্মলো ভবেৎ ।

অত্যন্তশুভ্রং যোগঞ্চ সমাপ্তিকারণং নৃণাং ।

যদি ন কুরুতে যোগং তদা মর্য্যমাপ্নুয়াৎ ।

ধৌতিযোগং বিনা নাথ কঃ সিদ্ধ্যতি মতীতলে ।

সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং বস্ত্রং দ্বাত্রিংশদ্রুতমানতঃ ।

একহস্তক্রমেণৈব যঃ কৰোতি শনৈঃ শনৈঃ ।

যাবদ্বাত্রিংশদ্রুতঞ্চ তাবৎকালং ক্রিয়াকরেৎ ॥

এক্ষণে ধৌতি যোগ কথিত হইতেছে । ইহার আচরণ করিলে যোগী
নির্ম্মল হয় । ইহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং যোগীগণের যোগসাধন সমাপ্তির
কারণ । ধৌতিযোগ দ্বারা মৃত্যুহীন হওয়া যায় এবং ইহা ব্যতিরেকে
যোগসিদ্ধি হইবার সম্ভব নাই । দ্বাত্রিংশৎ হস্ত দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম বসন
এক এক হস্তপ্রমাণে ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিবে । যাবৎ এই সমস্ত
গ্রাসিত না হয়, তাবৎ ঐরূপ করিবে । ক্রমে বারিসংযোগে ঐ বস্ত্র গলিয়া
তৎপর পুনরায় বাহির করিয়া ফেলিতে হয় । ইহাকেই বাসধৌতি কহে ।

* রুদ্রধামলে ইহার ফলসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যথা—

মূলশোধনং ।

অপানকুরতা তাবৎ যাবন্মূলং ন শোধয়েৎ ।

তস্ম্যাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন মূলশোধনমাচরেৎ ॥

যাবৎ মূলশোধন না হয়, † তাবৎকাল অপানের ‡ কুটিগতা বিত্তমান থাকে ; এই কুরতা বিনাশার্থ সযত্নে মূলশোধনধোতির আচরণ করিবে ।

পীতমূলশ্চ দণ্ডেন মধ্যমাজ্জুলিনাপি বা ।

যত্নেন ক্ষালয়েদ্ গুহ্যং বারিণা চ পুনঃ পুনঃ ॥

এতৎক্রিয়া প্রয়োগেন যোগী ভবতি তৎক্ষণাৎ ।

ক্রমেণ মন্ত্রী সিদ্ধঃ স্যাৎ কালজালবশং নয়েৎ ॥

এই বাসধোতির আচরণ দ্বারা আশু যোগী হওয়া যাইতে পারে এবং ক্রমে মন্ত্রীর মন্ত্রসিদ্ধি হয় ।

তদ্বাস্তরে লিখিত আছে যথা—

গুল্মজ্বরপ্লীহাকূষ্ঠং কফপিত্তং বিনশ্চতি ।

আরোগ্যং বলপুষ্টিশ্চ ভবেত্তস্মৈ দিনে দিনে ॥

বাসধোতি অমুষ্ঠান দ্বারা গুল্ম, জ্বর, প্লীহা, কূষ্ঠ, কফ, পিত্ত প্রভৃতি বিনাশ পায় এবং দিন দিন নীরোগিতা, বল ও পুষ্টি জন্মে ।

† মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশপ্রক্ষালন ।

‡ অপান—গুহ্যদেশস্থ বায়ু ।

পীতমূল * অথবা মধ্যমাসুলো দ্বারা সমস্তে জল দিয়া পুনঃ পুনঃ
গৃহদেশে ধোত করিতে হয় ।

ইতি মূলশোধনং ।

মূলশোধনশ্চ ফলং ।

বারয়েৎ কোষ্ঠকাষ্ঠিগ্রম্যাজীর্ণং নিবারয়েৎ ।

কারণং কাস্তিপুট্যোশ্চ দীপনং বহ্নিমণ্ডলং ॥

এই মূলশোধনের আচরণ করিলে কোষ্ঠকাষ্ঠিগ্র ও আমাজীর্ণ দোষ
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, দেহের কাস্তি ও পুষ্টিবান্ধন হইয়া থাকে এবং জঠরাগ্নির
প্রদীপ্তি হয় ।

ইতি মূলশোধনশ্চ ফলং ।

বস্তিযোগঃ ।

জলবস্তিঃ শুকবস্তির্বস্তিঃ স্তাদ্বিবিধা স্মৃতা ।

জলবস্তিঃ জলে কুর্য্যাচ্ছুকবস্তিঃ সদা ক্রিতে ॥

বস্তি বিবিধ ;—জলবস্তি ও শুকবস্তি । জলবস্তি সর্পিণ্ডে এবং
শুকবস্তি স্থলে করিতে হয় ।

ইতি বস্তিযোগশ্চ ভেদঃ ।

জলবস্তিঃ ।

নাভিনিম্নজলে পায়ুং ন্যস্তনালোৎকটাসনং ।

আধীরাৎভঞ্জনং কুর্য্যাৎ কালনং বস্তিকর্ম্ম তৎ ॥

পীতমূল—হরিদ্রার মূল

নাভিজলে নিমগ্ন হইয়া উৎকটাসনে উপবেশন পূর্বক গুহদেশ ক্ষালন করিবে এবং আধার হইতে ভগ্নন অর্থাৎ কর দ্বারা আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে হইবে। ইহারই নাম বস্তিকর্ম্ম। *

ইতি জলবাস্তিঃ ।

জলবাস্তেঃ ফলং ।

গুল্মপ্লাহাদরী রোগা বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ।

বস্তিকর্ম্মপ্রভাবেণ সর্বরোগক্ষয়ো ভবেৎ ॥

এই জলবাস্তিপ্রসাদে গুল্ম, প্লাহা, উদরীরোগ, বাত পিত্ত কফজাত রোগ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

* তন্ত্রান্তরে জলবাস্তির প্রণালী যেরূপ লিখিত আছে, তাহা সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল, যথা ---

নাভিমগ্নজলে পায়ুং তাস্তবানুৎকটাসনং ॥

আকুঞ্চনং প্রসারণং জলবাস্তিং সমাচরেৎ ॥

নাভিমগ্ন জলে অবাস্তিত হইয়া উৎকটাসনে উপবেশন পূর্বক গুহদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। ইহাকেই জলবাস্তি কহে।

বস্তিং পশ্চিমোস্তানেন চালয়িত্বা শনৈরধঃ ।

অশ্বিনীমুদ্রয়া পায়ুমাকুঞ্চয়েৎ প্রসারয়েৎ ॥

পশ্চিমোস্তান আসনে সমাসীন হইয়া ক্রমে ক্রমে অধোদিকে বস্তি চালিত করতঃ অশ্বিনীমুদ্রাযোগে গুহদেশ আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবে। ইহারই নাম জলবাস্তি ।

ধাত্বিন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রসাদং
দত্তাচ্চ কাস্তিঃ দহনপ্রদীপ্তং ।
অশেষদোষোপচয়ং নিহত্যা-
দভ্যাস্ত্যমানং জলবন্তিকর্ম্ম ॥

এই জলবন্তির আচরণ করিলে ধাতু, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের প্রসন্নতা
জন্মে, দেহের কাস্তি ও পুষ্টি বদ্ধিত হয়, অগ্নি বৃদ্ধি পায় এবং শারীরিক
দোষরাশি ধ্বংস হইয়া থাকে । *

উক্তি জলবন্তে: ফলং ।

* তন্ত্রান্তরে জলবন্তির ফল যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এই স্থলে
প্রকাশিত রাখিল,—

এবমভ্যাসযোগেন কোষ্ঠদোষং ন বিদ্বতে ।
বিবন্ধিয়েজ্জঠরাগ্নিং আমবাতং বিনাশয়েৎ ॥

এই জলবন্তিযোগ অভ্যাস দ্বারা কোষ্ঠদোষ বিদূরিত হয়, উদাগ্নি
বৃদ্ধি পায় এবং আমবাত বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

প্রমেহঞ্চ উদাবর্ত্তং ক্রুরবায়ুং নিবারয়েৎ ।
ভবেৎ স্বচ্ছন্দদেহশ্চ কামদেবসমো ভবেৎ ॥

এই জলবন্তি যোগ অভ্যাস করিলে প্রমেহ ও উদাবর্ত্ত রোগ বিনাশ
প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রুরবায়ু নিবারিত হইয়া থাকে । এই যোগ অভ্যাস
দ্বারা যোগী স্বচ্ছন্দদেহে নির্বিশেষে অবস্থিতি করিতে পারে এবং সেই
যোগী কামদেবের ন্যায় কাস্তিমান্ হয় সন্দেহ নাই ।

নেতিযোগঃ ।

সূত্রং বিতস্তি মাত্রান্ত্র নাসানাং প্রবেশয়েৎ ।

মুখেন গময়েচ্চৈষা নেতিঃ স্রাৎ পরমেশ্বর

কপালবেধিনী কণ্ঠা দিব্যদৃষ্টি প্রদায়িনী ।

য উর্দ্ধং জায়তে রোগো শময়ত্যাশু তং নেতিঃ ॥

নাসানালমধ্যে অর্দ্ধ হস্ত সূত্র প্রবিষ্ট করাইয়া মুখের মধ্যে আনয়ন করিবে । ইহারই নাম নেতিযোগ । ইহার প্রসাদে দিব্য দৃষ্টি লাভ হয় এবং শিরঃপীড়া বিদূরিত হইয়া থাকে । *

ইতি নেতিযোগঃ ।

* নেতিযোগবিধানানি শৃণু বীরপূজিত ।

যেন সর্বমস্তকস্তকফানাং দাহনং ভবেৎ ।

স্বক্ষ্মসূত্রং দৃঢ়তরং প্রদত্তান্নাসিকারিলে ।

মুখরক্ত্রে সমানীয় সন্ধানেন সমাশ্রয়েৎ ।

পুনঃ পুনঃ সদা যোগী যাতায়াতেন ঘর্ষয়েৎ ।

ক্রমেণ বর্ধনং কুখ্যাৎ সূত্রস্ত পরমেশ্বর ।

নেতিযোগেন নাসায়া রক্তং নিশ্চলকং ভবেৎ ।

বায়োর্গমনকালে তু মহাসুখমিতি প্রভো ॥

ইতি রক্ত্রধামলে ।

নেতিযোগ প্রভাবে মস্তকের কফ বিদূরিত হয় । নাসিকাবিবরের মধ্যে অতিদৃঢ় স্বক্ষ্ম সূত্র দিয়া মুখবিবরে আনিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবেশ ও

নেতিযোগস্য ফলং ।

সাধয়েন্নৈতিকৰ্ম্মানি খেচরৌসিদ্ধিমাণুয়াৎ ।

কফদোষং বিনশ্চাস্তি দিব্যদৃষ্টিঃ প্রজায়তে ॥

নেতিকৰ্ম্ম সাধন করিলে খেচরৌসিদ্ধি লাভ হয়, কফদোষ বিনাশ পায় এবং উত্তম দৃষ্টি হইয়া থাকে ।

ইতি নেতিযোগস্য ফলং ।

লৌণিকীযোগঃ ।

ভূমাদাবতিবেগেন তুন্দং সব্যাপসব্যতঃ ।

নতাংসো ভ্রাময়েদেষা লৌলী স্মাৎ পরমেশ্বরী ॥

নিৰ্গম দ্বারা ধৰ্ষণ করিবে । এই সূত্রের পরিমাণ ক্রমে বাড়াইতে হয় । নেতিযোগ দ্বারা নাসাছিদ্র নির্মল হয় এবং শ্বাসবায়ুর যাতায়াতকালে মহা আনন্দ জন্মে ।

বিতস্তিমানং সূক্ষ্মসূত্রং নাসানালে প্রবেশয়েৎ ।

মুখান্নিৰ্গময়েৎ পশ্চাৎ প্রোচ্যতে নেতিকৰ্ম্ম তৎ ॥

ইতি তন্ত্রাস্তরে ।

অৰ্দ্ধহস্তপ্রমাণ সূক্ষ্ম সূত্র নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তৎপরে মুখ দিয়া বহির্গত করিবে । ইহার নাম নেতিকৰ্ম্ম ।

অতি বেগসহকাৰে বাম ও দক্ষিণভাগে উদরের নিম্ন অংশকে চালিত
করিবে। ইহার নাম লোলী। *

ইতি লোলীযোগঃ।

লোলীযোগস্ত ফলং।

মন্দাগ্নিসন্দীপনপাচকাদি-

সন্দীপকানন্দকরী সदैব।

অশেষদোষামবশোষণী চ

হঠাক্রিয়ামোলিরিয়ঞ্চ লোলী ॥

লোলীযোগ সাধন করিলে মন্দাগ্নি বিদূরিত হয়, পাচকশক্তি বৃদ্ধি পায়
এবং দেহের যাবতীয় দোষ নষ্ট হইয়া প্রফুল্লতার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ইতি লোলীযোগস্ত ফলং।

ত্রাটকং।

নিমেষাণি পরিত্যজ্য সূক্ষ্মদ্রব্যং নিরীক্ষয়েৎ।

যাবদজ্জি পতাস্তি ত্রাটকং কথ্যতে বুধৈঃ ॥

* অমন্দবেগে তুন্দঞ্চ ভ্রাময়েহুভপার্শ্বয়োঃ।

সর্বরোগান্নিস্তীহ দেহানলনিবৰ্দ্ধনং ॥

ইতি তন্ত্রান্তরে।

অত্যন্ত বেগে উদরকে দুইদিকে সঞ্চালিত করিবে। ইহার নাম
লোলীযোগ। ইহা দ্বারা যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয় এবং দেহের অগ্নি
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

যাবৎকাল নেত্র হইতে অশ্রুপতন না হয়, তাবৎকাল নিনিমেষে সূক্ষ্ম
জব্যদর্শন করিবে। ইহাকে ত্রাটক যোগ কহে। *

ইতি ত্রাটকং।

ত্রাটকস্ত ফলং।

অভ্যাসাৎ শাস্তবী মুদ্রা সিদ্ধাত্যেব ন সংশয়ঃ।

নেত্ররোগো বিনশ্যেত দিব্যদৃষ্টিশ্চ জায়তে॥

এই ত্রাটকযোগ অভ্যাস করিলে শাস্তবী মুদ্রা সিদ্ধ হয়, নেত্ররোগ
বিনাশ পায় এবং দিব্য দৃষ্টি জন্মে পদেহ নাই।

ইতি ত্রাটকস্ত ফলং।

কপালভাতিঃ।

বাতক্রমেণ ব্যাৎক্রমেণ শীৎক্রমেণ বিশেষতঃ।

ভালভাতিস্ত্রিধা প্রোক্তা কফদোষবিনাশিনী ॥

* নিরীক্ষেন্নিস্চলদৃশা সূক্ষ্মলক্ষ্যং প্রযত্নতঃ।

অশ্রুসম্পাতপর্যাস্তং ত্রাটকং তন্মাহেশ্বরী।

যত্নতস্ত্রাটকং গোপ্যং যথা হাটকপেটিকা॥

ইতি তন্ত্রাস্তরং।

যাবৎ চক্ষে জল পতিত না হয়, তাবৎ স্থিরদৃষ্টিতে সমস্তে কোন সূক্ষ্ম
লক্ষ্য জব্য দর্শন করিবে। ইহার নাম ত্রাটক। ইহা কাঞ্চনপেটিকাবৎ
গোপনে রাখিবে।

কপালভাতি ত্রিবিধ;—বাতক্রমকপালভাতি, ব্যাংক্রম কপালভাতি এবং শীংক্রম কপালভাতি। এই ত্রিবিধ কপালভাতি দ্বারা ককদোষ বিনাশ পায়।

বাতক্রমকপালভাতিঃ ।

প্রাণং চেদিড়িয়া পিবেন্নিয়মিতং ভূয়োহনুত্থা রেচয়েৎ

পীত্বা পিঙ্গলয়া সমীরণমথো ভূয়স্ত্যজেদ্বাময়া ।

সূর্য্যচন্দ্রমসোরনেন বিধিনা বিশ্বদ্বয়ং ধ্যায়তঃ

শুদ্ধা নাড়ীগণা ভবন্তি যমিনো মাসত্রয়াদূর্দ্ধতঃ ॥

বাম নাসিকারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ নাসাপথে রেচন করিবে এবং দক্ষিণনাসারন্ধ্রে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক বাম নাসাপথে রেচন করিবে। তিনমাস যাবৎ এই প্রকার সাধন করিলে নাড়ী সকল বিশুদ্ধ হয়। ইহার নাম বাতক্রমকপালভাতি। *

ইতি বাতক্রমকপালভাতিঃ ।

* বদ্ধপদ্মাসনো যোগী প্রাণং চন্দ্রেণ পূরয়েৎ ।

পূরকঞ্চ তথা কৃত্বা পুনঃ সূর্য্যেণ রেচয়েৎ ।

প্রাণং সূর্য্যেণ চাকৃত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ।

যেন ত্যজেচ্চ তেনৈব পূরয়েদবিরোধতঃ ।

রেচয়েচ্চ ততোহনুত্থেন রেচয়েচ্চ ন বেগতঃ ॥

ইতি গ্রহীয়ামলে ।

পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া বামনাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসা দ্বারা রেচন করিবে এবং দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু পূরণ করিয়া

ব্যুৎক্রমকপালভাতিঃ ।

নাসাভ্যাং বারি সংকৃশ্ণ্য পুনশ্চুর্ধ্বেন রেচনং ।

পায়ং পায়ং ব্যুৎক্রমেণ কফদোষং বিনাশয়েৎ ॥

নাসাভ্যং দ্বারা বারি আকর্ষণ পূর্বক মুখ দিয়া রেচন করিবে এবং মুখ দ্বারা বারি লইয়া নাসাভ্যং দ্বারা রেচন করিতে হইবে। মুহুমূর্ছঃ এই প্রকার করিলে কফদোষ বিনাশ পায়। ইহার নাম ব্যুৎক্রম কপালভাতি।

ইতিব্যুৎক্রমকপালভাতিঃ ।

বামনাসাভ্যারা রেচন করিতে হইবে। যে নাসা দ্বারা রেচন করিবে, সেই নাসাদ্বারা অবিরোধে পুরণ করিবে ও তাহার অগ্ন নাসাভ্যারা রেচন করিতে হইবে; কিন্তু বেগে রেচন করিবে না।

ততো দক্ষিণহস্তস্ত্যাপ্যঙ্গুষ্ঠেন তু পিঙ্গলাং ।

নিরুধ্য পূরয়েদ্বায়ুমৌড়য়া তু শনৈঃ শনৈঃ ।

ততস্ত্যাজেৎ পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ ।

পুনঃ পিঙ্গলয়াকৃশ্য পূরয়েৎ পবনং শনৈঃ ।

পূরয়িত্বা যথাশক্তি রেচয়েন্নারুতং শনৈঃ ॥

ইতি তন্ত্রাস্তরে ।

ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং রেচয়েৎ পিঙ্গলা পুনঃ ।

পিঙ্গলয়া পূরয়িত্বা পুনশ্চন্দ্রেণ রেচয়েৎ ।

পূরকং রেচকং কৃৎস্না বেগেন ন তু চালায়েৎ ।

এবমভ্যাসযোগেন কফদোষং নিবারয়েৎ ॥

ইতি তন্ত্রাস্তরে ।

শীংক্রমকপালভাতিঃ ।

শোষণেন জলং পীত্বা নাসানালৈর্বিরেচনং ।

অভ্যাসাজ্জায়তে মূর্ত্তিঃ কামদেবসমা ধ্রুবং ।

জরা বিনশ্যতে চৈব বার্কিক্যঞ্চ ন জায়তে ।

কফদোষা বিনশ্যন্তি ভবেৎ স্বচ্ছন্দবিগ্রহঃ ॥

মুগ্ধ দ্বারা শোষণ করিয়া জল গ্রহণপূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে । এই যোগ অভ্যাস করিলে কন্দর্পের ত্রায় কাস্তি হয়, জরা বিনাশ পায়, বার্কিক্য জন্মে না, কফদোষ দূর হয় এবং দেহ স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকে ।

ইতি শীংক্রমকপালভাতিঃ ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

কথিতং তে মহাদেবি যৎ পৃষ্ঠং পরমেশ্বরি ।

ইতি জ্ঞাত্বা মহেশানি স্তুত্বং লভস্ব চাত্বনি ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরী ! তুমি আমার নিকট বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎ সমস্তই কীৰ্ত্তন হবিলাম । এই সকল সম্যক্ অবগত হইয়া আনন্দ লাভ কর ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

ধ্যানযোগং মহাদেব শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ।

তদ্বদস্ব মহেশান যত্তন্তি করুণা ময়ি ॥

পার্কীতী কহিলেন, হে মহেশ্বর ! সম্প্রতি ধ্যানযোগ অবগত হইতে বাসনা হইতেছে ; আমার প্রতি যদি আপনার করুণা বিস্তর থাকে, তাহা হইলে উহা কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ধ্যানস্ত ত্রিবিধং প্রোক্তং স্থূলং সূক্ষ্মং জ্যোতিস্তথা ।
মূৰ্ত্তিময়স্ত প্রথমং সূক্ষ্মং বিন্দুময়স্তথা ।
জ্যোতিস্তেজোময়ৈকৈব ধ্যানস্ত ত্রিবিধং মতং ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্কীতি ! ধ্যান ত্রিবিধ ; স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ময় । বাহাতে মূৰ্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে কিম্বা পরম গুরুকে চিন্তা করা যায়, তাহার নাম স্থূলধ্যান ; বাহাতে বিন্দুময় ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া দর্শন করিবার ক্ষমতা জন্মে, তাহার নাম সূক্ষ্মধ্যান এবং বাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান কহে ।

ধ্যানানি চ প্রোক্তানি তস্মৈ তস্মৈ মহেশ্বরি ।
তথাপি তব প্রীত্যর্থমুচ্চ্যতানীহ পার্কীতি ॥

হে পার্কীতি ! আমি অন্তান্ত তস্মৈ এই ত্রিবিধ ধ্যান কীৰ্ত্তন করিয়াছি ; তথাপি তোমার প্রীতিহেতু পুনরায় সেই সকল এই স্থানে উক্ত করিলাম ।

স্থূলধ্যানং ।

স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়ৈং স্বধাসাগরমৃতমং ।
 তন্মধ্যে রত্নদ্বীপস্ত সুরত্ববালুকাময়ং ।
 চতুর্দিক্শু নীপতরুবহুপুষ্পসমঘিতঃ ।
 নীপোপবনসংকূলে বেষ্টিতং পরিখা ইব ।
 মালতীমল্লিকাজাতীকেশরৈশ্চম্পকৈস্তথা ।
 পারিজাতৈঃ স্থলৈঃ পট্টদ্বর্গক্ষ্যামোদিতদিশুথৈঃ ।
 তন্মধ্যোৎস্নরেদ্যোগী কল্পবৃক্ষং মনোহরং ।
 চতুঃশাখা চতুর্বেদং নিত্যপুষ্পফলাঘিতং ।
 ভ্রমরাঃ কোকিলাস্তত্র গুঞ্জস্তি নিগদস্তি চ ।
 ধ্যায়ন্তত্র স্থিরো ভূত্বা মহামাণিক্যমণ্ডপং ।
 তন্মধ্যে তু স্নরেদ্যোগী পর্য্যঙ্কং স্তুমনোহরং ।
 তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যায়ৈদ্ যজ্ঞানং গুরুভাষিতং ।
 যন্ত দেবন্ত যজ্ঞপং যথা ভূষণবাহনং ।
 তজ্ঞপং ধ্যায়তে নিত্যং স্থূলধ্যানমিদং বিদুঃ ॥

যোগী চক্ষু নিমীলন পূর্বক আপনার অন্তরে এই প্রকার ধ্যান করিবে
 যে, অল্পকম স্বধারাশি-পরিপূর্ণ একটা মহাসমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই
 সমুদ্রের মধ্যে রত্নদ্বীপ সুশোভিত। তাহাতে রত্নময় বালুকাপুঞ্জ অপূর্ব
 কান্তি বিস্তার করিতেছে। রত্নদ্বীপের চারিদিকে কদম্ববৃক্ষ সমূহ দ্বারা
 পদুম শোভা সম্পাদিত হইতেছে। অসংখ্য অসংখ্য কদম্বপুষ্প বিকসিত
 হইয়া কদম্ববৃক্ষসমূহকে সমলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে। এই কদম্ববনের

চারিদিকে মালতী, মল্লিকা, জাতী, নাগকেশর, বকুল, চম্পক, পারিজাত, স্থলপদ্ম ইত্যাদি নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ সকল পরিখার দ্বায্য পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত মালতীমাল্লিকাদি কুসুমসমূহের গন্ধে সমস্ত দিগ্‌গুল আমোদিত হইতেছে। এই কাননের অভ্যন্তরে মনোহর কল্পতরু বিগ্‌মান। তাহার চারিবেদময় চারটি শাখা। ঐ শাখাপল্লবে নিত্য সন্তোজাত ফল ও অন্নান কুসুমপুষ্প বিরাজিত রহিয়াছে। প্রতি শাখা, কিশলয় ও মঞ্জরী প্রভৃতিতে ভ্রমরকুল মধুর গুঞ্জন ও কলনাদী কোকিলগণ শ্রবণস্বখকর ধ্বনি করিতেছে। এই কল্পতরুর ছায়াশুশীতল তলদেশে মহামাগফ্যময় প্রদীপ্ত একটা মণ্ডপ বিরাজিত। তদুপরি অতীব চিত্তমুগ্‌ধকর পধাক বিগ্‌মান। সেই পধাক্ষের উপরিভাগে স্বীয় ইষ্টদেবতা বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই ইষ্টদেবতার ধ্যান, রূপ, ভূষণ, বাহন ইত্যাদি যে প্রকার গুহ্য উপদেশ দিয়াছেন, সেই প্রকারে প্রত্যাহ ধ্যান করিবে। ইহারই নাম শুলধ্যান। *

* সহস্রদলকমলে সকলশীতরশ্মিপ্রভং ।

বরাভয়করাসুজং বিমলগন্ধপুষ্পোক্ষিতং ।

প্রসন্নবদনেক্ষণং সকলদেবতারূপিণং ।

স্মরেচ্ছিরসি হংসগং তদভিধানপূর্ব্বং গুরুং ॥

ইতি নীলতন্ত্রে ।

শিরঃপদ্মে সহস্রারে চন্দ্রমণ্ডলমধ্যকে ।

অকথাদিত্তিরেখীয়ে হংসমন্ত্রসুপীঠকে ।

ধ্যায়েন্নিকগুরুং বীরো রজতাচলসন্নিভং ।

পদ্মাসীনং স্মিতমুখং বরাভয়করাসুজং ।

গুরুমাল্যান্বরধরং গুরুগন্ধামুলেপনং ।

তেজোধ্যানং ।

কথিতং শূলধ্যানস্ত তেজোধ্যানং নিবোধ মে ।
 যৎপ্রসাদাৎ যোগসিদ্ধিরাশ্বপ্রত্যক্ষমেব চ ।
 মূলাধারে কুণ্ডলিনী ভুজগাকাররূপিণী ।
 জীবাত্মা তিষ্ঠতি তত্র প্রদীপকলিকাকৃতিঃ ।
 ধ্যায়েত্তেজোময়ং ব্রহ্ম তেজোধ্যানং পরাপরং ॥

বামোরুস্থিতয়া রক্তশক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহং ।

তয়া স্বদক্ষহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং ।

বামেনোৎপলধারিণ্যা সুরক্তবসনশ্রজা ।

সিতরক্তপ্রভাং বিভ্রচ্ছিবদুর্গাম্বরূপিণং ।

পরানন্দরসাপূর্ণং স্মরেত্তম্নামপূর্ব্বকং ।

বারত্ৰয়ং সমুচ্চাৰ্য্য হসখক্রেং ততঃপরং ।

হসক্ষমলবরযুং হসখক্রেং হেসৌস্ততঃ ।

অমুকানন্দনাথান্তে অমুকৌদেব্যানন্তরং ।

অস্থাত্রীপাদুকাং দৃষ্ট্বা পূজয়ামি নমোন্তকঃ ॥

ইতি রুদ্রধামলে ।

প্রাতঃশিরসি শুক্রেহজ্ঞে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুং ।

বরাভয়করং শান্তং স্মরেত্তম্নামপূর্ব্বকং ॥ ইতি বিশ্বসারে ।

সহস্রদলপদ্মস্থং অন্তরাঙ্গানমুজ্জলং ।

তন্ত্রোপরি নাদবিন্দোর্ম্মধ্যে সিংহাসনোজ্জলে ।

তত্র নিজগুরুং নিত্যং রজতাচলসন্নিভং ।

বীরাসনসমাসীনং সর্ব্বাভরণভূষিতং ।

হে পার্শ্বতি ! স্থূলধ্যান কথিত হইল, অধুনা তেজোধ্যান শ্রবণ কর ।
ইহার প্রসাদে যোগসিদ্ধি ও আত্মপ্রত্যক্ষতা জন্মে । গুহ্যপ্রদেহ ও
লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী মূলধারকমলে ভূজাঙ্গিনীর আকারে কুণ্ডলীশক্তি

শুক্লমাল্যাস্বরধরং বরদাভয়পানিনং ।

বামোরুশক্তিসহিতং কারুণ্যেনাবলোকিতং ।

প্রিয়য়া সব্যহস্তেন ধৃতচারুকলেবরং ।

বামেনোৎপলধারিণ্যা রক্তাভরণভূষয়া ।

জ্ঞানানন্দসমামৃক্তং স্মরেন্তুগ্নামপূর্ব্বকং ॥

ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে ।

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকায়াং বিচিস্ত্রয়েৎ ।

বিলগ্নসহিতং পদ্মং দ্বাদশৈর্দলসংযুতং ।

শুক্লবর্ণং মহাতেজো দ্বাদশৈর্বীজভাষিতং ।

হসঙ্কমলবরযুং হসখফ্রেং যথাক্রমং ।

তন্মধ্যে কর্ণিকায়ান্ত্র অকথাদিরেখাত্রয়ং ।

হলঙ্ককোণসংযুক্তং প্রণবং তত্র বর্ত্ততে ।

নাবিন্দুময়ং পীঠং ধ্যায়েন্তত্র মনোহরং ।

তত্রোপরি হংসযুগ্মং পাচুকা তত্র বর্ত্ততে ।

ধ্যায়েন্তত্র গুরুং দেবং দ্বিভুজঞ্চ ত্রিলোচনং ।

শ্বেতাস্বরধরং দেবং শুক্লগন্ধামুলেপনং ।

শুক্লপুষ্পময়ং মালাং রক্তশক্তিসমম্বিতং ।

এবংবিধগুরুধ্যানাং স্থূলধ্যানং প্রসিধ্যতি ॥ ইতি তন্ত্রাস্তরে ।

বিরাজিত আছে। ঐ স্থানে জীগাত্মা দীপকলিকাকারে অবস্থিত। এই স্থলে তেজোরূপী ব্রহ্মা চিন্তা করিবে। ঈশ্বরই নাম তেজোধান। *

সূক্ষ্মধ্যানং ।

তেজোধানং ময়া প্রোক্তং সূক্ষ্মধ্যানং নিশাময় ।

জাগ্রতী কুণ্ডলী স্মাচ্চ ভাগ্যেন যশ্চ যোগিনঃ ।

আত্মনঃ সহযোগেন চক্ষুরজ্জ্বলিত্বিহিতা ।

ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদলবিশিষ্ট মহাস্রাবনামে একটি মহাপদ্ম আছে। এই প্রকার চিন্তা করিতে হইবে যে, তাহার কার্বকা অর্থাৎ বীজকোষের অভ্যন্তরে অত্র একটি দ্বাদশ দলবিশিষ্ট পদ্ম আছে। এই পদ্ম শুভ্রবর্ণ ও অতীব দীপ্তমান। এই কমলের দ্বাদশটি দলে যথাক্রমে হ্রস্ব ক্ষম ল ব র বু চ স থ ফ্রেং এই দ্বাদশটি বীজ আছে। এই দ্বাদশদলকমলের মধ্যে কর্ণিকাতে অকথ্য এই বর্ণত্রয়ে তিনটি রেখা এবং হ্রস্ব ক্ষ এই বর্ণত্রয়ে তিনটি কোণ সংযুক্ত আছে। ঈশ্বর মধ্যস্থলে প্রণব বিস্তৃমান। এই স্থানে নাদাবিন্দুময় মনোরম একটি পীঠ আছে। ঐ পীঠের উপরে দুইটি হংস আছে। এই স্থানে পাত্কা অবস্থিত। এই স্থলে গুরুদেব বিরাজমান। তাঁহার হৃই হস্ত, তিন নেত্র, পরিধান শুভ্র বসন, দেহ স্বেতবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অলুপিত এবং গলদেশ শুভ্রবর্ণ পুষ্পমাল্যে শোভিত। তদীয় বামভাগে রক্তবর্ণা শক্তি বিরাজমান। এই প্রকারে গুরুধ্যান করলেই সূক্ষ্মধ্যান সিদ্ধ হইয়া থাকে।

* অর্বোক্ষ্মধ্যে মনোরন্ধ্রে চ যন্তেজঃ প্রণবাত্মকং ।

ধ্যয়েজ্জ্বলাবলীযুক্তং তেজোধানং তদেব হি ।

ইতি তন্ত্রাস্তরে ॥

বিচরেজাজমার্গে তু চাক্ষুস্যৈব লক্ষ্যতে ।
শান্তবীমুদ্রয়া তস্মাৎ ধ্যানযোগেন সিদ্ধাতি ।
সুস্বদ্যানমিদং দেবি গোপ্যাৎ গোপ্যতরং পরং ।
অস্ম্য প্রসাদাদ্ভেবেশি আশ্রয়সাক্ষাৎ ভবেদৃক্ষণং ॥

হে দেবি! তেজোধান বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সুস্বদ্যান বলিতেছি
ব্রহ্মণ কর। ভাগ্যবশে যোগী কুণ্ডলীশক্তি অগ্রতা হইয়া আশ্রয়
সহযোগে চক্ষুরূপে 'নর্গত' হইয়া উদ্ধত রাক্ষসমার্গ নামক স্থলে বিচরণ
করে। তৎকালে সেই কুণ্ডলীশক্তিকে উহার সুস্বতা ও চাক্ষুস্য বশতঃ
ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায় না। এই হেতু সাধক শান্তবী মুদ্রা
আশ্রয় পূর্বক কুণ্ডলাবস্থান করিবে। ইহার নাম 'সুস্বদ্যান'। ইহা
গোপনীয় হইতেও গোপনীয়। হে দেবি! ইহাব প্রসাদে আশ্রয়সাক্ষাৎ
হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

ইদানীং বদ মে দেব সমাধিযোগলক্ষণং ।

যৎপ্রসাদাৎ মহাদেব যোগসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ ॥

পার্বত্য কহিলেন, হে মহাদেব! ইদানাং আমার নিকট সমাধি-
যোগের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করুন। উহার প্রসাদে যোগীগণের যোগসিদ্ধি
হইয়া থাকে।

অবস্থার মধ্যে এবং মনঃস্থানের উর্দ্ধভাগে যে প্রথমময় ও শিখারূপি-
সংযুক্ত তেজঃ বিদ্যমান আছে, সেই তেজঃপুরুষই ব্রহ্মরূপে ধ্যান
করিবে। ইহারই নাম তেজোধান।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

সমাধিং পরমং যোগং ভাগ্যেন লভতে সুধীঃ ।
 গুরোঃ কৃপাং বিনা দেবি লভ্যতে ন কদাচন ।
 স্বগুরুপ্রতীতির্যন্ত তথা বৈ আত্মপ্রত্যয়ঃ ।
 বিজ্ঞান্য প্রতীতির্যন্ত চিত্তবোধো দিনে দিনে ।
 তস্য সমাধিযোগশ্চ সিদ্ধত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

হে দেবি ! সমাধিযোগ সকল যোগের শ্রেষ্ঠ । বহু ভাগ্যবশে উহা
 লাভ করা যায় । একমাত্র গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে উহা প্রাপ্ত হইবার
 সম্ভাবনা নাই । গুরুর প্রতি ও বিজ্ঞান প্রতি যাহার প্রতীতি আছে,
 দিন দিন যাহার মনের প্রবোধ উদয় হয়, তাহারই সমাধি যোগ সিদ্ধ
 হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

ধ্যানযোগো নাদযোগো রসানন্দস্তথৈব চ ।
 লয়শ্চ ভক্তিয়োগশ্চ রাজযোগশ্চ ষড়্ভিধঃ ॥

হে দেবি ! সমাধিযোগ ষড়্ভিধঃ ;— ধ্যানযোগসমাধি, নাদযোগসমাধি,
 রসানন্দযোগসমাধি, ভক্তিয়োগসমাধি, লয়যোগসমাধি ও রাজযোগসমাধি ।

ধ্যানযোগসমাধিঃ ।

শাস্তবীং মুজিকাং কৃতা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ ।
 বিন্দুত্রয়্যত্র কুদ্ভুতং মনস্তত্র নিযোজয়েৎ ।

খমধ্যে কুরু চাত্মানং আত্মমধ্যে চ খং কুরু ।
 আত্মানং খময়ং দৃষ্ট্বা ন কিঞ্চিদপি বাধ্যতে ।
 সদানন্দময়ো ভূহা সমাধিস্থো ভবেন্নরঃ ॥

প্রথমতঃ শাস্ত্রবীমূঢ়া অবলম্বন পূর্বক আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবে ।
 তদনন্তর বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথমধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে ঐ বিন্দুস্থলে
 নিযুক্ত করিবে । অবশেষে শিরঃস্থিত ব্রহ্মলোকময় আকাশমধ্যে
 জীবাত্মাকে আনীত এবং জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থিত ব্রহ্মলোকময়
 শূণ্ধ্যস্থলে আনীত করিবে । এই প্রকারে জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকময়
 দর্শন করিয়া যোগী মুক্ত ও সদানন্দময় হইবে সন্দেহ নাই । ইহারই
 নাম ধ্যানযোগসমাধি ।

ইতি ধ্যানযোগসমাধিঃ ।

নাদযোগসমাধিঃ ।

খেচরীমূঢ়াযোগেন রসনোর্দ্ধগতা যদি ।
 তদা সমাধিসিদ্ধিঃ স্তান্ন স্তাৎ সাধারণক্রিয়া ॥

খেচরীমূঢ়া সাধন দ্বারা রসনা উর্দ্ধগত হইলে অর্থাৎ উক্ত মূঢ়া দ্বারা
 রসনাকে বিপরীতগামী করিয়া তালুকুঠরস্থিত সুধাকূপে সংলগ্ন করত
 উর্দ্ধগত করিয়া রাখিতে হয় । এইরূপ করিলে অপরাপর সাধারণক্রিয়া
 পরিবর্জন পূর্বক সমাধিসিদ্ধিশক্তি লাভ করা যায় । ইহাকেই
 নাদযোগসমাধি কহে ।

ইতি নাদযোগসমাধিঃ ।

রসানন্দযোগসমাধিঃ ।

ভ্রামর্যা মন্দবেগেন শ্বাসবায়ুবিরেচনং ।

এবং কৃতে মহাদেবি ভূগ্নাদং ভবেত্ততঃ ।

তচ্ছ্রদ্ধা সাধকো ধীমান্ জ্ঞাত্ব তত্র মনো নিয়েৎ ।

সোহমিত্যেব তজ্জ্ঞানং সমাধির্জায়তে ততঃ ।

রসানন্দো মহেশানি প্রোচ্যতে সুধিভির্মুদা ॥

হে মহাদেবি! ভ্রামরী কুস্তক অবলম্বন পূৰ্ব্বক মন্দমন্দ বেগে শ্বাসবায়ুর
রেচন করিবে। এই যোগ সাধন করিলে দেহাভ্যন্তরে ভ্রমরগুঞ্জনবৎ
শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। তৎকালে যোগী যে স্থান হইতে ঐরূপ শব্দ
উদ্ভূত হইতেছে, তথায় মনকে নিয়োজিত করিবে। ইহাকেই সুধীগণ
রসানন্দ যোগ সমাধি বলিয়া থাকেন। এই যোগ সিদ্ধ হইলে “আমিই
সেই ব্রহ্ম” যোগীর এইরূপ জ্ঞান জন্মে।

ইতি রসানন্দযোগসমাধিঃ ।

লয়যোগঃ ।

যোনিমুদ্রাং সমাসাচ্চ শ্বয়ং শক্তিময়ো ভবেৎ ।

সুশৃঙ্গাররসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ।

আনন্দময়ঃ সংভূত্বা ঐক্যং ব্রহ্মণি সম্ভবেৎ ।

অহং ব্রহ্মেতি বাবৈতং সমাধিস্তেন জায়তে ॥

যোগী যোনিমুদ্রা অবলম্বন পূৰ্ব্বক আপনাকে শক্তি এবং পরমাত্মাকে
পুরুষরূপে কল্পনা করিবে। স্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার

শৃঙ্গাররসবিশিষ্ট বিহার হইতেছে, এইপ্রকার জ্ঞান করিতে হয়। এইরূপ সন্তোগ হইতে সত্ত্বাত পরমানন্দরসে নিমগ্ন হইয়া পরব্রহ্মসহ নিজের অভিন্নরূপে পরম প্রণয়ে মিলিত হইয়াছি এই প্রকার জ্ঞান করিতে হইবে। এই যোগের প্রসাদেই আমি ব্রহ্ম ও অদ্বিতীয়, এইপ্রকার নিত্যজ্ঞান জন্মে। ইহাকে লয়সিদ্ধিযোগ কহে।

ইতি লয়যোগসমাধিঃ ।

ভক্তিয়োগসমাধিঃ ।

স্বহৃদি চিন্তয়েদ্ধীমানিষ্টদেবস্বরূপকং ।

ভক্তিয়োগেন দেবেশি পরমানন্দপূর্বকং ।

ভক্তিয়োগশ্চ ইত্যেবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ ভবেদ্ভ্রুং ।

অস্তু প্রসাদাৎ দেবেশি পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ।

নিত্যভাবশ্চ চিন্ত্যস্ত মনসোন্মীলনং ভবেৎ ॥

হে দেবি ! ভক্তি সহকারে ও আনন্দ সহকাৰে আপনার হৃদয়াভ্যন্তরে ইষ্টদেবকে ধ্যান করিবে। ইহাকেই ভক্তিয়োগসমাধি কহে। ইহার প্রসাদে ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। হে দেবি ! এই যোগ সাধনা করিলে দেহ পুলকিত হয়, মন নিত্যভাব প্রাপ্ত হয় এবং চিন্তের উন্মীলন হইয়া থাকে।

ইতি লয়যোগসমাধিঃ ।

রাজযোগসমাধিঃ ।

কৃৎবাদৌ তু মনোমূৰ্ছাং মন আত্মনি যোজয়েৎ ।

রাজযোগসমাধিঃ স্তাস্তদৈব হি বরাননে ॥

হে বরাননে ! প্রথমতঃ মনোমূৰ্ছা নামক কুস্তকের অমুঠান করিয়া
মনকে পরমাআতে সংযুক্ত করিবে । ইহাকেই রাজযোগসমাধি
কহে ।

ইতি তে কথিতং দেবি সমাধিশ্চুস্তিলক্ষণং ।

নিশ্চয়মঃ সাধকো যশ্চ স্বদেহে ধনবন্ধুযু ।

সঙ্কল্পবর্জিতো যশ্চ সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ ॥

হে দেবি ! আমি তোমার নিকট মুক্তিকারণ সমাধির বিষয় কীৰ্ত্তন
করিলাম । যে সাধক স্বীয় দেহে ও ধন এবং বন্ধুবান্ধবাদিতে নিশ্চয়
হইতে পারে, যে সমস্ত সঙ্কল্পশূন্য, এবং সেই ব্যক্তিই সমাধি ধোগলাভে
সমর্থ হয় ।

খেচরা ভূচরাশ্চামী যাবন্তো জীবজন্তবঃ ।

পৰ্বতাস্তৃগগুন্নাচ্চা বৃক্ষলতাদয়োপি চ ।

সৰ্বং ব্রহ্ম বিজানীয়াৎ তদ্ব্রহ্ম কেবলো হুহং ॥

হে পার্শ্বতি ! কি ভূচর, কি খেচর যাবতীয় জন্তু, পৰ্বত, তৃণ, জন্তু,
বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করা উচিত এবং সেই ব্রহ্মই
আমি অপর কেহ নহে ।

তৎসমা রমণী নাস্তি মৎসমো নাস্তি পুরুষঃ ।

ইতি বিজ্ঞায় স যোগী নিত্যানন্দময়ো ভবেৎ ॥

হে পার্শ্বতি ! বিশ্বসংসারে তোমার সদৃশী রমণী আর নাই এবং আমার জ্ঞান পুরুষও আর লক্ষিত হয় না। অর্থাৎ তুমিই আদিমা প্রকৃতি এবং আমিই পরম পুরুষ নিত্য ব্রহ্ম। যে যোগী এই বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনিই নিত্যানন্দময় হন সন্দেহ নাই।

ইতি তে কথিতং দেবি গুহ্যং গুহ্যতমং পরং ।

বজ্রজ্বালা যোগিনাং দেবি পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে

যোগাজ্ঞিনির্নয়ো নাম পঞ্চদশোঃ ॥ ১৫ ॥

হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট সমস্তই কীর্তন করিলাম। ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম। এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইলে আর সেই যোগীকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে যোগাজ্ঞিনির্নয়

নামক পঞ্চদশ উদাস সমাপ্ত ।



ষোড়শোল্লাসঃ ।

কুস্তকাষ্টকনিরূপণং ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

মনোমূৰ্ছা দ্বয়া প্রোক্তা রাজযোগস্থ সমাধৌ ।

তৎ কথং সাধয়েদ্যোগী বদন্ত মম বল্লভ ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে প্রিয়তম ! আপনি যে ইতিপূর্বে রাজযোগ-সমাধির বিষয় কীৰ্ত্তনসময়ে মনোমূৰ্ছা নামক কুস্তকের উল্লেখ করিলেন, তাহা কি প্রকারে সাধন করিতে হয় কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তা সংক্ষেপাস্তব সুন্দরি ।

কুস্তকাষ্টৌ প্রবক্ষ্যামি শৃণু কমলাননে ॥

হে কমলাননে ! প্রাণায়ামের বিষয় সংক্ষেপে পূর্বে তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে অষ্টবিধ কুস্তকের বিষয় যাহা বলা হয় নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা ।
ভঙ্গিকা ভ্রামরী মুচ্ছা কেবলী চাষ্টকুস্তকাঃ ॥

কুস্তক অষ্টবিধ ;—সহিত, সূর্য্যভেদ, উজ্জায়ী, শীতলী, ভঙ্গিকা, ভ্রামরী, মুচ্ছা ও কেবলী ।

সহিতঃ ।

সগৰ্ভশ্চ নির্গৰ্ভশ্চ সহিতো দ্বিবিধো মতঃ ।
সগৰ্ভো বীজসংযুক্তো নির্গৰ্ভো বীজবর্জিতঃ ॥

সহিত কুস্তক দ্বিবিধ ;—সগৰ্ভ ও নির্গৰ্ভ । বীজমন্ত্র উচ্চারণ পূৰ্ব্বক
কুস্তক করিলেই তাহাকে সগৰ্ভ কহে এবং বীজমন্ত্র ত্যাগ করিয়া যে
কুস্তক করা যায়, তাহার নাম নির্গৰ্ভ ।

ইতি সহিতকুস্তকঃ ।

সূর্য্যভেদঃ ।

সূর্য্যনাভ্যা প্রপূর্য্যথ যথাশক্তি বহির্মুখং ।
ধারয়েদ্ যত্ততো ধীমান্ কুস্তকেন জলন্ধরৈঃ ।
স্বৈদ্যন্ত জায়তে ষাবৎ তাবৎ কুৰ্ব্বন্তি কুস্তকং ।
প্রাণাচ্ছাঃ সূর্য্যসংভিন্না নাভিমূলাং সমুদ্ধরেৎ ।
ইড়িয়া রেচয়েৎ পশ্চাৎ ধৈর্য্যোনাথগুব্বেগতঃ ।
পুনঃ সূর্য্যোণ চাক্ষু কুস্তয়িত্বা তথাবিধি ।
রেচয়িত্বা সাধয়েত্তু ক্রমেণ চ পুনঃ পুনঃ ।

কুস্তকঃ সূর্য্যভেদস্ত জরামৃত্যুবিনাশকঃ ।

বোধয়েৎ কুণ্ডলীং শক্তিং দেহানলং বিবৰ্দ্ধয়েৎ ॥

প্রথমতঃ জালঙ্ঘরবন্ধের অমুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ুপূরণ পূর্ব্বক সমস্তে কুস্তক করিয়া সে বায়ু ধারণ করিবে । যাবৎ শ্বেদ বহির্গত না হয়, তাবৎ কুস্তক করা বিধেয় । এই কুস্তক করিবার সময়ে প্রাণাদি বায়ুসমূহকে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা ভেদ করত সমানবায়ুকে নাভিমূল হইতে উদ্ধার করিবে । তদনন্তর বামনাসাপথে ধৈর্য্যসহকারে ক্রমে ক্রমে রেচন করিবে । পুনরায় দক্ষিণ নাসাতে পূর্ব্বক, স্নঘ্রিয়াতে কুস্তক ও বামনাসা দিয়া রেচন করিতে হয় । পুনঃ পুনঃ এই প্রকার করিবে । ইহার নাম সূর্য্যভেদক কুস্তক । এই কুস্তক দ্বারা জরা ও মৃত্যু বিনাশ পায়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং শারীরিক অগ্নি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।

ইতি সূর্য্যভেদকুস্তকঃ ।

উজ্জায়ী ।

বায়ুমাকৃশ্য নাসাভ্যাং মুখেন ধারয়েত্ততঃ ।

হৃদগলাভ্যাং সমাকৃশ্য বস্ত্রমধ্যে চ ধারয়েৎ ।

বস্ত্রং প্রক্ষাল্য সংবন্দ্য কূর্য্যাজ্জলঙ্ঘরং ততঃ ।

আশক্তি কুস্তকং কৃৎস্না ধারয়েদবিরোধতঃ ।

উজ্জায়ীকুস্তকং কৃৎস্না সর্ব্বকৰ্ম্মাণি সাধয়েৎ ।

ন ভবেৎ ককরোগক ক্রুরবায়ুরজীর্ণকং ।

আমবাৎ ক্ষয়ং কাসং অরগ্নীহা ন জায়তে ।

জরামৃত্যুবিনাশায় চৌজ্জায়ীং সাধয়েন্নরঃ ॥

নাসাপথদ্বয় দ্বারা বহির্কায়ু এবং হৃদয় ও গলপ্রদেশ দ্বারা অন্তর্কায়ু আকর্ষণ করত বদনের মধ্যে কুস্তক করিয়া ধারণ করিবে। তদনন্তর মুখ দ্বারা করিয়া জালন্ধর মূত্রায় অহুষ্ঠান করিতে হয়। এই প্রকারে শক্ত্য-মুসারে কুস্তক করিয়া অবিরোধে বায়ুধারণ করিবে। ইহাকেই উজ্জায়ী-কুস্তক কহে। ইহা দ্বারা যাবতীয় কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। এই কুস্তক সাধন করিলে কফরোগ, ক্রুরবায়ু, অজীর্ণ, আমবাত, ক্ষয়রোগ, কাস, জ্বর, প্রীড়া জ্বর ও মৃত্যু বিনাশ পাইয়া থাকে।

ইতি উজ্জায়ীকুস্তকঃ।

শীতলী।

জিহ্বয়া বায়ুমাক্ষ্য উদরে পুরয়েত্ততঃ।

ক্ষণঞ্চ কুস্তকং কৃতা নাসাভ্যাং রেচয়েৎ পুনঃ।

সর্বদা সাধয়েদ্যোগী শীতলীকুস্তকং শুভং।

অজীর্ণং কফপিত্তঞ্চ নৈব তস্য প্রজায়তে ॥

রসনা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূর্বক ক্রমে ক্রমে উদরে পূরণ করত কুস্তক করিবে। এইপ্রকারে ক্ষণকাল কুস্তক করিয়া নাসিকাধর দ্বারা রেচন করিবে। এই কল্যাণকর শীতলীকুস্তকের অহুষ্ঠান করা যোগীর কর্তব্য। ইহা দ্বারা অজীর্ণ ও কফপিত্তাদি রোগ বিনাশ পায়।

ইতি শীতলীকুস্তকঃ।

ভঙ্গিকা ।

ভৈষ্ণব লৌহকারাণাং যথাক্রমেণ সংভ্রমেৎ ।
 ততো বায়ুঞ্চ নাসাভ্যামুভাভ্যাং চালয়েচ্ছনৈঃ ।
 এবং বিংশতিবারঞ্চ কৃৎস্বা কুর্গ্যাচ্চ কুস্তকং ।
 তদন্তে চালয়েদ্বায়ুং পূর্বোক্তঞ্চ যথাবিধি ।
 ত্রিবারং সাধয়েদেনং ভঙ্গিকাকুস্তকং স্মধীঃ ।
 ন চ রোগং ন চ ক্লেশমারোগ্যঞ্চ দিনে দিনে ॥

কর্মকারের ধমকা-যন্ত্রদ্বারা অগ্নি প্রদাপনাত্মক বৈরূপ বায়ু আকর্ষণ করা যায়, সেইরূপ নাসাপুটদ্বয়দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পূরক ক্রমে ক্রমে উদরে চালিত করিবে। এই প্রকার বিংশতিবার বায়ু চালন করতঃ কুস্তকদ্বারা বায়ু ধারণ করিতে হয়। তদনন্তর ভঙ্গিকা দ্বারা যে প্রকারে বায়ু নিঃসৃত করে, তদ্রূপ নাসাপুটদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। ইহাকেই ভঙ্গিকাকুস্তক কহে। ইহা ঐ প্রকারে তিনবার সাধন করিবে। ইহার প্রসাদে রোগ ও ক্লেশ দূর হয় এবং আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে।

ইতি ভঙ্গিকাকুস্তকঃ ।

ভ্রামরী ।

অর্দ্ধনিশাগতে যোগী ভ্রামরীং শব্দবর্জিতৈঃ ।
 কর্ণৌ নিধায় হস্তাভ্যাং কুর্গ্যাৎ পুরককুস্তকং ।
 শৃণুয়াদক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তুর্গতং শুভং ।
 প্রথমং ঝিঞ্জীনাদঞ্চ বংশীনাদং ততঃ পরং ।

মেঘবর্ষরভ্রমরীঘণ্টাকাংশস্ততঃ পরং ।
 তুরীভেরৌমুদঙ্গাদিনিদানকচুন্দুভিঃ ।
 এবং নানাবিধং নাদং জায়তে নিত্যমভ্যসাং ।
 অনাহতস্ত শব্দস্ত তস্ত শব্দস্ত যো ধ্বনিঃ ।
 ধ্বনেরস্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরস্তর্গতং মনঃ ।
 তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষোঃ পরমং পদং ।
 এবং ভ্রামরীসংসিদ্ধঃ সমাধিসিদ্ধিমাশ্নুয়াং ॥

অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে যোগী পুরুষ জন্তুসমূহের শব্দশূন্য যোগসাধ-
 নোপযুক্ত স্থলে গমন করিয়া কর্ণদ্বয় চক্ষুদ্বারা বন্ধ করত পুরক ও কুস্তক
 করিবে। এইপ্রকারে কুস্তক করিলে দক্ষিণ কর্ণে দেহাভ্যন্তরস্থ শব্দ শ্রুত
 হয়। প্রথমতঃ বিল্লীর শব্দ, তৎপরে বংশীধ্বনি, অনন্তর মেঘশব্দ,
 ঝবরীবাঁজের ধ্বনি, ভ্রমরশব্দ এবং ঘণ্টা, কাংশ, তুরী, ভেরী, মৃদঙ্গ,
 আনক, চুন্দুভি প্রভৃতি বাঁজের স্বব শুনিতে পাওয়া যায়। ইহাকেই
 ভ্রামরীকুস্তক কহে। প্রত্যহ ইহা অভ্যাস করিতে করিতে নানাপ্রকার
 শব্দ শ্রুত হয়। অবশেষে হৃদয়স্থ স্বাদশদল অনাহত পদ্মের মধ্য হইতে
 অভূতপূর্ব শব্দ ও তাহা হইতে উৎপন্ন প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।
 অনন্তর যোগী নয়ন নিমীলন করিয়া অন্তরমধ্যে সেই অনাহতপদ্মস্থ
 প্রতিনিদানের অন্তর্গত জ্যোতিঃ দর্শন করে। সেই দীপ-
 শিখাকার জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে যোগীর মন সংলগ্ন হইয়া ব্রহ্মরূপী পরমপদে
 বিলীন হয়। এই প্রকারে এই কুস্তক করিলে সমাধিসিদ্ধি হইয়া
 থাকে।

ইতি ভ্রামরীকুস্তকঃ ।

স্থথেন কুস্তকং কৃদ্ধা মনশ্চ ভ্রুবোরস্তুরং ।
 সংত্যজ্য বিষয়ান্ সর্বান্ মনোমূর্ছা স্থথপ্রদা ।
 আত্মনি মনসো যোগাদানন্দং জায়তে ধ্রুবং ॥

প্রথমঃ: উল্লিখিতরূপে স্বচ্ছন্দে কুস্তক করিয়া মনকে যাবতীয়
 বৈষয়িক ব্যাপার হইতে নিবৃত্ত করত জয়গুলের মধ্যস্থিত যেতবর্ণ দ্বিদল
 আঞ্জাপুর নামক পদ্মে সংযুক্ত করিয়া কমলস্থ পরমাআতে বিলীন করিবে ।
 এই স্থথকর মনোমূর্ছানামক কুস্তক করিলে পরম আনন্দ লাভ হয় ।

ইতি মূর্ছাকুস্তকঃ ।

কেবলীকুস্তকঃ ।

হংকারেণ বহির্ঘাতি সংকারেণ বিশেৎ পুনঃ ।
 ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ ।
 অজপানামগায়ত্রীং জীবো জপতি সর্বদা ।
 মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদিপঙ্কজে ।
 তথা নাসাপুটবৃন্দে ত্রিবিধং সংগমগমং ।
 যদ্ব্যবত্যঙ্গুলীমানং শরীরং কৰ্ম্মরূপকং ।
 দেহাধির্গিতো বায়ুঃ স্বভাবো দ্বাদশাঙ্গুলিঃ ।
 গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যা ভোজনে বিংশতিস্তথা ।
 চতুর্বিংশাঙ্গুলীঃ পান্যঃ নিজ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ ।

মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশছত্তং ব্যায়ামে চ ততোধিকং ।
 স্বভাবেন্দ্ৰ গতেন্যুনে পরমায়ুঃ প্রবৰ্দ্ধতে ।
 আয়ুঃক্ষয়োধিকে প্রোক্তো মারুতে চাস্তুরাদগতে ।
 তস্মাৎ প্রাণে স্থিতে দেহে মরণং নৈব জায়তে ।
 বায়ুনা ষট্‌সম্বন্ধে ভবেৎ কেবলকুম্ভকঃ ।
 যাবজ্জীবো জপেন্মন্ত্রমজপাসংখ্যাকেবলং ।
 অত্ৰাবধি ধৃতং সংখ্যাবিভ্রমং কেবলীকৃতে ।
 অতএব হি কর্তব্যঃ কেবলীকুম্ভকো নরৈঃ ।
 কেবলী চাজপাসংখ্যা দ্বিগুণা চ মনোম্ননৌ ।
 নাসাভ্যাং বায়ুমাকৃষ্য কেবলং কুম্ভকঞ্চরেৎ ।
 একাদিকচতুঃষষ্টিং ধারয়েৎ প্রথমে দিনে ।
 কেবলীমষ্টধা কুৰ্য্যাৎ যামে যামে দিনে দিনে ।
 অথবা পঞ্চধা কুৰ্য্যাদ্যথা তৎ কথয়ামি তে ।
 প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়াহ্নে মধ্যে রাত্রিচতুর্থকে ।
 ত্রিসন্ধ্যমথবা কুৰ্য্যাৎ সমমানে দিনে দিনে ।
 • পঞ্চবারং দিনে বুদ্ধিকর্ষারৈকঞ্চ দিনে তথা ।
 অজপাপরিমাণঞ্চ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 প্রাণায়ামং কেবলীঞ্চ তদা বদতি যোগবিন্ ।
 কুম্ভকে কেবলীসিদ্ধৌ কিং ন সিদ্ধ্যতি ভূতলে ॥

শ্বাসবায়ুব নির্গমনসময়ে হংকার এবং গ্রহণসময়ে সংকার উচ্চারিত
 হয় । এই পরম পুরুষ ও প্রকৃতিময় হংসঃ বা সোহং শব্দকেই অজপা-

গায়ত্রী কহে। এইপ্রকারে জীব অহ্নিশিমধ্যে একবিংশতি সহস্র
 ষট্শতবার অঙ্গপা জপ করে অর্থাৎ ততবার নিঃশ্বাস বহির্গত ও প্রশ্বাস
 অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। গৃহ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্তী মূলধার পদ্ম,
 হৃদয়স্থ অনাহত পদ্ম এবং ইড়া ও পিঙ্গলানাড়ীরূপ নাসাপুটদ্বয়
 এই ত্রিবিধ স্থান দ্বারাই হংসরূপ অঙ্গপাজপ হয়। এই শ্বাসবায়ুর
 বহির্দিশে গতির কক্ষরূপ পরিমাণ যথ্যবত্তি অঙ্গুলী হয়। এই শ্বাসবায়ুর
 স্বাভাবিক বার্গোত্তর পরিমাণ দ্বাদশ অঙ্গুল, গায়নে ষোড়শ, আহারে
 বিংশতি, পথপর্যটনে চতুর্বিংশতি, নিদ্রায় ত্রিংশৎ, মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশৎ,
 এবং ব্যায়ামে ইহারও অধিক অঙ্গুলী প্রমাণ হয়। যদি শ্বাসবহির্গমনের
 পরিমাণ স্বাভাবিক দ্বাদশ অঙ্গুলের অপেক্ষা নূন হয়, তাহা হইলে পরমায়ু
 বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হইলে পরমায়ুর হ্রাস হয়। শরীরমধ্যে প্রাণবায়ুর
 অবস্থানে কখন মৃত্যু ঘটে না। প্রাণবায়ুই কুস্তকসাধনের মূলকারণ।
 জীব জন্ম হইতে মরণ যাবৎ যথাযথ পরিমাণে অঙ্গপাজপ করে। এই
 শরীরমধ্যে প্রাণবায়ুর কেবল যাঁতাঘাতেই কেবলীকুস্তক সাধিত হয়।
 ইগাতে পুরক নাই, রেচক নাই, কেবল কুস্তক আছে। নাসাপুটদ্বয়
 দ্বারা বায়ু আকর্ষণ পুরক কেবল কুস্তক করিতে হয়। প্রথম দিনে এই
 কুস্তক সাধনে এক হইতে চতুঃষষ্টিবার হংসঃ কিম্বা সোহং এই মাত্রা
 জপসংখ্যা দ্বারা শ্বাসবায়ুধাণে কারবে। প্রত্যহ এই কুস্তক আট প্রহরে
 আটবার, অথবা প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াক্ষে এবং মধ্য ও শেষ রাত্রিতে
 এই পঞ্চ সময়ে পাঁচবার, কিংবা প্রভাত, মধ্যাহ্ন ও সায়াক্ষে এই তিন
 সঙ্খ্যাতে তিনবার মাত্রাজপের সমানসংখ্যায় সাধন করিবে। যাবৎ এই
 কুস্তক সিদ্ধ না হয়, তাবৎ দিন দিন অঙ্গপাজপের পরিমাণ এক বা পঞ্চবার
 ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। এই কুস্তক সিদ্ধ হইলে ধরাতলে সেই সাধকের
 অসাধ্য কিছুই থাকে না।

শ্রীমহাদেব উবাচ ॥

ইতি তে কথিতং দেবি অষ্টকুম্ভকলক্ষণং ।

এতজ্জাহ্না মহেশানি যোগসিদ্ধিং লভেন্ন রঃ॥

মহাদেব কছিলেন, হে পার্শ্বতি ! এই আমি তোমার নিকট অষ্টবিধ কুম্ভকের লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিলাম । ইহা পরিজ্ঞাত হইলে যোগিগণের যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে ।

এহাঃ প্রতিকূলা যশ্চ তশ্চ সিদ্ধিঃ কুতো ভবেৎ ।

তস্মাদ্‌গ্রহাংশ্চ সন্তোষ্য যোগে মনো নিয়োজয়েৎ

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমো হরপার্বতী-সংবাদে

ষোড়শোল্লাসঃ ॥ ১৬ ॥

হে পার্শ্বতি ! অধিক আর কি বলিব, গ্রহ ষাটার প্রতি প্রতিকূল সে ব্যক্তি যোগসিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ; কারণ সে যে কোন কার্যে নিযুক্ত হইবার সংকল্প করে, তাহাতেই তাহার নানা বিঘ্ন সমুৎপন্ন হয় । এই জন্ত গ্রহগণকে অগ্রে সন্তুষ্ট করিয়া তৎপরে যোগের আরম্ভে মন নিযুক্ত করা কর্তব্য ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে ষোড়শোল্লাস সমাপ্ত ।

সপ্তদশোল্লাসঃ ।

নবগ্রন্থকীর্তনং ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

ভো ভো দেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক ।

কেন তুমিচ তে গ্রহাস্তদ্বদশ মহামতে ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে দেব ! হে মহাদেব ! হে ভবসাগরত্যাগ-
কারিন্ ! হে মহামতে ! কি করিলে গ্রহগণ সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা
আমার নিকট কীর্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পূজয়া ন চ তুষ্যন্তি স্তবেন কবচেন চ ।

তত্তদ্বদশপ্রজপেন তেষাং তুষ্টির্যথা ভবেৎ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! গ্রহগণ তাঁহাদিগের স্ব স্ব মন্ত্রজপ
করিলে যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, কি পূজা, কি স্তব, কি কবচ, কিছুতেই
তাদৃশী প্রীতিলাভের সম্ভাবনা নাই ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

তদ্বদশ মহাভাগ গ্রহাণাং মন্ত্রমুত্তমং ।

হুস্তম্ভ পরমং গোপ্যং নরাণাং সিদ্ধিদায়কং ॥

পার্কীতী কহিহেন, হে মহাভাগ ! আমার নিকট গ্রহগণের অন্তঃস্থ
তন্ত্র কীৰ্ত্তন করুন। উহা পরম গোপনীয়, ছল্লভ ও মানবগণের সিদ্ধিপ্রদ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্ৰাণি নবধানি চ।

সূর্য্যাদিনবগ্রহাণাং স্তুত্বসৌভাগ্যহেতবে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! আমি স্তুত্বসৌভাগ্যার্থ তোমার নিকট
সূর্য্যাদি নবগ্রহের মন্ত্ৰ কীৰ্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর।

সূর্য্যমন্ত্ৰ।

প্রণবং প্রথমোচ্চাৰ্য্য মায়াবীজং ততঃ পরং।

ভীষ্মরশ্মিনে সংপ্রোচ্য আরোগ্যপদমুচ্চরেং।

দায় ইতি ততো দেবি তদন্তে বহুবল্লভা।

মন্ত্ৰমেতন্তু সূর্য্যস্ত আরোগ্যবলবৰ্দ্ধনং ॥

হে পার্কীতি ! ওঁ হ্রীং ভীষ্মরশ্মিনে আরোগ্যদায় ঝাঙ্গ, ইতাই সূর্য্যের
মন্ত্ৰ। এই মন্ত্ৰের প্রসাদে আরোগ্য ও বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সোমমন্ত্ৰ।

কামবীজং সমুচ্চাৰ্য্য মায়াং সমুচ্চরেত্ততঃ।

বাণীবীজং ততঃ প্রোচ্য অমৃতপদমুচ্চরেং।

করাস্তুতং মহেশানি প্লাবয়দ্বিতয়ং ততঃ।

অন্তে বহুপ্রিয়া চৈব মন্ত্ৰোহয়ং সোমতুষ্টিদঃ ॥

ক্লোঃ ক্লীং ঐং অমৃতকরামৃতং প্রাবয় প্রাবয় স্বাহা, ইহাই সোমের মন্ত্র ।
এই মন্ত্র জপ করিলে চন্দ্রের তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে ।

কুজমন্ত্র ।

গগনং রেফসংযুক্তমাকারবিন্দুসংযুতং ।
বাণ্যা চ মায়য়া দৈব পুটিতং পরমেশ্বরি ।
সর্বদুষ্টান্ সমুচ্চাৰ্য্য নাশয়দ্বিতয়ং ততঃ ।
অস্ত্রে বহিপ্রিয়াং প্রোচ্য মন্ত্রং পরমদুর্লভং ।
প্রজপেদৈ মহেশানি মঙ্গলপ্ৰীতিহেতবে ॥

ঐং হ্রাং ক্লীং সর্বদুষ্টান্ নাশয় নাশয় স্বাহা, ইহাই মঙ্গলের পরম
দুর্লভ মন্ত্র । হে মহেশ্বর! মঙ্গলের প্রীতার্থ এই মন্ত্র জপ করিবে ।

বুধমন্ত্র ।

মায়াং লক্ষ্মীং সৌম্যপদং সর্বান্ কামান্ ততঃ পরং ।
পূরয়পদমুচ্চাৰ্য্য বহিপ্রিয়াং সমুচ্চরেং ।
বুধমন্ত্রং জপেদ্রীমান্ সর্বকল্যাণহেতবে ॥

হ্রীং ক্লীং সৌম্য সর্বান্ কামান্ পূরয় স্বাহা, বুধের এই মন্ত্র জপ করিলে
সর্বপ্রকার কল্যাণ লাভ হয় ।

গুরুমন্ত্র ।

তারং বাণীং সুরগুরো অভীষ্টং তদনন্তরং ।
যচ্ছদ্যং সমুচ্চাৰ্য্য অস্তেহগ্নিবল্লভা স্মৃতা ॥

ওং ঐং স্বরগুরো অডোষ্টং যচ্ছ যচ্ছ স্বাহা, বৃহস্পতির এই মন্ত্র জপ
করিলে তাঁহার পরম পরিতোষ জন্মে ।

শুক্রমন্ত্র ।

ষট্শকারং সমুচ্চার্য্যঃ দীর্ঘস্বরসমম্বিতং ।

শুক্রমন্ত্রং জপেক্ষীমান্ শক্রনাশায় শঙ্করি ॥

শাং শোং শূং শৈং শৌং শঃ, ঠ্ঠাই শুক্রের মন্ত্র । হে শঙ্করি ! এই
মন্ত্র জপ করিলে তৎপ্রসাদে শক্রগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ।

শনিমন্ত্র ।

গগনং রেফসংযুক্তং চতুর্দীর্ঘসমম্বিতং ।

সর্বশক্রন্ ততঃ প্রোচ্য বিদ্রাবয়দ্বয়ং তথা ।

মার্ত্তণ্ডনবে চোক্ত্বা নমোস্তোয়ং মনুষ্মতঃ ॥

হ্রাং হ্রোং হ্রঃ হ্রৈং সর্বশক্রন্ বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় মার্ত্তণ্ডনবে নমঃ, ঠ্ঠাই
শনির মন্ত্র । এই মন্ত্র জপ করিলে শনৈশ্চর পরম প্রীতিলাভ করেন ।

রাহুমন্ত্র ।

আকারবিন্দুসংযুক্তং রকারং প্রথমং বদেৎ ।

হ্রোং ভ্রোং বীজদ্বয়ং প্রোক্ত্বা মায়াবীজং ততঃ স্মরেৎ ।

সোমশত্রো পদং প্রোচ্য শক্রন্ বিধ্বংসয়দ্বয়ং ।

চতুর্থান্তং রাহুপদং নমোস্তোয়ং মনুষ্মতঃ ॥

রাং হ্রোং জ্রোং সোমশজ্রো শক্রন্ বিধ্বংসয় রাহবে নমঃ, ইহাই রাহ-
গ্রহের মন্ত্র । এই মন্ত্র জপ করিলে রাহ পরম পরিতুষ্ট থাকেন ।

কেতুগ্রহ ।

ক্রুং হ্রুং ক্রৈং প্রথমং প্রোচ্য কেতবে তদনন্তরং ।

স্বাহাস্তোয়ং মমুর্দেবি কেতুগ্রহস্য তুল্লভঃ ॥

হে দেবি ! ক্রুং হ্রুং ক্রৈং কেতবে স্বাহা ইহাই কেতুগ্রহের
তুল্লভ মন্ত্র ।

ইন্দ্রাদীনাং মন্ত্রাঃ ।

লং বীজেন হে দেবেশি ইন্দ্রং সংপূজয়েৎ সুধীঃ ।

রমিতি অগ্নিদেবঞ্চ মৃৎমস্ত্রেণ যমং তথা ।

জ্রুং বীজেন নিম্নাতেঃ পূজাদীন্ কারয়েৎ সুধীঃ ।

বমিতি বরুণং দেবি যংবীজেন বৈ চানিলং ।

কুবেরঞ্চ ক্ষাংবীজেন হৌমিতি ঈশানং তথা ।

ব্রহ্মাণং পূজয়েদ্ধীমান্ ত্রীংমস্ত্রেণ ভো শঙ্করি ।

অনন্তং অমিতি দেবি মূলেনাশ্রাংশ্চ পূজয়েৎ ।

বর্ণানুরূপিভির্দেবি পুষ্পবস্ত্রবিভূষণৈঃ ।

গ্রহান্ সংপূজয়েদ্ধীমান্ কথিতং তব সন্নিধৌ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতী-সংবাদে

সপ্তোদশোদ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হে পার্শ্বতি ! লং ইন্দ্রের, রং অগ্নির, মৃৎ যমের, স্রুং নিষ্কৃতির, বং বরুণের, ষং বায়ুর, ঙ্গং কুবেরের, হৌং ঈশানের, ত্রীং ত্রক্ষার এবং অং অনন্তের মন্ত্র । এই সকল মন্ত্রদ্বারা উর্হাদিগের পূজা ও জপাদি ক্রিয়া সমাধা করিবে যে গ্রহের ঘেরূপ বর্ণ, তদনুরূপ বর্ণের পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা সেই গ্রহের পূজা করিতে হয় ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে নবগ্রহাদিধ্যান নিক্রপণ নামক

সপ্তদশ উল্লাস সমাপ্ত ।



অষ্টাদশোল্লাসঃ ।

দেবখ্যানানি ।

শ্রীপার্বত্যবাচ ।

বর্ণখ্যানানি দেবেশ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ।

অন্তথা কুম্বাদীনাং কথং নিরূপণং ভবেৎ ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে দেবেশ! অধুনা আমি পূর্বোক্ত গ্রন্থপ্রভৃতির বর্ণ ও ধ্যান শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি এইমাত্র বলিলেন যে বর্ণের অহুসারে পুষ্পাদি দ্বারা তত্ত্বদেবতার পূজাদি করিবে; অতএব তাঁহাদিগের বর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিলে কিরূপে পুষ্প প্রভৃতি নির্ণয় হইবে।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

নবগ্রহাণাং ধ্যানানি আদৌ শৃণু বরাননে ।

ততোহ্যানি প্রবক্ষ্যামি তদ্বৈশ্বিনু তব বল্লভে ॥

মহাদেব কহিলেন, হে বরাননে! আমি প্রথম তোমার নিকট নবগ্রহের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর, তৎপরে অন্তান্ত দেবতারও ধ্যান কীর্তন করিব।

নবগ্রহধ্যানং ।

চতুর্ভুজং রবিং ধ্যায়েৎ পদ্মদ্বয়বরাভয়ৈঃ ।

চিন্তয়েচ্ছশিনং দানমুদ্রামৃতকরাসুজং ।

কুজমীষংকুজতমুং হস্তাভ্যাং দণ্ডধারিণং ।

ধ্যায়েৎ সোমাস্রজং বালং ভাললোলিতকুণ্ডলং ।

যজ্ঞসূত্রান্বিতং ধ্যায়েৎ পুস্তকাক্ষকরং গুরুং ।

এবং দৈত্যগুরুকাপি কাণং খঞ্জং শনৈশ্চরং ।

রাহকেতু শিরঃকাযৌ বিকৃতৌ ক্রুরচেষ্টিতৌ ॥

হৃদ্যাদেবকে চতুর্ভুজ এবং পদ্মদ্বয়, বর ও অভয়মুদ্রাধারী চিন্তা করিবে। এষ্ট প্রকার সোমকে দান মুদ্রা ও অমৃতধারী; মঙ্গলকে ঈষৎ কুজ ও দণ্ডধারী; বুধকে শিশু ও চঞ্চল কুণ্ডলবান; বৃহস্পতিকে যজ্ঞসূত্র, পুস্তক ও অক্ষমালাধারী; শুক্রকে কাণ; শনিকে খঞ্জ, এবং রাহকেতুকে শিরঃকায, বিকৃত ও ক্রুরচেষ্টিত ধ্যান করিবে।

সূর্য্যো রক্তঃ শশী শুক্লো মঙ্গলোরুণবিগ্রহঃ ।

বুধজীবো পাণ্ডুপীতৌ শ্বেতঃ শুক্রোহসিতঃ শনিঃ ।

রাহকেতু বিচিত্রাভৌ গ্রহবর্ণাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

সূর্য্য রক্তবর্ণ, চন্দ্র শুক্ল, মঙ্গল অরুণ, বুধ পাণ্ডু, বৃহস্পতি পীত, শুক্র শ্বেত, শনি অসিত, এবং রাহকেতু বিচিত্রবর্ণ। হে দেবি! এই তোমার নিকট গ্রহগণের বর্ণ কীর্ত্তন করিলাম।

ইন্দ্রধ্যানং ।

সহস্রাক্ষং যজ্ঞেদ্ধ্যায়েৎ পীতকৌষেয়বাসসং ।

বজ্রপাণিং পীতরুচিং স্থিতমৈরাবতোপরি ॥

ইন্দ্র সহস্রলোচন, পীত ও কৌষেয়বস্ত্রধারী, বজ্রপাণি, পীতবর্ণ এবং ঐরাবতের উপরে সমারুঢ় । হে দেবি ! ইন্দ্রকে এই প্রকারে ধ্যান করিতে হয় ।

অগ্নিধ্যানং ।

রক্তাভং ছাগবাহস্বং শক্তিহস্তং হতাশনং ।

ধ্যায়েত্তং সৰ্ব্বভোক্তারং কৃষ্ণবজ্রানমেব হি ॥

অগ্নিদেব রক্তবর্ণ, ছাগবাহন শক্তিহস্ত, সৰ্ব্বভুক এবং কৃষ্ণবজ্রা । এইরূপে হতাশনের ধ্যান করিবে ।

যমধ্যানং ।

ধ্যায়েৎ কালং লুলাপস্বং দণ্ডিনং কৃষ্ণবিগ্রহং ।

নরকাধিপতিং দেবং স্থূলপাদং রবেঃ সূতং ॥

যম লুলাপস্ব, দণ্ডধারী, কৃষ্ণবর্ণ, নরকের অধিপতি, স্থূলপাদ । এই প্রকারে রবিনন্দনের ধ্যান করিতে হয় ।

নিষ্কৃতিধ্যানং ।

নিষ্কৃতিং খড়্গহস্তঞ্চ শ্যামলং বাজ্রিবাহনং ।

নিষ্কৃতি খড়্গহস্ত, শ্যামবর্ণ ও অশ্বোপরি সমারুঢ় । এইরূপে নিষ্কৃতির ধ্যান করিবে ।

বরুণধ্যানং ।

বরুণং মকরাক্রুতং পাশহস্তং সিতব্রতং ।

সলিলাধিপতিং শ্বেতং ধ্যায়েত্তং জলমধ্যগং ॥

বরুণ মকরাক্রুত, পাশহস্ত, সিতব্রত, শ্বেতবর্ণ, জলমধ্যগ ও জলের
অধিপতি, এইরূপে বরুণ দেবের ধ্যান করিতে হয় ।

বায়ুধ্যানং ।

ধ্যায়েৎ কৃষ্ণহিষং বায়ুং মৃগস্থঞ্চাকুশায়ুধং ।

বায়ুদেবকে কৃষ্ণহিষ, মৃগস্থ ও অকুশধারী চিত্তা করিতে হয় ।

কুবেরধ্যানং ।

কুবেরং কনকাকারং রত্নসিংহাসনস্থিতং ।

স্ত্রুতং যক্ষগণৈঃ সৰ্বৈষঃ পাশাকুশকরাম্বুজং ॥

কুবের কান্ধনবর্ণ, রত্নসিংহাসনে সংস্থিত, যক্ষগণ কর্তৃক সংস্কৃত এবং
পাশ ও অকুশধারী ।

ঈশানধ্যানং ।

ঈশানং বৃষভাক্রুতং ত্রিশূলবরধারিণং ।

ব্যজ্রচৰ্ম্মাহরধরং পূৰ্ণেন্দুসদৃশপ্রভং ॥

ঈশান বৃষবাহন, ত্রিশূল ও বরমুদ্রাধারী, ব্যাজ্রচর্খধর এবং পূর্ণচন্দ্ৰের
ভায় প্রভাসম্পন্ন ।

ব্রহ্মধ্যানং ।

রক্তোৎপলনিভো ব্রহ্মা চতুরাশ্রচ্চতুর্ভুজঃ ।

হংসারূঢ়ো বরাভীতিমালাপুষ্পকপাণিকঃ

ব্রহ্মার বর্ণ রক্তোৎপলের স্তায় লোহিত, তিনি চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ;
হংসবাহন এবং বর, মুদ্রা, মালা ও পুষ্পকধারী ।

অনন্তধ্যানং ।

হিমকুন্ডেন্দুধবলঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

সহস্রপাণিবদনো ধ্যোয়োহনন্তঃ সুরাসুরৈঃ ॥

অনন্তদেব হিম কুন্ডপুষ্প ও চন্দ্ৰের স্তায় শ্বেতবর্ণ, তাঁহার লোচন সহস্র,
চরণ সহস্র, হস্ত সহস্র, বদন সহস্র এবং তিনি সুর অসুর সকলেরই ধ্যেয় ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

অভেদন্তু হে দেবেশি নারায়ণে যথা ময়ি ।

সুপর্ণে বৃষভে চৈব তথা জানীহি শঙ্করি ।

তয়োধ্যানঞ্চ বক্ষ্যামি শৃণুধ্ব কমলাননে ॥

হে দেবেশি ! আমাতে এবং নারায়ণে বৈকল্প কিছুমাত্র প্রভেদ
নাই, সেইরূপ আমার বাহন বৃষভ ও নারায়ণের বাহন গরুড়েও কিছুমাত্র

ভেদ নাই জানিবে; অতএব উভয়ের ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর; অর্থাৎ মানবগণ যেক্রপ আমাদিগের অর্চনাদি করিবে, সেইক্রপ গরুড় ও বৃষভেরও অর্চনা করিতে হইবে।

গরুড়ধ্যানং ।

গরুড়ঃ পক্ষিরাজস্ত নরাত্মো দীর্ঘনাসিকঃ ।

পাদসংকোচসংবিষ্টঃ পক্ষযুক্তঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

গরুড় পক্ষীর রাজা, নরমুখবিশিষ্ট, দীর্ঘনাসিক, পক্ষযুক্ত, কর্ণধোড়ে অবস্থিত এবং পাদসংকোচ পূর্বক উপবিষ্ট ।

বৃষধ্যানং ।

শৃঙ্গায়ুধঃ শুভ্রবর্ণঃ চতুষ্পাদঃ সিতক্ষুরঃ ।

বৃহৎককুৎ কৃষ্ণপুচ্ছঃ শ্যামস্কন্ধো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥

বৃষ শৃঙ্গাস্তবান্, শুভ্রবর্ণ, চতুষ্পাদ, সিতক্ষুর, বৃহৎ ককুদ্বিশিষ্ট কৃষ্ণপুচ্ছ শ্যামস্কন্ধ ।

কথিতানি মহাদেবি মন্ত্রধ্যানাদিকানি চ ।

সুখারোগ্যপ্রদানি চ সিদ্ধিদানি তথৈব হি ॥

হে মহাদেবী ! এই আমি তোমার নিকট নবগ্রহ ও অস্ত্রাস্ত্র দেবতার ধ্যান ও মন্ত্র কীৰ্ত্তন করিলাম । এই সকল ধ্যান ও মন্ত্রের প্রদানে সুখ, আরোগ্য ও সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

গোপনীয়ং প্রযজ্ঞেন যথা হাটকপেটিকা ।

অভক্তায় ন দাতব্যং দস্তে চ নিরয়ং ব্রজেৎ ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতী-সংবাদে

অষ্টাদশোল্লাসঃ ॥ ১৮ ॥

হে দেবি ! ইহা স্বর্ণপেটিকার স্থায় যত্ন সহকারে গোপনে রাখিবে ।
অভক্তকে ইহা কদাচ প্রদান করিবে না । অভক্তকে অর্পণ করিলে
নরকগামী হইতে হয় ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে অষ্টাদশ উল্লাস সমাপ্ত ।

উনবিংশোল্লাসঃ

সাধকলক্ষণং ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

শ্রুতং ত্বয়ৈরিতং নাথ যোগানাং লক্ষণং শুভং ।

ধ্যানাদিকানি দেবানাং শ্রুতানি পরমেশ্বর ।

কথিতং নৈব হে শস্ত্রো সাধকস্ত তু লক্ষণং ॥

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ ! আপনার মুখে যোগের শুভ লক্ষণ
জ্ঞাপন করিলাম এবং দেবতাদিগের ধ্যানাদিও অবগত হইয়াছি ; কিন্তু
হে পরমেশ্বর ! আপনি সাধকের লক্ষণ বলিলেন না । অতএব কৃপা
করিয়া উহা কীৰ্ত্তন করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

মধুরং প্রশ্নমেতদ্ধি শৃণুয প্রাণবল্লভে ।

মূহ-মধ্যাদিভেদেন সাধকাঃ স্যুচ্চতুর্বিধাঃ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে প্রাণবল্লভে ! তুমি অতি মনোহর প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করিয়াছ। যাহা হউক, আমি বলিতেছি শ্রবণ কর।
মূহ-মধ্যাদিভেদে সাধক চতুর্বিধ ।

মূহমধ্যাধিমাাত্রাধিমাাত্রতমাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ।

অধিমাাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো লক্ষণানি শৃণুয মে ॥

সাধক চতুর্বিধ ; মূহ, মধ্য, অধিমাাত্র ও অধিমাাত্রতম । তন্মধ্যে
অধিমাাত্রতম সাধকই সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই চতুর্বিধ সাধকের লক্ষণ
ব্যাক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর ।

মূহুসাধকলক্ষণং ।

স্বল্লোৎসাহী বিমুগ্ধচ্চ দুৰ্দ্ধম্বা ব্যাধিতস্তথা ।

বহ্নাশী মহিলাযুক্তো লোভী চঞ্চলমানসঃ ।

অসহিমুঃ পরাধীনো রোগী নির্দয়চিত্তকঃ ।

গুরুপদেশবিদ্বেষী হীনবীৰ্য্যো মূহুঃ স্মৃতঃ ॥

যে ব্যক্তি অল্প উৎসাহবান, মুগ্ধচিত্ত, দুৰ্দ্ধম্বা, কুঠরোগী, বহ্নভোজী,
নারসংযুক্ত, লোভী, চঞ্চলচিত্ত, অসহিমু, পরাধীন, রোগী, নির্দয়,
গুরুপদেশবিদ্বেষী ও হীনবীৰ্য্য, তাহাকেই মূহু সাধক কহে ।

মন্ত্রযোগে অধিকারী মন্ত্রমত্যসেচ্চ স বৈ ।
 দ্বাদশবর্ষাভ্যাসেন ততঃ সিদ্ধিশ্চ জায়তে ।
 চিত্তশুদ্ধৌ ততো যোগী হটে মনো নিয়োজয়েৎ ॥

এই মুহূৰ্ত্তাধক প্রথম মন্ত্রযোগেই অধিকারী হইয়া থাকে । প্রথম মন্ত্রযোগ অভ্যাস করাই ইহার পক্ষে কর্তব্য । এই প্রকারে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইলে যখন চিত্তশুদ্ধি জন্মে, তখন সে হটযোগের অমুষ্ঠানে মন নিযুক্ত করিবে ।

ইতি মুহূৰ্ত্তাধকলক্ষণং ।

মধ্যসাধকলক্ষণং ।

সর্বত্র সমবুদ্ধির্যো ক্ষমাশীলো জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 পুণোচ্চুঃ প্রিয়বাদী চ সৰ্ব্বকার্যোমু তৎপরঃ ।
 সংশয়বিহীনো যশ্চ স মধ্যসাধকো মতঃ ॥

যে ব্যক্তি সর্বত্রই সমবুদ্ধি অর্থাৎ সর্বত্রই বাহার সমতাজ্ঞান বিद्यমান, যে ক্ষমাশীল, পুণ্যার্থো অভিলাষী, প্রিয়ভাষী, সর্ব্বার্থো তৎপর এবং বাহার চিত্ত সংশয়শূন্য, তাহাকেই মধ্যসাধক কহে ।

হটযোগে অধিকারী মধ্যসাধক এব হি ।
 অতীতে দ্বাদশে বর্ষে লয়যোগী ভবেৎ পুনঃ ॥

এই মধ্যসাধকই হটযোগে অধিকারী হইয়া থাকে অর্থাৎ গুরু তাহাকে হটযোগের উপদেশ দিবে । তৎপরে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইলে সেই সাধক লয়যোগে অধিকারী হয় ।

ইতি মধ্যসাধকলক্ষণং ।

অধিমাত্রসাধকলক্ষণং ।

স্থিরবুদ্ধিঃ স্বতন্ত্রশ্চ ক্ষমঃ সমাধিযোগেষু ।
 দয়ার্দ্ৰঃ সত্যভাষী চ বলবানশয়াস্থিতঃ ।
 শূরঃ ক্ষমী সমাধৌ চ বিশ্বাসী গুরুপূজকঃ ।
 অধিমাত্রসাধকঃ স্ম্যৎ ষড়্ বর্ষে রাজযোগবিৎ ॥

যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, স্বাধীন, সমাধিযোগে সক্ষম, দয়ার্দ্ৰ, সত্যবাদী, বলবান, অশয়াস্থিত, শূর, ক্ষমাশীল সমাধিতে বিশ্বাসবুজ, গুরুপূজাপরায়ণ তাহাকেই অধিমাত্র সাধক কহে । এই সাধক ছয় বর্ষের মধ্যেই রাজযোগে অধিকারী হইয়া থাকে ।

হটযোগঃ প্রদাতব্যো গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।

সাক্ষোপাঙ্গশ্চ হে দেবি ততো রাজযোগং দিশেৎ ॥

হে দেবি ! গুরুদেব এই সাধকে যাবতীয় অঙ্গের সহিত হটযোগ প্রদান করিবেন এবং পরে অর্থাৎ ছয় বর্ষ অতীত হইলে রাজযোগের উপদেশ দিবেন ।

উক্তি অধিমাত্রসাধকলক্ষণং ।

অধিমাত্রতমসাধকলক্ষণং ।

উৎসাহী বীৰ্য্যবান্ শূরঃ শাস্ত্রজ্ঞো দিব্যবিগ্রহঃ ।
 ঋতিধরস্তথা মোহহীনো নবীনযৌবনঃ ।

ব্যাকুলতাবিহীনশ্চ মিতভুক্ দেবপূজকঃ ।
 জিতেন্দ্রিয়শ্চ নির্ভীকঃ শৌচাচারপরায়ণঃ ।
 নিপুণো দানশীলশ্চ শরণাগতপালকঃ ।
 স্থিরশ্চ বুদ্ধিমাংশ্চৈব সদা সন্তোষশোভিতঃ ।
 সূচরিত্রঃ ক্রমাশীলো ধর্ম্মাচরণলোলুপঃ ।
 গুপ্তচেষ্টঃ প্রিয়বাদী সত্যবাক্ শাস্ত্রবিগ্রহঃ ।
 জনসঙ্গরহিতশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জিতঃ ।
 অধিমাত্রতমঃ সোপি গুরুপূজাপরায়ণঃ ॥

যে ব্যক্তি উৎসাহবান্, বীৰ্য্যশীল, শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, পুন্দরদেহ, শ্রুতিধর, মোহশূন্য, মিতভোজী, দেবপূজাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়চিত্ত, শৌচাচারপরায়ণ, সর্বকারণে দক্ষ, দাতা, শরণাগতপালক, স্থির, বুদ্ধিমান, সর্বদা সন্তুষ্ট, সূচরিত্র, ক্রমাশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, গুপ্তচেষ্ট, * প্রিয় ও সত্যবাদী, শাস্ত্রি, জনসঙ্গরহীন, মহাব্যাধিশূন্য ও গুরুপূজাপরায়ণ, তাহাকেই অধিমাত্রতম সাধক কহে ।

সর্বেষু শ্রেষ্ঠ এব স্তাদধিকারী যোগেশ্বপি ।
 বর্ষত্রয়েণ স যোগী জ্ঞানযোগে ক্রমো ভবেৎ ॥

এই যোগী ষাণ্ডীয়া যোগীর শ্রেষ্ঠ । এই সাধক সর্বপ্রকার যোগেই অধিকারী হইয়া থাকে । হে দেবি ! এই সাধক ত্রিবৎসর ষাণ্ড যোগ করিলেই জ্ঞানযোগে অধিকারী হয় সন্দেহ নাই ।

* গুপ্তচেষ্ট—যে ব্যক্তি সকল কৰ্ম্মই গোপনে সাধন করে ।

সৰ্ব্বযোগক্ষমং জ্ঞাত্বা গুরুঃ সন্তুষ্টমানসঃ ।
 দিশেৎ তস্মৈ প্রযত্নেন সমস্তযোগকৰ্মণি ॥

হে মহাদেবি ! গুরুদেব এই যোগীকে সৰ্ব্বযোগে অধিকারী জানিয়া
 প্রকৃষ্টচিত্তে যত্ন সহকারে সমস্ত যোগেরই উপদেশ দিবেন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তে কথিতং দেবি সাধকানান্ত লক্ষণং ।
 অধুনা ক্রহি দেবেশি কিমগ্রং শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সৰ্ব্বোক্তমোক্তমে হরপার্বতীসংবাদে
 উনবিংশোল্লাসঃ ॥ ১৯ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! এষ্ট আমি তোমার নিকট সাধকের
 লক্ষণ কীৰ্ত্তন করিলাম । এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা হয় বল ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে হরপার্বতীসংবাদে উনবিংশ উল্লাস সমাপ্ত ।



বিংশোল্লাসঃ ।

স্তবকবচাদিকীৰ্ত্তনঃ ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

মানবানাং হিতার্থায় বদ মে কবচোত্তমঃ ।
স্তবং ধ্যানং সাধনঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতং ।
কেন স্তবেন দেবেশ সৰ্ব্বসিদ্ধিমবাप्সুয়াৎ ।
ধ্যানেন কবচেনাপি আশু সিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
পরমমুত্তমকৈব কস্ত্র দেবস্ত্র সাধনং ।
তৎ সৰ্ব্বং বদ মে নাথ যত্নস্তি করুণা ময়ি ॥

পার্বত্যী কহিলেন, হে দেবেশ ! এক্ষণে মানবগণের হিতার্থ আমার নিকট অমূল্যম স্তব, কবচ, ধ্যান ও সাধন কীৰ্ত্তন কর । আমি ঐ সমস্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি । হে নাথ ! কোন্ দেবতার স্তবপ্রসাদে সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ করা যায়, কাহার ধ্যান ও কবচ পাঠ করিলে আশু সিদ্ধেশ্বর হইতে পারে, কোন্ দেবতার সাধনা সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত, হে প্রভো ! যদি আমার প্রতি করুণা থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত বর্ণন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ঈশেব জগতাং মাতা সৃষ্টিস্থিতিস্তুকারিণী ।
ঈশমা দেবতা নাস্তি ঈশেব প্রকৃতিঃ পরা ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমিই জগতের মাতা, তুমিই
সৃষ্টিস্থিতি ও সংহারের একমাত্র কারণ। তুমিই পরমা শ্রুতি, তোমার
সদৃশী দেবতা আর নাই।

তবৈবারাধনং দেবি আরাধনোত্তমং পরং।

হং তি সিদ্ধীশ্বরী দেবি সৰ্ব্বসিদ্ধেহি কারণং ॥

হে দেবি! একমাত্র তোমার আরাধনাই প্রকৃত আরাধনা বলিয়া
পরিগণিত। তুমিই সিদ্ধির ঈশ্বরী এবং তুমিই সৰ্ব্বসিদ্ধির একমাত্র
কারণ।

মূৰ্ত্তিভেদেন দেবেশি মোহয়ন্তুখিলং জগৎ।

ব্যাপ্য তিষ্ঠসি সৰ্ব্বত্র তব মায়া ছরত্যয়া ॥

হে দেবেশি! তুমি নানারূপ মূৰ্ত্তিভেদে অখিল জগৎকে বিমোহিত
করিতেছ। তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত পূৰ্ব্বক অবস্থিত। তোমার
মায়া অতীব ছরতয়া। কোন্ ব্যক্তি তোমার সেই মায়া বোধগম্য
করিতে সমর্থ হইয়; থাকে?

তবৈব অপরা মূৰ্ত্তিঃ কালীতি কালনাশিনী।

তদারাধনামাত্রেন সৰ্ব্বসিদ্ধিং লভেন্নরঃ ॥

হে পার্শ্বতি! তোমার কালীমূৰ্ত্তি কালভয় বিনাশ করিয়া দেয়।
সেই মূৰ্ত্তির আরাধনা করিলেই মানব আত্ম সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে
পারে।

তন্নামৈব মহাদেবি রচিতং তন্ত্রমুত্তমং ।

তদাৰাধনমেতস্মিন্ কীৰ্ত্তিতং পরমেশ্বরী ॥

হে মহাদেবি ! তোমার সেই কালীনামেই এই অমূল্য তন্ত্র রচিত
হইয়াছে এবং এই তন্ত্রে তাঁহারই আরাধনা কীৰ্ত্তিত আছে সন্দেহ নাই ।

গুহ্যং গুহ্যতমং দেবি কালীসাধনমুত্তমং ।

ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন ॥

হে দেবি ! কালীসাধন গুহ্য হইতেও গুহ্যতম । উহা কদাচ কাহারও
নিকট প্রকাশ করিবে না ।

শঠাঙ্গ ভক্তিহীনায় দুৰ্জ্জনায় দুৰাশ্রয়ে ।

ন দাতব্যং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বরাননে ॥

হে বরাননে ! যে ব্যক্তি শঠ, ভক্তিহীন, দুৰ্জ্জন ও দুৰাশ্রয়, তাহাকে
কদাচ ইহা প্রদান করিবে না ।

সাধনঞ্চ মহাদেবি পরিশিষ্টে প্রকীৰ্ত্তিতং ।

স্তবঞ্চ কবচং ধ্যানং শৃণুঞ্চ কমলাননে ॥

হে কমলাননে ! কালীসাধন এই তন্ত্রে পরিশিষ্টে বর্ণিত আছে ।
অধুনা তোমার নিকট কালীর স্তব, কবচ ও ধ্যান কীৰ্ত্তন করিতেছি
শ্রবণ কর ।

স্তবেন কবচেনাপি তথা ধ্যানেন সুন্দরি ।

আশু সিদ্ধিং লভেদ্বীমান্ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

হে সুন্দরি! একমাত্র কালীর স্তব, কবচ ও ধ্যান দ্বারাই আশু সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি একান্ত অন্তরে কালীর স্তব ও কবচ পাঠ করে এবং তাঁহার রূপ ধ্যান করে, তাহার সর্বসিদ্ধি লাভ হয়; তাহার আর অন্য কোনরূপ সাধনার আবশ্যক করে না ।

শ্রীসদাশিব উবাচ ।

শৃণু দেবি জগদ্বন্দ্যে কালীস্তোত্রমমুত্তমং ।

পঠনাৎ শ্রবণাদ্যন্ত সর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥

হে দেবি! হে জগদ্বন্দ্যে! অমুত্তম কালীস্তোত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে সর্বসিদ্ধির ঈশ্বর হওয়া যায় ।

অসৌভাগ্য প্রশমনং সুখসম্পদ্বিবর্দ্ধনং ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্বাপদ্বিনিবারণং ॥

ইহার প্রসাবে অসৌভাগ্য দূর হয়, সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি হয়, অকালমৃত্যু বিনাশ পায় এবং সর্বাপদ্ নিবারিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

শ্রীমদাত্মকালিকায়াঃ সুখসান্নিধ্যাকারণং ।

স্তবশ্রাস্ত্র প্রসাদেন ত্রিপুরারিরহং শিবে ॥

ଶ୍ରୀମତୀ ଆତ୍ମାକାଳିକାର ଏହି ସ୍ତବପ୍ରମାଦେ ତାହାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ହইয়া
ଥାକେ । ହେ ଦେବି ! ଆମି ଏହି ସ୍ତବେର ପ୍ରମାଦେହି ତ୍ରିପୁର ନିଧନ କରିରା
ତ୍ରିପୁରାରି ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିରାଛି ।

ସ୍ତୋତ୍ରସ୍ଥାନ୍ତ ଋଷିର୍ଦେବି ସଦାଶିବ ଉଦାହୃତଃ ।

ଛନ୍ଦୋମୁଣ୍ଡବଦେବତାତ୍ମା କାଳିକା ପରିକୀର୍ତ୍ତିତା ।

ଧର୍ମ୍ୟାର୍ଥକାମମୋକ୍ଷେଷୁ ବିନିଯୋଗଃ ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତିତଃ ॥

ହେ ଦେବି ! ଏହି ସ୍ତବେର ଋଷି ସଦାଶିବ, ଛନ୍ଦଃ ଅମୁଣ୍ଡପ ଏବଂ ଦେବତା
ଆତ୍ମା କାଳିକା ଜାନିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ୍ୟ ଅର୍ଥ କାମ ଓ ମୋକ୍ଷେ ଇହାର ବିନିଯୋଗ
ହইয়া ଥାଏ ।

ତ୍ରୀଂ କାଳୀ ଶ୍ରୀଂ କରାଳୀ ଚ କ୍ରୀଂ କଲ୍ୟାଣୀ କଳାବତୀ ।

କମଳା କଳିଦର୍ପସ୍ତ୍ରୀ କପର୍ଦ୍ଦୀଶକୃପାସିତା ॥

ହେ ଦେବି ! ତୁମି ତ୍ରୀଂ ବୌଦ୍ଧସ୍ୱରୂପା, ତୁମି କାଳୀ, ତୁମି ଶ୍ରୀଂ ସ୍ୱରୂପିଣୀ,
ତୁମି କରାଳୀ, ତୁମି କ୍ରୀଂ ସ୍ୱରୂପା, ତୁମି କଲ୍ୟାଣୀ, ତୁମି କଳାବତୀ ଓ କମଳା,
ତୋମା ହୈତେହି କଳିର ନର୍ପ ବିନାଶ ହইয়া ଥାଏ ଏବଂ ତୁମିହି କପର୍ଦ୍ଦିନୀ
ପ୍ରତି କୃପାମୟୀ ।

କାଳିକା କାଳମାତା ଚ କାଳାନଳସମହାତ୍ତିଃ ।

କପର୍ଦ୍ଦିନୀ କରାଳାନ୍ତା କରୁଣାମୃତସାଗରା ॥

ତୁମି କାଳିକା ଓ କାଳୀମାତା ନାମେ ଅତିହିତା । ତୋମାର ହାତି
କାଳାଗ୍ନିର ଶ୍ଵାସ ସମୁଦ୍ଧଳ, ତୁମି କପର୍ଦ୍ଦିନୀ, କରାଳାନ୍ତା ଓ କରୁଣାମୃତର ସାଗର ।

কৃপাময়ী কৃপাসারা কৃপাপারা কৃপাগমা ।

কৃশাশুঃ কপিলা কৃষ্ণা কৃষ্ণানন্দবিবন্ধিনী ॥

তুমি কৃপাময়ী, কৃপাসারা, কৃপাপারা, কৃপাগমা, কৃশাশু, কপিলা,
কৃষ্ণা, ও কৃষ্ণানন্দবিবন্ধিনী নামে অভিহিতা ।

কালরাত্রিঃ কামরূপা কামপাশবিমোচনী ।

কাদম্বিনী কলাধারা কলিকল্মষনাশিনী ॥

তুমি কালরাত্রি, কামরূপা, কামপাশবিমোচনী, কাদম্বিনী, কলাধারা,
ও কলিকল্মষনাশিনী নামে পরিচিতা ।

কুমারীপূজনপ্ৰীতা কুমারীপূজকালয়া ।

কুমারীভোজনানন্দা কুমারীরূপধারিণী ॥

হে দেবি ! কুমারীর পূজা করিলেই তোমার প্রীতিলভ হইয়া থাকে,
কুমারী-পূজকের গৃহেই তুমি অবস্থান কর, কুমারীকে ভোজন করাইলেই
তোমার আনন্দ লাভ হয় এবং তুমি কুমারীরূপধারণা সন্দেহ নাই ।

কদম্ববনসঞ্চারা কদম্ববনবাসিনী ।

কদম্বপুষ্পসম্ভোষা কদম্বপুষ্পমালিনী ॥

তুমি কদম্ববনে বিচরণ কর, কদম্বকাননে তোমার অবস্থিতি কদম্বপুষ্পে
তোমার পরম সন্তোষ জন্মে এবং তুমি কদম্বপুষ্পের মালা ধারণ কর ।

কিশোরী কলকণ্ঠা চ কলনাদিনিদানী ।

কাদম্বরীপানরতা তথা কাদম্বরীপ্রিয়া ॥

তুমি কিশোরবয়স্কা, কলকঠা ও কলনাগনিনাদিনী। তুমি
কাদম্বরীপানে নিরত থাক এবং কাদম্বরী তোমার অতীব প্রীতিপ্রদ।

কপালপাত্রনিরতা কঙ্কালমালাধারিণী।

কমলাসনসম্পৃষ্টা কমলাসনবাসিনী ॥

হে দেবি! তুমি কপালপাত্র ও কঙ্কালমালা ধারণ করিয়াছ,
কমলাসনে তোমার পরম সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে এবং তুমি কমলাসনে

কমলালয়মধ্যস্থা কমলামোদমোহিনী।

কলহংসগতিঃ ক্লেব্যানাশিনী কামরূপিণী ॥

তুমি কমলালয়ের মধ্যে অবস্থিত, তুমি কমলামোদমোহিনী, তোমার
গতি কলহংসের চ্যায়, তোমার প্রসাদেই ক্লেবা বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং
তুমি কামরূপিণী।

কামরূপকৃতাবাসা কামপীঠনিবাসিনী ॥

কমনীয়া কল্পলতা কমনীয়বিভূষণা ॥

তুমি কামরূপকৃতাবাসা, কামপীঠনিবাসিনী, কমনীয়া, কল্পলতা ও
কমনীয়বিভূষণা নামে অভিহিতা হও।

কমনীয়গণারাদ্যা কোমলাঙ্গী কুশোদরী।

কারণামৃতসন্তোষা কারণানন্দসিদ্ধিদা ॥

হে দেবি! তুমি কমনীয়গণ কর্তৃক আরাধ্যা, কোমলাঙ্গী ও ক্লেশোদরী। কারণরূপ অমৃত দ্বারা তোমার পরম সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে, তুমি কারণানন্দসিদ্ধি প্রদান করিয়া থাক।

কারণানন্দজাপেষ্টা কারণার্চনহর্ষিতা।

কারণার্ণবসংমগ্না কারণব্রতপালিনী ॥

হে দেবি! কারণানন্দজপ তোমাব অতীব প্রীতিপদ, কারণ দ্বারা অর্চনা করিলে তুমি যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, তুমি নিরন্তর কারণরূপ সাগরে নিমগ্ন এবং তুমিই কারণব্রতপালিনী বলিয়া অভিহিত।

কন্তুরীসৌরভামোদা কন্তুরীতিলকোজ্জ্বলা।

কন্তুরীপূজনরতা কন্তুরীপূজকপ্রিয়া ॥

হে শুভে! তোমার দেহ কন্তুরীগন্ধে আমোদিত, কন্তুরীতিলকে তোমার পরম শোভা সম্পাদন হয়, কন্তুরী দ্বারা তোমার পূজা হইয়া থাকে এবং তুমি কন্তুরীপূজকের প্রতি পরম প্রীত থাক।

কন্তুরীবনসঞ্চারা কন্তুরীমৃগতোষিণী।

কন্তুরীভোজনপ্রীতা কর্পূরচন্দনোন্ধিতা।

তুমি কন্তুরীবনে বিহার করিয়া থাক, কন্তুরীমৃগে তোমার পরম সন্তোষ লাভ হয়, কন্তুরী ভোজনে তোমার প্রীতলাভ হইয়া থাকে এবং তোমার দেহ কর্পূরচন্দনে সূচর্চিত।

কর্পুরকারণাহ্লাদা কর্পূরামৃতপায়িনী ।

কর্পুরসাগরস্নাতা কর্পূরসাগরালয়া ॥

হে দেবি ! কর্পূর দ্বারা তোমার আনন্দ বর্ধন হয়, তুমি কর্পূরামৃত পান করিয়া থাক, তুমি কর্পূরসাগরে স্নান কর এবং কর্পূরসাগরই তোমার আলয় ।

কুর্চ্চবীজজপপ্রীতা কুর্চ্চজাপপরায়ণা ।

কুলীনা কৌলিকারাধ্যা কৌলিকপ্রিয়কারিণী ॥

কুর্চ্চবীজ জপ করিলে তোমার পরম প্রীতিলভ হয়, তুমি কুর্চ্চবীজ-জপে নিয়তা থাক । তুমি কুলীনা, কৌলিকারাধ্যা ও কৌলিকপ্রিয়-কারিণী বলিয়া অভিহিত ।

কুলাচারা কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ।

কাশীশ্বরী কষ্টহত্বী কাশীশবৎসদায়িনী ॥

তুমি কুলাচারা, কৌতুকিনী কুলমার্গপ্রদর্শিনী ও কাশীশ্বরী বলিয়া অভিহিত । তোমার প্রণাদেই কষ্ট দূর হইয়া থাকে এবং তুমিই কাশীশ্বরকে বর প্রদান কর ।

কাশীবাসপ্রিয়া নিত্যং কাশীসঙ্করণা তথা ।

কাশীশ্বরকৃত্যমোদা কাশীশ্বরমনোরমা ॥

তুমি কাশীবাসে পংম আনন্দলাভ করিয়া থাক, তুমি কাশীতে বিচরণ কর, কাশীশ্বর কর্তৃক তোমার সন্তোষ জন্মিয়া থাকে এবং তুমি কাশীশ্বরের মনোমোহিনী ।

কলমঞ্জীরচরণা কণৎকাঞ্চীবিভূষণা ।

কাঞ্চনাজ্জকুতাগারা কাঞ্চনাচলকোমুদী ॥

তোমার চরণে মনোহর মঞ্জরীধ্বনি শ্রুত হয় হয়, তুমি শঙ্কায়মান
কাঞ্চনামো বিভূষণা, কাঞ্চনাজ্জিহ তোমার বাসস্থান এবং তুমি কাঞ্চনা-
চলকোমুদী বলিয়া অভিহিতা ।

কামবীজজপানন্দা কামবীজস্বরূপিণী ।

কুমতিঘ্নী কুগীনঃস্তিনাশিনী কুলকামিনী ॥

কামবীজজপে তোমার আনন্দলাভ হয়, তুমি কামবীজস্বরূপিণী,
তোমার রূপায় কুমতি বিনাশ হইয়া থাকে, তুমি কুলানের দুঃখ দূর কর
এবং তুমিই কুলকামিনী বলিয়া পরিচিত ।

ক্রাং হ্রীং শ্রীং মন্ত্রবর্ণেন কালকটকঘাতিনী ।

ইত্যাছাকালিকাদেব্যাঃ শতনাম প্রকীৰ্ত্তিতং ।

ককারকূটঘটিতং কালীরূপস্বরূপকং ॥

তুমি ক্রাং হ্রীং শ্রীং এই মন্ত্র বর্ণবর্ণ কালকটক বিনাশ করিয়া থাক ।
আছাকালিকা দেবীর এই ককারকূটঘটিত শতনাম স্তোত্র কালীরূপস্বরূপ
সন্দেহ নাই ।

পূর্ণাকালে পাঠেদ্যস্ত কালিকাকৃতমানসঃ ।

মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেদ্যস্ত তস্মৈ কালী প্রসীদতি ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে কালিকাদেবীর প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্বক এই স্তব পাঠ করে, আশু তাহার মন্থসিদ্ধি হয় এবং কালিকাদেবী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন ।

বুদ্ধিং বিদ্যাঞ্চ লভতে গুরোরাদেশমাত্রতঃ ।

ধনবান্ কৌর্ত্তিমান্ ভূয়াদানশীলো দয়াস্থিতঃ ।

পুত্রপৌত্রস্তথৈশ্বৰ্য্যৈর্মোদতে সাধকো ভুবি ॥

যে ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞায় এই কালিকাস্তোত্র পাঠ করে, তাহার বুদ্ধি ও বিদ্যালাভ হয়, সেই ব্যক্তি ধনবান্, কৌর্ত্তিমান্, দানশীল, ও দয়ালু হয় এবং পুত্র পৌত্র স্তথ ও ঐশ্বৰ্য্যসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে ধরাতলে অবস্থিতি করে ।

ভৌমামাবাস্তানিশাভাগে মপঞ্চকসমস্থিতঃ ।

পুঞ্জস্ৰিষ্টা মহাকালীমাঢ়াং ত্রিভুবনেশ্বরীং ।

পঠিষ্টা শতনামানি সাক্ষাৎ কালীময়ো ভবেৎ ।

নাসাধ্যং বিদ্বতে তস্য ত্রিযু লোকেষু কিঞ্চন ॥

যে ব্যক্তি মঙ্গলবারে অমাবস্তাতিথিতে নিশাভাগে মকারপঞ্চকসমস্থিত হইয়া ত্রিভুবনেশ্বরী আত্মকালিকার অর্চনা পূর্বক এই শত নাম স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সাক্ষাৎ কালীময় হয় এবং ত্রিভুবনে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না ।

বিদ্যায়াং বাক্পতিঃ সাক্ষাৎকনে ধনপতির্ভবেৎ ।

সমুজ্জ ইব গান্ধীর্যো বলে চ পবনোপমঃ ॥

সেই ব্যক্তি বিজ্ঞান সাক্ষাৎ বাকুপতি, ধনে ধনপতি, গান্ধীর্ঘ্যে সাগর
এবং বলে পবনের সদৃশ হয় সন্দেহ নাই।

তিগ্ৰাংগুরিব দুঃশ্ৰেণ্যঃ শশিবৎ শুভদর্শনঃ ।

রূপে মূর্তিধরঃ কামো যোষিতাং হৃদয়ঙ্গমঃ ।

সর্বত্র জয়মাপ্নোতি স্তবস্তাস্মৈ প্রসাদতঃ ॥

সেই ব্যক্তি সহস্ররশ্মির জ্যায় দুঃশ্ৰেণ্য, চন্দ্ৰের জ্যায় শুভদর্শন এবং
রূপে সাক্ষাৎ কামদেবতুলা ও নারীগণের প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। এই
স্তবপ্রসাদে তাহার সর্বত্র জয়লাভ হয়।

যং যং কামং পূরকৃত্য স্তোত্রমেতদুদীরয়েৎ ।

তং তং কামমবাপ্নোতি শ্রীমদাত্মাপ্রসাদতঃ ॥

যে যে কামনা করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করা যায়, আত্মকালিকার
প্রসাদে সেই সেই কামনাই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।

রণে রাজকূলে দ্যুতে বিবাদে প্রাণসঙ্কটে ।

দন্ত্যগ্রস্তে গ্রামদাহে সিংহব্যাভ্রাবৃতে তথা ।

অরণ্যে প্রান্তরে দুর্গে গ্রহরাজভয়েপিবা ।

জ্বরদাহে চিরব্যাধৌ মহারোগাদিসংকূলে ।

ব্যালগ্রহাদিরোগে চ তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ।

দুস্তরে সলিলে বাপি পোতে বাতবিপদগতে ।

বিচিন্ত্য পরমাং মায়ামাত্মাং কালীং পরাংপরাম্ ॥

যঃ পঠেচ্ছতনামানি দৃঢ়ভক্তিসমম্বিতঃ ।

সর্বাপদভ্যো বিমূচ্যত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

যুদ্ধে, রাজদ্বারে, দূরক্রীড়ায়, প্রাণসঙ্কট বিপদে, দস্যু কর্তৃক আক্রমণে, গ্রামদাড়ে, সিংহব্যাঘ্রাদিপরিবৃত্ত অরণ্যে, প্রাস্তরে, দুর্গে, গ্রহরাক্ষভয়ে, অরদাড়ে, চিররোগে, মতাবোগে, ব্যালগ্ৰহাদিনীড়ায, দুঃস্বপ্নদর্শনে, দুস্তর জলে, বাতানিবিপদগ্ৰস্ত তরণীতে যে কোন অবস্থাতেই হউক না কেন, যে ব্যক্তি ভক্তিসম্মত হইয়া পরাৎপর আত্মা মায়া কালিকাদেবীকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া এই শতনামস্তোত্র পাঠ করে, সে সর্বাপদ হইতে বিমুক্ত হয় সন্দেহ নাই ।

ন পাপেভ্যো ভয়ং তস্মৈ ন রোগেভ্যো ভয়ং কচিৎ ।

সর্বত্র বিজয়স্তস্মৈ ন কুত্রাপি পরাভবঃ ।

তস্মৈ দর্শনমাত্রেন পলায়ন্তে বিপদগণাঃ ॥

কি পাপ হইতে, কি রোগ হইতে তাহার কিছুমাত্র ভয়ের আশঙ্কা নাই ; সর্বত্রই সেই ব্যক্তি বিজয়ী হইয়া থাকে, কুত্রাপি তাহার পরাভব হয় না । তাহাকে দর্শনমাত্র বিপদসমূহ দূরে পলায়ন করে ।

স বক্তা সর্বশাস্ত্রাণাং ন ভোক্তা সর্বসম্পদাং ।

স কর্তা জাতিধর্ম্মাণাং জাতীনাং প্রভুরেব সঃ ॥

সেই ব্যক্তি সর্বশাস্ত্রে বক্তা, সর্বসম্পত্তির ভোক্তা, জাতিধর্ম্মের কর্তা ও জাতিগণের প্রভু হয় ।

বাণী তস্ম বসেদ্বক্তে কমলা নিশ্চলা গৃহে ।

তন্ন ম্ন মানবাঃ সর্বি প্রণমন্তি সসম্ভ্রমাঃ ॥

সেই ব্যক্তির মুখে বাণী দেবী এবং গৃহে কমলা নিশ্চলা হইয়া নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাকেন । তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র মানবগণ সসম্ভ্রমে তাহাকে প্রণাম করে ।

দৃষ্ট্যা তস্ম তৃণায়ন্তে হ্রিমাচ্ছটসিদ্ধয়ঃ ।

আত্মাকালীস্বরূপাচ্ছ শতনাম প্রকীর্তিতং ॥

সেই ব্যক্তির দৃষ্টিমাত্র 'হ্রিমা'দি 'ছটসিদ্ধি' তৃণবৎ পরিগণিত হয় ।
এই আমি আত্মাকালীর শতনামস্তোত্র কীর্তন করিলাম ।

অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা পুৰুশচর্য্যাস্ত গীয়তে ।

পুৰুষ্কিয়াস্থিতং স্তোত্রং সৰ্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং ॥

অষ্টোত্তর শত বার অধ্যয়ন করিলেই এই স্তবের পুৰুশচরণ হইয়া থাকে । পুৰুশচর্য্যাস্থিত হইলে ইহা দ্বারা সৰ্ব্বাভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

শতনামস্ততিমিমাত্মাকালীস্বরূপিণীং ।

ভক্ত্যা বা শ্রদ্ধয়া দেবি সদাচারসমস্থিতঃ ।

পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রবয়েদপি ।

সৰ্ব্বপাপবিনিৰ্ম্মুক্তো ব্রহ্মসামুজ্জ্যমাশ্রুয়াৎ ।

ইতি শ্রীমদাত্মাকালিকায়াঃ স্তবরাজঃ ।

হে দেবি ! এই শতনামস্তোত্র আত্মকালিকাদেবীস্বরূপ সন্দেহ
নাই । যে ব্যক্তি সদাচারসম্বিত হইয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে ইহা পাঠ
ও শ্রবণ করে অথবা পাঠ বা শ্রবণ করায়, সে ব্যক্তি সৰ্বপাপে বিমুক্ত হইয়া
ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করিয়া থাকে ।

শ্রীপার্বত্যাচ ।

দেবদেব মহাদেব ভবভয়বিনাশন ।

শ্রুতং স্তোত্রং ময়া দেব কবচং বদ সাস্প্রতং ॥

পার্বতী কহিলেন, হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! তোমার প্রসাদেই
ভবভয় বিদূরিত হইয়া থাকে । হে দেব ! তোমার নিকট স্তব শ্রবণ
করিলাম, অধুনা কবচ কীৰ্ত্তন কর ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শ্রীমতাদাকালিকায়াঃ কবচং সুরহৃদ্বভং ।

তরৈব কবচং তত্ত্ব শৃণু বক্ষ্যামি সাস্প্রতং ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি ! শ্রীমদাত্মকালিকার কবচ দেবগণেরও
হৃদ্বভ । উহা তোমারই কবচ । যাহা হউক, আমি তাহা কীৰ্ত্তন
করিতেছি শ্রবণ কর ।

ত্রৈলোক্যবিজয়ন্ত্যস্ত কবচস্ত ঋষিঃ শিবঃ ।

ছন্দোমুষ্টব্ দেবতা চ আত্মা কালী প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

মায়াবীজং বীজমিতি রমা শক্তিরুদাহৃত্য ।

ক্রীং কীলকং কামসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

এই ত্রৈলোক্যবিজয় কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অমৃষ্টপ, দেবতা আত্ম-
কালিকা, বীজ হ্রীং, শক্তি ত্রীং, কৌলিক ক্রীং এবং কামনাসিদ্ধিতে ইহার
বিনিয়োগ চাইয়া থাকে ।

হ্রীমাংস্তু মে শিরঃ পাতু ত্রীং কালী বদনং মম ।

হৃদয়ং ক্রীং পরা শক্তিঃ পায়্যাং কর্ণং পরাংপরা ॥

হ্রীং আত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন, ত্রীং কালী আমার মুখদেশ রক্ষা
করুন, ক্রীং পরাশক্তি আমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং পরাংপরা আমার
কর্ণদেশ রক্ষা করুন ।

নেত্রে পাতু জগদ্ধাত্রী কর্ণৌ রক্ষতু শঙ্করী ।

জাণং পাতু মহামায়া রসনাং সর্বমঙ্গলা ॥

জগদ্ধাত্রী আমার নেত্রদ্বয়, শঙ্করী কর্ণদ্বয়, মহামায়া নাসিকা এবং
সর্বমঙ্গলা আমার রসনা রক্ষা করুন ।

দন্তান্ রক্ষতু কোমারী কপোলৌ কমলালয়া ।

ওষ্ঠাধরৌ ক্ষমা রক্ষ্যেং চিবুকং চারুহাসিনী ॥

কোমারী আমার দন্তসমূহ, কমলালয়া কপোলদ্বয়, ক্ষমা ওষ্ঠ ও অধর
এবং চারুহাসিনী আমার চিবুকের রক্ষা বিধান করুন ।

গ্রীবাং পায়্যাং কুলেশানী ককুং পাতু কৃপাময়ী ।

ঘৌ বাহু বাহুদা রক্ষ্যেং করৌ কৈবল্যদায়িনী ॥

কুলেশানী আমার গ্রীবা, কৃপাময়ী আমার ককুৎ, বাহুদা বাহুযুগল
এবং কৈবল্যদায়িনী আমার হৃদয় রক্ষা করুন ।

স্বাক্ষৌ কপদিনী পাতু পৃষ্ঠং ত্রৈলোক্যতারিণী ।

পার্শ্বে পায়াদপর্ণা মে কটিং মে কমঠাসনা ॥

কপদিনী আমার স্বকৃৎস্ন, ত্রৈলোক্যতারিণী পৃষ্ঠদেশ, অপর্ণা পার্শ্বযুগল
এবং কমঠাসনা আমার কটীদেশ রক্ষা করুন ।

নাভিং পাতু বিশালাক্ষী প্রজ্ঞাস্থানং প্রভাবতী ।

উরু রক্ষতু কল্যাণী পাদৌ মে পাতু পার্শ্বতী ॥

বিশালাক্ষী আমার নাভিদেশ, প্রভাবতী প্রজ্ঞাস্থান, কল্যাণী উরুদ্বয়
এবং পার্শ্বতী আমার পাদযুগল রক্ষা করুন ।

জয়দুর্গাবতু প্রাণান্ সৰ্ব্বাঙ্গং সৰ্ব্বসিদ্ধিদা ।

রক্ষাহীনস্ত যৎ স্থানং বর্জিতং কবচেন চ ।

তৎ সৰ্ব্বং মে সদা রক্ষদাতা কালী সনাতনী ॥

জয়দুর্গা আমার প্রাণসমূহ এবং সৰ্ব্বসিদ্ধিদা আমার সৰ্ব্বাঙ্গের রক্ষা
বিধান করুন । কবচের মধ্যে যে যে স্থানের উল্লেখ হয় নাই, সনাতনী
আজ্ঞা কালিকা দেবী সৰ্ব্বদা আমার সেই সকল স্থান রক্ষা করুন ।

ইতি তে কথিতং দিব্যং ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধং ।

কবচং কালিকাদেব্যা আত্মায়াঃ পরমাদ্বুতং ॥

হে দেবী! এই আমি তোমার নিবট শ্রীমদাচ্ছাকালিকাদেবীর
পরমভুঃ ত্রৈলোক্যবিজয় নামক দিব্য কবচ কীর্তন করিলাম।

পূজাকালে পঠেদ্যস্ত আত্মাধিকৃতমানসঃ ।

সর্বান্ কামানবাপ্নোতি তস্মাত্মা সুপ্রসীদতি ।

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদান্তু কিঙ্করাঃ ক্ষুদ্রসিদ্ধয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে আত্মাকালিকার প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্বক এই
দিব্য কবচ পাঠ করে, তাহার সকলবিধ কামনা পূর্ণ হয়, আত্মাকালী
তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আন্ত তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হয় এবং ক্ষুদ্র
সিদ্ধি সকল তাহার কিঙ্করস্বরূপ হইয়া থাকে।

অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনাধী প্রাপ্নুয়ান্ননং ।

বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং কামী কামানবাপ্নুয়াৎ ॥

এই কবচের প্রসাদে পুত্রহীনের পুত্রলাভ হয়, ধনাধী ধনলাভ করিয়া
থাকে, বিদ্যার্থীর বিদ্যোপার্জন হয় এবং কামার্থীর কামনা পূর্ণ হইয়া
থাকে সন্দেহ নাই।

সহস্রাবস্তপাঠেন পুরষ্কিয়াস্ত গীযতে ।

পুরস্চরণসম্পন্নং যথোক্তফলদং ভবেৎ ॥

এই কবচ সহস্রবার পাঠ করিলেই ইহার পুরস্চর্যা সম্পন্ন হয়।
পুরস্চরণ সম্পন্ন হইলে ইহা দ্বারা যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্দনাগুরুকপ্তুরীকুম্বরক্তচন্দনৈঃ ।

ভূর্জ্বিলিখ্যা গুটিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি ।

শিখায়াং দক্ষিণে বাহৌ কণ্ঠে বা সাধকঃ কণ্ঠৌ ।

তস্মাত্মা কালিকা বশ্যা বাঙ্কিতার্থং প্রযচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি চন্দন, অগুরু, কপ্তুরী, কুম্বর, ও রক্তচন্দন দ্বারা ভূর্জপত্রে এই কবচ লিখিয়া গুটিকা করত স্বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া শিখাতে, দক্ষিণ বাহুতে, কণ্ঠে অথবা কটিদেশে ধারণ করে, আত্মা কালিকাদেবী তাহার বশীভূত থাকিয়া তদীয় বাসনা পরিপূর্ণ করেন ।

ন কুত্রাপি ভয়ং তস্ম সর্বত্র বিজয়ী কবিঃ ।

অরোগী চিরজীবী স্ত্রাৎ বলবান্ ধারণক্ষমঃ ॥

কুত্রাপি সেই সাধকের ভয় বিद्यমান থাকে না, সে ব্যক্তি সর্বত্র বিজয়ী হয়, তাহার কবিত্ব শক্তি জন্মে এবং সে অরোগী, চিরজীবী, মহাবল ও ধারণাক্ষম হইয়া থাকে ।

সর্ববিদ্যাসু নিপুণঃ সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।

বশে তস্ম মহীপালা ভোগমোক্ষৌ করস্থিতৌ ॥

সেই সাধক সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বশাস্ত্রার্থের তত্ত্ববিৎ হইয়া থাকে । মহীপালগণ তাহার বশতাপন্ন হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ তাহার করস্থিত থাকে সন্দেহ নাই ।

ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতং ।

মোক্ষসাধনস্তবেন যথা স্ত্রাৎ সুফলং নৃণাং ।

তথৈব কবচং দিব্যং বিদধ্যাম্নাত্ সংশয়ঃ ।

শ্রীমদাত্মা কালিকা চ প্রসম্মা ভবতি প্রবং ॥

হে দেবি ! এই আমি তোমার নিকট শ্রীকালিকার পরমাদ্বিতীয় দিব্য কবচ কীৰ্ত্তন করিলাম । কালিকাদেবীর মোক্ষসাধন নামক স্তব দ্বারা মানবগণ যেরূপ সফল প্রাপ্ত হয়, এই দিব্য ত্রৈলোক্যবিজয় নামক কবচের প্রসাদেও সেই ফল চাইয়া থাকে সন্দেহ নাই এবং শ্রীমদাত্মা কালিকা দেবী সেই সাধকের প্রতি প্রসম্মা হন ।

শ্রীপার্বত্যুবাচ ।

অধুনা বদ মে নাথ স্তোত্রং তৎ মোক্ষসাধনং ।

শ্রুতঞ্চ কবচং দিব্যং স্বপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥

পার্বতী কহিলেন, হে নাথ ! আমি ত্রৈলোক্যবিজয় নামক দিব্য কবচ শ্রবণ করিলাম । অধুনা মোক্ষসাধন নামক স্তোত্র কীৰ্ত্তন কর ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তবরাজমমুত্তমং ।

ভক্তানাং শুদ্ধচিত্তানাং হিতায় পরমেশ্বরী ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরী ! বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তগণের হিতার্থ আমি আত্মা কালিকাদেবীর মোক্ষসাধন নামক অমুত্তম স্তব কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।

মোক্ষসাধনস্তোত্রস্ত ঋষিঃ সদাশিবঃ স্মৃতঃ ।
 চন্দ্রোমুখো বৃন্দেবতা চ আত্মা কালী সনাতনী ।
 লজ্জাবাজং বীজমিতি কামং শক্তিরূদাহতা ।
 গ্লোং কালকং মোক্ষসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

হে পার্শ্বতি ! এহ মোক্ষসাধন নামক স্তোত্রের ঋষি সদাশিব, চন্দ্রঃ
 অমুষ্টিপু. দেবতা সনাতনী আত্মা কালী, লজ্জা বীজ অর্থাৎ হ্রাং হহার বীজ,
 কাম অর্থাৎ ক্লাং হহার শক্তি, গ্লোং হহার কালক এবং মোক্ষসিদ্ধিতে
 হহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ।

ওঁ শিবা উমা পরা-শক্তিঃ শক্ত্যনন্তা চ নিফলা ।
 অমলা চ তুয়া শাস্তা নিত্যা মহেশ্বরী পরা ॥

হে দেবি ! তুমি শিবা, তুমি উমা, তুমি পরাশক্তি, তুমি শক্তি, তুমি
 অনন্তা, তুমি নিফলা, তুমি অমলা, তুমি শাস্তা, তুমি নিত্যা, তুমি মহেশ্বরী
 এবং তুমিই পরা নামে অভিহিতা ।

অচিন্ত্যা অক্ষরং দেবী শিবাত্মা পরমাত্মকা ।
 অনন্তা শাস্ত্রতী চৈব কেবলা পরমাক্ষরঃ ॥

হে দেবি ! কেহই তোমার স্বরূপ চিত্রা করিতে সমর্থ নহে, তোমার
 ক্ষয় নাই, তুমি শিবের আত্মাস্বরূপ, তুমিই পরমাত্মা, তোমার অন্ত নাই,
 তুমি কেবল ও পরমাক্ষর ।

অনাদিরবায়ী শুদ্ধা দেবাত্মা সৰ্ব্বগাচলা ।
একানেকা বিভাগস্থা মায়াতীতা স্নানিশ্রীলা ॥

তুমি অনাদি, অবায়ী, শুদ্ধা, দেবাত্মা, সৰ্ব্বগা, অচলা, একা, অনেকা,
বিভাগস্থা, মায়াতীতা ও স্নানিশ্রীলা ।

মহা মাহেশ্বরী সত্যা মহাদেবী নিরঞ্জন।
কাষ্ঠা সৰ্বাস্তরস্থা চ চিচ্ছ্রুতিলালসা ॥

তুমি মহা, মাহেশ্বরী, সত্যা, মহাদেবী, নিরঞ্জন, কাষ্ঠা, সৰ্বাস্তরস্থা,
চিচ্ছ্রুতি ও অতিলালসা নামে অভিহিত ।

নন্দা সৰ্ব্বাঙ্গিকা বিজ্ঞা জ্যোতীরূপামৃতাক্ষতা ।
শান্তিঃ সৰ্ব্বপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা ॥

হে দেবি ! তুমি নন্দা, সৰ্ব্বাঙ্গিকা, বিজ্ঞা, জ্যোতীরূপা, অমৃতাক্ষ,
অক্ষতা, শান্তি, সৰ্ব্বপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি ও অমৃতপ্রদা নামে পরিচিতা ।

ব্যোমমূর্তিঃ স্বামাধারা অচ্যুতা অমরা তথা ।
অনাদিনিধনামোঘা কারণাত্মা কুলাকুলা ॥

হে দেবি ! তুমি ব্যোমমূর্তি, তুমি স্বামাধারা, তুমি অচ্যুতা, তুমি
অমরা, তুমি অনাদি, তুমি নিধনা, তুমি অমোঘা, তুমি কারণাত্মা এবং
তুমিই কুলাকুলা ।

ঋভুঃ প্রমথজ্ঞা নাভিরমৃতস্বাসংশ্রয়া ।

প্রাণেশ্বরপ্রিয়া মাতা মহামহিমনাশিনী ॥

তুমি ঋভু, প্রমথজ্ঞা, নাভি, অমৃতস্বা, আত্মসংশ্রয়া ও প্রাণেশ্বরপ্রিয়া নামে অভিহিত । তুমিই অখিলের জননী এবং তুমি মহিমাস্বরকে বিনাশ করিয়া মহামহিমনাশিনী নাম ধারণ করিয়াছ ।

প্রাণেশ্বরী প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী ।

সর্বশক্তিবলাকারা জ্যোৎস্না জ্যোমহিমাম্পদা ॥

‘হে দেবি ! তুমি প্রাণের ঈশ্বরী, তুমিই সকলের প্রাণেশ্বরূপ, তুমি প্রধানপুরুষেরও ঈশ্বরী, তুমি সর্বশক্তি ও বলের আকর, তুমিই জ্যোৎস্না, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই মহিমার একমাত্র আম্পদ ।

সর্বকায়নিয়ন্ত্রী চ সর্বভূতেশ্বরেশ্বরী ।

সংসারযোনিঃ সকলা সর্বশক্তিসমুদ্ভবা ॥

হে দেবি ! তুমি সর্বকায়নিয়ন্ত্রী অর্থাৎ তুমিই অখিল জীবের দেহ রক্ষা করিয়া থাক, তুমি সর্বভূতের ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী, তুমিই সংসারের একমাত্র কারণ, তুমি সকলা এবং সর্বশক্তিসমুদ্ভবা বলিয়া পরিকীর্ণিত ।

সংসারতরণী দেবী দুর্বারা চ দুর্দাসদা ।

দুর্নিরীক্ষ্যা প্রাণবিজ্ঞা প্রাণশক্তিচ যোগিনী ॥

হে দেবি! তুমিই সংসারসাগরের তরলীশ্বরূপা, তুমি দুর্দ্ধারা,
দুরাসদা, দুনিরৌক্ষ্যা, প্রাণবিষ্ঠা, প্রাণশক্তি ও যোগিনী ।

মূলপ্রকৃতিরনাট্য চ দুর্দ্ধারা পরমাকুলা ।
অনন্তবিভবা দেবি মহাবিভূতিকা তথা ॥

হে দেবি! তুমিই মূলপ্রকৃতি, তোমার আদি নাই, তুমি দুর্দ্ধারা
অর্থাৎ কেহই তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে, তুমি পরমাকুলা,
তোমার বিভবের ইয়ত্তা নাই । হে দেবি! তুমিই মহাবিভূতিশ্বরূপা ।

দুরত্যায়া সুদুর্দ্ধারা সর্গস্থিত্যন্তকারিণী ।
অনন্তবিভবা দেবি পরমাষ্টাপকর্ষিণী ॥

হে দেবি! তুমি দুরত্যায়া অর্থাৎ তোমার তব বোধগম্য করা দুর্দ্ধহ,
তুমি সুদুর্দ্ধারা, অর্থাৎ তোমার মহিমা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না,
তোমা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হইয়া থাকে, তোমার বিভবের অন্ত
নাই এবং তুমিই পরমা আত্মা সনাতনী সন্দেহ নাই ।

শব্দঘোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা ।
অনাদিরব্যক্তগুহা মহানন্দা সনাতনী ॥

হে দেবি! তুমিই শব্দের একমাত্র উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ তোমা
হইতেই শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, তুমি স্বয়ং শব্দময়ী, তুমি নাদাখ্যা,
নাদবিগ্রহা, অনাদি, অব্যক্তগুহা, মহানন্দা ও সনাতনী বলিয়া অভিহিতা ।

আকাশযোনির্যোগস্থা মায়া যোগেশ্বরেশ্বরী ।
মহামায়া সুদুষ্কারা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী ॥

তুমি আকাশধোনি অর্থাৎ তোমা হইতেই আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি যোগে অদ্বিষ্টতা থাক, তুমিই মায়ী নামে অভিহিতা, তুমি যোগধরেরও জৈনরী। তুমি মহামায়ী, হৃদ্যপারী, মূল প্রকৃতি ও সর্বেশ্বরী।

প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাত্মিকা।

পুরাণা চিন্ময়ী মাতরাদিপুরুষরূপিণী ॥

হে মাতঃ ! তুমি প্রধানপুরুষের অতীতা, তুমিই প্রধান পুরুষের আত্মাস্বরূপা, তুমি পুরাতনী, তুমি চিন্ময়ী এবং তুমিই আদিপুরুষস্বরূপা।

ভূতাস্তরস্থা কূটস্থা মহাপুরুষসংজ্ঞিতা।

জন্মমৃত্যুজরাতীতা সর্বশক্তিসমুদ্ভবা ॥

হে জননি ! তুমি ভূতাস্তরস্থা অর্থাৎ তুমি সর্বভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া থাক, তুমি কূটস্থা, তুমিই মহাপুরুষরূপে অবতীর্ণা, জন্ম মৃত্যু ও জরা তোমাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ নহে, তোমা হইতেই সর্বশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

ব্যাপিনী অনবচ্ছিন্না প্রধানানুপ্রবেশিনী।

ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিরব্যক্তলক্ষণা মলবর্জিতা ॥

হে দেবি ! তুমি ব্যাপিনী অর্থাৎ তুমি অঞ্চল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিতি করিতেছ। তুমি অনবচ্ছিন্না, তুমি প্রধানপুরুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়া থাক। তুমিই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি, তুমি অব্যক্তলক্ষণা অর্থাৎ তোমার প্রকৃত লক্ষণ কেহই দৃষ্টিগোচর করিতে সমর্থ নহে এবং তুমি সর্বপ্রকার মলশূদ্ধা।

অনাদিমায়াসংভিন্না ত্রিতয়া প্রকৃতিগ্রহা ।

মহামায়াসমুৎপত্তা তামসী পৌরুষী ধ্রুবা ॥

তুমি অনাদি মায়া বাবা সংভিন্না, তুমি ত্রিতয়া, তুমি প্রকৃতিরূপিনী,
তুমিই মহামায়া হইতে সমুৎপত্তা অর্থাৎ তুমিই মহামায়াস্বরূপা, এবং তুমিই
তামসী, পৌরুষী ও ধ্রুবা ।

ব্যক্তান্যক্তাত্মকা কৃষ্ণা রক্তাকৃষ্ণা প্রসুতিকা ।

অকায্যকায্যজননী নিত্য প্রসবধর্ম্মিণী ॥

তুমি ব্যক্তা অর্থাৎ অব্যক্তাত্মস্বরূপিনী, তুমিই কৃষ্ণা, তুমিই রক্তবর্ণা,
তুমি শুভ্রা এবং তুমিই প্রসুতি অর্থাৎ তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি
হয় । কি অকায্য । কি কায্য তুমিই সকলের উৎপাদিকা ! তুমি নিত্য প্রসব-
ধর্ম্মবিশিষ্ট অর্থাৎ তোমা হইতেই অচিরে ব্রহ্মাণ্ডপদার্থের উদ্ভব হইতেছে ।

সর্গপ্রলয়নির্ম্মুক্তা সৃষ্টিস্থিত্যনুধর্ম্মিণী ।

ব্রহ্মগর্ভা চতুর্বিংশা পদ্মনাভাচ্যুতাত্মিকা ॥

হে মাতঃ ! তুমি সৃষ্টি ও প্রলয় হইতে নির্মুক্ত অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়
তোমাকে বাধা কাংতে সমর্থ নহে ; তুমি সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারধর্ম্মিণী
অর্থাৎ তোমা হইতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন ও উদ্ধারে সংহার সাধন
হইতেছে ; তুমি ব্রহ্মগর্ভা অর্থাৎ তোমা হইতেই ব্রহ্মের উদ্ভব হইয়াছে ;
তুমি চতুর্বিংশ তত্ত্বরূপা, তুমি পদ্মনাভা ও অচ্যুতাত্মস্বরূপিনী ।

বৈদ্যাতী নিত্যযোনিভুং জগন্মাতেশ্বরপ্রিয়া ।

সর্ব্বধারা মহারূপা সর্বৈশ্বর্য্যসমম্বিতা ॥

তুমি বিদ্যানয়ী, নিত্যধোনি, জগজ্জননী ও জৈশ্বরপ্রিয়া । তুমি সকলের আধারস্বরূপা, তুমি মহাক্রপা এবং তুমি অগ্নিমাди ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। সন্দেহ নাই ।

বিশ্বরূপা মহাগর্ভা বিশ্বেশেচ্ছানুবর্তিনী ।

মহীয়সী ব্রহ্মযোনির্মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা ॥

তুমি বিশ্বরূপিণী, মহাগর্ভা, বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছানুবর্তিনী, মহীয়সী, ব্রহ্মধোনি ও মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা ।

মহামানসমধ্যস্থা মহানিত্রাত্মাহেতুকা ।

সর্বসাধারণী সূক্ষ্মা অবিচ্ছা পরমার্থিকা ॥

হে দেবি! তুমি মহামানসমধ্যে অবস্থিতা, তুমি মহানিত্রাস্বরূপিণী, তুমি পরমাত্মার কারণ, সর্বসাধারণী, সূক্ষ্মা, অবিচ্ছা ও পরমার্থিকা ।

অনন্তরূপানন্তস্থা দেবি পুরুষমোহিনী ।

অনেকাকারসংস্থা চ গুণত্রয়বিবর্জিতা ॥

তুমি অনন্তরূপিণী, তুমি অনন্তোপরি অবস্থিতা, তুমি পুরুষমোহিনী, তুমি নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া থাক এবং তুমি সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের অতীতা ।

ব্রহ্মমূর্তির্হরেমূর্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাস্ত্রিকা ।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবানাঞ্চ স্বমেব জননী পরা ॥

হে দেবি ! তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই বিষ্ণু এবং তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবাত্মরূপা। হে জননি ! তুমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের জননী।

ব্যক্তা প্রমথজা ব্রাহ্মী ব্রহ্মাখ্যা ব্রহ্মসংশ্রয়া ।

বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যধর্ম্মাত্মা মহতী ব্রহ্মরূপিণী ॥

হে দেবি ! তুমি ব্যক্তা, প্রমথজা, ব্রাহ্মী, ব্রহ্মাখ্যা, ব্রহ্মসংশ্রয়া, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্যধর্ম্মিণী, মহতী ও ব্রহ্মরূপিণী ।

ব্রহ্মমূর্ত্তির্হৃদিস্থা চ অজ্রয়োনিঃ স্বয়ম্ভবা ।

ঈশ্বরী সর্ব্বাণী চৈব মানসী তত্ত্বসম্ভবা ॥

তুমি ব্রহ্মমূর্ত্তি, সকলের স্বয়ম্ভবা, পদ্মবোনি, স্বয়ং সম্ভূতা, ঈশ্বরী, সর্ব্বাণী, মানসী ও তত্ত্বসম্ভূতা বলিয়া অভিহিতা ।

ভবানী রুদ্রাণী দেবি শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী ।

মহেশ্বরসমুৎপন্ন ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা ॥

হে দেবি ! তুমি ভবানী, তুমি রুদ্রাণী, তুমি শঙ্করের অর্দ্ধাঙ্গহারিণী এবং তুমিই মহেশ্বরসমুৎপন্ন বলিয়া পরিকল্পিতা। হে দেবি ! তুমি কৃষ্টি ও মুক্তিকল প্রদান করিয়া থাক ।

মহালক্ষ্মী অম্বিকা চ সর্ব্ববন্দ্যা সর্ব্বেশ্বরী ।

ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা নিত্যমুদিতমানসা ।

হে দেবি ! তুমিই মহালক্ষ্মী, তুমি অম্বিকা, তুমি সকলের বন্দনীয়, সকলের ঈশ্বরী এবং ব্রহ্মা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র কর্তৃক সংস্তুতা। হে দেবি ! তুমি নিরন্তর প্রভূজ্ঞাচেষ্টে অবস্থান করিয়া থাক ।

ঈশ্বরাক্ষাসনগতা শঙ্করেচ্ছামুবর্তিনী ।

সর্বাস্তিসমুদ্রপরিশোধিণী পদ্মধারিণী ॥

হে দেবি ! তুমি ঈশ্বরের সহিত একাসনে উপবেশন করিয়া তাঁহার
অঙ্কাসন হরণ করিয়াছ ; তুমি শঙ্করের ইচ্ছামুগামিনী হইয়া থাক । তুমি
পদ্মধারিণী এবং তোমার প্রসাদেই সকলের দুঃখরূপ সমুদ্র শোধন হইয়া
থাকে ।

মহেশ্বররতা দেবি পার্শ্বতী শৈলভূহিতা ।

সকৃদ্বিভাতা গুণাঢ্যা পরানন্দপ্রদায়িনী ॥

হে দেবি ! তুমি নিরন্তর শঙ্করের প্রতি আসক্তা থাক, তুমিই
শৈলভূহিতা পার্শ্বতী নামে পরিচিতা, তুমি সকৃদ্বিভাতা ও গুণসম্পন্ন।
হে দেবি ! তোমার প্রসাদেই পরমানন্দলাভ হইয়া থাকে ।

যোগজা সাবিত্রী যে গ্যা জ্ঞানমূর্ত্তিবিকাশিনী ।

কমলা শ্রীলক্ষ্মী গঙ্গা অনন্তোরসি সংস্থিতা ॥

হে দেবি ! তুমিই যোগজা, সাবিত্রী, যোগা, কমলা, শ্রী, লক্ষ্মী ও
গঙ্গা নামে পরিকীৰ্ত্তিতা । তুমি জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিতে প্রতিভাতা হও, তুমি
অনন্তের বক্ষঃস্থলে অবস্থিতি করিয়া থাক ।

সরোজনিলয়া যোগনিদ্রাসুরদিমদ্দিনী ।

সরস্বতী সর্ববিজ্ঞা জগজ্জ্যাষ্ঠা স্তম্ভলা ॥

তুমি সরোজবাসিনী, তুমিই যোগনিদ্রা, তুমি অহরহগণকে বিমর্দন
করিয়া থাক এবং তুমিই সরস্বতী, সৰ্ববিদ্যা, জগজ্জোষ্ঠা ও স্মৃৎসনা নামে
পরিচীর্ণিতা ।

বাগ্‌দেবী বরদা বাচ্যা কীর্ত্তিঃ সৰ্বার্থনাথিকা ।

যোগেশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা মহাবিদ্যা স্ত্রশোভনা ॥

তুমি বাগ্‌দেবী, বরদা, বাচ্যা, কীর্ত্তি, সৰ্বার্থনাথিকা, যোগেশ্বরী,
ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা ও স্ত্রশোভনা নামে পরিগণিতা ।

গুহ্যবিদ্যাঅবিদ্যা চ ধর্ম্মবিদ্যাঅভাবিতা ।

স্বাহা বিশ্বস্তরা দিক্‌কিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ শ্রুতিঃ ॥

হে দেবি ! তুমিই গুহ্যবিদ্যা, আত্মবিদ্যা ও ধর্ম্মবিদ্যা স্বরূপা । তুমি
আত্মভাবিতা এবং তুমিই স্বাহা, স্বধা, দিক্‌কি, মেধা, ধৃতি, শ্রুতি ও বিশ্বস্তরা
নামে প্রথিতা ।

স্বনীতিঃ স্মৃতির্নীর্ত্তির্মাধবী নরবাহিনী ।

পুজ্যা বিভাবতী সৌম্যা ভোগিনী ভোগশায়িনী ॥

তুমি স্বনীতি, স্মৃতি, নীতি, মাধবী, নরবাহিনী, পুজ্যা, বিভাবতী,
সৌম্যা, ভোগিনী ও ভোগশায়িনী এই সকল নাম ধারণ করিয়াছ ।

শোভা শঙ্করী লোলা চ মালিনী পরমেষ্ঠিনী ।

ত্রৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী ॥

তুমিই শোভা অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে কিছু শোভা দৃষ্ট হয়, তুমি তৎস্বরূপিনী সন্দেহ নাই। তুমি শঙ্করী, তুমি চঞ্চলা, তুমি মালিনী অর্থাৎ দিব্য মাল্যধারিণী, তুমি পরমেষ্ঠিনী, ত্রিলোকমধ্যে সর্বাপেক্ষা কাস্তিমতী তুমি রম্যা, স্তম্বরী ও কামচারিণী।

মহানুভাবা সস্বস্থা মহামহিমমর্দিনী।

পদ্মনাভা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাজ্জদা ॥

তুমি মহানুভাবা অর্থাৎ তোমার হৃদয়ত অমুভব অতীব মহৎ, তুমি সস্বস্থা অর্থাৎ সস্বগুণে অধিষ্ঠিতা, তুমি মহামহিমমর্দিনী, তুমি পদ্মনাভা ও পাপবিনাশিনী। তোমার শিরোপরি বিচিত্র মুকুট ও বাহুদেশে অজস্র বিরাজমান রহিয়াছে।

কাস্তা চিত্রাস্বরধরা দিব্যাভরণভূষিতা।

হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসৃষ্টিবিবর্দ্ধিনী ॥

তুমি কাস্তা অর্থাৎ তোমার রূপ অতীব কমনীয়, তোমার পরিধান বিচিত্র অশ্বর, তুমি দিব্য আভরণে বিভূষিতা রহিয়াছ, তুমিই হংসবীজ-স্বরূপিনী, শূন্যমার্গ তোমার নিলয় এবং তোমা হইতেই জগতের সৃষ্টিবর্দ্ধন হইতেছে।

নিয়ন্ত্রী যন্ত্রমধ্যস্থা নন্দিনী ভক্তকালিকা।

আদিত্যবর্ণা কোবেরী ময়ূরবরবাহনা ॥

তুমি বিশ্বস্ত ভূতগ্রামের নিয়ন্ত্রী, তুমি যন্ত্রমধ্যস্থা, নন্দিনী ও ভক্তকালী নামে অভিহিতা। তোমার বর্ণ আদিত্যের স্তায় সমুজ্জল, তুমি কোবেরী ও ময়ূরবাহনে অধিষ্ঠিতা।

বৃষাসনগতা গৌরী মহাকালী সুরার্চিতা ।

অদিতিনিয়তা রৌদ্রা পদ্মগর্ভা বিবাহনা ॥

হে দেবি ! তুমি বৃষাসনে অধিষ্ঠান করিয়া থাক ; তুমিই গৌরী ও তুমিই মহাকালী ; দেবগণ তোমার অর্চনা করিয়া থাকেন এবং তুমিই অদিতি, নিয়তা, রৌদ্রা, পদ্মগর্ভা ও বিবাহনা নামে পরিকীর্ণিতা ।

বিক্রপাক্ষী লেলিহানা মহাসুরবিনাশিনী ।

মহাকলানবদ্যাক্ষী কামরূপা বিভাবরী ॥

হে মাতঃ ! তুমি বিক্রপাক্ষী, লেলিহানা, মহাকলা, অনবদ্যাক্ষী, কামরূপা ও বিভাবরী নামে অভিহিতা হও । তুমি অসংখ্যা অসংখ্যা মহাসুরের নিপাতসাধন করিয়াছ ।

বিচিত্ররত্নমুকুট প্রণতাতিপ্রভঞ্জনী ।

কৌশিকী কর্ণণী রাত্রিদ্বেদশার্ভিণী ॥

হে দেবি ! তোমার মস্তকে বিচিত্র রত্নমুকুট বিরাজিত রহিয়াছে, তুমি প্রণতজনের হৃৎখবিন্দুৎগ করিয়া থাক, তুমি কৌশিকী ও কর্ণণী নামে অভিহিতা ; তুমিই রাত্রিদ্বেদশার্ভিণী, তোমার প্রসাদেই ত্রিদশগণের হৃৎখবিন্দুৎগ হইয়া থাকে ।

বহুরূপা সুরূপা চ বিকল্পা রূপবর্জিতা ।

ভক্তার্তিশমনী ভব্যা ভবতাপবিনাশিনী ॥

তুমি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাক ; তুমি কখন স্কন্ধা, কখন
বিক্রাণা এবং কখন বা রূপহীন হইয়া থাক ; তুমি কল্যাণকারিণী ও
ভবতাপবিধ্বংসিনী সন্দেহ নাই।

নিষ্ঠুরা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপত্রপা ।

তপস্বিনী নামগীতিভবাক্ষনিসয়ালয়া ॥

হে দেবি ! তুমি নিষ্ঠুরা অর্থাৎ সত্বাদি গুণত্রয়ের অতীতা, তুমি
নিত্যবিভবা অর্থাৎ সর্বদাই বিভবসম্পন্ন, তুমি নিঃসারা, নিরপত্রপা,
তপস্বিনী ও সামগীতিস্বরূপিণী। তুমি শঙ্করের অঙ্কে অবস্থান করিয়া
থাক, কোন কালেও তোমার লয় নাই।

দীক্ষা বিজ্ঞাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রবিনিপাতিনী ।

সর্বশাস্ত্রাণ্যমিতা সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥

তুমিই দীক্ষাস্বরূপা, তুমি বিজ্ঞাধরী, তুমি দীপ্তা অর্থাৎ সর্বদা
দীপ্তিসম্পন্ন, তুমি মহেন্দ্রবিনিপাতিনী অর্থাৎ তোমা হইতেই যথাকালে
ইন্দ্রের পতন হইয়া থাকে, তুমি সকলকে অতিক্রম পূর্বক অবস্থিতা, তুমি
বিশ্বা ও সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী।

অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যসিদ্ধা নিরাময়া ।

কামধেনুবৃহদগর্ভা ধীমতী মোহনাশিনী ॥

তুমি অকলঙ্কা অর্থাৎ তোমাতে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক নাই ; তুমি নিরাধারা
অর্থাৎ তোমার আধার কেহই হইতে পারে না, তুমিই সকলের আধার ;

তুমি নিতাসিদ্ধা, নিরাময়া, কামধেনুস্বরূপিণী, বৃহদগর্তী, ধীমতী ও
মোহবিনাশিনী ।

নিঃসংকল্পা নিরাতঙ্কা বিনয়া বিনয়প্রিয়া ।

জ্বালামালা সহস্রাচ্ছা দেবদেবী মনোমুখী ॥

তুমি নিঃসংকল্পা অর্থাৎ তোমার অন্তর বাসনাশূন্য, তুমি নিরাতঙ্কা
অর্থাৎ তোমার হৃদয়ে আতঙ্কের লেশমাত্রও নাই, তুমি বিনয়া, বিনয়প্রিয়া,
জ্বালামালা, সহস্রাচ্ছা, দেবদেবী ও মনোমুখী বলিয়া অভিহিতা ।

মহাভাগ্যবতী দুর্গা বাহুদেবসমুদ্ভবা ।

মহেন্দ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরা বরা ।

তুমি মহাভাগ্যবতী, তুমি দুর্গা নামে পরিকল্পিতা, তোমা হইতেই
বাহুদেবের উদ্ভব হইয়াছে, তুমিই মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের ভাগিনীরূপে
অবতীর্ণা হইয়া থাক, একমাত্র ভক্তি দ্বারাষ্ট তোমাকে লাভ করা যায়,
তুমি সকলেরই শ্রেষ্ঠা ও সকলের অতীতা ।

চিত্তোজ্জ্বলা জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ ।

দক্ষিণা যজ্ঞদীক্ষা চ সর্বভূতনামস্কৃতা ॥

তুমি মনের হুজুর্জ্বলা, জরার অতীতা, বেদান্তের প্রতিপাদ্য এবং তুমিই
অখিলের একমাত্র গতিস্বরূপা । তুমিই দক্ষিণা, তুমিই যজ্ঞের দীক্ষা ।
তুমি সর্বভূত কর্তৃক নমস্কৃতা ।

যোগমায়া বিভাগজ্ঞা মহামোহা গরীয়সী ।

সন্ধ্যা সর্বসমুদ্ভুতিব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়া শুভা ॥

তুমি যোগমায়া, বিভাগজ্ঞা, মহামোহা, গরীয়সী ও সন্ধ্যা নামে অভিহিতা। তোমা হইতেই সকলের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমিই ব্রহ্মবিদ্যার একমাত্র আশ্রয় ও কলাপকারিণী।

ক্ষান্তিঃ প্রজ্ঞা সন্ধিং চিস্তির্মহাশক্তির্মহামতিঃ ।

বিকৃতিঃ শাকরী শাস্তির্মহাভোগীন্দ্রশায়িনী ॥

হে দেবি! তুমি ক্ষান্তি, তুমি প্রজ্ঞা, তুমি সন্ধিং, তুমি চিস্তা, তুমি মহাশক্তি, তুমি মহামতি, তুমি বিকৃতি, তুমি শাকরী, তুমি শাস্তি এবং তুমিই মহাভোগীন্দ্রোপরি শয়ন করিয়া থাক।

বৈশ্বানরী মহালক্ষ্মীর্গণগন্ধর্বসেবিতা ।

মহারাত্রিঃ শিবানন্দা মহাসেনা গুহপ্রিয়া ॥

হে মাতঃ! তুমি বৈশ্বানরী, মহালক্ষ্মী, মহারাত্রি, শিবানন্দা মহাসেনা ও গুহপ্রিয়া নামে প্রথিতা। প্রমথগণ ও গন্ধর্বেরা নিরন্তর তোমার সেবা করিয়া থাকে।

ঐভ্যা পূজ্যা জগদ্ধাত্রী শচী দুঃস্বপ্ননাশিনী ।

গুহাস্থিকা হব্যবাহা দুর্কিবনেয়া সুরূপিণী ॥

হে দেবি ! তুমি সকলের স্তুত্যা ও পূজা ; তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি
শচীশরূপা, তোমার রূপার দুঃস্বপ্ন বিনাশপ্রাপ্তি হয়, তুমি গুহা, অম্বিকা,
হব্যবাহা, দুর্ধিনেয়া ও সুরূপিণী নামে অভিহিতা ।

মরুৎসুতানন্তরাগা হব্যবাহসমুদ্ভবা ।

জগন্মাতা জন্মমৃত্যুজরাতিগা তরস্বিনী ॥

তুমি মরুৎসুতা, অনন্তরাগা, হব্যবাহসমুদ্ভবা, জগন্মাতা ও তরস্বিনী
বলিয়া বিখ্যাতা ; তুমি জন্ম, মৃত্যু ও জরাকে অতিক্রম পূর্বক অবস্থিতি
করিতেছ ।

বুদ্ধিমাতা বুদ্ধিমতী পুরুষাস্তরবাসিনী ।

সমাধিস্থা ত্রিনেত্রা চ সর্বভূতহৃদি স্থিতা ॥

তুমি বুদ্ধির জননী অর্থাৎ তোমা হইতেই বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে,
তুমি বুদ্ধিমতী, পুরুষাস্তরবাসিনী, সমাধিস্থিতা, ত্রিনয়না ও সর্বভূতের
হৃদয়ে অধিষ্ঠিতা ।

সংসারতারিণী বিজ্ঞা সৰ্বেন্দ্রিয়মনোরমা ।

ব্রহ্মাণী বৃহতী ব্রাহ্মী ব্রহ্মভূতা হিরণ্যমী ॥

হে মাতঃ ! তুমিই লোকসকলকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া
থাক, তুমি বিজ্ঞাশরূপিণী সৰ্বেন্দ্রিয়মনোরমা, ব্রাহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মী,
ব্রহ্মভূতা ও হিরণ্যমী ।

সুমালিনী সুরূপা চ সংসারপরিবর্তিকা।

উন্মোলনী সূসৌম্যা চ সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিনী ॥

হে দেবি ! তুমি সুমালিনী, উন্মোলনী, সূসৌম্যা ও সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিনী ।
তোমা দ্বারাই অহরহঃ সংসারের পরিবর্তন সংঘটিত হইতেছে ।

‘তত্ত্বশুদ্ধিকরী শুদ্ধিভাবিনী হারিনী প্রভা ।

জগৎপ্রিয়া চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা ॥

তুমিই ‘তত্ত্বশুদ্ধি করিয়া থাক, তুমিই শুদ্ধিস্বরূপা, তুমি ভাবিনী,
হারিনী, প্রভা, জগৎপ্রিয়া ও চন্দ্রবদনা নামে পরিচিতা । হে দেবি !
তোমার চিত্ত নিরন্তর তাণ্ডবে সমাসক্ত ।

জগন্মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিঃ চ মলত্রয়বিনাশিনী ।

নিরাহারা চন্দ্রহস্তা নিরাশ্রয়ামৃতাত্ময়া ॥

হে মাতঃ ! তুমি জগন্মূর্ত্তি অর্থাৎ এই জগৎ তোমারই মূর্ত্তিভেদ, তুমি
ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ স্ব স্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনরূপে বিরাজ করিয়া থাক,
তোমার কৃপাতেই মলত্রয় বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তুমি নিরাহারা, অর্থাৎ তুমি
কিছুমাত্র ভোজন কর না, তুমি কিছুই আশ্রয়পূর্ব্বক অবস্থিতা নহ এবং
অমৃত তোমাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ।

পরাবরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্ব্বজ্ঞা ;

বিচিত্রাক্ষী শ্রুগিনী চ বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া শুভা ॥

হে দেবি! তুমি পরাবরবিধান বিদিতা আছ, তু'ম মহাপুরুষের
আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার নয়ন বিচক্স, তু'ম মালাধারিণী
এবং বিবেচকের প্রিয়তমা ।

বিজ্ঞাধরী সহস্রাক্ষী বিদ্যাজ্জিহ্বা জিতাশ্রয়া ।

সৌদামিনী সন্তুষ্টা চ সহস্রবদনাত্মজা ॥

হে মাতঃ! তুমি বিজ্ঞাধরী, তু'ম সহস্রলোচনা, তু'ম বিদ্যাজ্জিহ্বা,
তুমি জিতাশ্রয়া, তু'মই সৌদামিনী, তু'ম সবুগ্গণ আধষ্টিণী এবং তুমিই
সহস্রবদনের আত্মজা বলিয়া পরিগণিতা ।

ক্ষালিনী মুগ্ধায়ৈ ব্যাপ্তা তেজসী পদ্মবোধিকা ।

সহস্ররশ্মির্মাতা চ মহাদেবমনোরমা ॥

তুমি ক্ষালিনী, মুগ্ধায়ৈ, ব্যাপ্তা, তেজসী, পদ্মবোধিকা, সহস্ররশ্মি ও
মাতা নামে প্রথিতা । তুমি মহাদেবের মনোমোহিনী প্রিয়তমা ।

ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চেকিতা শমিতপ্রভা ।

মহামায়াশ্রয়া বীরেশ্বরী চ শোকনাশিনী ॥

তুমি ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা, চেকিতা, শমিতপ্রভা, ও বীরেশ্বরী নামে
প্রথিতা ; মহামায়া তোমাকে আশ্রয় পূরক অবাস্থতি করিতেছেন, তুমি
ভক্তের শোক বিনাশ করিয়া থাক ।

বিমানস্থা বিশোক্য চ নলিনী পদ্মভামিনী ।

সদানন্দা সদাকীর্তিঃ সর্বভূতাশ্রয়স্থিতা ॥

তুমি বিমানে অবস্থিতা থাক, তোমাতে শোকের সম্ভাবনা নাই, তুমি
নলিনী ও পদ্মভামিনী নামে প্রথিতা, তুমি সদানন্দময়ী, তুমি সদাকীৰ্ত্তি
এবং সৰ্বভূতের আশ্রয়ে সংস্থিতা ।

অনাহতা কুণ্ডলিনী ব্রহ্মকলা কলাতীতা ।

বাগ্‌দেবতা ব্যোমশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ পরা গতিঃ ॥

হে দেবি ! তুমিই অনাহতপদ্ম ও কুণ্ডলিনী স্বরূপিণী, তুমি
ব্রহ্মকলা ও কলার অতীতা ; তুমিই বাগ্‌দেবী, তুমিই ব্যোমশক্তি, তুমিই
ক্রিয়াশক্তি এবং তুমি পরমাগতি ।

জ্ঞানশক্তিস্ত্ব স্বং দেবি ক্ষোভিকা বন্ধিকা তথা ।

ভেদাভিন্না ভিন্নস্থানা ভেদাভেদবিবৰ্জিতা ॥

হে জননি ! তুমি জ্ঞানশক্তিরূপিণী, তুমি ক্ষোভিকা বন্ধিকা, ভেদা
ভিন্না, ভিন্নসংস্থানা ও তুমিই ভেদাভেদপরিবৰ্জিতা ।

গুহ্যশক্তিগুণাতীতা বশিনী বংশহারিণী ।

সকলা ভগিনী দেবি সৰ্বদা সৰ্ব্বতোমুখী ॥

হে দেবি ! তুমি গুহ্যশক্তিস্বরূপা, তুমি ত্রিগুণের অতীতা, তুমি
জিতেজিয়া, তুমি বংশহারিণী, তুমি সম্পূর্ণা, ঐশ্বর্যশালিনী, সৰ্ব্বপ্রদায়িনী
ও সৰ্ব্বতোমুখী ।

প্রক্রিয়া যোগমাতা চ কালিকা কলিহারিশী ।

বিশ্বেশ্বরেশ্বরী দেবি কমলাভা কলান্তরা ॥

হে দেবি ! তুমি প্রক্রিয়া, তুমি যোগমাতা, তুমি কালিকা, তুমি কলহ-
নাশিনী, তুমি বিশ্বেশ্বরের ঈশ্বরী, তুমি পদ্মবর্ণা ও কলান্তরূপিণী ।

পুষ্করিণী পুণ্যা ভোক্ত্রী পুরন্দরপুরঃসরা ।

কপিল। পোষণী কাস্তা পরমৈশ্বর্যভূতিদা ॥

হে মাতঃ ! তুমি পুষ্করিণী, পুণ্যা, ভোক্ত্রী, পুরন্দরপুরঃসরা, কপিল,
পোষণী, কাস্তা এই সকল নামে কীৰ্তিত হইয়া থাক । হে দেবি !
তোমার প্রসাদে পবন ঐশ্বর্য ও বিভূতি লাভ হইয়া থাকে ।

ধর্মোদয়া ভাগ্যবতী পরমার্থার্থনিগ্রহা ।

মনোরমা মনোরস্কা যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা ॥

তুমি ধর্মোদয়া অর্থাৎ ধর্মময় হইয়াই তোমার উদয় হইয়াছে, তুমি
ভাগ্যবতী, তুমি পরমার্থস্বরূপীণী, তুমি অর্থনিগ্রহা অর্থাৎ অর্থ তোমাকে
বশীভূত করিতে পারে না, বরং অর্থ তোমার নিকট বশীভূত হইয়াছে ।
তুমি মনোরমা, মনোরস্কা, তুমি যোগীজনের জ্ঞেয় এবং মনের দ্বার
বেগবতী ।

বেদশক্তির্বেদমাতা তাপসী বেদরূপিণী ।

যোগেশ্বরেশ্বরী মায়ী বেদবিজ্ঞাপ্রকাশিনী ॥

হে দেবি ! তুমি বেদশক্তিস্বরূপা, তুমি বেদজমনী, তুমি বেদস্বরূপিণী,
তুমি তাপসী, তুমি বোগেশ্বরেরও ঈশ্বরী, তুমি মায়া এবং তোমা হইতেই
বেদবিজ্ঞা প্রকাশিত হইয়াছে ।

বিশ্বাবস্থা বিয়ম্মুক্তির্মহাশক্তির্মনোময়ী ।

কিন্নরী সুরভী বিজ্ঞা বিদ্যাম্বালা বিহারসী ॥

তুমি বিশ্বাবস্থা, বিয়ম্মুক্তি, মহাশক্তি, মনোময়ী, কিন্নরী, সুরভী, বিজ্ঞা,
বিদ্যাম্বালা ও বিহারসী নামে অভিহিতা ।

ভারতী পরমানন্দা বন্দিনী নন্দবল্লভা ।

সর্বপ্রহরণোপেতা পরাপরবিভেদিকা ॥

হে দেবি ! তুমিই ভারতী অর্থাৎ তুমি বাণীস্বরূপা, তুমি পরমানন্দময়ী
তুমি সকলের বন্দনীয়, তুমি নন্দের প্রিয়া, তুমি সর্বপ্রহরণোপেতা অর্থাৎ
যাবতীর অন্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্রী এবং তুমিই পরাপরবিভেদিকা অর্থাৎ
তুমিই পরাপর ভেদ করিয়া থাক ।

অচিন্ত্যা অনন্তবিভবা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী ।

কুস্মাণ্ডী ধনরত্নাঢ্যা ভূলেখা কনকপ্রভা ॥

হে দেবি ! তুমি অচিন্তনীয়; অনন্তবিভবা, কাম্যা, কামেশ্বরেশ্বরী,
কুস্মাণ্ডী, ধনরত্নাঢ্যা, ভূলেখা ও কনকপ্রভা নামে পরিকীৰ্ত্তিতা ।

ত্রিবিক্রমপদোদ্ধৃতা স্নগন্ধা গন্ধদারিনী ।

সুদ্বল্লভা ধনাধ্যক্ষা ধনুস্পাণিঃ শিবোদয়া ॥

তুমি ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতা, সুগন্ধপূর্ণা, গন্ধবায়িনী, সুহৃৎভা, ধনাধায়ক,
ধনুস্পাদি ও শিবোদয়া ।

শাস্তিঃ প্রভাবতী দীপ্তিধন্যা পিত্তললোচনা ।

আত্মাত্মঃ কমলোদ্ভূতা পঙ্কজায়তলোচনা ॥

তুমি শাস্তিধরপিত্তী, তুমি প্রভাবতী, তুমি দীপ্তি, তুমি ধন্যা, তুমি
পিত্তললোচনা, তুমি আত্মাত্ম অর্থাৎ সকলের আদিতে তুমি অবতীর্ণ
হইয়াছ, তুমি কমলোদ্ভূতা অর্থাৎ কমল হইতে তোমার উৎপত্তি হইয়াছে ।
হে দেবি ! তোমার নেত্র পদ্মপত্রবৎ আয়ত ।

সংক্রিয়া গিরিশা শুদ্ধিগোমাতা চ রণপ্রিয়া ।

ভূর্গা কাত্যায়নৌ চণ্ডী নিত্যপুষ্টা নিরস্তরা ॥

তুমি সংক্রিয়া, গিরিশা, শুদ্ধিধরপা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, ভূর্গা,
কাত্যায়নৌ, চণ্ডী, নিত্যপুষ্টা ও নিরস্তরা নামে অভিহিতা ।

হিরণ্যবর্ণা জগতী চর্চ্চিতাক্ষী হ্রবিগ্রহা ।

মন্দরাজিনিবাসা চ জগদ্ব্যস্ত্রপ্রবর্তিকা ॥

হে দেবি ! তুমি হিরণ্যবর্ণা, জগতী, চর্চ্চিতাক্ষী, হ্রবিগ্রহা, মন্দরাজি-
নিবাসা ও জগদ্ব্যস্ত্রপ্রবর্তিকা এই সকল আখ্যায় কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাক ।

রত্নমালা রত্নগর্ভা গরহা স্বর্ণমালিনী ।

পদ্মনাভা পদ্মনিভা পুষ্টিবিশ্বপ্রমাধিনী ॥

হে মাতঃ ! রত্নমালা, রত্নগর্ভা, গরহা, স্বর্ণমালিনী, পদ্মনাভা, পদ্মনিভা, পুষ্টি ও বিশ্বপ্রমাথিনী এই সকলই তোমার নাম ।

ধ্বস্তী চ ছুপ্রকম্প্যা নিত্যরুষ্টামৃতোদ্ভবা ।

মহেন্দ্রভগিনী সৌম্যা সূর্য্যমাতা দৃষদ্বতী ॥

তুমি ধ্বস্তী, ছুপ্রকম্প্যা, নিত্যরুষ্টা, অমৃতোদ্ভবা, মহেন্দ্রভগিনী, সূর্য্যমাতা ও দৃষদ্বতী নাম ধারণ করিয়াছ ।

কল্যাণী কমলাবাসা বরেণ্যা বরদায়িকা ।

বাত্যামরেশ্বরী বিত্তা পঞ্চচূড়া বরপ্রদা ॥

হে মাতঃ ! তুমি কল্যাণী, কমলাবাসা, বরেণ্যা, বরদায়িকা, বাত্যা, অমরেশ্বরী, বিত্তা, পঞ্চচূড়া, ও বরপ্রদা নামে পরিকীর্ণিতা ।

কালরাত্রিমহাবেগা দুর্জয়া দুর্ভতিক্রমা ।

ভক্তকালী জগন্মাতা বীরভক্তপ্রিয়া হিতা ॥

হে দেবি ! তুমি কালরাত্রি, মহাবেগা, দুর্জয়া, দুর্ভতিক্রমা, ভক্তকালী, জগন্মাতা, বীরভক্তপ্রিয়া ও হিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাক ।

করাল পিঙ্গলাকারা ভক্তভক্তপ্রদায়িনী ।

যশস্বিনী যশোদাত্রী কামভেদা মহান্বনা ॥

হে মাতঃ ! তুমি করাল, পিঙ্গলাকারা, ভক্তভক্তপ্রদায়িনী, যশস্বিনী, যশোদাত্রী, কামভেদা ও মহান্বনা নামে অভিহিতা ।

শঙ্খিনী পদ্মিনী সাংখ্যা ষড়ধ্বপরিবর্তিকা ।

চৈত্রা সম্বৎসরাক্রতা সাংখ্যযোগপ্রবর্তিকা ॥

তুমি শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সাংখ্যা, ষড়ধ্বপরিবর্তিকা, চৈত্রা, সম্বৎসরাক্রতা
ও সাংখ্যযোগপ্রবর্তিকা নামে কীৰ্ত্তিতা ।

ভুজারিঃ খেচরী স্বহা জগৎসংপূর্ণা ধ্বজা ।

খগধ্বজাংশগাক্রতা কমুগ্রীবা কলিপ্রিয়া ॥

হে মাতঃ ভুজগণ তোমাকে ভুজারি, খেচরী, স্বহা, জগৎসংপূর্ণা,
ধ্বজা, খগধ্বজা, অংশগাক্রতা, কমুগ্রীবা ও কলিপ্রিয়া এই সকল নামে
কীৰ্ত্তন করিয়া থাকে ।

ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া বারাহী ভগমালিনী ।

গণাগ্রণী চ জয়ন্তী বিরক্তা গরুড়াসনা ॥

তুমি ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া, বারাহী, ভগমালিনী, গণাগ্রণী, জয়ন্তী, বিরক্তা
ও গরুড়াসনা নামে অভিহিতা হইয়া থাক ।

সকলসিদ্ধা সাম্যাহা সৰ্ববিজ্ঞানদায়িনী ।

কলিকল্পবহনো চ গুহোপনিষদুত্তমা ॥

হে দেবি ! তুমি সকলসিদ্ধা, সাম্যাহা, সৰ্ববিজ্ঞানদায়িনী, কলিকল্পবহনো,
ও উত্তমা নামে অভিহিতা এবং তুমি গুহ উপনিষৎস্বরূপ ।

নিষ্ঠা দৃষ্টিঃ স্মৃতির্ব্যাপ্তিঃ পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্রিয়াবতী ।

বিশ্বামরেশ্বরেশানা ভুক্তিমুক্তিঃ শিবামৃতং ॥

তুমিই নিষ্ঠা, তুমিই দৃষ্টি, তুমিই স্মৃতি, তুমিই ব্যাপ্তি, তুমিই পুষ্টি, ।
তুমিই তুষ্টি, তুমিই ক্রিয়াবতী, তুমি বিশ্বা, তুমি অমরেশ্বরেরও ঈশানী,
তুমিই ভুক্তি, তুমিই মুক্তি, তুমি শিবা এবং তুমিই অমৃত।

লোহিতা সর্পমালা চ ভীষণা বনমালিনী ।

অনন্তশয়নানন্তা নরনারায়ণোদ্ভবা ॥

তুমি লোহিতা, সর্পমালা, ভীষণা, বনমালিনী, অনন্তা ও
নরনারায়ণোদ্ভবা নামে কীর্তিতা ।

নৃসিংহী দৈত্যমথনী শঙ্খচক্রগদাধরা ।

সঙ্কর্ষণী সমুৎপত্তিরম্বিকাপদসংশ্রয়া ॥

হে দেবি! তুমি নৃসিংহী, দৈত্যমথনী, শঙ্খচক্রগদাধরা, সঙ্কর্ষণী,
সমুৎপত্তি ও অম্বিকাপদসংশ্রয়া নামে প্রথিতা ।

মহাজালা মহাভূতিঃ স্মৃতিঃ সর্বকামধুক্ ।

শুভ্রা সৌরী চ স্তম্বনৌ ধর্ম্যকামার্থমোক্ষদা ॥

তুমি মহাজালা, মহাভূতি, স্মৃতি, সর্বকামধুক্, শুভ্রা, সৌরী, স্তম্বনৌ
ও সর্বকামার্থমোক্ষদা নামে অভিহিতা হইয়া থাক ।

ক্রমধ্যনিলয়া পূর্বা পুরাণপুরুষারণিঃ ।

মহাবিকৃতিদা মধ্যা সরোজনয়না সমা ॥

ক্রমধানিলয়া, পূর্বা, পুরাণপুরুষারণি মহাবিভূতিদা, মধ্যা,
সরোজনয়না ও সমা, তোমাকে এই সকল নামে কীর্তন করা যায় ।

অষ্টাদশভূজানাথ! নীলোৎপলদলপ্রভা ।

বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা ধর্ম্যাধর্ম্যবিবর্জিতা ॥

হে দেবি! তুমি অষ্টাদশভূজা, অনাত্মা, নীলোৎপলদলপ্রভা,
বৈরাগ্যজ্ঞাননিরতা ও ধর্ম্যাধর্ম্যবিবর্জিতা নামে অভিহিতা হইয়া থাক ।

সর্বশক্তির্নিরালোকা নিরিস্রিয়া স্থানেশ্বরী ।

বিচিত্রগহনাধারা শাস্ততস্থানবাসিনী ॥

তুমি সর্বশক্তিস্বরূপিণী, তুমি নিরালোকা অর্থাৎ তোমা অপেক্ষা দীপ্তি
আর কাহারও লক্ষিত হয় না ; তুমি নিরিস্রিয়া, স্থানেশ্বরী, বিচিত্রগহনা-
ধারা এবং তুমি শাস্ততস্থানবাসিনী অর্থাৎ তুমি নিত্যাধামে বিরাজিতা
রহিয়াছ ।

নিরানন্দাসনারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী ।

অশেষদেবতামূর্তি-দেবতা বরদেবতা ॥

তুমি নিরানন্দা, আসনারূঢ়া, ত্রিশূলবরধারিণী, অশেষদেবতামূর্তি,
দেবতা ও বরদেবতা বলিয়া অভিহিতা ।

গণাঙ্গিকা গিরিপুত্রী নিমুস্তবিনিপাতিনী ।

অবর্ণা বর্ণরহিতা ত্রিবর্ণা জীবসমুদা ॥

হে দেবি ! তুমি গণাধিকা, গিগিপুত্রী, নিমন্তবিনিপাতিনী, অবর্ণা-
বর্ণরহিতা, জিবর্ণা ও জীবসত্ত্বা নামে পরিকীৰ্ত্তিতা ।

অন্যস্থানস্তুবর্ণা চ শঙ্কর্যননুমানসা ।

অগোত্রা গোমতী গোপ্ত্রী গুহরূপা গুণাস্তরা ॥

তুমি অন্যস্থা, অনস্তুবর্ণা, শঙ্করী, অননুমানসা, অগোত্রা, গোপ্ত্রী,
গুহরূপা ও গুণাস্তরা নামে অভিহিতা ।

গোনী গব্যপ্রিয়া গোপী গণেশ্বরনমস্কৃতা ।

সত্যভামা সত্যসন্ধা ত্রিসন্ধা সন্ধিবর্জিতা ॥

হে মাতঃ ! তোমাকে সকলে গোনী, গব্যপ্রিয়া, গোপী, গণেশ্বর
নমস্কৃতা, সত্যভামা, সত্যসন্ধা, ত্রিসন্ধা ও সন্ধিবর্জিতা এই সকল নামে
আহ্বান করিয়া থাকে ।

সর্ক্বাচ্যাপ্রয়া সাংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা ।

অসংখ্যোপ্রমোয়াখ্যা শূন্তশুদ্ধকুলোদ্ভবা ॥

হে দেবি ! তুমি সর্ক্বাচ্যাপ্রয়া, সাংখ্যা, সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা,
অসংখ্যোপ্রমোয়াখ্যা, শূন্তশুদ্ধকুলোদ্ভবা এই সকল নাম ধারণ কর ।

বিন্দুনাথসমুৎপত্তিঃ শত্ভুরথা শশিপ্রভা ।

পিশঙ্গাকী মনোজ্ঞা চ অভেদা মধুসূদনী ॥

হে দেবি ! তুমি বিন্দুনাথসমুৎপত্তি, শত্ভুরথা, শশিপ্রভা, পিশঙ্গাকী,
মনোজ্ঞা, অভেদা ও মধুসূদনী নামে অভিহিতা ।

মহাশ্রীঃ শ্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা ।

ত্রিতত্ত্বমাতা ত্রিবিধা সূসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া ॥

তুমি মহাশ্রী, শ্রীসমুৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতত্ত্বমাতা, ত্রিবিধা
ও সূসূক্ষ্মপদসংশ্রয়া নামে কীর্তিতা হইয়া থাক ।

শাস্ত্রাতীতা মালাতীতা নির্বিকারা নিরাশ্রয়া ।

শিবাখ্যা চিত্তানিলপা শিবজ্ঞানস্বরূপিণী ॥

হে দেবি ! তুমি শাস্ত্রা, অতীতা, মালাতীতা, নির্বিকারা, শিবাশ্রয়া,
শিবাখ্যা, চিত্তানিলপা ও শিবজ্ঞানস্বরূপিণী এই সকল নামে অভিহিতা ।

কাশ্যপী কালকর্ণিকা দৈত্যদানবমাথিনী ।

শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামূর্তিঃ চতুর্বর্গপ্রদর্শিকা ॥

হে মাতঃ ! তুমি কাশ্যপী, কালকর্ণিকা, দৈত্যদানবমাথিনী,
শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্তি ও চতুর্বর্গপ্রদর্শিকা নামে প্রাথিতা ।

‘নারায়ণী নরোৎপত্তিঃ কোমুদৌ লিঙ্গধারিণী ।

কামুকী কলিতাভাবা পারাবারবিভূতিদা ॥

হে মাতঃ ! তুমি নারায়ণী, নরোৎপত্তি, কোমুদৌ, লিঙ্গধারিণী, কামুকী,
কলিতাভাবা ও পারাবারবিভূতিদা এই সকল নামে পরিকীর্তিতা হইয়া থাক ।

পরাজ্জাতমহিমা বড়বা বামালোচনা ।

সুভদ্রা দেবকী সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা ॥

তুমি পরাক্রান্তমহিমা তুমি বড়বা, তুমি বামলোচনা, তুমি স্তভদ্রা,
তুমি দেবকী, তুমি সীতা এবং তুমি বেদবেদাঙ্গপারগা ।

মনস্বিনী মন্যুমাতা মহামন্যুসমুদ্ভবা ।

অমন্যুরমৃতাস্বাদা পুরুহুতা পুরুষ্টদা ॥

হে দেবি ! তোমাকে সকলে মনস্বিনী, মন্যুমাতা, মহামন্যুসমুদ্ভবা,
অমন্যু, অমৃতাস্বাদা, পুরুহুতা ও পুরুষ্টদা বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে ।

অশোচ্য ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রিয়া ।

হিরণ্যরজনী হৈমা হেমাভরণভূষিতা ॥

তুমি অশোচ্য অর্থাৎ তোমাতে শোকের লেশমাত্রও নাই, তুমি
ভিন্ন-বিষয়া অর্থাৎ তুমি ষাণ্ডীয়া বিষয় হইতে পৃথক্, তুমি হিরণ্য ও
রজতপ্রিয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমা ও হেমাভরণে বিভূষিতা ।

বিভ্রাজমাণা দুজ্জেরা জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা ।

মহানিদ্ৰা মহাঘোরা অনিদ্ৰা সত্যদেবতা ॥

তুমি বিভ্রাজমাণা, দুজ্জেরা, জ্যোতিষ্টোমফলপ্রদা, মহানিদ্ৰা,
মহাঘোরা, অনিদ্ৰা ও সত্যদেবতা এই সকল নামে পরিচিতি ।

দীর্ঘা ককুদ্দিনী হৃদা শাস্তিদা শাস্তিবর্দ্ধিনী ।

লক্ষ্ম্যাধিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা ॥

হে দেবি ! তুমি দীর্ঘাকৃতি, ককুদ্বিশিষ্টা, চিত্তরঞ্জিনী, শাস্তিপ্রদা,
শাস্তিবর্দ্ধিনী, লক্ষ্মী প্রভৃতি শক্তির জননী ও শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা ।

ত্রিশক্তিজননী জম্বা! ষড়্ শ্রীপরিবর্জিতা ।

স্বধোতা কর্মকরণী যুগান্তদহনাস্মিকা ॥

তুমি শক্তিত্রয়ের জননী, তুমিই সকলের উৎপত্তির কারণ, তুমি ষড়্ শ্রী পরিশূভা, তুমি স্বধোতা, তুমি কর্মকরণী এবং যুগান্তদহনাস্মিকা অর্থাৎ তুমি প্রলয়কালীন অনলায়নরূপা ।

সঙ্কর্ষণী জগদ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরীটিনী ।

ঐন্দ্রী ত্রৈলোক্যানমিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী ॥

হে মাতঃ! তুমি সঙ্কর্ষণী, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যানমিতা, বৈষ্ণবী ও পরমেশ্বরী নামে অভিহিতা ।

প্রহ্লাদদয়িতা দাত্রী যুগদৃষ্টিত্রিলোচনা ।

মদোৎকটা হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ॥

তুমি প্রহ্লাদদয়িতা, দাত্রী, যুগদৃষ্টি, ত্রিলোচনা, মদোৎকটা, হংসগতি, প্রচণ্ডা ও চণ্ডবিক্রমা নামে পরিকীর্ণিতা হইয়া থাক ।

বৃষাবেশা বিয়ম্মাতা বিজ্ঞাপর্কতবাসিনী ।

চাগুরহস্ত তনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিণী ॥

তুমি বৃষাবেশা, বিয়ম্মাতা, বিজ্ঞাপর্কতবাসিনী, চাগুরহস্ত তনয়া, নীতিজ্ঞা ও কামরূপিণী ।

বেদবিষ্ঠা ব্রতবিষ্ঠা ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী ।

বীরভজপ্রপূজ্যা চ মহাকামসমুদ্ভবা ॥

তুমিই বেদবিদ্যা, তুমিই ব্রতবিদ্যা, তুমি ব্রহ্মপৰ্বতবাসিনী, তুমি
ঈশ্বরকর্তৃক প্রপূজিতা এবং মহাকাশসমুদ্ভবা ।

বিজ্ঞাধরপ্রিয়া বীরা বিজ্ঞাধরনিরাকৃতিঃ ।

সিদ্ধা আপ্যায়নী সেব্যা হরন্তী পাবনৌ কলা ॥

হে দেবি ! তুমি বিজ্ঞাধরপ্রিয়া, বীরা, বিজ্ঞাধরনিরাকৃতি, সিদ্ধা,
আপ্যায়নী, সেব্যা, হরন্তী, পাবনৌ ও কলা নামে অভিহিতা ।

পোষণী মাতৃকা দেবি বারিজা বাহনপ্রিয়া ।

সেবিতা সেবিকা মন্মথোদ্ভুতা মানদায়িনী ॥

হে দেবি ! তুমি পোষণী, মাতৃকা, বারিজা, বাহনপ্রিয়া, সেবিতা,
সেবিকা, মন্মথোদ্ভুতা ও মানদায়িনী নামে পরিকীৰ্ত্তিতা হইয়া থাক ।

করীষিণী সুরাবাণী বীণাবাদনতৎপর।

অরুন্ধতী হিরণ্যাক্ষী সিনীবালী গরুড়াতী ॥

হে মাতঃ ! তুমি করীষিণী, সুরাবাণী, বীণাবাদন তৎপর, অরুন্ধতী,
হিরণ্যাক্ষী, সিনীবালী ও গরুড়াতী নামে প্রথিতা ।

বসুপ্রদা যুগাক্ষা চ বসোদ্ধারা বসুমতী ।

বসুন্ধরা ধারাধরা পারাবারসহস্রদা ॥

হে দেবি ! তোমাকে সকলে বসুপ্রদা, যুগাক্ষা, বসোদ্ধারা, বসুমতী,
বসুন্ধরা, ধারাধরা ও পারাবারসহস্রদা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে ।

শ্রীকালী শ্রীমতী শ্রীশা শ্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া ।

শ্রীধরা শ্রীকরী কল্যা শ্রীধরার্কশরীরিণী ॥

শ্রীকালী, শ্রীমতী, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, শিবপ্রিয়া, শ্রীধরা, শ্রীকরী, কল্যা
ও শ্রীধরার্কশরীরিণী এই সকল নামে তুমিই কীৰ্ত্তিতা হইয়া থাক ।

বরারোহানস্তদৃষ্টিরক্ষুদ্রা ধনদপ্রিয়া ।

দৈত্যসংঘনিহন্ত্রী চ সিংহিকা সিংহবাহিনী ॥

হে: দেবি! তুমি বরারোহা, অনস্তদৃষ্টি, অক্ষুদ্রা, ধনদপ্রিয়া,
দৈত্যসংঘনিহন্ত্রী, সিংহিকা, ও সিংহবাহিনী নামে অভিহিতা ।

ধাত্রীশা সূশ্রোগিচ্ছিন্নসংশয়া রসদা রমা ।

সুকীৰ্ত্তী রসজ্ঞা লোলহাসা চারুশরাসনা ॥

হে মাতঃ! তুমি ধাত্রী, ঈশা, সূশ্রোগি, ছিন্নসংশয়া রসদা, রমা,
সুকীৰ্ত্তি, রসজ্ঞা, লোলহাসা ও চারুশরাসনা নামে কীৰ্ত্তিতা ।

স্ববৰ্চ্চলামৃতশ্রবা:নিত্যোদিতা স্বয়ংজ্যোতিঃ ।

বজ্রদন্তা বজ্রজিহ্বা উৎসুকামৃতজীবনী ॥

তুমি স্ববৰ্চ্চলা, অমৃতশ্রবা, নিত্যোদিতা, স্বয়ংজ্যোতি, বজ্রদন্তা,
বজ্রজিহ্বা, উৎসুকা ও অমৃতজীবনী নামে পরিগণিতা ।

মঙ্গল্যা মঙ্গলামালা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা ।

গন্ধৰ্ব্বী করুণা চান্দ্রী নির্মলা মলহারিণী ॥

হে দেবি ! তোমাকেই সকলে মঙ্গল্যা, মঙ্গলামালা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, গন্ধক্বী, কল্পা, চান্দ্রা, নির্ঝলা ও মলহারিণী বলিয়া কীৰ্ত্তন করে ।

সৌদামিনী জনানন্দা কঙ্কলাখতরপ্রিয়া ।

কর্ণিকারকরা কঙ্কা ভ্রুকুটিকুটিলাননা ॥

তুমি সৌদামিনী, জনানন্দা, কঙ্কলা, অখতরপ্রিয়া, কর্ণিকারকরা, কঙ্কা ও ভ্রুকুটিকুটিলাননা নামে প্রথিতা ।

যুগন্ধরা যুগাবর্তী কংসপ্রাণাপহারিণী ।

প্রত্যঙ্গদেবতা দিব্যা ত্রিসন্ধ্যা হর্ষবর্দ্ধিনী ॥

হে দেবি ! তুমি যুগন্ধরা ও যুগাবর্তী নামে প্রথিতা । তুমিই কংসের প্রাণবিনাশ কর, তুমি প্রত্যঙ্গদেবতা, তুমি দিব্যা, তুমিই ত্রিসন্ধ্যা এবং তুমিই সকলের হর্ষবর্দ্ধিনী ।

শক্রাসনগতা শক্রৌ দিব্যগন্ধা দিবঃ পরা ।

ইষ্টা বিশিষ্টা সাধ্যা চ শিষ্টাশিষ্টপ্রপুঞ্জিতা ॥

তুমি শক্রাসনগতা অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রের ইন্দ্রাসনে সমাসীন থাক, তুমি শক্রী, তুমি দিব্যগন্ধা, তুমি স্বর্গেরও অতীত, তুমি ইষ্টা, বিশিষ্টা, সাধ্যা এবং শিষ্ট ও অশিষ্ট কর্তৃক প্রপুঞ্জিতা ।

শতরূপা শতাবর্তী বিনতা সুরভিঃ সুরা ।

সুরেন্দ্রমাতা সূহ্যমা সূম্মা সূর্য্যসংস্থিতা ॥

হে দেবি ! তুমি শতরূপা, শতাবর্তী, বিনতা, সুরভি, সুরা,
সুরেন্দ্রমাতা, সূহৃদা, সূবুদা ও সূৰ্যাসংস্থিতা নামে অভিহিতা ।

সংপ্রতিষ্ঠা সমীক্ষ্যা চ শিষ্টেষ্ঠা জ্ঞানপারগা ।

ধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধৰ্ম্মজ্ঞা ধৰ্ম্মবাহনা ॥

হে মাতঃ ! তুমি সংপ্রতিষ্ঠা, সমীক্ষ্যা, শিষ্টেষ্ঠা, জ্ঞানপারগা,
ধৰ্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধৰ্ম্মজ্ঞা ও ধৰ্ম্মবাহনা বলিয়া প্রসিদ্ধা ।

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিনির্ম্মাত্রী ধার্ম্মিকশিবদায়িনী ।

ধৰ্ম্মশক্তিধৰ্ম্মময়ী বিধৰ্ম্মা বিশ্বধৰ্ম্মিণী ॥

তোমা হইতেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মের সৃজন হইয়াছে, তুমি ধার্ম্মিকজনের
কল্যাণ বিধান করিয়া থাক, তুমি ধৰ্ম্মশক্তিস্বরূপিণী, ধৰ্ম্মময়ী, ধৰ্ম্মের
অতীত এবং তুমিই বিশ্বধৰ্ম্মিণী ।

ধৰ্ম্মাস্তুরা ধৰ্ম্মপূৰ্ব্বা ধৰ্ম্মাত্মা চ ধনাবহা ।

ধৰ্ম্মোপদেষ্ট্রী নিবৃত্তিধৰ্ম্মগম্যা ধরাধরা ॥

হে দেবি ! তুমি ধৰ্ম্মাস্তুরা, ধৰ্ম্মপূৰ্ব্বা, ধৰ্ম্মাত্মা, ধনাবহা, ধৰ্ম্মোপদেষ্ট্রী,
নিবৃত্তি, ধৰ্ম্মগম্যা ও ধরাধরা নামে অভিহিতা ।

কপালীসকলামূৰ্ত্তিঃ কলাকলিতবিগ্রহা ।

সৰ্ব্বশক্তিবিনিৰ্ম্মুক্তা সৰ্ব্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া ॥

হে মাতঃ ! তুমি কপালীসকলামূৰ্ত্তি, কলাকলিতবিগ্রহা ও সৰ্ব্বশক্তি-
বিনিৰ্ম্মুক্তা ও সৰ্ব্বশক্তির আশ্রয়ের আশ্রয় ।

সৰ্বা সৰ্বেশ্বরী সূক্ষ্মা সূক্ষ্মজ্ঞানস্বরূপিণী ।

প্রধানপুরুষেশানা মহাদেবৈকসাক্ষিণী ॥

তুমি সৰ্বা, তুমি সৰ্বেশ্বরী, তুমি সূক্ষ্মা, তুমি জ্ঞানস্বরূপিণী, তুমি
প্রধান পুরুষের ঈশ্বরী এবং মহাদেবের সাক্ষীস্বরূপা ।

সদাশিবা বিয়ম্মূর্ত্তিবেদম্মূর্ত্তিরম্মূর্ত্তিগা ।

তমেব পরমং ব্রহ্ম মহজ্যোতির্নিরঞ্জনং ॥

হে দেবি! তুমি সদাশিবা, বিয়ম্মূর্ত্তি, অম্মূর্ত্তিগা এই সকল নামে
অভিহিতা । তুমিই নিরঞ্জন মহাজ্যোতিঃস্বরূপ পরম ব্রহ্ম ।

কেচিদ্ধদন্তি প্রকৃতিং কেচিচ্চ প্রকৃতেঃ পরাং ॥

শিবসংশ্রয়হেতুত্বাং শিবামিতি কেচন ॥

হে দেবি! কেহ কেহ তোমাকে প্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করেন, কেহ
কেহ প্রকৃতির অতীত বলিয়া থাকেন এবং কেহ বা শিবের সংশ্রয় হেতু
তোমাকে শিবা বলিয়া নির্দেশ করেন ।

অবিদ্ধা নিয়তিশ্রয়া প্রধানং পুরুষো মহৎ ।

ব্রহ্মেশো চ তথা বিষ্ণুর্জায়ন্তে তত্ত্ব এব হি ॥

হে দেবি! অবিদ্ধা, নিয়তি, মায়ী, প্রধান, পুরুষ, মহৎ, ব্রহ্মা, ঈশ,
বিষ্ণু ইহারা সকলেই তোমা হইতে উৎপন্ন ।

বিদিতাসি পরা শক্তিঃ সর্বভেদবিবর্জিতা ।

তমেব জগতাং মাতা সর্বভেদাশ্রয়াশ্রয়া ॥

হে মাতঃ ! তুমিই প্রসিদ্ধা পবমা শক্তি, তুমি সৰ্বভেদশূদ্ধা, অগতের
জননী এবং সৰ্বভেদের আশ্রয়ের আশ্রয় ।

ত্বযাধিষ্ঠানহেতুত্বাদাদিদেবঃ সনাতনঃ ।

স্বকৃতি পাতি লোকাংশ্চ অশ্বে সংহরতে পুনঃ ॥

তোমাকে অধিষ্ঠান করিয়াই সনাতন আদিদেব এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন,
পালন ও অশ্বে ইহার সংহার সাধন করিতেছেন ।

চিদানন্দময়া দেবি স্বাত্মানন্দবিধায়িনী ।

অক্ষরং পরমং ব্যোম সূক্ষ্মঃ সৰ্ব্বগতঃ শিবঃ ॥

হে দেব ! তুমি চিদানন্দময়া, তোমার প্রসাদেই স্বাত্মানন্দ অমৃতব
হইয়া থাকে, তুমি অক্ষর পরম ব্যোম এবং তুমিই সৰ্ব্বগত সূক্ষ্ম শিব ।

ত্বমেব পরমং ব্রহ্ম দেবেষু দেবেশ্বরঃ স্মৃতঃ ।

ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্ম ত্বং হি বলিনাং বাহুরেব চ ॥

হে দেবি ! তুমিই পরম ব্রহ্ম, তুমিই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, তুমিই
ব্রহ্মবেত্তাদিগের ব্রহ্ম এবং তুমিই বলবান্দিগের বাহুরূপ ।

কুজেষু শঙ্করস্ত্বং হি যোগিনাং কপিলস্তথা ।

আদিত্যেষু চ উপেন্দ্র ঋষিষু বশিষ্ঠঃ স্মৃতঃ ॥

হে দেবি ! তুমিই কুজগণमध्ये শঙ্কর, যোগিগণের মধ্যে কপিলদেব,
আদিত্যগণमध्ये উপেন্দ্র এবং ঋষিগণमध्ये বশিষ্ঠ ।

বসূনাং পাবকস্তৃষ্ণ বেদেষু সাম ইত্যপি ।

ছন্দসাং গায়ত্রী মাতর্বেদবিৎসু দ্বৈপায়নঃ ॥

হে মাতঃ ! তুমি বসুগণের মধ্যে পাবক, বেদের মধ্যে গায়ত্রী এবং বেদবিদগণের মধ্যে ব্যাস ।

সংহর্ভুষু তথা কালো গুহ্যবর্ণেষু প্রণবঃ ।

সর্বশক্তিমতী মায়া তমেব পরমা গতিঃ ॥

হে দেবি ! তুমি সংহারকারিগণের মধ্যে কাল, গুহ্য বর্ণসকলের মধ্যে ওঙ্কার, তুমিই সর্বশক্তিমতী মায়া এবং তুমিই পরমা গতি ।

বর্ণেষু ব্রাহ্মণো দেবি আশ্রমাণামুত্থা গৃহং ।

অধ্যাত্মবিজ্ঞা বিজ্ঞায়ামীশ্বরেষু মহেশ্বরঃ ॥

হে দেবি ! তুমি বর্ণসকলের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আশ্রমের মধ্যে গৃহাশ্রম, বিজ্ঞামধ্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞা এবং তুমি ঈশ্বরসকলের মধ্যে মহেশ্বররূপিণী ।

পুরুষেষু চ দেবেশি হৃদিস্থঃ পরপুরুষঃ ।

কল্পেষু ঈশানস্ত্বং হি জপোষু শতরুদ্রিয়ং ॥

হে দেবেশি ! তুমি পুরুষসকলের মধ্যে সর্বভূতের হৃদয়স্থ পরম পুরুষ, কল্পসমূহের মধ্যে ঈশান এবং তুমিই জপাসকলের মধ্যে শতরুদ্রিয় ।

সরস্বতী চ বাক্যেষু লক্ষ্মীস্ত্বং সুন্দরীষু চ ।

সতীশ্বরুদ্ধতী দেবি মায়াবিনাং নারায়ণঃ ॥

হে দেবি ! তুমি বাক্য সকলের মধ্যে সরস্বতী, সূক্ষ্মরীণের মধ্যে
লক্ষ্মী, সত্যের মধ্যে অরুন্ধতী এবং মায়াবিগণের মধ্যে বিষ্ণু ।

সূক্তেষু পরমঃ সূক্তঃ সুপর্ণশ্চ পতত্রিষু ।
পৰ্বতানাং মহামেৰুরনন্তো ভুজগেষুপি ॥

হে মাতঃ ! তুমি সূক্তসকলের মধ্যে পরম সূক্ত, পক্ষীগণের মধ্যে
সুপর্ণ, পর্বতের মধ্যে মহামেৰু এবং সর্পগণমধ্যে অনন্ত ।

সৰ্ব্বাতিগং পরং ব্রহ্ম ভূমেব ইতি নিশ্চিতং ।
আদিমধ্যান্তবিহীনা নির্বিকারা তথামলা ॥

হে দেবি ! তুমি সৰ্ব্বাতীত পরম ব্রহ্ম, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।
তুমি আদি মধ্য ও অন্তশূন্য, বিকাররহিত ও নিম্মল ।

নমস্তেহস্ত মহাদেবি প্রচণ্ডায়ৈ নমো নমঃ ।
অব্যক্তমূর্তয়ে তস্মৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ ॥

হে মহাদেবি । তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রচণ্ডরূপিণী অব্যক্তমূর্তি
ও কূটস্থ, তোমাকে প্রণাম করি ।

ওঙ্কাররূপিণী ভং হি বিশুদ্ধস্বরূপিণী ।
লোকাতীতা দ্বৈতাতীতা নমস্তে পরমেশ্বরি ॥

হে পরমেশ্বরি ! তুমি প্রণবস্বরূপা, বিশুদ্ধ স্বরূপিণী, লোকাতীতা,
ও দ্বৈতাতীতা, তোমাকে নমস্কার ।

ভূতানি চ তন্মাত্রাণি তব বন্ধঃস্থলং স্মৃতং ।

আত্মা মায়া মহাদেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥

হে মহাদেবি ! পঞ্চ ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্র তোমার বন্ধঃস্থল বলিয়া
পরিগণিত ; তুমি আত্মা মায়া । হে পরমেশ্বরি ! তোমাকে নমস্কার ।

আদৌ মধ্যে তথা চান্তে রাজসি সুরসুন্দরি ।

দুর্গতিনাশিনী দেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ॥

হে সুরসুন্দরি ! জগতের আদিতে, মধ্যে ও অন্তকালে সর্বদাই তুমি
বিরাজমানা থাক । তোমার কৃপাতেই দুর্গতি বিনাশ প্রাপ্ত হয় ;
অতএব হে পরমেশ্বরি ! তোমাকে নমস্কার করি ।

বাল্যে বালা চ হে দেবি যৌবনে যুবতী তথা ।

বার্দ্ধক্যে হ্রবিরা ত্বঞ্চ নমস্তে পরমেশ্বরি ॥

হে দেবি ! তুমি বাল্যে বালা, যৌবনে যুবতী ও বার্দক্যে হ্রবিরাক্রমে
বিরাজ কর, অতএব হে পরমেশ্বরি ! তোমাকে নমস্কার ।

বরেণ্যা বরদা ত্বঞ্চ লোকেষু চ যশস্বিনী ।

কৌশিকী কালিকা চণ্ডী নমস্তে পরমেশ্বরি ॥

তুমি বরেণ্যা, তুমি বরদাশ্রিনী এবং তুমিই লোকসমূহ মধ্যে একমাত্র
যশস্বিনী । হে পরমেশ্বরি ! তুমিই কৌশিকী, তুমিই কালিকা এবং
তুমিই চণ্ডী ; তোমাকে নমস্কার ।

চিস্তয়ন্তি হৃদা সৰ্ব্বৈ যোগিনশ্চরণৌ তব ।
 দুঃখভৌ বন্দনীয়ো চ মোক্ষায় কমলাঙ্কিতৌ ॥

হে দেবি ! যোগিগণ মুক্তিকামনাধ নিরন্তর তোমার কমলাঙ্কিত,
 দুঃখভ সর্ববন্দনীয় চরণ ছন্দে ধ্যান করিয়া থাকেন ।

নমস্তে পরমেশানি নমস্তেহস্ত মহেশ্বরি ।
 নমস্তে জগতাং মাতঃ প্রসন্না ভব সুন্দরি ॥

হে পরমেশানি ! তোমাকে নমস্কার, হে মহেশ্বরী ! তোমাকে প্রণাম
 করি, হে জগন্মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার, হে সুন্দরি ! তুমি প্রসন্না হও ।

কামসিদ্ধিপ্রদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ দেবীসন্নিধৌ ।
 মুচ্যতে সৰ্ব্বপাপেভ্য উপপাপেভ্য এবচ ॥

যে ব্যক্তি দেবীসন্নিধানে এই কামসিদ্ধিপ্রদ স্তোত্র অধ্যয়ন করে, সে
 সর্বপ্রকার পাপ ও উপপাতক হইতে বিমুক্ত হয় ।

নিঃসঙ্গো নিঃস্বমো ভূত্বা কালীপদপরায়ণঃ ।
 পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥

যে ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও নিঃস্বম হইয়া কালীপদে চিত্তসমর্পণ পূর্বক এই স্তব
 পাঠ করে বা অন্তধারা পাঠ করায়, সে ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই ।

পুণ্যাহে পুণ্যতীর্থে চ সংযতেন্দ্রিয়মানসঃ ।
 মুচ্যতে ভববন্ধেভ্যঃ পঠিষ্মৎ স্তবং শুভং ॥

পুণ্যদিনে পবিত্র তীর্থস্থলে গমন পূর্বক জিতেশ্বর্য ও সংযতচিত্ত হইয়া এই কল্যাণকর স্তব পাঠ করিলে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

যঃ পঠেৎ প্রাতঃকাল্য দেবীভক্তিপরায়ণঃ ।

বিঘ্নাস্তস্ত পলায়ন্তে খগঃ দৃষ্ট্বা যথোরগাঃ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্বক দেবীভক্তিপরায়ণ হইয়া এই স্তব পাঠ করে, গরুড় দর্শনে সর্পগণের দ্বারা তাহার যাবতীয় বিঘ্ন বিদূরিত হয় ।

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ ।

ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য দেবীলোকং স গচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি শিবসমীপে এই মোক্ষসাধনাখ্য স্তোত্র পাঠ করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ।

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।

ত্রিসঙ্কায় পঠেন্নিত্যং পাপং তস্মৈ ন বিদ্বতে ॥

যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া এই মোক্ষসাধনাখ্য স্তোত্র শ্রবণ করে, অথবা যে ব্যক্তি ত্রিসঙ্কয়া ইহা পাঠ করে, তাহার দেহে পাপ আক্রমণ করিতে পারে না ।

৪

পুত্রার্থী লভতে পুত্রং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ।

ভার্য্যার্থী লভতে ভার্য্যাং ধনং হ্রতধনো লভেৎ ॥

ইহার প্রসাদে পুত্রার্থীর পুত্র, রাজ্যার্থীর রাজ্য ও ভাৰ্য্যার্থীর ভাৰ্য্যালাভ হয় এবং যাহার ধন অপহৃত হইয়াছে, সে ব্যক্তি সেই ধন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

মোক্ষসাধনাখ্যং স্তোত্রং যো জনঃ সংযত পঠেৎ ।

ত্রৈলোক্যবিজয়ী সোহপি সৰ্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি সংযত হইয়া এই মোক্ষসাধন স্তোত্র পাঠ করে, সে ত্রৈলোক্যবিজয়ী হয় এবং তাহার সৰ্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে ।

রোগাৎ প্রমুচ্যতে রোগী বিজয়শ্চ পদে পদে ।

শত্রুসৈন্যং ক্ষয়ং যাতি বন্দী মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥

এই স্তব প্রসাদে রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, পদে পদে বিজয় লাভ হইয়া থাকে, শত্রুসৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বন্দী কারাবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে ।

ঐশ্বর্য্যং বৰ্দ্ধতে নিত্যং মিত্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।

দুঃখানি প্রশমং যাস্তি ছরিতানি ক্ষয়ং ক্রবৎ ॥

এই স্তব পাঠ করিলে ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়, মিত্রবৃদ্ধি হয়, দুঃখের উপশম হয় এবং পাপরাশি বিনাশ পাইয়া থাকে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।

স্তবশাস্ত্র প্রসাদেন দুঃস্বপ্নঃ স্নস্বপ্নো ভবেৎ ।

দেবীপুদে শিবে চৈব ভক্তিৰ্ভবতি নিশ্চিতং ॥

এই স্তবপ্রসাদে দুঃস্বপ্ন স্নস্বপ্নে পরিণত হয় এবং দেবীপদে ও শিবের প্রতি ভক্তিসংস্কার হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ।

স্তবরাজপ্রসাদেন সংকীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধিতে ৫৭।
অকীৰ্ত্তিঃ ক্ষয়মাপ্নোতি নাশশ্চৈ তজ্জাতীভবেৎ ॥

এই স্তব পাঠ করিলে ইহার প্রসাদে সংকীৰ্ত্তি বৃদ্ধি পায়, অকীৰ্ত্তি
বিনষ্ট হয় এবং অশেষ মতি প্রবর্তিত হয় না।

যঃ পঠেৎ প্রাতরুথায় জিতেন্দ্রিয়ো দিনে দিনে।
মৃত্যুকালে হরেনাম তস্তাসাধ্যক্ষ নো ভবেৎ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোপান পূৰ্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া
এই স্তোত্র পাঠ করে, মৃত্যুকালে হরিনাম তাহার অসাধ্য হয় না।

দৃষ্ট্বা তঞ্চ পলায়ন্তে দুঃখানি চ ভয়ানি চ।
তথা সৰ্ব্বাণি পাপানি বৈনতেয়মিবোরগাঃ ॥

গুরুদর্শনে সর্পগণ ঘেরূপ ভয়ে পলায়ন করে, সেইরূপ এই স্তব প্রত্যহ
পাঠ করিলে তাহাকে দেখিয়া দুঃখ, ভয় ও যাবতীয় পাতক বিদূরিত হয়।

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
ধনবান্ বুদ্ধিমান্ সোহপি পুত্রবান্ বিদ্বান্ ভবেৎ ॥

কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশীতিথিতে শিবসন্নিধানে এই স্তব পাঠ করিলে সে
ব্যক্তি ধনবান্, বুদ্ধিমান্, পুত্রবান্ ও বিদ্বান্ হয়।

কালীস্তোত্রং মহাপুণ্যং যঃ পঠেদ্দেবীসন্নিধৌ।
পঠেৎষাপি পূজাকালে স জয়ী সৰ্ব্বতঃ সুখী ॥

যে ব্যক্তি দেবীসম্মিধানে এই মহাপুণ্য স্তোত্র পাঠ করে অথবা অর্চনা-
কালে অধ্যয়ন করে, সে ব্যক্তি সর্বত্র ভয়ী ও সর্বপ্রকার সুখে সুখী হয়।

কালী তস্ম গৃহং ত্যক্ত্বা ন গচ্ছতি কদাচন।

ভবাকৌ তরণী কালী ভবেত্তস্ম ন সংশয়ঃ ॥

কালী তাহার গৃহত্যাগ করিয়া কদাচ অত্র স্থানে গমন করেন না এবং
অন্তকালে কালীই তাহার ভবসাগরের তরণীস্বরূপ হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।

সহস্রাবৃত্তপাঠেন পুরশ্চর্য্যাস্ত গীয়তে।

পুরশ্চরণসম্পন্নং স্তোত্রং মোক্ষৈকসাধনং ॥

সহস্রাবৃত্তি দ্বারা এই স্তবের পুরশ্চরণ তইয়া থাকে। এই স্তোত্র
পুরশ্চরণসম্পন্ন হইলে মোক্ষের একমাত্র কারণ হয় সন্দেহ নাই।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইতি তে কথিতং দেবি দেব্যা স্তোত্রমনুত্তমং।

অধুনা কবচং বক্ষ্যে সাবধানাবধারণয় ॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট অনুত্তম
মোক্ষসাধন নামক কালীস্তোত্র কীৰ্ত্তন করিলাম। এক্ষণে কবচ
বলিতেছি, অবধান কর।

শ্রীমোক্ষসাধনশাস্ত্র কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।

ছন্দোহমুষ্টপু দেবতা চ আত্মা কালী সনাতনী ॥

মায়াবীজং বীজমিতি হ্রুং শক্তিঞ্চ উদাহৃত্য ।

ঐমিতি কৌলকং তস্মৈ মোক্ষসিদ্ধৌ বিনিয়োগঃ ॥

শ্রীমোক্ষসাধন নামক কবচের ঋষি শিব, ছন্দঃ অন্নুষ্টুপ্, দেবতা আত্মা
সনাতনৌ কালিকা, হ্রীঃ ইহার বীজ, হ্রুং ইহার শক্তি, ঐং ইহার কৌলক
এবং মোক্ষসিদ্ধিতে ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ।

হ্রীমাত্মা মে শিরঃ পাতু হ্রুং কালী বদনং মম ।

ঐং মম নয়নে পাতু বিজয়া চ জয়গুণকং ॥

হ্রীং আত্মা আমার মস্তক রক্ষা করুন, হ্রুং কালী আমার মুখ রক্ষা করুন,
ঐং এই বীজ আমার নয়নদ্বয় এবং বিজয়া আমার জয়গুণ রক্ষা করুন ।

বগলা মে দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা জয়া ।

দম্বনাঙ্গং বিরূপাক্ষী বামাঞ্চ ভীমরূপিণী ॥

বগলা আমার দক্ষিণ কর্ণ, জয়া বামকর্ণ, বিরূপাক্ষী দক্ষিণ নাসিকা
এবং ভীমরূপিণী আমার বামনাসিকা রক্ষা করুন ।

ওষ্ঠাধরৌ সদা পাতু শঙ্করী শাকরী ক্রমাৎ ।

কপোলৌ পাতু দেবেশী কেশাংশ্চ রক্তদন্তিকা ॥

শঙ্করী আমার ওষ্ঠ, শাকরী আমার অধর, দেবেশী আমার কপোলদ্বয়
এবং রক্তদন্তিকা আমার কেশসমূহের রক্ষা বিধান করুন ।

দন্তান্ পাতু সদা দেবী কাত্যায়নী শুভঙ্করী ।

ঐবাং পাতু মহেশানী কণ্ঠং কৈলাসবাসিনী ॥

শুভঙ্করৌ কাত্যায়নৌ দেবৌ আমার দম্ভ, মহেশানৌ আমার গ্রীবা এবং
কৈলাসবাসিনৌ আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন।

সর্ববাণী রক্ষতু পৃষ্ঠং বিমলা চ উরঃস্থলং ।

গুহ্যং পাতু যোগমায়া উদরং নরবাহিনী ॥

সর্ববাণী আমার পৃষ্ঠদেশ, বিমলা আমার বক্ষঃস্থল, যোগমায়া গুহ্য
এবং নরবাহিনী আমার উদরের রক্ষা বিধান করুন।

করৌ পাতু নিরাহারা বাহু মে সর্বমঙ্গলা ।

অঙ্গুলীংশ্চ মহারাত্রিন্ধান্ মে পদ্মবোধিকা ॥

নিরাহারা আমার করদ্বয়, সর্বমঙ্গলা আমার বাহুদ্বয়, মহারাত্রি
মদীয় অঙ্গুলীসমূহ এবং পদ্মবোধিকা আমার নখ রক্ষা করুন।

কটিং পাতু মহালক্ষ্মীত্রিবলিং স্বর্গবাসিনী ।

প্রজাহানং জগন্মূর্ত্তিমেট্রং মে পরমেশ্বরী ॥

মহালক্ষ্মী আমার কটিদেশ, স্বর্গবাসিনী আমার ত্রিবলি, জগন্মূর্ত্তি
প্রজাহান এবং পরমেশ্বরী আমার মেট্রদেশ রক্ষা করুন।

পাদৌ মে বরদা পাতু উরু রক্ষতু কালিনী ।

জানুনী সর্বেশী পাতু সর্বদ্বন্দ্বং ভোগশায়িনী ॥

বরদা আমার পাদদ্বয়, কালিনী আমার উরুদ্বয়, সর্বেশী আমার
জাহ্নবী এবং ভোগশায়িনী আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন।

কবচং পরমং পুণ্যং পূজাকালে পঠেন্নরঃ ।

সর্বপাপাঘ্নিমুচ্যেত মন্ত্রসিদ্ধিৰ্ভবেদ্ ঋবং ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে এই পবন পুণ্য প্রদ দিবা কবচ পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং তাহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

যঃ পঠেৎ প্রয়াতো ধীমান্ কালিকাকৃতমানসঃ ।

নাসাধ্যং বিদ্বতে তস্মৈ কালিকা চ প্রসীদতি ॥

যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কালিকার প্রতি চিত্ত সমর্পণ পূর্বক প্রয়াত হইয়া এই কবচ পাঠ করে, জগতে তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না ; কালিকা দেবী তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

ইতি তে কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্বুতং ।

কালিকাতন্ত্রোক্তং গুহ্যং দেবানামপি দুর্লভং ॥

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে সর্বোত্তমোত্তমে হরপার্বতীসংবাদে কালী-

স্তোত্রকবচাদিবর্ণনং নাম বিংশোল্লাস ॥২০॥

মহাদেব কহিলেন, হে দেবি! এই আমি তোমার নিকট কালীতন্ত্রোক্ত, পরমাদ্বুত কালীদেবীর কবচ কীর্তন করিলাম। ইহা গুহ্য ও দেবগণেরও দুর্লভ ।

ইতি শ্রীকালীতন্ত্রে কালীস্তোত্রকবচাদিবর্ণন নামক বিংশ উল্লাস সমাপ্ত ।

